# প্রতিদিন একটি আয়াত

# A Verse in A Day

# الدرب اليسير إلى معرفة التفسير

(عشرة في واحدة: عنوان الآيات، المفردات، وترجمة الآيات، والتفسير الإجمالي، ومناسبة الآية لما قبلها وما بعدها، وشرح المفردات الغريبة، وأسباب النزول، وفوائد الآية، وممارسات الآية، وأطلس الآية).

(سورتا الفاتحة والبقرة)

DO NOT COPY

د. محمد معصوم بالله الأزهري
جامعة الملك العبد العزيز بجدة، المملكة العربية السعودية.

# আল-দারব আল-ইয়াসীর

(একের ভিতর দশ: আলোচ্যবিষয়, সরল অনুবাদ, শব্দার্থ, ভাবার্থ, অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা, আয়াতের সম্পর্ক, অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট, আয়াতের শিক্ষা, আয়াতের আমল এবং আয়াতের মানচিত্র)

DO NOT COPY

সূরা ফাতিহা এবং বাক্বারা এর

## শিক্ষা ও আমল

ড. মো: মাসুম বিল্লাহ আল-আযহারী।
কিং আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা, সৌদিআরব।

DO NOT COPY

# গ্রন্থকারের কথা

الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلَّم تسليما كثيرا. أما بعد:

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দুইটি মুজিযা দিয়েছেন। একটির কার্যকারিতা তার মৃত্যুর সাথে শেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয়টি জীবন্ত মুজিযা মহাগ্রন্থ আল-কোরআন, যা কিয়ামত পর্যন্ত সদর্পে তার অলৌকিকতা ছড়াবে। কেউ তাকে স্তব্দ করে দিতে চাইলে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে স্তব্দ হয়ে যাবে। এক সময় যখন আরব বিশ্ব সহ সারা পৃথিবী কবি-সাহিত্যিকদের দখলে ছিল, সাহিত্যের আসরে মেতে উঠতো সে সময়ের সকাল-সন্ধা এবং সাহিত্যকে পান্ডিত্যের মানদন্ড ধরে তা দিয়ে জাতি-গোষ্ঠি ও সভ্যতার মান নির্নয় করা হতো। তখন কোরআন এসে সকল কবি-সাহিত্যিকদেরকে অপারগ করে দিয়ে অপরাজিত শক্তি হিসেবে সবার শীর্ষে আসন করে নিয়েছিলো। আজ বিজ্ঞানের যুগেও সর্বত্র যখন নুতন-নুতন আবিষ্কারে ছয়লাব, আবিষ্কারের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে সভ্যতাকে পরিমাপ করা হয়। ঠিক তখন কোরআন সকল আবিষ্কারকের জন্য উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করে আছে। এ রকম হওয়াটাইতো বলাবহুল্য, তা না হলে কিভাবে সৃষ্টি জগতের জন্য পথ প্রদর্শক হবে! আল্লাহ ঘোষণা করেছেন: ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة: ٢]. অর্থাৎ: "এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মোত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক" (সূরা বাক্বারা, ২) । এ সংবিধানকে বুঝে যেন মানবজাতি তদানুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ গড়তে পারে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এ মহাগ্রন্থের তাফসীর করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছেন: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [سورة النحل: ٤٤]. অর্থাৎ: "আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে" (সূরা নাহল, ৪৪) । রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সামনে কোরআনের তাফসীর করতেন। সাহাবীদের কাছে কোন আয়াতের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট থাকলে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতেন। তার ইন্তেকালের পর সাহাবীদের থেকে তাবেয়ীগণ, তাবেয়ীদের থেকে তাবা-তাবেয়ীগণ, তাবা-তাবেয়ীদের থেকে তাদের অনুসারীগণ এবং তাদের থেকে পরবর্তী স্তরের আলেমগণ। এভাবে তাফসীরের ধারাবাহিকতা পর্যায়ক্রমে বর্তমান সময় পর্যন্ত পোঁছেছে। কোরানকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে জীবন গড়া প্রত্যেক মানুষের উপর কর্তব্য এবং সাধারণ মানুষকে কোরানের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেওয়া আলেমদের উপর দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই যুগেযুগে আলেমগণ কোরানের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টার মাধ্যমে তাফসীরের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন।

DO NOT COPY

তাফসীরের অন্যতম একটি পদ্ধতি হলো 'তাফসীর মাওজুয়ী' বা 'বিষয়ভিত্তিক তাফসীর'। এ প্রকার তাফসীরের ধারা তাবেয়ীদের সময় থেকে চলে আসছে, যদিও যুগের পরিবর্তনে এর ধরণ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আরব বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পদ্ধতিতে কোরআনের তাফসীরের উপর যথেষ্ট গবেষণা হচ্ছে। তাফসীরের এ পদ্ধতিটি এতই সহজবোধ্য যে, সকল শ্রেণীর মানুষ তা পড়ে বুঝতে পারে। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় কোরানের তরজমা এবং প্রাচীণ তাফসীরের অনুবাদ যথেষ্ঠ পরিমানে পাওয়া গেলেও উল্লেখিত পদ্ধতিতে লেখা কোন তাফসীর আমার নজরে পড়ে নি। আর এ অনুবাদ ও তাফসীরগুলো দেশের মোট জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি অংশ যারা মাদ্রাসায় পড়ুয়া কেবল তারাই ভালভাবে বুঝতে পারে এবং বাকীরা এ তাফসীরগুলো পড়া শুরু করে কোরআন নামক জ্ঞানের সাগরে পতিত হয়ে দিক হারিয়ে ফেলে। 'বিষয়ভিত্তিক তাফসীর' এমন একটি ম্যাথোড বা পদ্ধতির নাম যা অনুসরণ করে তাফসীর লেখা হলে মাদ্রাসা শিক্ষিত, সাধারন শিক্ষিত, কম শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলেই তা বুঝতে পারবে (ইনশাআল্লাহ) ।

অত্র তাফসীরের কিতাবটি 'বিষয়ভিত্তিক তাফসীর' পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখা হয়েছে। সকল স্তরের বাংলা ভাষাভাষি মানুষ তাফসীর পড়ে এবং শুনে যেন সহজে অনুধাবণ করতে পারে সেজন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বিভিন্ন পেশাজীবির মানুষ তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে এবং বিভিন্ন সংগঠণ ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ তাদের অধিনস্ত সদস্যদেরকে নিয়ে প্রতিদিন একটি আয়াতের ব্যাখ্যা পড়া এবং শোনার মাধ্যমে এ তাফসীর থেকে উপকার নিতে পারবেন। বিশেষ করে যারা সদ্য কোরানের হাফেজ হয়েছে তাদের জন্য এ তাফসীরটি বেশী উপকারী হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে তাফসীর পঠন পদ্ধতি এবং তাফসীর ম্যাথডোলজী অত্র বইয়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার জানা মতে, এ তাফসিরে শব্দ চয়ন এবং বানানের কিছু ভুল আছে। পাঠকগণ দয়া করে একটু শোধরিয়ে পড়বেন। আল্লাহ তায়ালার কাছে নত শিরে প্রার্থণা করছি তিনি যেন এ মহৎ কিন্তু কষ্টসাধ্য কাজটি কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। (আমীন)

কোরআনের নালায়েক খাদেম:

ড. মো: মাসুম বিল্লাহ আল-আযহারী

DO NOT COPY

## كلمة المؤلف:

الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلَّم تسليما كثيرا. أما بعد:

فإنّ الله تعالى أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- المعجزتين، الأولى منهما انتهت بموته -صلى الله عليه وسلم-، والثانية: المعجزة الحية الباقية إلى يوم القيامة، وهي كتاب الله القرآن العظيم، الذي ينشر خصوصياته وميزاته حتى يرث الله الأرض. فإذا حاول أحد أن يسقطه، فقد أسقط نفسه وهدم. في الأيام الجاهلية كان شعراء العرب وكتابها يشتغلون بالآداب والأشعار والقصائد، وكان ينعقد مجالس الشعراء في الصباح والمساء. واعتبر الأدب معيار العلوم، والثقافات، والحضارات. ثم جاء القرآن وأعجز كل الشعراء والكتاب حتى جلس في القمة كقوة غير مهزومة. اليوم، في العهد الحديث، عندما تكثر الاختراعات الجديدة، والاكتشافات العجيبة حتى تقاس الحضارة بمقاييس الاكتشافات والاختراعات، فقد اتخذ القرآن مقعد الناصح لجميع المكتشفين والمخترعين. ينبغي أن يكون هكذا، وإلا فكيف يكون هدًى للعالم كله؟ قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة: ٢]. قد أمر الله رسوله -صلى الله عليه وسلم- بتبيين الكتاب العظيم للأمة؛ ليبني البشر أفراداً وأسرا ومجتمعات ودولاً في ضوء أحكام هذا الدستور: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [سورة النحل: ٤٤]. فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبين القرآن أمام أصحابه. إذا حصل الصحابة -رضي الله عنهم- على أي إشكال في آيات قرآنية، استفسروا مباشرة من النبي -صلى الله عليه وسلم-. وبعد وفاته، فسر الصحابة القرآن الكريم أمام التابعين، والتابعون أمام تابعي التابعين، وتابعو التابعين أمام من جاء بعدهم. وهكذا استمرت سلسلة التفسير إلى الوقت الحاضر. فمن واجب على كل إنسان أن يدرس القرآن بشكل صحيح، ومن واجب على العلماء أن يشرحوا القرآن شرحا صحيحا لعامة الناس. من أجل وفاء هذه المسؤولية، حاول العلماء الزاهدون أن يقدموا التفسير الصحيح للقرآن على مر العصور بطرق شتى.

ومن هذه الطرق "التفسير الموضوعي". وهذا النوع من التفسير كان مستمرا منذ زمن التابعين، وإن تغير صورته مع تغير العصر. هناك بحوث كثيرة حول تفسير القرآن بهذه الطريقة في جامعات مختلفة من الدول العربية. وهذه الطريقة موصلة القارئ إلى الغاية بالسهل، من حيث يمكن لجميع فئات الناس قراءتها وفهمها. نرى في بلدنا، تتوفر ترجمات القرآن باللغة البنغالية وترجمات التفاسير القديمة والحديثة بكميات كافية، ولكن لم يخطر ببالي أي تفسير مكتوب بالطريقة المذكورة. وهذه الترجمات والتفاسير المتوفرة عندنا لا يفهمها إلا من تعلقوا أنفسهم بالمدارس الدينية طالبا أو مدرسا، والباقون يعنى الجزء الكبير من سكان بلدنا لا يقرئونها ولا يفهمونها لصعوبتها. ومن الجدير بالذكر، إنْ كُتِبَ التفسير على المنهج الموضوعي، يتيسر للجميع أن يفهموا القرآن بشكل صحيح؛ لأن المنهج الموضوعي للتفسير سهل لفهم القرآن الكريم.

ومن ثم، اختار المصنف هذا المنهج لكتابة هذا التفسير. ونحن بذلنا جهودنا الصغيرة خالصا لوجه الله الكريم؛ ليمكن للمتحدثين باللغة البنغالية من جميع مستويات سكان بلدنا أن يفهموا القرآن الكريم بسهولة، وليمكن للأشخاص من مختلف المهن أن يشاركوا هذا التفسير مع أفراد عائلاتهم صباحا ومساءً، وللمسؤولين في مختلف المنظمات والمؤسسات والشركات أن يستفيدوا منه بمشاركتهم هذا التفسير مع أعضائها يوميا أو أسبوعيا. وكذلك هذا التفسير يكون أكثر فائدة لحفاظ القرآن الكريم الذين أرادوا أن يتعلموا التفسير (إن شاء الله تعالى).

نظرا إلى جميع مستويات القارئين، ذُكِرت كيفية قراءة التفسير، ومنهجيتها في بداية هذا الكتاب. أدعو الله بكل تواضع أن يمنحني التوفيق والسداد؛ لإكمال هذه المهمة العظيمة لمجرد رضوانه تعالى. (آمين)

**الفقير إلى الله:**

**د. محمد معصوم بالله الأزهري.**

# তাফসীর পঠন পদ্ধতি

তাফসীরটি যে ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে, পাঠক ঠিক সে ধারাবাহিকতায় তাফসীরটি পড়বে।

- প্রথমে পৃষ্ঠার উপরাংশে উল্লেখিত পূর্ণাঙ্গ আয়াতটি শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করবে।
- আয়াতের জন্য নির্ধারিত আলোচ্যবিষয়টি বুঝার চেষ্টা করবে।
- উল্লেখিত আয়াতের সরল অনুবাদটি টেবিলের প্রথম লাইনে দেওয়া আছে, এ অনুবাদটিকে খেয়াল করে পড়বে।
- যারা কোরআনিক ভাষা শিখতে আগ্রহী, তারা টেবিলের দ্বিতীয় লাইনে প্রদত্ত আরবী শব্দগুলো দেখে অনুবাদ পড়লে খুব সহজেই আরবী শব্দগুলো শিখে ফেলতে পারবে (ইনশাআল্লাহ)।
- টেবিলের নিচে প্রদত্ত ভাবার্থ খেয়াল করে পড়বে। ভাবার্থ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ অত্র আয়াতে কি ম্যাসেজ দিতে চাচ্ছেন তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যাবে।
- ভাবার্থের পরে রয়েছে আয়াতে বর্ণিত অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা, এটা মনযোগ সহকারে পড়ার পর আয়াতের অস্পষ্টতা অনেকটাই কেটে যাবে।
- অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট বুঝে পড়লে আয়াতে আল্লাহর ম্যাসেজটি স্পষ্ট হয়ে যাবে।
- সর্বশেষে 'আয়াতের শিক্ষা ও আমল' মনযোগ দিয়ে পড়লে আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর বার্তা বুঝে আসবে (ইনশাআল্লাহ) ।

## طرق قراءة التفسير:

على القارئ أن يقرأ هذا التفسير حسب ترتيب رتبته معتمدا على التفاسير الموضوعية الحديثة.

- فأولا يقرأ الآية الكاملة المذكورة في أعلى الصفحة بشكل صحيح.
- ثم حاول أن يفهم العنوان المحدد للآية.
- ثم يقرأ بالانتباه الترجمة الميسرة الموجودة في السطر الأول من الجدول.
- الذين يهتمون بتعلم اللغة القرآنية، يمكنهم أن يتعلموها بسهولة من خلال النظر إلى الكلمات العربية الموجودة في السطر الثاني من الجدول.
- ثم يقرأ التفسير الإجمالي الموجود تحت الجدول بالتنبه.
- ثم يقرأ شرح المفردات الغريبة الواردة في الآية، وبالقراءة بالعناية يزول الغموض عن الآية إلى حد كبير.
- ثم يقرأ مناسبات الآية لما قبلها وما بعدها بالانتباه.
- ثم يقرأ سبب النزول بعناية، وبها تتضح رسالة الله في الآية.
- وأخيرًا، إذا قرأ القارئ فوائد الآيات وممارساتها، فهم الآيات تماما بإذن الله تعالى.

DO NOT COPY

# তাফসীর ম্যাথোডলজী

"বিষয়ভিত্তিক তাফসীর" পদ্ধতির আলোকে অত্র তাফসীরটি লেখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়েছে, তা হলো:

১। প্রথমে পূর্ণাঙ্গ আয়াতটি পৃষ্ঠার উপরাংশে আনা হয়েছে।

২। আয়াতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে একটি আলোচ্যবিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩। পৃষ্টার উপরাংশে উল্লেখিত আয়াতের সরল অনুবাদ টেবিলে নিয়ে আসা হয়েছে। যারা আয়াতের অর্থ জানার পাশাপাশি কোরআনিক ভাষা শিখতে চায় তাদের দিকে তাকিয়ে টেবিলে লিখিত অনুবাদ অনুসারে পুনরায় তার নিছে আরবী নিয়ে আসা হয়েছে।

৪। সরল এবং শাব্দিক বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে কোরআনিক পরিভাষাগুলো আরবী অনুসারে লেখা হয়েছে। যেমন: সালাত, সাওম, যাকাত, ইসলাম, ঈমান, দ্বীন, রাসূল, ওয়াহী, রব ইত্যাদি।

৫। আয়াতের ভাবার্থের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক তাফসীর গ্রন্থ, যেমন: আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় মুফসসির পরিষদ কর্তৃক অনূদিত 'আল-মোন্তাখাব', সৌদি মুফাসসির পরিষদ কর্তৃক অনূদিত 'আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার'এবং আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) এর লিখিত 'আইসার আল-তাফাসীর' কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৬। আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইমাম বাক্বায়ী (র.) এর লেখা 'নাযম আল-দুরার ফি তানাসুব আল-আয়াত ওয়া আল-সুয়ার' কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৭। আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইবনু কুতাইবাহ (র.) এর লেখা 'গরীব আল-কোরআন' এবং কামিলা আল-কাওয়ারী এর লেখা 'তাফসীর গরীব আল-কোরআন' কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৮। আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট এর ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস ছাড়া কোনো হাদীসকে উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম সুয়ূতী (র.) এর 'লুবাব আল-নুকুল ফী আসবাব আল-নুযুল' এবং ওয়াহেদী (র.) এর 'আসবাব আল-নুযুল' কে বিশেষভাবে সামনে রাখা হয়েছে।

৯। আয়াতের শিক্ষা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাচীন এবং আধুনিক তাফসীরের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা উল্লেখ করার পর তথ্যসূত্র বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত তাফসীরকারকগণ অধিক স্পষ্ট আয়াত বা আয়াতাংশের তাফসীর করেন না। কিন্তু অত্র তাফসীরে সাধারণ মানুষের সুবিধার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট আয়াত বা আয়াতাংশ থেকেও শিক্ষা বের করে তাকে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা ছাড়াই বর্ণনা করা হয়েছে।

১০। যে সমস্ত মাসয়ালায় একাধিক মত পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে সালাফ ও অধিকাংশ ওলামাদের মত এবং যে মতের স্বপক্ষে মজবুত দলীল রয়েছে এমন মতকে প্রাধান্য দিয়ে কেবল সেটাকেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিতাব দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় অন্যান্য মতগুলো উল্লেখ করা হয়নি।

১১। আয়াতের ব্যাখ্যা দীর্ঘ না করে বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থ থেকে আল্লাহ তায়ালার মূল ম্যাসেজটি অতি সংক্ষেপে আয়াতের শিক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

DO NOT COPY

## منهجية التفسير:

اتبع المصنف في كتابة هذا التفسير "المنهج الموضوعي" و"التحليلي"، وذلك باتباع الخطوات التالية:

١. وضع الآية الكاملة في أعلى الصفحة.

٢. تحديد العنوان بناءً على الموضوع الذي تمت مناقشته في الآية.

٣. الترجمة الميسرة للآية المذكورة في أعلى السطر من الجدول. وبالنظر إلى أولئك الذين يريدون أن يتعلموا اللغة القرآنية، وضعتُ الكلمات العربية في السطر الثاني من الجدول.

٤. وضع المصطلحات القرآنية في الترجمة البنجالية بلا تغيير. مثل: صلاة، وصوم، وزكاة، وإسلام، وإيمان، ودين، ورسول، ووحي، ورب، وغيرها.

٥. استخدام التفاسير الحديثة للترجمة الميسرة، مثل: "المنتخب لتفسير القرآن الكريم" للجنة من علماء الأزهر الشريف، و"التفسير الميسر" لنخبة من أساتذة التفسير في المملكة العربية السعودية، و"أيسر التفاسير" للجزائري، وغيرها.

٦. استخدام التفاسير القديمة والحديثة لبيان مناسبات الآيات والسور، مثل: "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" للإمام البقاعي، و"التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج" لوهبة الزحيلي، وغيرها.

٧. وفي شرح المفردات الغريبة الواردة في الآية استخدمت التفاسير القديمة والحديثة، مثل: "غريب القرآن" لابن قطيبة، و"تفسير غريب القرآن" للكاملة الكواري، و"الهادي إلى تفسير غريب القرآن" لمحمد محيسن، وغيرها.

٨. وفي بيان أسباب النزول للآيات، لم يذكر الحديث إلا صحيحا. وأكثر ما يستخدم لأسباب نزول الآيات "لباب النقول" للسيوطي، و"أسباب النزول" للواحدي.

٩. وفي بيان فوائد الآيات وممارساتها اعتمدت على التفاسير القديمة والحديثة على حد سواء. وحاولت أن أجمع بينهما للتوازن في الفوائد. عادةً المفسرون لا يشرحون الآيات قطعية ثبوتها وقطعية دلالتها، ولكن في هذا التفسير، بالنظر إلى عامة الناس استخرجت الدروس والعبر من تلك الآيات دون إحالة إلى المصادر والمراجع.

١٠. وفي حالة وجود أكثر من رأي في المسألة، اكتفيت بذكر الرأي الراجح، مثل: رأي علماء السلف، ورأي الجمهوريين، والرأي الذي قرائنه أقوى من الآراء الأخرى، خوفا من تطول الكتاب.

١١. ذكرت في دروس الآيات رسالة الله الرئيسية للآية باختصار شديد باستخراج من مختلف التفاسير.

DO NOT COPY

# সূচীপত্র


| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| | سورة الفاتحة | ১৭-২১ |
| ১ | কোরআনের আলোচ্যবিষয়/ মনিব ও বান্দার মধ্যে কথোপকথন | ১৭ |
| | سورة البقرة (প্রথম পারা) | ২২-৪২৬ |
| ২ | তাকওয়ার গুনে গুনান্বিত হওয়াই জীবনের প্রকৃত সফলতা | ২৩ |
| ৩ | কাফেরের বৈশিষ্ট্য | ২৫ |
| ৪ | মোনাফেকের প্রথম বৈশিষ্ট্য | ২৮ |
| ৫ | মোনাফেকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য | ৩০ |
| ৬ | মোনাফেকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য | ৩২ |
| ৭ | মোনাফেকের প্রথম দৃষ্টান্ত | ৩৪ |
| ৮ | মোনাফেকের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত | ৩৬ |
| ৯ | মোত্তাকী হওয়ার উপায় | ৩৭ |
| ১০ | কোরআন অস্বীকারকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ | ৪৩ |
| ১১ | ঈমানদার সৎআমলকারীর প্রতিদান | ৪৭ |
| ১২ | কোরানে উপমা বা দৃষ্টান্ত পেশ করার উদ্দেশ্য | ৫০ |
| ১৩ | মানুষের জন্ম-মৃত্যু এবং আসমান-যমীন সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ | ৫৪ |
| ১৪ | মানব সভ্যতার সূচনা ও ক্রমবিকাশ | ৫৭ |
| ১৫ | নেতৃত্ব প্রদানে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা | ৫৯ |
| ১৬ | আদম (আ.) কে সম্মানসূচক সাজদা প্রদান | ৬২ |
| ১৭ | আদম-হাওয়ার জান্নাতে বসবাস এবং ইবলিসের শত্রুতা | ৬৪ |
| ১৮ | তাওবা কবুলপূর্বক আদমকে প্রথম নবী নির্বাচন | ৬৬ |
| ১৯ | নেয়ামতের শোকর আদায় ও ওয়াদা পূর্ণ করা | ৬৮ |
| ২০ | সত্য গোপন এবং অন্যকে সত্যের দাওয়াত দিয়ে নিজেকে ভুলে থাকা | ৭০ |
| ২১ | আল্লাহর কাছে দোয়া করার পদ্ধতি | ৭২ |
| ২২ | নেয়ামতের শুকরিয়া ও পরকালভিত্তিক জীবন গঠন | ৭৪ |
| ২৩ | বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর ১০ নেয়ামতের প্রথম ও দ্বিতীয় নেয়ামত | ৭৬ |
| ২৪ | বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর তৃতীয় এবং চতুর্থ নেয়ামত | ৭৮ |
| ২৫ | বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর পঞ্চম নেয়ামত | ৮০ |
| ২৬ | বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম নেয়ামত | ৮২ |


DO NOT COPY

| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ২৭ | বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নবম নেয়ামত | ৮৪ |
| ২৮ | বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর দশম নেয়ামত | ৮৬ |
| **২৯** | **ইহুদীদের শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ ও তার পরিণতি** | **৮৮** |
| ৩০ | ঈমানদার সৎআমলকারীর প্রতিদান | ৯০ |
| ৩১ | ইহুদীদের একগুঁয়েমি এবং তার পরিণতি | ৯২ |
| ৩২ | গরু জবেহ এর ঘটনা এবং ইহুদীদের হটকারিতা | ৯৬ |
| ৩৩ | ইহুদীদের অন্তরের কাঠিন্যতা | ১০২ |
| ৩৪ | ইহুদীদের ঈমানের পথে ফিরে আসা অসম্ভব | ১০৪ |
| ৩৫ | তাওরাত বিকৃতির অভিনব পদ্ধতি | ১০৬ |
| ৩৬ | ইহুদীদের মনগড়া উক্তি ও তার জবাব | ১০৮ |
| ৩৭ | ইহুদী কর্তৃক আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ | ১১০ |
| ৩৮ | আল্লাহর সাথে ইহুদীদেও প্রতিশ্রুতি | ১১২ |
| ৩৯ | ইহুদী কর্তৃক আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ | ১১৪ |
| ৪০ | আসমানী কিতাব এবং রাসূলদের ব্যাপারে ইহুদীদের অবস্থান | ১১৬ |
| ৪১ | ইহুদী কর্তৃক আসমানী কিতাব অস্বীকার এবং রাসূলদেরকে হত্যা করা | ১২০ |
| ৪২ | তাওরাতের প্রতি ইহুদীদের ঈমানের মিথ্যা দাবী | ১২২ |
| ৪৩ | অপরাধ ও পার্থিব জীবনের সম্পর্ক | ১২৪ |
| ৪৪ | ফেরেশতা এবং রাসূলদের ব্যাপারে ইহুদীদের অবস্থান | ১২৬ |
| ৪৫ | ইহুদী কর্তৃক কোরানকে অস্বীকার এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ | ১২৮ |
| ৪৬ | যাদুবিদ্যা, যাদুমন্ত্র এবং তাবিজকে দৈনন্দিন জীবনে পালনের হুকুম | ১৩০ |
| ৪৭ | রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে কথাবার্তার আদব | ১৩৩ |
| ৪৮ | হুকুম রহিত করণের প্রয়োজনীয়তা | ১৩৫ |
| ৪৯ | দ্বীন সম্পর্কে অযথা প্রশ্ন মানুষকে গোমরাহ করে | ১৩৭ |
| ৫০ | ইহুদী-খৃষ্টানদের শত্রুতার জবাবে মুসলমানদের করণীয় | ১৩৯ |
| ৫১ | মনগড়া কথা নয়, দলীলভিত্তিক কথার নামই ইসলাম | ১৪২ |
| ৫২ | ইহুদী, খৃষ্টান এবং মোশরেকদের তর্কবিতর্ক | ১৪৪ |
| ৫৩ | মসজিদে সালাত আদায়ে বাধা দেয়া বড় ধরনের যুলুম | ১৪৬ |
| ৫৪ | আল্লাহর শানে ইহুদী, খৃষ্টান এবং মোশরেকদের মিথ্যাচার ও তার জবাব | ১৪৮ |
| ৫৫ | মোশরেকদের অযৌক্তিক দাবী ও তার খন্ডন | ১৫০ |


DO NOT COPY

| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ৫৬ | দায়ীর উপর ইসলামের দাওয়াত পৌছানো ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই | ১৫২ |
| ৫৭ | ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসরণ থেকে সতর্কীকরণ | ১৫৪ |
| ৫৮ | আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করে বিচার দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা | ১৫৬ |
| ৫৯ | পরীক্ষার মাধ্যমে ইব্রাহীম (আ.) কে ইমাম নির্বাচন | ১৫৮ |
| ৬০ | কাবার বৈশিষ্ট্য | ১৬০ |
| ৬১ | মক্কা নগরীর ফযিলত | ১৬২ |
| ৬২ | ইব্রাহীম-ইসমাঈল (আ.) কর্তৃক কা'বার পুনঃনির্মাণ এবং তাদের দোয়া | ১৬৪ |
| ৬৩ | ইব্রাহীম (আ.) এর ধর্ম থেকে বিমুখ হওয়া নির্বোধের লক্ষণ | ১৬৮ |
| ৬৪ | ইহুদীদের অযৌক্তিক দাবী ও খন্ডন | ১৭০ |
| ৬৫ | ইহুদী-খৃষ্টানদের মিথ্যা দাবী ও খন্ডন | ১৭২ |
| ৬৬ | মুমিন ও আহলে কিতাবের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নসিহত | ১৭৫ |
| ৬৭ | ইখলাসের গুরুত্ব এবং সাক্ষ্য গোপন করার হুকুম | ১৭৭ |
| ৬৮ | বংশে নয় কর্মেই পরিচয় | ১৭৯ |
| | **(দ্বিতীয় পারা)** | |
| ৭০ | কিবলা পরিবর্তনের পটভূমি | ১৮২ |
| ৭১ | কিবলা পরিবর্তন | ১৮৫ |
| ৭২ | কিবলা পরিবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি কিছু দিক নির্দেশনা | ১৮৭ |
| ৭৩ | কিবলার ব্যাপারে ইহুদী-খৃষ্টানদের হিংসার জবাব... | ১৯১ |
| ৭৪ | কিবলা পরিবর্তনের রহস্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় না করে আল্লাহকে... | ১৯৩ |
| ৭৫ | মাসজিদুল হারাম কিবলা হওয়া মুসলমানদের জন্য বিশেষ নিয়ামাত | ১৯৫ |
| ৭৬ | বালামুসিবতে করণীয় এবং তা পালনকারীর পুরস্কার | ১৯৭ |
| ৭৭ | সাফা-মারওয়া সায়ী করা প্রসঙ্গে | ২০০ |
| ৭৮ | সত্য গোপন করার পরিণতি ও ক্ষমা পাওয়ার উপায় | ২০২ |
| ৭৯ | কাফেরের পরিণতি | ২০৪ |
| ৮০ | আল্লাহর একত্ববাদ ও তার স্বপক্ষে প্রমাণ | ২০৫ |
| ৮১ | মুশরিক এবং তার উপাস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক: দুনিয়া ও আখিরাত | ২০৭ |
| ৮২ | হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে মেনে নেয়া | ২১০ |
| ৮৩ | পিতৃ-পুরুষ নয়, অনুসরণ হবে কোরআন-সুন্নাহর | ২১২ |
| ৮৪ | হালাল ও হারাম খাবার | ২১৫ |


DO NOT COPY

| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ৮৫ | সত্য গোপন করার পরিণতি | ২১৭ |
| ৮৬ | প্রকৃত বুজুর্গেও পরিচয় | ২২০ |
| ৮৭ | ‘কিসাস’ এবং তা ফরয করার রহস্য | ২২৩ |
| ৮৮ | অসিয়তের বিধান | ২২৬ |
| ৮৯ | সিয়াম ফরজ হওয়া প্রসঙ্গো | ২২৯ |
| ৯০ | আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে দুরত্ব | ২৩৩ |
| ৯১ | সিয়াম ও ই’তিকাফের বিধান | ২৩৫ |
| ৯২ | অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ | ২৪১ |
| ৯৩ | চন্দ্র মাসের হিসাব এবং প্রকৃত সওয়াবের কাজ | ২৪৩ |
| ৯৪ | আল্লাহর পথে যুদ্ধের মুলনীতি | ২৪৬ |
| ৯৫ | হজ্জে তামাত্তু এবং ওমরার পদ্ধতি | ২৫৪ |
| ৯৬ | হজ্জের রশদ সংগ্রহ এবং ইহরাম অবস্থায় বর্জনীয় কাজ | ২৫৮ |
| ৯৭ | আরাফা ও মুজদালিফায় অবস্থান | ২৬০ |
| ৯৮ | মীনায় অবস্থানকালে জিক্র-আজকার | ২৬২ |
| ৯৯ | মীনায় অবস্থান | ২৬৪ |
| ১০০ | মানুষ হয়তো মোনাফিক না হয় একনিষ্ঠ মুমিন | ২৬৮ |
| ১০১ | ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশের আহবান | ২৭২ |
| ১০২ | রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা প্রদান | ২৭৫ |
| ১০৩ | নবী-রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা | ২৭৭ |
| ১০৪ | হক পথের দাওয়াতী কাজে নিপীড়ন আসবেই | ২৮০ |
| ১০৫ | দান-সাদাকা প্রদানের খাতসমূহ | ২৮২ |
| ১০৬ | যুদ্ধের বিধান ফরজকরণ | ২৮৪ |
| ১০৭ | অবস্থা বিবেচনায় হারাম মাসেও যুদ্ধ করা বৈধ | ২৮৬ |
| ১৯৮ | আল্লাহর রহমত প্রত্যাশী কারা | ২৮৯ |
| ১০৯ | মদ-জুয়া এর বিধান | ২৯০ |
| ১১০ | এতিমের সম্পদে অভিভাবকের কর্তৃত্ব | ২৯৫ |
| ১১১ | মুশরিক এবং মুসলিমের মধ্যে বিবাহে ইসলামের বিধান | ২৯৭ |
| ১১২ | স্ত্রীসংগম এবং হায়েজের বিধান | ২৯৯ |
| ১১৩ | শপথের বিধান | ৩০৬ |


DO NOT COPY

| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১১৪ | 'ঈলা' বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সাথে শপথ এর বিধান | ৩১০ |
| ১১৫ | তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত এবং তাদের অধিকার | ৩১৩ |
| ১১৬ | দুই তালাকের বিধান | ৩১৯ |
| ১১৭ | তৃতীয় তালাকের বিধান | ৩২২ |
| ১১৮ | তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্যে স্বামীর করণীয় | ৩২৫ |
| ১১৯ | বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অধিকার | ৩২৭ |
| ১২০ | শিশুকে দুগ্ধপানের বিধান | ৩৩০ |
| ১২১ | স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর ইদ্দত | ৩৩৩ |
| ১২২ | ইদ্দত পূর্ণের জন্য অপেক্ষমাণ নারীদেরকে বিবাহ প্রস্তাবের বিধান | ৩৩৫ |
| ১২৩ | মোহর নির্ধারণ কিংবা সহবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্ত নারীদের বিধান | ৩৩৭ |
| ১২৪ | সালাত সংরক্ষণের প্রতি তাগীদ | ৩৪১ |
| ১২৫ | স্বামী হারা স্ত্রীদের জন্য অসিয়তের বিধান | ৩৪৪ |
| ১২৬ | জাতি বাঁচে সাহস ও ব্যয়ে এবং পতন হয় কাপুরুষতা ও কৃপণতায় | ৩৪৬ |
| ১২৭ | শামবীল (আ.) এবং বনী ইসরাঈল নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ঘটনা | ৩৪৯ |
| ১২৮ | তালূতকে বনী ইসরাঈলের রাজা নির্ধারণ | ৩৫২ |
| ১২৯ | 'তালূত' এর বাদশা হওয়ার প্রমান | ৩৫৪ |
| ১৩০ | বাদশা 'তালুত' এর অনুসারীদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে বাঁচাই করা | ৩৫৬ |
| ১৩১ | 'তালূত' ও 'জালূত' এর মধ্যকার যুদ্ধ এবং 'তালূত' এর বিজয় | ৩৫৮ |
| | (তৃতীয় পারা) | |
| ১৩২ | রাসূলদের পদমর্যাদা এবং তাদের অনুসরণে মানুষের অবস্থা | ৩৬২ |
| ১৩৩ | কিয়ামত আসার পূর্বে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের উপর উৎসাহ | ৩৬৫ |
| ১৩৪ | আয়াতুল কুরসী | ৩৬৭ |
| ১৩৫ | ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই | ৩৭০ |
| ১৩৬ | ঈমানদারের অভিভাবক এবং কাফেরের অভিভাবক | ৩৭৩ |
| ১৩৭ | দ্বীনের দায়ীরা ধর্মদ্রোহীদের সাথে কৌশলে তর্ক করবে | ৩৭৫ |
| ১৩৮ | মৃত্যুর একশত বছর পর পুনর্জীবিত করার ঘটনা | ৩৭৮ |
| ১৩৯ | জীবন প্রদান প্রক্রিয়া জানতে ইব্রাহীম (আ.) এর কৌতূহল | ৩৮১ |
| ১৪০ | আল্লাহর পথে দানের আদব এবং তার সওয়াব | ৩৮৩ |
| ১৪১ | দান করে খোটা দেওয়ার পরিণাম | ৩৮৭ |


DO NOT COPY

| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১৪২ | আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান-সদকা করা | ৩৯১ |
| ১৪৩ | গায়রুল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য দান-সদকা করা | ৩৯৩ |
| ১৪৪ | উত্তম সম্পদ দান করা | ৩৯৫ |
| ১৪৫ | শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে ইসলামী জ্ঞানই মানুষকে রক্ষা করে | ৩৯৭ |
| ১৪৬ | গোপন দানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য | ৩৯৯ |
| ১৪৭ | নফল দান-সদকার ক্ষাতসমূহ | ৪০২ |
| ১৪৮ | ব্যক্তি ও সমাজের উপর সুদের ক্ষতিকারক প্রভাব | ৪০৭ |
| ১৪৯ | চূড়ান্তভাবে সুদকে হারাম ঘোষণা | ৪১১ |
| ১৫০ | ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া | ৪১৪ |
| ১৫১ | নথিভুক্ত এবং সাক্ষী রাখার মাধ্যমে বাকী লেনদেন টিকসই করা | ৪১৬ |
| ১৫২ | ইসলামে বন্ধক রাখার বিধান | ৪২০ |
| ১৫৩ | আল্লাহর ক্ষমতা | ৪২২ |
| ১৫৪ | সকল রাসূলের প্রতি সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন এবং ঈমান গ্রহণ | ৪২৩ |
| ১৫৫ | তথ্যসূত্র | ৪২৮ |
| ১৫৬ | লেখক পরিচিতি | ৪৩০ |


DO NOT COPY

# (سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ)

## সূরা ফাতিহা এর পরিচয়:

**সূরার নাম:** কোন কিছুর বেশী নাম থাকা তার মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহণ করে। ইমাম সুয়ূতী (র.) তার বিখ্যাত কিতাব 'আল-ইতক্বান ফি উলুমি আল-কোরআন' এ সুরা ফাতিহার ২০টি নাম উল্লেখ করেছেন। এ সূরার উল্লেখযোগ্য নামগুলো হলো: (ক) আল-ফাতিহা, (খ) উম্মু আল-কিতাব, (গ) উম্মু আল-কোরআন, (ঘ) আল-সাবউ আল-মাসানী, (ঙ) সূরাতু আল-সালাত এবং (চ) আল-রুকইয়া। (*আল-ইতক্বান ফি উলুমিল কুরআন*, ১/১৮৭-১৯১) ।

**সূরার আলোচ্য বিষয়:** আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার কথোপকথন।

**সূরার ফযিলত:** এ সূরার অনেকগুলো ফযিলত রয়েছে, সহীহ হাদীসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ ফযিলতগুলো হলো:

(ক) কোরআনের সবচেয়ে মহৎ সূরা, অবু সাঈদ ইবনু ময়াল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেছিলেন: আমি তোমাকে কোরআনের সবচেয়ে মহৎ সূরাটি শিখাবো, অতঃপর তিনি তাকে সুরা ফাতিহা শিক্ষা দিয়েছিলেন। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৪৬৪৮) ।

(খ) সূরা ফাতিহা এর মতো মূল্যবান সূরা তাওরাত, ইনজীল, জাবুর এবং কোরআনে আরেকটি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الزَّبُورِ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا، وَإِنَّهَا لَلسَّبْعُ مِنَ الْمَثَانِي) [مسند أحمد، ٩٣٤٥].

অর্থাৎ: "আল্লাহর কসম তাওরাত, ইনজীল, জাবুর এবং কোরআনে সাবউল মাসানী এর মতো মূল্যবান সূরা দ্বিতীয় আরেকটি নেই" [মুসনাদে আহমাদ, ৯৩৪৫]।

(গ) এ সূরাটি আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর উপর একটি নুর। হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে দুইটি নুর দিয়েছেন: (ক) সূরা ফাতিহা এবং (খ) সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত। [*সহীহ মুসলিম*, ১৯১৩]।

(ঘ) এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে কথোপকথন হয়। [সহীহ মুসলিম, ৯০৪]।

(ঙ) এ সূরা দিয়ে ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে সকল রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা করা যায়।

أنه مرَّ بقوم فأتوْهُ، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارْقِ لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوهٍ في القيود، فرقاه بأمِّ القرآن ثلاثة أيام غُدْوَةً وعشيةً كلما ختمها جمع بُزَاقَه، ثم تَفَلَ، فكأنما أُنْشِطَ مِن عِقال، فأعطَوه شيئاً، فأتى النبيَّ ﷺ فذكره له، فقال النبي ﷺ: "كُلْ، فَلَعَمْري لَمَنْ أكَلَ برقْيَةِ باطل، لقد أكلتَ برقْيَةِ حق" (سنن أبي داود، ٣٤٢٠).

**মুসহাফে সূরাটির অবস্থান:** প্রথম সূরা।

**অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান:** ইসলামের প্রাথমিক যুগে, সুরা 'মুদ্দাসসির' এর পরে এবং সুরা 'মাসাদ' এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

**অবতীর্ণের স্থান:** জমহুর ওলামার মতে, মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সুরা মাক্কীয়্যাহ।

**আয়াত সংখ্যা:** ৭টি।

DO NOT COPY

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٣) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٤) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٦)﴾ [سورة الفاتحة].

## সুরার আলোচ্য বিষয়:

কোরআনের আলোচ্য বিষয়/ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কথোপকথন।

## সুরার সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সকল প্রশংসা | আল্লাহ তায়ালার জন্যে, | যিনি প্রতিপালক | জগতসমূহের। | |
| | الْحَمْدُ | لِلَّهِ | رَبِّ | الْعَالَمِينَ | |
| ২ | যিনি পরম দয়ালু | অতি মেহেরবান। | ৩ | যিনি মালিক | বিচার দিনের। |
| | الرَّحْمَنِ | الرَّحِيمِ | | مَالِكِ | يَوْمِ الدِّينِ |
| ৪ | (হে রব!) কেবল তোমারি | আমরা এবাদত করি | এবং তোমারি কাছে | সাহায্য চাই। | |
| | إِيَّاكَ | نَعْبُدُ | وَإِيَّاكَ | نَسْتَعِينُ | |
| ৫ | আমাদেরকে দেখাও | সরল পথটি। | ৬ | তাদের পথ | যাদের উপর অনুগ্রহ করেছো, |
| | اهْدِنَا | الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ | | صِرَاطَ | الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ |
| তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত হয়েছে | | | এবং তাদের পথও নয় যারা গোমরাহ হয়ে গেছে। | | |
| غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ | | | وَلَا الضَّالِّينَ | | |

## সুরার ভাবার্থ:

সকল প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। যিনি পরম দয়ালু অতি মেহেরবান। যিনি বিচার দিনের মালিক। হে আল্লাহ! আমরা কেবল তোমারি এবাদত করি এবং তোমারি কাছে সাহায্য চাই। তুমি আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখাও, যে পথ নবী-রাসূলদের। অভিশপ্ত ইহুদী এবং গোমরাহ খৃষ্টানদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করিও না।

(*আল-মোন্তাখাব*, আল-আযহার মোফাসসের পরিষদ, ১)।

## সুরার অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ 'তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্তদের পথ', সুরা আন-নিসা এর ৬৯ নাম্বার আয়াতের আলোকে সকল মুফসসির একমত যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: নবী-রাসূলদের পথ।

﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ 'যারা অভিশপ্ত হয়েছে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ইয়াহুদী সম্প্রদায়।

DO NOT COPY

﴿الضَّالِّينَ﴾ 'যারা গোমরাহ হয়ে গেছে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: খৃষ্টান সম্প্রদায়।

(*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, কামিলাহ আল-কাওয়ারী, ১/৭)।

## সুরার শিক্ষা:

১। অত্র সুরার প্রথম তিন আয়াতে তিন প্রকার তাওহীদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: (ক) তাওহীদ উলুহিয়্যাহ, (খ) তাওহীদ রুবুবিয়্যাহ এবং (গ) তাওহীদুল আসমা ওয়া আসসিফাত।

২। একমাত্র আল্লাহই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য এবং কেবল তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে।

৩। অত্র সুরাতে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। (ক) দোয়ার পূর্বে আল্লাহর গুণবাচক নাম উচ্চারণ করা, (খ) অর্জিত নেয়ামতের জন্য তাঁর প্রশংসা করা এবং (গ) প্রার্থনার শব্দ বহুবচন হওয়া।

৪। আল্লাহ তায়ালা পুরো কোরআনে যে বিষয়ে আলোচনা করেছেন তার সারমর্ম অত্র সুরাতে উল্লেখ করেছেন: (ক) তাওহীদ, (খ) আদেশ-নিষেধ এবং (গ) ঘটনা।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/১৪-১৭, *তাফসীর আল-মাওজুয়ী*, ১/১৭-১৮)।

৫। এ সুরা দিয়ে সালাতে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে কথোপকথন হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ). [صحيح مسلم: ٩٠٤].

অর্থাৎ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন: যে ব্যক্তি সালাত আদায় করলো অথচ সূরা ফাতিহা পড়লো না তার সালাত অপূর্ণ (৩ বার)। একজন জিজ্ঞাসা করলেন: ইমামের পিছনে হলে কি করবো? তিনি উত্তরে বললেন: ইমামের পিছনে চুপেচুপে পাঠ করবে; কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, সালাতকে আমার ও বান্দার মধ্যে দুই ভাগ করেছি, বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চায়।

**বান্দা:** সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি যগৎসমূহের প্রতিপালক।

**আল্লাহ:** আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।

**বান্দা:** যিনি পরম দয়ালু অতি মেহেরবান।

DO NOT COPY

**আল্লাহ:** আমার বান্দা আবারো আমার প্রশংসা করেছে।
**বান্দা:** যিনি বিচার দিনের মালিক।
**আল্লাহ:** আমার বান্দাহ আমাকে মর্যাদা দিলো।
**বান্দা:** আমরা কেবল আপনার ইবাদাত করি এবং কেবল আপনারই কাছে সাহায্য চাই।
**আল্লাহ:** এটা আমি এবং আমার বান্দার মধ্যকার বিষয়। আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চায়।
**বান্দা:** আমাদেরকে সঠিক পথটি দেখাও, তাদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথ নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং যারা গযব প্রাপ্ত হয়েছে।
**আল্লাহ:** এটা আমার বান্দার বিষয়, আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চেয়েছে।

[সহীহ মুসলিম: ৯০৪]

**সূরার আমল:**

১। কোনো জ্যোতিষ বা গনকের কাছে না গিয়ে নিজে নিজেই এ সুরা দিয়ে যে কোনো রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে ঝাড়ফুঁক দেয়া। (*তাফসীর আল-মাওজুয়ী*, ১/১৭-১৮) ।

২। সালাতে সুরা ফাতিহাকে অন্তর দিয়ে উপলব্দি করা এবং সালাতে কিংবা সালাতের বাহিরে এ সুরা পড়া বা শোনা শেষে ‘আমীন’ বলা। (*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/৬৫) ।

৩। আল্লাহর দরবারে বেশী-বেশী দোয়া করা। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

# প্রথম পারা

DO NOT COPY

# (سُوْرَةُ البَقَرَة)

## সূরা বাকারা এর পরিচয়:

**সূরার নাম:** (ক) আল-বাকারাহ (তাওকীফি নাম) এ নামটি বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (খ) জাহরা (তাওকীফি নাম) এ নামটিও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (গ) ফুসতাত আল-কোরআন (ইজতিহাদী নাম) অর্থাৎ: কোরআনের রাজধানী শহর, খালিদ ইবনু মা'দান এ নামটি ব্যবহার করেছেন। (ঘ) সানাম আল-কোরআন (ইজতিহাদী নাম) অর্থাৎ: কোরআনের মস্তিস্ক, এ নামটিও হাদীসে পাওয়া যায়। (*তাফসীর মাওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ২/১৯) ।

**সূরার আলোচ্য বিষয়:** তাকওয়াহ ও আল্লাহর দাসত্বের ভিত্তিতে জমীনে আল্লাহর খিলাফাত: কারা গড়ে এবং কারা ভাঙ্গে।

**সূরার ফযিলত:** এ সূরার অনেকগুলো ফযিলত রয়েছে, সহীহ হাদীসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ ফযিলতগুলো হলো:
(ক) এ সূরা যে ঘরে পাঠ করা হয় সেখান থেকে শয়তান পলায়ন করে। যেমন হাদীসে এসেছে:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. [صحيح مسلم، ١٨٦٠].
অর্থাৎ: আবু হুরইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানাইওনা। নিশ্চয় শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয়” [*সহীহ মুসলিম*, ১৮৬০] ।
(খ) এ সূরাকে কোরআনের মস্তিস্ক বলা হয়। (*মুসনাদে আবি ইয়ালা*, ৭৫৭৩) ।
(গ) এ সূরার তেলাওয়াত শুনতে ফেরেশতা অবতরণ করেন। (*সহীহ আল-বুখারী*,৫০১৮)।
(اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لاَ أَرَاهَا، قَالَ: «وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: تِلْكَ المَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ) [صحيح البخاري:٥٠١٨].
(ঘ) রাসূলের (সা.) যুগে এ সূরাকে নেতৃত্ব প্রদানের মানদন্ড ধরা হতো (ইবনু খুজাইমাহ, ১৫০৯) । কারণ এ সূরায় শরয়ী বিধি-বিধানের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।
**মুসহাফে সূরাটির অবস্থান:** দ্বিতীয় সূরা।
**অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টিতে সূরাটির অবস্থান:** রাসূলের (সা.) মদীনা জীবনের প্রথম সূরা। ৮৬তম সূরা, যা ‘মুতাফফিফীন’ এর পরে এবং ‘আলে ইমরান’ এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।
**অবতীর্ণের স্থান:** সকল মোফাসসিরের মতে, মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা মাদানিয়্যাহ।
**আয়াত সংখ্যা:** ২৮৬টি।

DO NOT COPY

﴿الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)﴾ [سورة البقرة: ١-٥].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** তাকওয়ার গুনে গুনান্বিত হওয়াই জীবনের প্রকৃত সফলতা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| ১ | 'আলিফ লাম মীম' | ২ | এই সেই কিতাব, | যাতে কোন সন্দেহ নেই, | (যা) পথপ্রদর্শক |
|---|---|---|---|---|---|
| | الم | | ذَلِكَ الْكِتَابُ | لَا رَيْبَ فِيهِ | هُدًى |

| মুত্তাকীদের জন্য। | ৩ | (মুত্তাকী হলো:) যারা | ঈমান আনে | গায়েবের প্রতি, | কায়েম করে |
|---|---|---|---|---|---|
| لِلْمُتَّقِينَ | | الَّذِينَ | يُؤْمِنُونَ | بِالْغَيْبِ | وَيُقِيمُونَ |

| সালাত, | এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে | (আমার পথে) ব্যয় করে। |
|---|---|---|
| الصَّلَاةَ | وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ | يُنْفِقُونَ |

| ৪ | এবং যারা ঈমান আনে, | তাতে যা নাযিল করা হয়েছে | তোমার প্রতি, | এবং যা |
|---|---|---|---|---|
| | وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ | بِمَا أُنْزِلَ | إِلَيْكَ | وَمَا |

| নাযিল করা হয়েছে | তোমার পূর্বে, | এবং আখিরাতের প্রতি ইয়াকিন রাখে। | ৫ | তারা |
|---|---|---|---|---|
| أُنْزِلَ | مِنْ قَبْلِكَ | وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ | | أُولَئِكَ |

| তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়েতের উপর রয়েছে, | এবং তারাই | সফলকাম। | |
|---|---|---|---|
| عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ | وَأُولَئِكَ هُمُ | الْمُفْلِحُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

১। 'হুরুফে মুক্বাত্ত্বায়াত' বা 'বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা' এর অন্তর্ভুক্ত। যার অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন।

২। এটা পরিপূর্ণ এক গ্রন্থ আল-কোরআন, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। এ কিতাব আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া এবং এতে বর্ণিত বিভিন্ন হাকায়েক ও বিধি-বিধান সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। যাদের ভিতর সত্যকে গ্রহণের স্বদিচ্ছা আছে এবং আল্লাহকে ভয় করে এটা তাদের জন্য পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শক।

৩। মোত্তাকী হলো তারা, যারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত কায়েম করে, আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে তাঁর পথে ব্যয় করে।

৪। যারা কোরআন ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে।

৫। তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তারাই প্রকৃত সফলকাম। (*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, ১/২) ।

DO NOT COPY

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। সুরা আল-বাকারা এর প্রথম ৫টি আয়াতে মোত্তাকি, (৬-৭) আয়াতে কাফির এবং (৮-২০) আয়াতে মোনাফেক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২। এ সুরাটি 'হুরুফে মুক্বাত্ত্বায়াত' বা 'বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা' দিয়ে শুরু করা হয়েছে। যার অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। তবে কিছু তাফসীরকারক বলেন: এ রকম বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা দিয়ে সুরা আরম্ভ করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কোরআন অস্বীকারকারীকে একটি জানান দিয়েছেনে যে, কোরআন এ রকম কিছু বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা দিয়ে গঠিত, তোমাদের যদি কোরআন আল্লাহর বানী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা অনুরুপ বর্ণমালা দিয়ে কোরানের ছোট একটি সুরার মতো একটি সুরা রচনা করে নিয়ে এসো। আল্লাহ তায়ালার এ চ্যালেঞ্জ তাদেরকে অপরাগ করে দিয়েছে।

(*তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, সৌদি মুফাসসির পরিষদ, ১/২)।

৩। আল-কোরআনের হেদায়েত কেবল তারাই পাবে, যারা মোত্তাকি বা আল্লাহভীরু।

৪। আল্লাহর পরিভাষায় মোত্তাকি বলা হয় তাদেরকে, যাদের মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যাবে:

(ক) গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনা,

(খ) সালাত প্রতিষ্ঠা করা,

(গ) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু দান করেছেন তা থেকে তাঁর পথে ব্যয় করা,

(ঘ) মোহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পূর্বের রাসূলগনের প্রতি ঈমান আনা, এবং

(ঙ) পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

[*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২০-২১, *তাফসীর আল-মুনীর*, ১/৭৫-৭৬]।

৫। উল্লেখিত গুণে যারা গুণান্বিত কেবল তারাই হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে সফলকাম।

৬। প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ এ সুরাটি তার ঘরে নিয়মিত তেলাওয়াত করা। কারণ, এ সূরা যে ঘরে তেলাওয়াত করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে। (*সহীহ মুসলিম*, ১৮৬০)।

৭। দুই নাম্বার আয়াতে তিনটি বিষয়ে কথা বলা হয়েছে: (ক) 'এই কিতাব' না বলে 'ঐ কিতাব' বলার মাধ্যমে 'লাওহে মাহফুজ' এর কিতাব ইঙ্গিত দিয়ে কোরআনের প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে, (খ) কোরআনের বিশুদ্ধতার ব্যপারে সত্যায়ন করা হয়েছে এবং (গ) কোরআন মোত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে কোরআন থেকে হেদায়েত পেতে তিনটি জিনিস থাকতে হবে: (ক) কোরআনের প্রতি সম্মান, (খ) কোরান বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা এবং (গ) তাকওয়া অবলম্বন করা। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧)﴾ [سورة البقرة: ٦-٧].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** কাফেরের বৈশিষ্ট্য।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬ | নিশ্চয় | যারা কুফরী করেছে, | তাদের জন্য সমান যে, | তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো |
| | إِنَّ | الَّذِينَ كَفَرُوا | سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ | أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ |

| | | |
|---|---|---|
| তারা ঈমান আনবে না। | ৭ | (ক্রমাগত কুফরীর কারণে) আল্লাহ তাদের কলবের উপর মোহর মেরেছেন |
| لَا يُؤْمِنُونَ | | خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ |

| | | |
|---|---|---|
| এবং তাদের কানের উপরেও; | আর তাদের চোখসমূহের উপর রয়েছে | পর্দা; |
| وَعَلَى سَمْعِهِمْ | وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ | غِشَاوَةٌ |

| | | |
|---|---|---|
| আর তাদের জন্য রয়েছে | মহাআযাব। | |
| وَلَهُمْ | عَذَابٌ عَظِيمٌ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

প্রকৃত সফলতার অধিকারী মোত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর অত্র আয়াতে কাফেরদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, যারা কাফের তাদেরকে সতর্ক করা আর না করা সমান, তারা কখনও ঈমান গ্রহণ করবে না; কারণ অধিক কুফরী এবং অহংকারের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাদের অন্তর ও কানের উপর মোহর মেরেছেন। ফলে, অন্তর দিয়ে সঠিক চিন্তা করে না এবং হেদায়েতের বাণী আন্তরিকভাবে শুনে না। অনুরূপভাবে তাদের চোখের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছেন। ফলে, তারা অন্তরচক্ষু দিয়ে কোরআনের উপদেশগুলো দেখে না। তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৩) ।

**অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:**

পূর্বের পাঁচ আয়াতে কোরআন থেকে হেদায়েত পেতে মোত্তাকী হওয়াকে শর্ত করা হয়েছে এবং মোত্তাকীর সংজ্ঞায় পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তাদেরকে সৎপথের অনুসারী ও প্রকৃত সফল হিসেবে আল্লাহর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। অত্র দুইটি আয়াতে আল্লাহ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যারা উল্লেখিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লালন করে না, তাদেরকে যতই হেদায়েতের দাওয়াত দেওয়া হোক না কেন তারা হেদায়েত পাবে না। (*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ১/২৪৭) ।

DO NOT COPY

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: অত্র আয়াতদ্বয় মদীনার ইহুদী সম্পর্কে নাযিল হয়। রাবী ইবনু আনাস (রা.) বলেন: আহযাব যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়।

(লুবাব আল-নুকুল, সুয়ুতী, ১১)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। ৬ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: পূর্বের আয়াতে বর্ণিত মুত্তাকীর ৫টি গুণকে যারা অস্বীকার করবে তাদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখানো আর না দেখানো সমান কথা, তাদের কপালে হেদায়েত নেই। অতঃপর ৭ নাম্বার আয়াতে তাদের হেদায়েত গ্রহণ না করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের অন্তর ও কানের উপর মোহর এবং চক্ষুর উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহইতো তাদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধা দিয়েছেন। তাহলে তাদের দোষ কি? এর জবাবে তাফসীরকারকগণ বলেন:

(ক) মানুষের স্বভাব হলো: যখন সে কাউকে পরোয়া না করে খারাব কাজ যেমন: কুফরী, অহংকার, অনৈতিক কর্মকান্ড এবং ইসলাম বিরোধী কাজ ইত্যাদিতে নিজেকে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যস্ত রাখে, তখন তার অনুভূতি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে, সে আর ভালো কিছু চিন্তা করতে পারে না। এটাকেই আল্লাহ এভাবে উপস্থাপণা করেছেন। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৩)।

(খ) তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ডাকে সাড়া না দিয়ে কুফরীকে ঈমানের উপর প্রাধান্য দিয়ে কুফরী অবস্থায় থাকাকে বাছাই করে নিয়েছিল। যেমন সূরা বাকারা এর ৮৮ নাম্বার আয়াতে এসেছে: “তারা বলে: হেদায়েত থেকে আমাদের মন ও তার দরজা বন্ধ হয়ে আছে”। এবং সূরা হা-মীম সাজদা এর (৪-৫) নাম্বার আয়াতে এসেছে: “তারা বলে: যে বিষয়ের দিকে তুমি আমাদেরকে ডাকছো তার জন্যে আমাদের অন্তরসমূহ আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আমাদের কানেও রয়েছে বধিরতা এবং এই কারণে আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে, তুমি তোমার কাজ করো আর আমরা আমাদের কাজ করি”। তাদের এ চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তর ও কানের উপর মোহর এবং চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন। ফলে, তারা আর সঠিক কিছু ভাবতে পারে না, শুনতে পারে না এবং দেখতেও পারে না। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ১/৭৯)।

(গ) এখানে রূপক অর্থে বলা হয়েছে। দীর্ঘ দিন কুফরীর সাগরে ডুবে থাকার কারণে তারা ঈমান গ্রহণের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। এটাকেই আল্লাহ তায়ালা সিলগালা করা অন্তর ও কান এবং এমন চোখের সাথে উপমা দিয়েছেন যার উপর পর্দা ফেলে রাখা হয়েছে। (*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ১/২৫৫)।

DO NOT COPY

২। মানুষের অনুভূতি বা উপলব্দি ক্ষমতা যেন নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয় দেখানোর মাধ্যমে মানব জাতিকে কুফরী, জুলুম ও বিশৃঙ্খলার মতো খারাপ কাজ বারবার করা থেকে সতর্ক করেছেন।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২৩) ।

৩। অত্র আয়াতদ্বয়ে রাসূল (সা.) কে শান্তনা দেয়া হয়েছে, কাফিরদের হেদায়েত না পাওয়ার পিছনে আপনি দায়ী নন, বরং বারবার কুফরী করার কারণে তাদের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়াই এর জন্য দায়ী। (*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/৭৮) ।

৪। আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মোত্তাকী হওয়ার জন্য পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত পাঁচটি গুণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করাই কাফেরের বৈশিষ্ট্য।

৫। মানুষ আল্লাহর যিক্‌র, দ্বীনি আলোচনা এবং দ্বীনি কাজ থেকে বিরত থাকলে অন্তর কঠিন হতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে হিদায়েতের কথা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। এ জন্য সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র এবং দ্বীনি আলোচনা নিয়ে থাকা জরুরী। পাশাপাশি সন্তানদেরকেও ছোট বেলা থেকেই দ্বীনের সাথে পরিচিত করে বড় করে তোলা পিতামাতার উপর কর্তব্য। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٨) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠)﴾ [سورة البقرة: ٨-١٠].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** মোনাফিকের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৮ | এবং কিছু মানুষ আছে, | যারা বলে: | আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি | ও আখিরাতের প্রতি; |
| | وَمِنَ النَّاسِ | مَنْ يَقُولُ | آمَنَّا بِاللَّهِ | وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ |
| আসলে তারা ঈমানদার নয়। | ৯ | (এ কথা বলে) তারা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে | | |
| وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ | | يُخَادِعُونَ اللَّهَ | | |
| এবং ঈমানদারদেরকেও; | মূলত তারা নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, | তারা বুঝতে পারছে না। | | |
| وَالَّذِينَ آمَنُوا | وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ | وَمَا يَشْعُرُونَ | | |
| ১০ | তাদের কলবে রয়েছে রোগ, | অতপর (প্রতারণার কারণে) আল্লাহ তাদের রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন; | | |
| | فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ | فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا | | |
| এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব | তাদের মিথ্যাচারের কারণে। | | | |
| وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ | بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৮) মানুষের মধ্যে তৃতীয় একটি গ্রুপ রয়েছে যারা সরাসরি ঈমান গ্রহণ করে না আবার অস্বীকারও করে না তারা হলো মুনাফিক। ওরা মুখে বলে: আমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছি, আসলে তারা ঈমানদার নয়, ওরা তাদের দাবীতে মিথ্যাবাদী।

(৯) মূর্খতার কারণে তারা মনে করে, মিথ্যা দাবী করে তারা আল্লাহ তায়ালা এবং ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিতে পারবে। মূলত তারা নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, কিন্তু অনুধাবন করতে পারছে না।

(১০) তাদের অন্তরে সন্দেহ ও নিফাক নামক রোগ বাসা বেধেছে, অতঃপর প্রতারণার কারনে আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তাদের মিথ্যাচারের কারণে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৩) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾ “তারা আল্লাহকে ধোকা দিতে চায়” অত্র আয়াতাংশে ‘ধোকা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মুখে ঈমান প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে।

DO NOT COPY

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ "তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে" এখানে রোগ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: অন্তরে নিহিত সন্দেহ এবং নিফাকী। (*আল-তাফসীর আল-ওয়াজিহ, আল-হিজাজী*, ১/১৭) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। মোনাফেকের নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা হলো: "যে ব্যক্তি কথা ও কাজ দিয়ে মানুষকে যে ম্যাসেজ দেয় অন্তরে তার বিপরীত লালন করে"। নিফাক দুই প্রকার:

(ক) নিফাকে আকবার, ঈমান বা বিশ্বাসের মধ্যে নিফাকী করা। যেমন: মুখে ঈমানের দাবী করে, কিন্তু অন্তরে তার বিপরীত কুফরী লালন করা। এ প্রকার নিফাকীর মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "তারা জাহান্নামের গভীরে অবস্থান করবে" [সুরা নিসা, ১৪৫]।

(খ) নিফাকে আসগার, আমলের মধ্যে নিফাকী করা। যেমন: কথা ও কাজে নিজেকে নামাযী দাবী করে, কিন্তু গোপনে সে নামায আদায় করে না। অথবা, নিজেকে সংশোধনকারী দাবী করে, আসলে সে তা নয়। এ প্রকার নিফাকীর মাধ্যমে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না, তবে কবীরা গুনাহে পতিত হয়। অত্র তিনটি আয়াতে নিফাকে আকবার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (ইবনু বায পেইজ থেকে) ।

২। এ জাতীয় মোনাফেকের **প্রথম স্বভাব হলো:** "তারা মুখে ঈমানের কথা বলে আর অন্তরে কুফরী লালন করে এবং কাজে কর্মে মুখে আওড়ানো ঈমানের বিরুদ্ধাচরণ করে"। আর প্রকৃত ঈমানদারের মুখের কথা, কাজ ও অন্তরের অবস্থার মিল থাকে। (*আল-সা'দী*, ৪২) ।

৩। অত্র আয়াতে মোনফেকরা ঈমানের দাবী করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের এ দাবীকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলেন। অনুরুপভাবে সুরা মুনাফিকুন এর প্রথম আয়াতে তারা যখন মোহাম্মদ (সা.) কে রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দিলো, তখনও আল্লাহ তাদের স্বীকৃতিকে মিথ্যা বলেছিলেন।

৩। অত্র আয়াতে অন্যের সাথে মিথ্যাচার, নেফাকী ও প্রতারণা করা থেকে মানবজাতিকে সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়াও একটি চিরন্তন নিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কাউকে ধোঁকা দিতে চাইলে নিজেই ঐ ধোঁকায় পরতে হয়"। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৫) ।

৪। শুধুমাত্র মুখে স্বীকৃতি দেয়ার নাম ঈমান নয়, বরং ঈমান হলো- অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও আমলে বাস্তবায়নের নাম। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/৮৫) ।

৫। মোনাফিকদের সাথে মুসলমানদের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকবে, যেহেতু তারা মুসলিম দাবীদার। তবে তাদের ধোঁকা এবং ষড়যন্ত্রে পতিত হওয়া থেকে সাবধান থাকবে। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যখন এক মুনাফিকের ব্যাপারে বলেছিলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনার নির্দেশ পেলে আমি তাকে হত্যা করে ফেলবো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন: "আমি আশংকা করছি, ওকে হত্যা করলে পরবতী সময়ে মানুষ বলবে মোহাম্মদ তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করতো" [সহীহ বুখারী, ৪৯০৫]।

DO NOT COPY

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣)﴾ [سورة البقرة: ١١-١٣].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** মোনাফেকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১ | এবং যখন তাদেরকে বলা হয়: | তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না | যমীনে, | | | |
| | وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ | لَا تُفْسِدُوا | فِي الْأَرْضِ | | | |
| তখন তারা বলে: | নিশ্চই | আমরা | সংশোধনকারী। | ১২ | জেনে রেখ! | তারাই হচ্ছে |
| قَالُوا | إِنَّمَا | نَحْنُ | مُصْلِحُونَ | | أَلَا | إِنَّهُمْ هُمُ |
| বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, | কিন্তু | তারা উপলব্দি করছে না। | ১৩ | আর যখন তাদেরকে বলা হয়: | | |
| الْمُفْسِدُونَ | وَلَكِنْ | لَا يَشْعُرُونَ | | وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ | | |
| ঈমান আনো | যেমন ঈমান এনেছে | মানুষ, | তখন তারা বলে | আমরা কি ঈমান আনবো? | | |
| آمِنُوا | كَمَا آمَنَ | النَّاسُ | قَالُوا | أَنُؤْمِنُ | | |
| যেমন ঈমান এনেছে | নির্বোধরা, | জেনে রেখো! | তারাই | নির্বোধ, | কিন্তু | তারা বোঝে না। |
| كَمَا آمَنَ | السُّفَهَاءُ | أَلَا | إِنَّهُمْ هُمُ | السُّفَهَاءُ | وَلَكِنْ | لَا يَعْلَمُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১১) যখন কোন মুসলিম এ সকল মুনাফিকদেরকে নসিহত করে বলে: তোমরা আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, আল্লাহর অবাধ্যতা, যমীনে ফেতনা ছড়িয়ে এবং যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর মাধ্যমে যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, তখন তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বলে: নিশ্চয় আমরা যমীনে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।

(১২) আল্লাহ তায়ালা তাদের এ মিথ্যা দাবীর জবাবে বলেন: সাবধান হও হে মুমিনগণ! তারাই হচ্ছে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা মূর্খতার কারণে উপলব্দি করতে পারছে না।

(১৩) আবার যখন তাদেরকে বলা হয়: তোমরা ঈমান গ্রহণ করো, যেমনিভাবে তোমাদেরই এক ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম ঈমান গ্রহণ করেছে। তখন তারা বলে: সে তো নির্বোধ তাই ঈমান এনেছে, আমরাও কি তার মতো ঈমান গ্রহণ করবো। আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবে বললেন: সাবধান! ওরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না।

(আল-মুয়াস্সার, ১/৩, মুন্তাখাব, ৫, আল-মুনীর, ১/৮৪)।

DO NOT COPY

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿النَّاسُ﴾ ‘মানুষ’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- ‘আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম’ নামক সাহাবী। যিনি ইহুদী ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২৬) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। মোনাফেকদের **দ্বিতীয় স্বভাব হলো:** “কোনো বিষয়ে মিথ্যা দাবী করা”, যা জঘন্যতম অপরাধ।

২। যমীনে শৃঙ্খলা বজায় থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সা.) অনুসরণ করার মাধ্যমে, আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তাঁদের অবাধ্যাচরণ করার মাধ্যমে।

(আইসার আল-তাফাসীর, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২৬) ।

৩। আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদেরকে সমাজের বিশৃঙ্খলাকারী বললে তারা নিজেদেরকে সমাজ সংশোধনকারী দাবী করলে আল্লাহ তায়ালা দৃঢ়ভাবে তাদেরকে বিপর্যয়সৃষ্টিকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তারা বিপর্যয়সৃষ্টিকারী হওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে:

(ক) নিফাকী নামক অন্তরব্যাধীকে অন্তরে লালন করার মাধ্যমে নিজেদেরকে নষ্ট করা।

(খ) অন্যদেরকে নিফাকীর দিকে আহবান করা এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে নিফাকী কাজ অনুসরণে বাধ্য করা। যেমনটা নূহ (আ.) তার যুগের কাফিরদেরকে নিয়ে আশংকা করেছিলেন। (*সূরা নূহ*, ২৭) ।

(গ) পরনিন্দা, চোগলখোরী, শত্রুতা ইত্যাদি সমাজ ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িয়ে থাকা।

(*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ইবনু আশুর, ১/২৮৪) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)﴾ [سورة البقرة: ١٤-١٦].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** মোনাফেকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪ | আর যখন তারা সাক্ষাত করে | মুমিনদের সাথে, | তখন বলে: | আমরা ঈমানদার, | এবং যখন |
| | وَإِذَا لَقُوا | الَّذِينَ آمَنُوا | قَالُوا | آمَنَّا | وَإِذَا |
| মিলিত হয় | শয়তানদের সাথে, | তখন তারা বলে: | নিশ্চয় আমরা | তোমাদের সাথে আছি, | |
| خَلَوْا | إِلَى شَيَاطِينِهِمْ | قَالُوا | إِنَّا | مَعَكُمْ | |
| নিশ্চয় | আমরা | ঠাট্টা করেছি মাত্র। | ১৫ | (মূলত) আল্লাহ | তাদের ঠাট্টার জবাব দিচ্ছেন, |
| إِنَّمَا | نَحْنُ | مُسْتَهْزِئُونَ | | اللَّهُ | يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ |
| এবং তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন, | ফলে তারা তাদের বিদ্রোহে | উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। | | | |
| وَيَمُدُّهُمْ | فِي طُغْيَانِهِمْ | يَعْمَهُونَ | | | |
| ১৬ | তারা ঐ লোক | যারা | ক্রয় করেছে | গোমরাহীকে | হেদায়েতের বিনিময়ে, |
| | أُولَئِكَ | الَّذِينَ | اشْتَرَوُا | الضَّلَالَةَ | بِالْهُدَى |
| অতএব লাভজনক হয়নি | তাদের ব্যবসা, | এবং তারা নয় | সঠিক পথের অনুসারী। | | |
| فَمَا رَبِحَتْ | تِجَارَتُهُمْ | وَمَا كَانُوا | مُهْتَدِينَ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৪) মোনাফেকরা যখন মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করে, তখন বলে: আমরা তোমাদেরই মতো রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ঈমানদার হয়েছি। আবার যখন তাদের নেতাদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে: আমরা তোমাদেরই সাথে আছি। ওদের সাথে ঠাট্টা করেছি মাত্র।

(১৫) আল্লাহ তাদের ঠাট্টার জন্য শাস্তি দিবেন এবং তাদেরকে আরো অবকাশ দিচ্ছেন। ফলে, তারা তাদের বিদ্রোহের মধ্যে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(১৬) তারা ঐ লোক, যারা গোমরাহীকে হেদায়েতের বিনিময়ে ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিক পথের অনুসারী নয়।

*(আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার, ১/৩)* ।

DO NOT COPY

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ﴾ "তাদের শয়তানদের সাথে", আয়াতাংশে 'শয়তান' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'মোনাফেকদের শয়তান সাদৃশ নেতৃবৃন্দ' তারা মানুষ অথবা জ্বীন জাতির মধ্য থেকে। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, আল-কাওয়ারী, ২/১৪) ।

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ﴾ 'আল্লাহ ঠাট্টা করেন' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'আল্লাহ ঠাট্টার শাস্তি দিবেন'।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/৮৬) ।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: মোনাফেকরা ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত হলে বলতো: তোমাদের রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। আর তারা অন্যান্য মোনাফেকদের সাথে সাক্ষাত হলে বলতো আমরা তোমাদের সাথে আছি, তাদের সাথে ঠাট্টা করেছি মাত্র। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের ঠাট্টার শাস্তির কথা জানিয়ে দিলেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ুতী, ১৫) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। মোনাফেকদের **তৃতীয় স্বভাব হলো:** "দ্বিমুখী আচরণ করা", ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত হলে বলে: আমরা তোমাদের মতই ঈমানদার, আবার শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হলে বলে: তোমাদের সাথেই আছি, ওদের সাথে ঠাট্টা করেছি মাত্র।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২৮) ।

২। সবাইকে খুশী করার জন্য সুবিধাবাদী আচরণ এক ধরনের নেফাকী। একজন মুসলিম সর্বদা সত্য কথা বলবে, তাতে কিছু লোক বন্ধু হবে আর কিছু লোক শত্রু হবে, কিন্তু খুশী হবে আমার আল্লাহ। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

৩। সূরা নিসা এর ১৪২ নাম্বার আয়াতে মুনাফিকের আরো চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে: (ক) আল্লাহকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে,(খ) সালাত কায়েমে অলসতা করে, (গ) লোকদেখানো ইবাদত করে এবং (ঙ) আল্লাহকে খুব কম সময়ই স্মরণ করে।

৩। এছাড়াও হাদীসের আলোকে মোনাফেকদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

(ক) কথায় কথায় মিথ্যা বলে।

(খ) কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে।

(গ) তার কাছে কিছু আমানত রাখলে খেয়ানত করে।

(ঘ) কারো সাথে ঝগড়া বাধলে গালী দেয়। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৩৪) ।

DO NOT COPY

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا
يُبْصِرُونَ (١٧) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١٨)﴾ [سورة البقرة: ١٧-١٨].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** মোনাফেকদের প্রথম দৃষ্টান্ত।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৭ | তাদের উদাহরণ হচ্ছে | সে ব্যক্তির মতো | যে | (অন্ধকারে) আগুন জ্বালালো |
| | مَثَلُهُمْ | كَمَثَلِ | الَّذِي | اسْتَوْقَدَ نَارًا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অতপর যখন আলোকিত করল | তার চারদিক, | তখন আল্লাহ ছিনিয়ে নিলেন | তাদের আলো, |
| فَلَمَّا أَضَاءَتْ | مَا حَوْلَهُ | ذَهَبَ اللَّهُ | بِنُورِهِمْ |

| | | |
|---|---|---|
| এবং তাদেরকে ফেলে রাখলেন | এমন অন্ধকারে | যেখানে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। |
| وَتَرَكَهُمْ | فِي ظُلُمَاتٍ | لَا يُبْصِرُونَ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮ | ওরা বধির, | ওরা বোবা, | ওরা অন্ধ, | অতএব তারা | (আর হকের দিকে) ফিরে আসবে না। |
| | صُمٌّ | بُكْمٌ | عُمْيٌ | فَهُمْ | لَا يَرْجِعُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৬) মোনাফেকের উদাহরণ হলো সে ব্যক্তির মতো, যে অন্ধকারে পতিত হয়ে তার চতুর্দিক আলোকিত করার জন্য আগুন জ্বালালো। অতঃপর যখন তার চারদিক আলোকিত হলো, ঠিক তখনই আলোটি নিভে গেলো, ফলে সে আবার গভীর অন্ধকারে পতিত হয়ে আর কিছুই দেখতে পায় না।

(১৭) আসলে ওরা বধির, তাই তারা সত্য শুনতে পায়না। ওরা বোবা, তাই তারা সত্যের পক্ষে কথা বলতে পারে না। ওরা অন্ধ, তাই তারা সত্যের আলো দিয়ে দেখতে পারে না। অতএব, তারা আর সত্যের দিকে ফিরে আসবে না, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

(*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৩-৪) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿مَثَلُهُمْ﴾ "তাদের উদাহরণ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'তাদের অবস্থা'। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, ২/১৭) ।

DO NOT COPY

## আয়াতে উল্লেখিত উপমার ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো: অদৃশ্য বা অস্পষ্ট বিষয়কে দৃশ্যমান বা স্পষ্ট বিষয়ের সাথে উপমা দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া। লক্ষনীয় যে, বালাগাতের পরিভাষায় একটি উপমাতে চারটি বিষয় থাকে: (ক) যাকে উপমা দেওয়া হয়, (খ) যার সাথে উপমা দেওয়া হয়, (গ) উপমা দেওয়ার হরফ এবং (ঘ) উপমার উদ্দেশ্য। বালাগাতের আলোকে ১৭ নাম্বার আয়াতে বর্ণিত উপমার ব্যাখ্যা হলো:

- যাকে উপমা দেওয়া হয়েছে: মোনাফেকের অবস্থা।
- যার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে: অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আলো পেয়ে তা হারানো ব্যক্তির অবস্থা।
- উপমা প্রদানের হরফ: (كَمَثَلِ) 'কামাছালি' (মত)।
- উপমা প্রদানের উদ্দেশ্য: স্থায়ী অন্ধকারে/ বিপদে পতিত হওয়া।

**অর্থাৎ:** স্থায়ী অন্ধকার বা বিপদে পতিত হওয়ার দৃষ্টিকোন থেকে মোনাফেকের অবস্থা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আলো পেয়ে তা হারানো ব্যক্তির অবস্থার মতো। অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তি স্বল্প সময়ের জন্য আলো পেয়ে হঠাৎ আলো চলে যাওয়ায় যেমন দ্বিগুণ কষ্টে পতিত হয়, মোনাফেকও দুনিয়াতে ঈমানের আলো পেয়েও সঠিকভাবে তা গ্রহণ না করার কারণে মৃত্যুর সাথে সাথে ঈমানের আলো নিভে যাওয়ায় গভির অন্ধকারে পতিত হবে।

(*তাফাসীর আল-সা'দী*, ৪৪) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। কেউ জেনে বুঝে ইসলাম থেকে দুরে থাকলে, সে কখনো হেদায়েত পায় না; কিন্তু কেউ না বুঝে ইসলাম থেকে দুরে থাকলে, একটি পর্যায়ে হেদায়েত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(*তাফাসীর আল-সা'দী*, ৪৪) ।

২। অত্র গুণের মোনাফেকদের ভিতরে ঈমানের কোনো নুর না থাকার কারণে তারা সর্বদা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে।

(*তাফসীর আল-মানার*, রশীদ রেদা, ১/১৪১) ।

DO NOT COPY

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ
حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا
فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (٢٠)﴾ [سورة البقرة: ١٩–٢٠].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** মোনাফেকের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯ | অথবা | (মোনাফেকের উদাহরণ হলো) আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টির মাঝে পথচলা ব্যক্তির মতো | যাতে রয়েছে | অন্ধকার, | |
| | أَوْ | كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ | فِيهِ | ظُلُمَاتٌ | |
| মেঘের গর্জন, | এবং বিজলী; | তারা প্রবেশ করায় | তাদের আঙ্গুলকে | তাদের কানের মধ্যে | বিদ্যুতের গর্জনের কারণে |
| وَرَعْدٌ | وَبَرْقٌ | يَجْعَلُونَ | أَصَابِعَهُمْ | فِي آذَانِهِمْ | مِنَ الصَّوَاعِقِ |
| মৃত্যুর ভয়ে; | জেনে রেখ! আল্লাহ | সকল দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন | কাফেরদেরকে। | | |
| حَذَرَ الْمَوْتِ | وَاللَّهُ | مُحِيطٌ | بِالْكَافِرِينَ | | |
| ২০ | মনে হয় যেন, বিজলী | ছিনিয়ে নিবে | তাদের দৃষ্টি শক্তি, | যখন | তাদেরকে আলো দেয় |
| | يَكَادُ الْبَرْقُ | يَخْطَفُ | أَبْصَارَهُمْ | كُلَّمَا | أَضَاءَ لَهُمْ |
| তখন তারা পথ চলে; | এবং যখন অন্ধকার নেমে আসে | তাদের উপর, | তখন দাঁড়িয়ে যায়; | আর যদি | |
| مَشَوْا فِيهِ | وَإِذَا أَظْلَمَ | عَلَيْهِمْ | قَامُوا | وَلَوْ | |
| আল্লাহ চাইতেন | তাহলে ছিনিয়ে নিতেন | তাদের শ্রবণশক্তি | এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি; | | |
| شَاءَ اللَّهُ | لَذَهَبَ | بِسَمْعِهِمْ | وَأَبْصَارِهِمْ | | |
| নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা | সকল কিছুর ওপর | ক্ষমতাবান। | | | |
| إِنَّ اللَّهَ | عَلَى كُلِّ شَيْءٍ | قَدِيرٌ | | | |

DO NOT COPY

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৯) অথবা, মোনাফেকের বিভ্রান্ত হওয়ার অবস্থা হলো আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাঝে পথচলা ব্যক্তির অবস্থার মতো যাতে রয়েছে অন্ধকার, মেঘের গর্জন এবং বিজলী। এ অবস্থায় তারা বিদ্যুতের গর্জন ও মৃত্যুর ভয়ে এ ধারণায় তাদের আঙ্গুলকে কানে প্রবেশ করায় যে তা

তাদের কষ্টকে একটু লাঘব করবে। জেনে রেখো, আল্লাহ সকল দিক থেকে কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছেন।

(২০) মনে হয় যেন বিজলী তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। বিজলী যখন তাদেরকে আলো দেয়, তখন তারা পথ চলে এবং যখন অন্ধকার নেমে আসে, তখন দাড়িয়ে যায়। আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তাদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

## আয়াতে উল্লেখিত উপমার ব্যাখ্যা:

বালাগাতের আলোকে ১৯ ও ২০ নাম্বার আয়াতে বর্ণিত উপমার ব্যখ্যা হলো:

- যাকে উপমা দেওয়া হয়েছে: মোনাফেকের অবস্থা।
- যার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে: অন্ধকার রাতে প্রচন্ড বৃষ্টি, মেঘের গর্জন ও বিজলীর মাঝে নিপতিত ব্যক্তির অবস্থা।
- উপমা প্রদানের হরফ: (ك) ‘কা’ (মত)।
- উপমা প্রদানের উদ্দেশ্য: দেখতে ও শুনতে না চাওয়া।

**অর্থাৎ:** দেখতে ও শুনতে না চাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে মোনাফেকের অবস্থা হলো অন্ধকার রাতে প্রচন্ড বৃষ্টি, মেঘের গর্জন ও বিজলীর মাঝে নিপতিত ব্যক্তির অবস্থার মতো, সে যেমন এ অবস্থায় কান ও চক্ষু নষ্ট হওয়ার ভয়ে মেঘের গর্জন শুনতে এবং বিজলী দেখতে পছন্দ করে না তেমনিভাবে মোনাফেকও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে দুনিয়ার স্বার্থ হারানোর ভয়ে কোরআন শুনতে ও দেখতে পছন্দ করে না। (*তাফাসীর আল-সা’দী*, ৪৪)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। অত্র আয়াতে মোনাফেকদেরকে কাফেরদের চেয়ে নিকৃষ্ট বলা হয়েছে।

২। আল্লাহ তায়ালার অন্যতম একটি নিয়ম হলো: কঠিন বিষয়টিকে সহজ করে উপস্থাপনের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেন।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৩১)।

৩। অত্র গুণের মোনাফিকদের ভিতরে ঈমানের সামান্য নুর থাকার কারণে মাঝেমধ্যে এ নুর তাদেরকে সামান্য সময়ের জন্য আলোকিত করতে চাইলেও মুহুর্তের মধ্যে আবার গোমরাহীর অন্ধকার এসে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে।

(*তাফসীর আল-মানার*, রশীদ রেদা, ১/১৪২)।

DO NOT COPY

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢)﴾ [سورة البقرة: ٢١-٢٢].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** মোত্তাকী হওয়ার উপায়।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২১ | হে মানুষ! | তোমরা তোমাদের রবের এবাদত কর, | যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন | | |
| | يَا أَيُّهَا النَّاسُ | اعْبُدُوا رَبَّكُمُ | الَّذِي خَلَقَكُمْ | | |
| এবং যারা | তোমাদের পূর্বে ছিল (তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন), | যেন তোমরা | মোত্তাকি হতে পারো। | | |
| وَالَّذِينَ | مِنْ قَبْلِكُمْ | لَعَلَّكُمْ | تَتَّقُونَ | | |
| ২২ | যিনি | তোমাদের জন্য বানালেন | যমীনকে | বিছানা | এবং আকাশকে |
| | الَّذِي | جَعَلَ لَكُمُ | الْأَرْضَ | فِرَاشًا | وَالسَّمَاءَ |
| ছাদ, | এবং বর্ষণ করলেন | আকাশ থেকে | পানি, | অতপর তা দিয়ে বের করলেন | |
| بِنَاءً | وَأَنْزَلَ | مِنَ السَّمَاءِ | مَاءً | فَأَخْرَجَ بِهِ | |
| ফলমূল | তোমাদের জীবিকার জন্যে, | সুতরাং এ কাজে তোমরা কাউকে বানিয়ো না | | | |
| مِنَ الثَّمَرَاتِ | رِزْقًا لَكُمْ | فَلَا تَجْعَلُوا | | | |
| আল্লাহর সমকক্ষ, | অথচ তোমরা জানো। | | | | |
| لِلَّهِ أَنْدَادًا | وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ | | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২১) হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা মোত্তাকী হতে পারো।

(২২) যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে এর মাধ্যমে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেছেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করিও না।

(*তাফসীর আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৪) ।

**অত্র আয়াতের সাথে পূর্ববতী আয়াতের সম্পর্ক:**

(১-২০) নাম্বার আয়াতে তিন শ্রেনীর মানুষ মোত্তাকী, কাফির এবং মোনাফিকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবং উল্লেখিত তিন শ্রেণীর মধ্যে কেবল মোত্তাকীদেরকে কোরআন

DO NOT COPY

থেকে হেদায়েত পাওয়ার জন্য উপযোগিতা দেওয়া হয়েছে। আর এখানে (২১-২২) নাম্বার আয়াতে মোত্তাকী হওয়ার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং অত্র আয়াতদ্বয়ের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। এক আল্লাহর ইবাদত করা ওয়াজিব। সুরা আল-যারিয়াতের ৫৬ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে মানুষ ও জীন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল আল্লাহর এবাদতের জন্য। এবাদত মানুষের অন্তরে তাকওয়ার বীজ বপন করে। একজন মোত্তাকি কখনো আল্লাহ প্রদত্ব বিধানের সাথে বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না।
২। আল্লাহ তায়ালার পরিচয় সম্পর্কে কোরআন ও সহীহ সুন্নাহের বর্ণনা জানা ওয়াজিব।
৩। ছোট-বড় বা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরণের শিরক হারাম। শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেন না। সূরা নিসা এর ৪৮ এবং ১১৬ নাম্বার আয়াতে এ সম্পর্কে আল্লাহ কথা বলেছেন।
৪। আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা অনন্য হওয়ার কারণে কেবল তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য।
(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/৩৩, *তাফসীর আল-মুনীর*, ১/৯৮) ।

৫। ২১ এবং ২২ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মোত্তাকী হওয়ার উপায় হলো: (ক) কেবল আল্লাহর জন্য ইবাদত-বন্দেগী করা এবং (খ) তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। এখানে ব্যাপকার্থে বলার পর কোরআনের বিভিন্ন জায়গাতে সালাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদিকে বিশেষভাবে তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম বলা হয়েছে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

### এবাদত এবং শিরক:

অত্র আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে এবাদত এবং দ্বিতীয় আয়াতে শিরক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এবাদত এবং শিরক দুইটিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ার কারণে তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা পেশ করা হলো:

**প্রথমত: এবাদত**

এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে নিম্নের বিষয়গুলো জানা আবশ্যক:
**(ক) এবাদতের শরয়ী সজ্ঞা:** এর শাব্দিক অর্থ হলো: বিনয়ী হওয়া। শরিয়াতের পরিভাষায়: অনুসরণের লক্ষ্যে কারো প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিনয়, ভয় এবং সম্মান প্রদর্শনের নাম এবাদত। (*লিসানুল আরাব*, ৩/২৭১, *আল-তা'রীফাত আল-ফিকহিয়্যাহ*, বারকাতী, ১৪২)। এ ধরণের বিনয়, ভয় এবং সম্মান প্রদর্শন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি প্রদর্শন করা শিরক।
এটা হলো বিশেষ অর্থে, আর ব্যাপক অর্থে ইবাদত হলো:

العِبادةُ اسمٌ جامِعٌ لكُلِّ ما يُحِبُّه اللهُ ويَرْضاه مِنَ الأقوالِ والأعمالِ؛ الظَّاهِرةِ والباطِنةِ. كما قال به ابن تيمية.

অর্থাৎ: "ইবাদত হলো প্রকাশ্য ও গোপণ এমন প্রত্যেক কথা এবং কাজের নাম যা আল্লাহ ভালো বাসেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন" (ইবনু তাইমিয়্যাহ)। সুতরাং বিশেষ অর্থে ইবাদত হলো: পবিত্রতা, সালাত, যাকাত, সওম এবং হজ্জ। আর বাকী সকল ভাল কাজ যা আল্লাহর অনুসরণে পালন করা হয় তা ব্যাপকার্থে ইবাদত। অত্র আয়াতে বিশেষ অর্থে ইবাদতের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

**(খ) এবাদতের প্রকার:** এবাদত চার প্রকার, এক: অন্তরের এবাদত, যেমন: বিশ্বাস, মনের ইচ্ছা, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা, ভালোবাসা ইত্যাদি। দুই: ভাষার এবাদত, যেমন: শাহাদাত বানী উচ্চারণ, দোয়া করা, তেলাওয়াত করা, প্রশংসা করা, দ্বীনের পথে দাওয়াত, নসীহা, ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা ইত্যাদি। তিন: শারীরিক এবাদত, যেমন: সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি। চার: সম্পদের এবাদত, যেমন: যাকাত, সদকা ইত্যাদি। (আল-আলুকা পেইজ থেকে)।

**(গ) এবাদতের পদ্ধতি:** রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিখানো তরীকায় এবাদত করা। এ ব্যাপারে প্রশিদ্ধ দুইটি হাদীস রয়েছে: "তোমরা সালাত কায়েম করো যেভাবে আমাকে সালাত কায়েম করতে দেখছো" [সহীহ আল-বুখারী, ৬০০৮]। "হজ্জের কার্যক্রম আমার থেকে গ্রহণ করো" [*সুনান আল-বায়হাকী*, ৯৬০০]।

**(ঘ) এবাদত কবুলের শর্ত:** এবাদত কবুলের শর্ত তিনটি: এক: এবাদতকারী মুসলিম হওয়া, দুই: ইখলাস বা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবাদত করা, তিন: রাসূল (সা.) এর শিখানো পদ্ধতিতে এবাদত করা। এ ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত এবং সহীহ হাদীস রয়েছে।

**(ঙ) কার এবাদত করা যাবে?** দুইটি কারণে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এবাদত পাওয়ার উপযুক্ত অন্য কারো এবাদত করা যাবে না। এক: আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী, দুই: ইসলামী শরিয়াহ কেবল তাঁরই এবাদত করার অনুমতি দিয়েছে। এর দলীল হলো: সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী সহ কোরানের অসংখ্য আয়াত এবং অসংখ্য সহীহ হাদীস।

**(চ) এবাদত সংরক্ষণের উপায়:** হিংসা-বিদ্বেষ (*আবু দাউদ, ৪৯০৩*), শিরক-কুফরী (*সূরা যুমার, ৬৫/ সূরা আনয়াম,৮৮/ সূরা মায়িদা, ৫*), পরনিন্দা, অন্যের অধিকার নষ্ট করা, যুলম (*তিরমিযী*, ২৪১৮৮), বিদয়াত (*ইবনু মাজাহ, ৫০*), রিয়া (*মুসনাদে আহমাদ, ২৩৬৩০*) এবং অন্যের উপকার করে খোটা দেওয়া (*সূরা বাক্বারা*, ২৬৪) ইত্যাদি কাজ মানুষের কৃত সৎকর্মকে নষ্ট করে ফেলে। তাই উল্লেখিত ভাইরাস থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নিজের এবাদাতগুলো আল্লাহর কাছে যথারীতি সংরক্ষিত থাকবে।

**(ছ) এবাদত সংক্রান্ত কিছু মুলনীতি:** এবাদতের ক্ষেত্রে দুইটি মূলনীতি রয়েছে:
**এক:** এবাদতের আসল হলো হারাম হওয়া, সুতরাং শরয়ী দলীল না পাওয়া পর্যন্ত কোন এবাদতকে কারো জন্য হালাল বলা যাবে না। কিন্তু পারস্পরিক মুয়ামালাতের আসল হলো হালাল হওয়া, সুতরাং শরয়ী দলীল না পাওয়া পর্যন্ত কোন মুয়ামালাতকে হারাম বলা যাবে না।



DO NOT COPY

**দুই:** এবাদত হলো তাওকীফী বা হস্তক্ষেপ অনুপযোগী, সুতরাং এবাদতকে রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে রেখে গিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত ঠিক সেভাবেই পালন করতে হবে, তাতে কারো কোন ধরণের হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। এবাদতের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস আজও পর্যন্ত কেউ না করলেও তার আগে পরে কিছু কাজ সংযোজন পরিলক্ষিত হয়, যেমন: আল্লাহর যিকর এবং সালাতের পূর্বে বানানো প্রচলিত নিয়্যাত, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) করেন নি। এ ধরণের কাজ থেকে আমাদের দুরে থাকা উচিৎ।

**দ্বিতীয়ত:** শিরক, এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে নিম্নের বিষয়গুলো জানা দরকার:
**(ক) শিরকের সংজ্ঞা:** শিরক আরবী শব্দ, মুজামুল ওয়াসিত এর তথ্যানুযায়ী যার অর্থ হলো: 'বহু ইলাহে বিশ্বাস'। ইমাম শাওকানী (র.) শিরক এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন: "কেবল আল্লাহর কাছে চাওয়া যায় এমন বিষয় তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে কামনা করা; অথবা, কেবল আল্লাহর সাথে খাস এমন গুণ অন্য কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করা; অথবা, যে জিনিস দিয়ে কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এমন জিনিস দিয়ে অন্য কারো নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করাকে শিরক বলা হয়"।
সালেহ ইবনু ফাওজান বলেন: "শিরক হলো উলুহিয়্যাহ এবং রুবুবিয়্যাহ এর মধ্যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশিদার সাব্যস্ত করা" (শারহু *কিতাবুত তাওহীদ*, সালীহ আল-ফাওজান, ৭) ।
**(খ) শিরকের প্রকার:** শিরক দুই প্রকার:
**এক:** শিরকে আকবার, যা শিরককারীকে ধর্ম থেকে বের করে দেয়। তাওবা ছাড়া মারা গেলে স্থায়ী জাহান্নামী হবে। যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে জবেহ ও মানত করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্ট করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চাওয়া ইত্যাদি। সুরা ইউনুসে আল্লাহ বলেন:
(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ) [سورة يونس:١٨].
অর্থাৎ: "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের এবাদত করে, যা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। তারা বলে: এগুলো আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে" [সূরা ইউনুস: ১৮] ।
**দুই:** শিরকে আসগার, যা শিরককারীকে ধর্ম থেকে বের করে দেয় না। তবে, এর কারণে ব্যক্তির তাওহীদ বা একত্ববাদ বিশ্বাসে কমতি হয় এবং এগুলোর উপর অটল থাকলে তা শিরক আকবারে রুপান্তরিত হয়। যেমন: গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা, আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তোমার ইচ্ছায়ে হয়েছে এরুপ বলা, আল্লাহ এবং অমুকে না থাকলে কিছু একটা হয়ে যেতো এরুপ বলা, তাবিজ অথবা সুতা শরীরে ঝুলানো, রিয়া এবং দুনিয়ার প্রত্যাশায় কিছু করা। ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম (র.) বলেন: "নিয়্যাত ও ইচ্ছার মধ্যে শিরক করা এমন এক সাগরের মতো যার তীর নেই। এ ধরণের শিরকে কেউ পতিত হলে সেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারে না"।
(*শরহে কিতাবুত তাওহীদ*, ১২-১৪) ।

DON'T COPY

**(গ) সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক:**

মূলত শিরক হলো ঈমান ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ। সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক, যা মানুষ সওয়াবের কাজ মনে করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। যেমন: মীলাদ মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত হয়েছেন বিশ্বাস করে সবাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া, রাসূলুল্লাহ (সা.) গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করা, আল্লাহর অলিগণ গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করা, মাজারে গিয়ে সন্তান ও সম্পদ চাওয়া, গলায় তাবীজ ঝুলানো, কবরে শায়িত বুজুর্গগণ মানুষের কল্যান করতে পারে বলে বিশ্বাস করা, অর্জিত ক্যারিয়ারকে নিজে অর্জন করেছে অন্য কারো হাত নেই বলে বিশ্বাস করা, অর্জিত ক্যারিয়ারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাত আছে বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে মানবরচিত বিধানকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগের মুশরিকরাও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শিরক কাজে লিপ্ত হতো। তারা বলতো: আমরা মুর্তি পুজা করি, কারণ এ মূর্তিগুলো আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছতে সহযোগিতা করবে। যেমন সূরা যুমার এর তিন নাম্বার আয়াতে এসেছে:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [سورة الزمر: ٣].

অর্থাৎ: "জেনে রেখ, খাটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে: আমরা এদের পূজা এজন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফয়সালা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী" (সূরা যুমার, ৩)।

আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর পরিচয় শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর গুণাবলী শিক্ষা দেওয়া। যাতে তাদের কাছে শিরকের বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

**(ঘ) শিরকের ভয়াবহতা:** শিরক মহাপাপ। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে কোরআন ও সহীহ সুন্নাহে যা পাওয়া যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- শিরক বড় যুলম, কারণ এতে সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার আসনে বসানো হয়। (*সূরা লুকমান*, ১৩)।
- দুনিয়াতে তাওবা করা ছাড়া আল্লাহ মুশরিককে ক্ষমা করেন না। (*সূরা নিসা*, ৪৮,১১৬)।
- মুশরিকের উপর জান্নাত হারাম করা হয়েছে। (*সূরা মায়িদাহ*, ৭২) ।
- শিরক কৃত সকল ভালো আমলকে নষ্ট করে দেয়। (*আল-আনয়াম*, ৮৮, আল-*যুমার*, ৬৫) ।
- আল্লাহর যমীনে যতদিন মুশরিক থাকবে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধের বিধান চালু থাকবে। (তাওবা, ৫, বুখারী, ২৫) ।
- শিরক কবীরা গুনাহ। (*সহীহ আল-বুখারী*, ২৬৫৪) ।

(শারহু কিতাবুত তাওহীদ, সালিহ আল-ফাওজান, ৭-৯) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤)﴾ [سورة البقرة: ٢٣-٢٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** কোরআন অস্বীকারকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

<table>
<tr><td rowspan="2">২৩</td><td>যদি তোমরা থাকো</td><td>সন্দেহে</td><td>(ঐ বিষয়ে) যা আমি অবতীর্ণ করেছি</td><td>আমার বান্দার ওপর,</td></tr>
<tr><td>وَإِنْ كُنْتُمْ</td><td>فِي رَيْبٍ</td><td>مِمَّا نَزَّلْنَا</td><td>عَلَى عَبْدِنَا</td></tr>
<tr><td colspan="2">তবে রচনা করে নিয়ে এসো</td><td>এমন ১টি সুরা</td><td>যা কোরআনের সুরার মত</td><td>এবং ডেকে লও</td></tr>
<tr><td colspan="2">فَأْتُوا</td><td>بِسُورَةٍ</td><td>مِنْ مِثْلِهِ</td><td>وَادْعُوا</td></tr>
<tr><td colspan="2">তোমাদের সহযোগীদেরকে</td><td>আল্লাহ ব্যতীত,</td><td>যদি তোমরা হয়ে থাকো</td><td>সত্যবাদী।</td></tr>
<tr><td colspan="2">شُهَدَاءَكُمْ</td><td>مِنْ دُونِ اللَّهِ</td><td>إِنْ كُنْتُمْ</td><td>صَادِقِينَ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">২৪</td><td colspan="2">অতঃপর যদি রচনা করতে না পারো,</td><td>তবে কখনো পারবে না;</td><td>সুতরাং, জাহান্নামকে ভয় করো</td></tr>
<tr><td colspan="2">فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا</td><td>وَلَنْ تَفْعَلُوا</td><td>فَاتَّقُوا النَّارَ</td></tr>
<tr><td>যার ইন্ধন হবে</td><td>মানুষ</td><td>এবং পাথর,</td><td colspan="2">যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>الَّتِي وَقُودُهَا</td><td>النَّاسُ</td><td>وَالْحِجَارَةُ</td><td colspan="2">أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ</td></tr>
</table>

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৩) হে কাফের সম্প্রদায়! আমি আমার বান্দা মোহাম্মদ (সা.) এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সুরা আনয়ন করো এবং তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সহযোগীদেরকে এ কাজের জন্য আহবান করে নাও।

(২৪) যদি তোমরা তা আনয়ন করতে না পারো, তাহলে তোমরা কখনও তা করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা এমন জাহান্নামের আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (*আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৪) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿عَلَى عَبْدِنَا﴾ ‘আমার বান্দার উপর’, সকল মোফাসসির একমত যে, অত্র আয়াতাংশে ‘আমার বান্দা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মোহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা.) ।

DO NOT COPY

﴿شُهَدَاءَكُمْ﴾ 'তোমাদের সহযোগী' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'তোমাদের মনগড়া ইলাহ বা তাগুত'।

(*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, আল-কাওয়ারী, ২/২৩) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। কোরআন হলো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসূল (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হওয়া আসমানী কিতাব একথার স্বীকৃতি প্রদান না করলে সে ঈমানদার থাকে না।

২। যারা বলতে চায় কোরআন হলো মোহাম্মদের (সা.) রচিত, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়নি, তাদের প্রতি আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন: "যদি তোমরা মনে করো কোরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে রচিত হয়েছে, তাহলে কোরআনের ছোট একটা সুরার মত একটি সুরা রচনা করে নিয়ে এসো"। প্রায় ১৫ শত বছর গত হয়ে গেল, কিন্তু কোন কবি-সাহিত্যিক সাহস করে এগিয়ে আসেনি এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে। তাহলে প্রমানিত হলো: মানুষ কোরআনের ছোট একটি সুরার মত একটি সুরা রচনা করতে অপারগ। সুতরাং কোরআন কোন মানব রচিত কিতাব নয়।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৩৪-৩৫) ।

৩। ২৩ নাম্বার আয়াতে দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বান্দা বা দাস হিসেবে তাঁর নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জ্বীন জাতিকে কেবল তাঁর দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন (সূরা জারিয়াত, ৫৬)। সুতরাং আল্লাহর সাথে বান্দার সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের সম্পর্ক হলো দাসত্বের সম্পর্ক। এ জন্য আমরা কোরআনের বিভিন্ন জায়গাতে দেখতে পাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মূল্যবান কিছু প্রদান কালে তাকে দাস বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন:

(ক) 'সূরা ইসরা' এর প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মদ (সা.) এর সাথে সাক্ষাতের বিবরণ প্রদানকালে তাদের মধ্যে দাসত্বের সম্পর্ককে সামনে রেখেছেন।

(খ) 'সূরা কাহ্ফ' এর প্রথম আয়াত এবং অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীবকে কোরান প্রদানের বিষয়ে বর্ণনা করার সময় দাস বলে সম্বোধন করেছেন।

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের স্তরগুলো পর্যায়ক্রমে: (ক) ঈমান, (খ) ইসলাম, (গ) তাক্বওয়া, (ঘ) ইহসান এবং (ঙ) দাসত্ব।

আব্দ বা দাসত্ব এর তিনটি অর্থ রয়েছে: বিনয়ী, ভয় এবং আশা। মানুষ মুমিন, অথবা মুসলিম, অথবা মোত্তাক্বী, অথবা মুহসিন হলেই সে দাস হয় না। বরং আল্লাহর দাস হতে হলে বাস্তবে তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী বিনয়ী হতে হবে, তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভয় করতে হবে এবং প্রত্যাশা একমাত্র তাঁরই কাছে করতে হবে।

DO NOT COPY

৪। "জাহান্নাম কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে" এ আয়াত অনুযায়ী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা হলো: জাহান্নাম বর্তমানে প্রস্তুত রয়েছে। যদিও মু'তাযেলা সম্প্রদায় মনে করেন জান্নাত-জাহান্নাম বর্তমানে তৈরি করা হয় নাই, সময় ও প্রয়োজনমতো আল্লাহ তৈরি করবেন। (আল-তাসহীল, ইবনু জিজ্বী, ১/২৪) ।

৫। কাফেররা যদি মনে করে কোরআন মানব রচিত, তাহলে কোরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনা করে নিয়ে আসতে সহজ থেকে সহজতর করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি তিন ধাপে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মেরেছেন:

**প্রথম ধাপ:** কোরানের মত একটি কিতাব নিয়ে আসতে বলা হয়েছে।

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [سورة الإسراء، ٨٨].

অর্থাৎ: "আপনি বলুন: যদি জীন ও মানব জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোরআনের মতো একটি কিতাব রচনার চেষ্টা করে, তাহলে তারা কোরআনের অনুরূপ একটি কিতাব নিয়ে আসতে পারবে না, যদিও তারা এ ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করে" [সূরা ইসরা, ৮৮] ।

**দ্বিতীয় ধাপ:** প্রথম ধাপে তারা অপারগতা প্রকাশ করলে, আল্লাহ তাদের জন্য আরেকটু সহজ করে বলেছেন: কোরানের যে কোন দশটি সূরার মতো দশটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসো।

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٣) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٤)﴾ [سورة هود، ١٣-١٤].

অর্থাৎ: "অথবা তারা কি বলে, মোহাম্মদ নামের সে ব্যক্তি কোরআন নিজে নিজে রচনা করে নিয়ে এসেছে? হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি তাই মনে করো, তাহলে তোমরাও এর অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে পারো এ কাজের সহযোগিতার জন্য ডেকে নিতে পারো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

আর যদি তারা তোমাদের কথায় সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, এটা আল্লাহর জ্ঞান ও কুদরাত দ্বারাই নাযিল করা হয়েছে, যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, বলো: তোমরা কি তাঁর প্রতি আত্মসমর্পনকারী নও?" (*সূরা হুদ*, ১৩-১৪) ।

**তৃতীয় ধাপ:** দ্বিতীয় ধাপেও কাফিররা অপারগতা প্রকাশ করলে, এবার আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কোরানের যে কোনো একটি ছোট সূরার মতো সূরা রচনা করে নিয়ে আসতে বলেছেন। (*সূরা বাকারা*, ২৩-২৪) ।

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤)﴾ [البقرة، ٢٣-٢٤].

DO NOT COPY

অর্থাৎ: “আমি আমার বান্দার উপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তার সত্যতার ব্যাপারে তোমরা যদি সন্দেহে থাকো, তাহলে যাও তার মতো করে একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের যেসব সহযোগী রয়েছে প্রয়োজনে তাদেরকেও ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আর তোমরা যদি তা না করতে পারো এবং এটা জানা কথাই যে তোমরা তা কখনও করতে পারবে না, তাহলে তোমরা জাহান্নামের সেই কঠিন আগুনকে ভয় করো, যার ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে”। (*সূরা বাকারা*, ২৩-২৪) । সর্বশেষ চ্যালেঞ্জটিকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে যে ব্যক্তি অনুরূপ সূরা রচনা করতে পারবে তা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু চ্যালেঞ্জের পনের শত বছর পাড় হচ্ছে, আজও পর্যন্ত কেউ সাহস করেনি। আর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ পারবে না।

৬। জাহান্নামের আগুনের কিছু বৈশিষ্ট্য:
(ক) জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন হবে পাথর এবং মানুষ। যা ২৪ নাম্বার আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে।
(খ) জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত তাপ ও দাহযুক্ত হবে, সূরা ক্বারিয়াতে জাহান্নামের আগুনকে ‘হামিয়াহ’ বলা হয়েছে, যার অর্থ হলো অত্যন্ত তাপ ও দাহযুক্ত। সুতরাং দুনিয়ায় আমরা যে আগুন ব্যবহার করি তা ‘হামিয়াহ’ নয়। জাহান্নামের হামিয়াহ আগুন সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
(نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوقِدُ بَنُو آدَمَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، فَقِيلَ: وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا) [الشريعة: ٩٣٣].
অর্থাৎ: “এ দুনিয়ার আগুন, যা আদম সন্তান ব্যবহার করে, তার তাপের পরিমান হলো জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, দুনিয়ার আগুনের মত হলেই তো জাহান্নামীদেরকে সাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বললেন: জাহান্নামের আগুনের দাহ ক্ষমতা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৯৯ গুণ বেশী। আর দুনিয়ার সকল জ্বালানী এবং আগুন একত্র করে প্রজ্বলন করা হলে যে তাপ হয় তা জাহান্নামের এক গুণ দাহ ক্ষমতার সমান” (*সহীহ মুসলিম*, ৭৩৪৪) । (*তাফসীর মাওজুয়ী*, ১০/৩১২) ।
(গ) জাহান্নামের আগুন অন্তরকে জ্বালাবে, যেমন: সূরা হুমাযাতে জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে বলা হয়েছে:
﴿ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ (٨) ﴾ [سورة الهمزة: ٦-٨].
অর্থাৎ: “তা হলো প্রজ্বলিত অগ্নি। যার দাহ অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যা জাহান্নামীদেরকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাখবে” (*সূরা হুমাযাহ*, ৬-৮)।

DO NOT COPY

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥)﴾ [سورة البقرة: ٢٥].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ঈমানদার সৎআমলকারীর প্রতিদান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৫ | এবং সুসংবাদ দাও তাদেরকে | যারা ঈমান এনেছে | এবং নেক আমল করেছে, | নিশ্চয় |
| | وَبَشِّرِ | الَّذِينَ آمَنُوا | وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | أَنَّ |
| তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, | প্রবাহমান থাকবে | যার নীচ দিয়ে | নদী সমূহ, | যখনি |
| لَهُمْ جَنَّاتٍ | تَجْرِي | مِنْ تَحْتِهَا | الْأَنْهَارُ | كُلَّمَا |
| তা হতে তাদেরকে দেয়া হবে | কোন ফল | খাবার হিসেবে, | তখন তারা বলবে: | এই ধরনের ফল |
| رُزِقُوا مِنْهَا | مِنْ ثَمَرَةٍ | رِزْقًا | قَالُوا | هَذَا |
| আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল | ইতিপূর্বে, | এবং তাদেরকে সেখানে দেয়া হবে | অনুরূপ জিনিসই, | |
| الَّذِي رُزِقْنَا | مِنْ قَبْلُ | وَأُتُوا بِهِ | مُتَشَابِهًا | |
| এবং (এছাড়াও) তাদের জন্য সেথায় থাকবে | পবিত্র রমণী, | এবং তারা | সেখানে থাকবে | চিরকাল। |
| وَلَهُمْ فِيهَا | أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ | وَهُمْ | فِيهَا | خَالِدُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৫) কোরআন অস্বীকারকারীদের শাস্তি বর্ণনার পর, যারা কোরানের প্রতি ঈমান আনে এবং এর বিধান মোতাবেক জীবন গড়ে তাদের পুরস্কারের বিষয়ে ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে: হে আল্লাহর নবী, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করেছে তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দাও যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহমান থাকবে। যখন তাদেরকে জান্নাতের ফলমূল রিযিক হিসেবে প্রদান করা হবে, তখন তারা বলবে: আমরাতো ইতিপূর্বে পৃথিবীতে অনুরূপ ফল-মূল আহার করতাম। মূলতঃ তাদেরকে যা দেওয়া হবে তা দেখতে পৃথিবীর ফলের মতো মনে হলেও তা স্বাদে হবে অত্যন্ত সুস্বাদু। এছাড়াও তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্র রমণী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (*আল-মোন্তাখাব*, ৮, *আল-মুয়াস্সার*, ১/৫) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। অত্র আয়াতে জান্নাতে প্রবেশের জন্য ঈমানের সাথে নেক আমলকে শর্তারোপ করা হয়েছে। নেক আমল বা আমলে সালিহ বলা হয় ঐ সকল কাজকে, যা আল্লাহ এবং তাঁর

DO NOT COPY

রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পালন করা হয়। এটাকে ব্যাপকার্থে ইবাদত বলা হয়। যেমন ইবনু তাইমিয়্যাহ (র.) বলেছেন:

العِبادةُ اسمٌ جامِعٌ لكُلِّ ما يُحِبُّه اللهُ ويَرْضاه مِنَ الأقوالِ والأعمالِ؛ الظَّاهِرةِ والباطِنةِ.

অর্থাৎ: “ইবাদত হলো প্রকাশ্য ও গোপণ এমন প্রত্যেক কথা এবং কাজের নাম যা আল্লাহ ভালো বাসেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন” (ইবনু তাইমিয়্যাহ)। আর বিশেষ অর্থে ইবাদত হলো: পবিত্রতা অর্জন, সালাত, সিয়াম, হজ্জ এবং যাকাত। আমলে সালেহ এবং ব্যাবকার্থে ইবাদত একই জিনিস। (আল্লাহ ভালো জানেন)।

২। ঈমান ও নেক আমল ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৩। এ আয়াতে জান্নাতে বিরাজমান কিছু নেয়ামতের কথা উল্লেখ করে ঈমানদারদেরকে জান্নাতের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৩৬)।

৪। অসংখ্য হাদীস এবং আয়াতের আলোকে ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (র.) বলেন: সৎআমল কবুল হওয়ার জন্য দু’টি শর্ত: (ক) ইখলাস এবং (খ) রাসূল (সা.) এর তরীকা অনুসরণ। (রুহ, ১৩৫)। কতিপয় আলেম তৃতীয় আরেকটি শর্ত যুক্ত করেছেন, তা হলো মুসলিম হওয়া।

৫। আয়াতে বর্ণিত ঈমানদার সৎআমলকারীর পুরস্কার:

(ক) জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহমান থাকবে।
(খ) বিশেষ ধরনের ফলমূল প্রদান করা হবে।
(গ) চির কুমাড়ী নারীদেরকে স্ত্রী হিসেবে প্রদান করা হবে।

এছাড়াও অসংখ্য আয়াত হাদীস রয়েছে, যেখানে মুমিনের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

৬। কোরআনে ৭৫টি জায়গায় ঈমান এবং সৎআমলকে আখিরাতে সফলতার জন্য শর্তারোপ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, কারো যদি দুইটির একটি থাকে অর্থাৎ ঈমানদার কিন্তু সৎআমল নেই অথবা কাফির কিন্তু সৎআমল আছে, তাহলে সে কি আখিরাতে মুক্তি পাবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, কোন ঈমানদার সৎআমল না করে অসৎকাজ করলে অথবা নেক আমলের পরিমান কম হলে আখিরাতে সে অসৎকাজের বিনিময়ে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর ঈমানের কারণে একটি সময়ে জান্নাতে যাবে। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

DO NOT COPY

(إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يَقُولُ اللَّهُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَدْ امْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ) [صحيح البخاري: ٦٥٦٠].

অর্থাৎ: "জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহন্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ বলবেন: যার অন্তঃকরণে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাকে বের কর। অতঃপর তাদেরকে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে তারা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। তাদেরকে জীবন-নদে নামিয়ে দেওয়া হবে। এতে তারা তর-তাজা হয়ে উঠবে যেমন নদী তীরে জমাট আবর্জনায় সজীব উদ্ভিদ গজিয়ে উঠে" (*সহীহ বুখারী*, ৬৫৬০)।

অপরদিকে কাফির সৎআমল করলে তার বিনিময়ে সে দুনিয়াতে রিযক পাবে, আখিরাতে তারা কিছুই পাবে না এবং কাফির হওয়ার কারণে সে স্থায়ী জাহান্নামী হবে। যেমন: আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَإِنَّ اللهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ) [صحيح مسلم: ٢٨٠٨].

অর্থাৎ: "নিশ্চয় কাফির যখন সৎআমল করে, তখন তার বিনিময়ে দুনিয়াতে খাওয়ানো হয়। আর মুমিনদের সৎআমলগুলো আল্লাহ আখিরাতের জন্য জমা করে রাখেন এবং তাকে দুনিয়ায় রিযক দেন তার ঈমানের কারণে" (*সহীহ মুসলিম*, ২৮০৮)।

DO NOT COPY

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (٢٦) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٢٧)﴾ [سورة البقرة: ٢٦-٢٧].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** কোরআনে উপমা পেশ করার উদ্দেশ্য।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৬ | নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা | লজ্জা বোধ করেন না | পেশ করতে | উদাহরণ | মশা (কিংবা) |
| | إِنَّ اللَّهَ | لَا يَسْتَحْيِي | أَنْ يَضْرِبَ | مَثَلًا | مَا بَعُوضَةً |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তারচেয়ে ছোট কিছুর, | অতঃপর মুমিনরা | জানেন | এটা সত্য | তাদের রবের পক্ষ থেকে, |
| فَمَا فَوْقَهَا | فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا | فَيَعْلَمُونَ | أَنَّهُ الْحَقُّ | مِنْ رَبِّهِمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অপরদিকে, যারা কাফের | তারা বলে: | আল্লাহ কি বুঝাতে চাচ্ছেন | এই উদাহরণ দিয়ে? |
| وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا | فَيَقُولُونَ | مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ | بِهَذَا مَثَلًا |

| | |
|---|---|
| মুলত: এর দ্বারা আল্লাহ অনেককে গোমরাহ করেন | এবং অনেককে হেদায়েত দেন, |
| يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا | وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| এবং এর দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন | কেবল পাপীকে। | ২৭ | যারা ভঙ্গ করে | আল্লাহকে দেয়া ওয়াদাকে |
| وَمَا يُضِلُّ بِهِ | إِلَّا الْفَاسِقِينَ | | الَّذِينَ يَنْقُضُونَ | عَهْدَ اللَّهِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তা সংগঠিত হওয়ার পর, | এবং ছিন্ন করে | আল্লাহর নির্দেশ | সম্পর্ক রাখার, | এবং বিশৃঙ্খলা করে |
| مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ | وَيَقْطَعُونَ | مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ | أَنْ يُوصَلَ | وَيُفْسِدُونَ |

| | |
|---|---|
| যমীনে; | এরাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। |
| فِي الْأَرْضِ | أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৬) আল্লাহ তায়ালা মশা কিংবা তার চেয়ে বড় অথবা ছোট কিছুর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা মুমিন তারা জানে যে এ উদাহরণ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। কিন্তু যারা কাফের তারা বলে: আল্লাহ কী অভিপ্রায়ে এ রকম উদাহরণ দিয়ে থাকেন? এর দ্বারা তিনি অনেককেই বিভ্রান্ত করে থাকেন এবং বহু জনকে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুতঃ তিনি সৎপথ পরিত্যাগীদের ছাড়া অন্য কাউকে বিভ্রান্ত করেন না।

DO NOT COPY

(২৭) যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন, যেমন: আত্মীয়তার সম্পর্ক, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ইত্যাদিকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই দুনিয়া ও আখিরাাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (*আল-মোন্তাখাব*, ৮) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿عَهْدَ اللَّهِ﴾ 'আল্লাহর দেয়া ওয়াদা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি' যা আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষ ও পূর্ববর্তী নবী-রাসূল থেকে গ্রহণ করেছেন। (*তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, আল-কাওয়ারী, ২/২৭) ।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইমাম তাবারী (র.) বলেন: একদল সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, অত্র সূরার ১৭ এবং ১৯ নং আয়াতে মুনাফিকের উপমা পেশ করা হলে কাফিররা বলতে লাগলো এ ধরনের উপমা পেশ করা থেকে আল্লাহ পুতপবিত্র। তখন আল্লাহ ২৬নং আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকূল*, আল-সুয়ূতী, ১৩) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো: কোন অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ পেশ করা।

২। এমন লজ্জা থাকা ঠিক নয়, যা ভালো কাজ থেকে বিরত রাখে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৩৮)

৩। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে, হেদায়েত ও গোমরাহি দুইটাই আল্লাহ তায়ালার হাতে। তবে তিনি ফাসেক ছাড়া অন্য কাউকে গোমরাহ করেন না। (*তাফসীর মওজূয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১/৬৯) ।

৪। আয়াতের আলোকে ফাসেকের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো:

(ক) আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে,

(খ) আল্লাহ যে বিষয়ে সম্পর্ক রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করে, এবং

(গ) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। (আল্লাহই ভালো জানেন)

৫। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের ৪৬ জায়গায় উপমা বা দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। মান্না ক্বাত্তান বলেন: এ উপমা প্রদানের অনেকগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো:

(ক) উপমিত বস্তু আক্বলী কোন বিষয় হলে তাকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর সাথে উপমা দিয়ে অধিকতর স্পষ্ট করা, যেমন কোরআনে এসেছে:

DO NOT COPY

﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾. [سورة البقرة: ٢٦٤].

অর্থাৎ: "সুতরাং খোটা দানকারী, কষ্টদানকারী, লোক প্রদর্শনকারী এবং কাফেরের দান-সদকার সওয়াবের উদাহরণ হলো শক্ত মসৃণ পাথরের উপর উর্বর মাটির মতো, যাকে প্রবল বৃষ্টি এসে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেওয়ার কারণে তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না। আর আল্লাহ তায়ালা কাফিরদেরকে কখনও হেদায়েত দান করেন না" (সূরা বাক্বারা, ২৬৪) ।

(খ) উপমিত বস্তুর রহস্যকে উন্মোচন করে দেয়া এবং উপমিত বস্তু অদৃশ্য কোন বিষয় হলে তা বিদ্যমান বিষয়ের সাথে উপমা দিয়ে স্পষ্ট করা, যেমন কোরআনে এসেছে:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾. [سورة البقرة: ٢٧٥].

অর্থাৎ: "যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিন কবর থেকে এমন ব্যক্তির মতো উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে মাতাল বানিয়ে দিয়েছে" (*সূরা বকারা*, ২৭৫) ।

(গ) অল্প কথায় অনেক অর্থ বুঝানো।

(ঘ) উপমিত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করা, যেমন কোরআনে এসেছে:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. [سورة البقرة: ٢٦١].

অর্থাৎ: "যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হলো একটি শস্য-বীজের মতো, যা উৎপাদন করে সাতটি শীষ এবং প্রতিটা শীষে রয়েছে একশত শস্য-দানা। বরং আল্লাহর দেওয়া সওয়াব এর চেয়ে আরো বেশী এবং তিনি যাকে ইচ্ছা বহুগুনে বাড়িয়ে দেন। তিনি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ" (*সূরা বাকারা*, ৬১) ।

(ঙ) উপমিত বস্তুর প্রতি ঘৃণা জন্মানো, যেমন কোরআনে এসেছে:

﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾. [سورة الحجرات: ١٢].

অর্থাৎ: "আর তোমরা একে অপরের গীবত করো না, তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে, অবশ্যই সে তা অপছন্দ করে। আল্লহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকবুলকারী এবং পরম দয়ালু" (*সূরা হুজুরাত*, ১২) ।

(চ) উপমিত বস্তুর প্রশংসা করা, যেমন কোরআনে এসেছে:

﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾. [سورة الفتح: ٢٩].

অর্থাৎ: "তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইনজীলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় বিশালয় অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীকে আনন্দে অবিভূত করে, যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন" (সূরা ফাত্হ, ২৯) ।

(ছ) উপমা প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো: মানুষ যেন কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। যেমন কোরআনে এসেছে:

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [سورة الزمر: ٢٧].

অর্থাৎ: "আমি অত্র কোরআনে মানুষের জন্য উপমা পেশ করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে" (*সূরা যুমার*, ২৭) ।

(*মাবাহেস ফি উলুম আল-কোরআন*, ২৯৭-২৯৮) ।

৬। ২৬ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালা কোরআনে উপমা প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করেন। এর মাধ্যমে কেউ কাফের হয় আবার কেউ হেদায়েত পায়। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٨) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)﴾ [سورة البقرة: ٢٨-٢٩].

### আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

মানুষের জন্ম-মৃত্যু এবং আসমান-যমীন সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্ব ও কুদরাতের বহিঃপ্রকাশ।

### আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৮ | আশ্চর্য! কিভাবে | তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করতে পার? | অথচ তোমরা ছিলে | মৃত, | |
| | كَيْفَ | تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ | وَكُنْتُمْ | أَمْوَاتًا | |
| অতপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করলেন, | | | তারপরে তোমাদেরকে আবার মৃত্যু দিবেন, | | |
| فَأَحْيَاكُمْ | | | ثُمَّ يُمِيتُكُمْ | | |
| সবশেষে (বিচারের জন্য) পুর্নজ্জীবিত করবেন, | | অতঃপর তাঁরই কাছে | তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। | | |
| ثُمَّ يُحْيِيكُمْ | | ثُمَّ إِلَيْهِ | تُرْجَعُونَ | | |
| ২৯ | তিনি (এমন সত্তা) | যিনি | তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন | পৃথিবীতে যা কিছু আছে | সবকিছু, |
| | هُوَ | الَّذِي | خَلَقَ لَكُمْ | مَا فِي الْأَرْضِ | جَمِيعًا |
| অতপর মনোনিবেশ করলেন | | অকাশের দিকে, | অতঃপর সেগুলোকে বিন্যস্ত করলেন | | |
| ثُمَّ اسْتَوَى | | إِلَى السَّمَاءِ | فَسَوَّاهُنَّ | | |
| সাত আকাশে, | আর তিনি সব কিছু সম্পর্কে জানেন। | | | | |
| سَبْعَ سَمَاوَاتٍ | وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | | | | |

### আয়াতের ভাবার্থ:

(২৮) আশ্চর্য! তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারো? অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করলেন, অতঃপর তোমাদেরকে আবার মৃত্যু দিবেন এবং সবশেষে বিচারের জন্য পুনর্জ্জীবিত করবেন, পরিণামে তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

(২৯) তিনি এমন এক সত্তা, যিনি পৃথিবীর সর্বকিছু তোমাদেরই জন্য সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করে তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেছেন, তিনি সকল বিষয়ে সবিশেষ অবগত। (*আল-মোন্তাখাব*, ৯) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿أَمْوَاتًا﴾ 'মৃতসমূহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'জরায়ুতে অবস্থানকালীন শুক্রাণু' ।

﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾ 'অতপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন' এটা হলো: 'দুনিয়ার জীবণ'।

﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ 'অতপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন' অর্থাৎ: 'দুনিয়ার জীবণ শেষে'।

﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ 'অতপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন' দ্বারা 'কবরের জীবণ শেষে জীবিত করা' কে বুঝানো হয়েছে।

﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ 'অতপর তোমাদেরকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'বিঁচারের সম্মুখিন করা হবে'। (*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ১/৪৬) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ২৮নং আয়াতে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, তাঁর ক্ষমতা এবং দয়া সর্বত্র বিরাজমান এর স্বপক্ষে বাস্তবভিত্তিক দলীল পেশ করার মাধ্যমে নাস্তিকদেরকে যৌক্তিক জবাব দেয়া হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৩৯) ।

২। ২৯নং আয়াতে একটি ফিকহী নিয়মের ইঙ্গিত রয়েছে: (الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيْلُ الْحَظْرِ) অর্থাৎ: "পৃথিবীর সকল জিনিস সৃষ্টিগতভাবে হালাল, কেবল তাই হারাম শরীয়তে যা হারাম করা হয়েছে", সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) ছাড়া অন্য কারো অধিকার নেই হালালকে হারাম করার।

৩। অত্র আয়াতদ্বয়ের মৌলিক শিক্ষা হলো: "আল্লাহ তায়ালা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি সবকিছুকে তাঁর কব্জায় রেখেছেন, একথা বিশ্বাস করা"।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/১২০) ।

৪। আল্লাহর অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে নাস্তিক বলা হয়। এ গ্রুপটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময়ও ছিল। তারা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং পুনরুত্থানকেও অস্বীকার করে। তারা দুনিয়ার ভোগবিলাশকে জীবনের মুখ্য মনে করে। ইমাম বুখারী (র.) আবু হুরাইরা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) নাস্তিক সম্পর্কে বলেছেন:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ. (صحيح البخاري: ٢٨٨٧).

অর্থাৎ: "লাঞ্চিত হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেওয়া হলে খুশী হয় এবং না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়" (*সহীহ আল-বুখারী*, ২৮৮৭) ।

DO NOT COPY

তারা ধারণা করে এ মহাবিশ্ব একটি মহা বিস্ফোরনের মাধ্যমে নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে, তাতে তৃতীয় কোন শক্তি বা আল্লাহর কোন প্রভাব নেই। সর্বশেষ জার্মানী এ মতবাদকে প্রমোট করেছে, তারা যখন দেখলো মানুষ এ মতবাদকে খাচ্ছে না, তখন ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ নামে নুতন মুখোশ পড়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার আড়ালে মানুষকে নাস্তিক তথা ধর্মহীন বানাণোর জন্য দুইটি স্লোগানকে সামনে রেখে কাজ করছে: (ক) রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করা এবং (খ) ধর্মকে মসজিদ, গীর্জা, মন্দির ইত্যাদির ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখা। বর্তমানে দেখা যায়, বহু মুসলিম শাসক তাদের পাতানো ফাঁদে পতিত হয়ে দেশকে নাস্তিক্যবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। (আলুকা পেইজ থেকে) ।

৫। ইমাম আবু হানিফা (র.) এবং তৎকালীন এক নাস্তিকের মধ্যে একবার বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিতর্কের বিষয় ছিলো: সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে কিনা? গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিতর্ক দেখার জন্য শতশত মানুষ সভাস্থলে জড়ো হলো। নাস্তিক লোকটিও যথাসময়ে পৌঁছে গেল। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.) আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমান পেশ করার জন্য একটি কৌশলের আশ্রয় নিলেন। কৌশলের অংশ হিসেবে তিনি ইচ্ছা করে আসতে অনেক দেরী করেছিলেন। নাস্তিক ব্যক্তি এবং উপস্থিত জনতা তার জন্য অপেক্ষা করে চলে যাবেন এমন সময় তিনি এসে উপস্থিত হলে নাস্তি বললো: সময়ের প্রতি যার গুরুত্ব নেই তার সাথে কিসের বিতর্ক!।

ইমাম আবু হানিফা (র.) বললেন: দু:খিত, আমার আসতে বিলম্ব হওয়ার কারণ হলো: আমার বাড়ি থেকে একটি নদী পাড় হয়ে এখানে আসতে হয়। আমি নদীর পারে এসে পাড়াপাড়ের কোন নৌকা না পেয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। এক পর্যায় দেখলাম পাশের জঙ্গলে একটি গাছ নিজেনিজেই কেটে পড়ে গেল। এমনিতে নিজেনিজে তকতা হয়ে গেল। এরপর দেখি কোন মিস্ত্রী ছাড়াই তকতাগুলো নিজেনিজেই জোড়া লেগে একটি নৌকা হয়ে গেল। অবশেষে নৌকাটি নিজেই নদীতে পড়ে গেল এবং কোন মাঝি ছাড়া সে নিজেই আমাকে নিয়ে নদীর এ পাড়ে চলে আসলো। এজন্য আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) এর কথা শুনে নাস্তিক বললো: দেখ কেমন পাগল, কোন মিস্ত্রী ছাড়া গাছ তকতা হয়েছে, সেই তকতা থেকে নৌকা হয়েছে এবং মাঝিবিহীন নৌকা নিজেই তাকে নিয়ে এ পাড় এসেছে। আসলে আবু হানীফা পাগল হয়ে গেছে!।

এবার ইমাম আবু হানীফা (র.) বললেন: আমি পাগল হইনি। বরং পাগল হয়েছো তুমি। একটি সামান্য নৌকা যদি মিস্ত্রী ছাড়া সৃষ্টি না হতে পারে এবং মাঝি ছাড়া না চলতে পারে, তাহলে সমস্ত পৃথিবীটা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে নিজে নিজে কিভাবে চলতে পারে?

নাস্তিক পন্ডিত তার এ বক্তব্য শুনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেল। (*তাফসীর কাবীর*, ১/২২১) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)﴾ [سورة البقرة: ٣٠].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** মানব সভ্যতার সূচনা ও ক্রমবিকাশ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ৩০ | এবং (হে নবী! স্মরণ করো সে সময়ের কথা,) যখন | তোমার রব বললেন |
| | وَإِذْ | قَالَ رَبُّكَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ফেরেস্তাদেরকে: | নিশ্চয় আমি বানাতে চাই | পৃথিবীতে | খলীফা, |
| لِلْمَلَائِكَةِ | إِنِّي جَاعِلٌ | فِي الْأَرْضِ | خَلِيفَةً |

| | | |
|---|---|---|
| তারা বললো: | তুমি কি সেখানে (এমন খলীফা) বানাবে | যারা তথায় বিশৃঙ্খলা করবে |
| قَالُوا | أَتَجْعَلُ فِيهَا | مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং রক্তপাত করবে? | অথচ আমরাইতো | তাসবীহ পড়ছি | তোমার প্রশংসায়, |
| وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ | وَنَحْنُ | نُسَبِّحُ | بِحَمْدِكَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, | তিনি বললেন: | আমি জানি | যা তোমরা জানো না। |
| وَنُقَدِّسُ لَكَ | قَالَ | إِنِّي أَعْلَمُ | مَا لَا تَعْلَمُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৩০) হে নবী! স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন: নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা বা প্রতিনিধি পাঠাতে চাই, এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি? তখন ফেরেশতারা বললো: আপনি কি তথায় এমন খলীফা বানাবেন, যারা সেখানে জীন এবং বান জাতির মতো বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাইতো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পড়ছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তখন আল্লাহ উত্তরে বললেন: পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠানো হলে তারা কি করবে বা না করবে তা সম্পর্কে তোমরা আমার চেয়ে বেশী জানো না। (*আল-মোন্তাখাব*, ৯, *আল-মুয়াস্সার*, ১/৬) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿لِلْمَلَائِكَةِ﴾ 'ফেরেশতাদেরকে', অত্র আয়াতাংশে 'ফেরেশতা' হলো: 'আল্লাহ তায়ালার এক প্রকার বিশালাকার সৃষ্টি, যার বিবেক আছে, কথা বলে, ইচ্ছা করে, আল্লাহর নির্দেশের বাহিরে কিছু বুঝে না, আকাশে বসবাস করে, যা নুরের সৃষ্টি এবং যাকে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে' *(আলুকা পেইজ থেকে)*। আয়শা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "ফেরেশতা নুরের তৈরি" (সহীহ মুসলিম, ২৯৯৬) ।

DO NOT COPY

ফেরেশতার প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব, অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। দায়িত্ব পালনের দিক থেকে ফেরেশতাকে অনেক প্রকারে ভাগ করা হয়, যেমন:
(ক) আরশ বহণকারী আট ফেরেশতা, (*সূরা হাক্বাহ*, ১৭) ।
(খ) আরশের চতুর্দিক ঘিরে রাখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতা, (*সূরা যুমার*, ৭৫) ।
(গ) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত চার ফেরেশতা: জিবরীল (আ.), অহী বহণ করে নিয়ে আসার কাজে নিয়োজিত, (*সূরা শুয়ারা*, ১৯৩), মিকাঈল (আ.), বৃষ্টি এবং রিযকের কাজে নিয়োজিত, (*সূরা বাক্বারা*, ৯৭), ইশ্রাফীল (আ.), কিয়ামত সংঘঠিত হওয়ার সিঙ্গা বহণ করে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায়, (সূরা যুমার, ৬৮) এবং মালাকুল মাওত, সৃষ্টির মৃত্যু প্রদানের কাজে নিয়োজিত, (*সূরা সাজদা*, ১১) ।
(ঘ) জান্নাতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা, (*সূরা র'দ*, ২৩-২৪) ।
(ঙ) জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা, (*সূরা মুদ্দাসসের*, ৩০-৩১, *যুখরুফ*, ৭৭) ।
(চ) বনী আদমের সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত, (*সূরা আনআম*, ৬১, ক্বফ, ১৭-১৮) ।
(ছ) আমল লিখার দায়িত্বে নিয়োজিত, (*সূরা ইনফেতার*, ১০-১২) ।
(জ) পৃথিবী রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা, (সূরা সফফাত, ১) ।
এছাড়াও হাদীসে আরো অনেক দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার বর্ণনা পাওয়া যায়।

**আয়াতের শিক্ষা:**

১। অত্র আয়াতে ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ নীতি এবং প্রচলিত সমাজ বিজ্ঞানের মনগড়া ও উদ্ভট মতাদর্শের জবাব রয়েছে। আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দিলেন: তোমরা বানর থেকে ক্রমান্বয়ে মানুষ হওনি এবং তোমরা অসমাজিক ও অসভ্য ছিলে না, বরং আমি তোমাদের আদি পিতা আদমকে নিজ হাতে তৈরি করে সভ্যতা শিক্ষা দিয়ে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছি।
২। ইমাম কুরতুবী (রা.) বলেন: অত্র আয়াতে সমাজে অনুসরণযোগ্য ইমাম বা প্রতিনিধি থাকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত রয়েছে।
৩। আল্লাহর খলিফা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-
(ক) পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্বগ্রহণকারী।
(খ) জ্বীন জাতির প্রতিনিধি যারা মানুষের পুর্বে এ পৃথিবীকে আবাদ করেছিল।
৪। আয়াতে 'তারা বিশৃঙ্খলা করবে' (যা রক্তপাত করাকে শামিল করে) এর পরে রক্তপাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে এর ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

(*তাফসীর মওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১/৬৯,৭১, ৭২) ।

DO NOT COPY

৫। আদিপিতা আদম (আ.) এর **প্রথম বৈশিষ্ট্য** বা মর্যাদা হলো: তিনি মানব জাতির খলীফা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রথম নবী। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/১৩১) ।

৬। অত্র আয়াতে দেখা যায় আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতার সাথে পরামর্শ করেছেন, অথচ তাঁর ক্ষেত্রে এ ধরণের পরামর্শের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাহলে অত্র আয়াতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এর উত্তরে তাফসীরকারকগণ থেকে কয়েকটি মত পাওয়া যায়:
(ক) আল্লাহ তায়ালা তার ক্ষমতাধর কাজের হিকমাতের কথা ফেরেশতাদেরকে জানিয়েছেন মাত্র, তাদের থেকে কোন পরামর্শ চাননি।
(খ) ফেরেশতাদের থেকে পরামর্শ চাওয়ার ভঙ্গিতে আল্লাহ তায়ালা বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন মূলত কোন কাজ করার পূর্বে পরামর্শের গুরুত্ব মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।
(*তাফসীর ইবনু কাসীর*, ২/১১৬) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

(ক) গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে পরামর্শ করা।

(খ) আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে খিলাফতের বিশেষ মিশন নিয়ে পাঠিয়েছেন মর্মে বিশ্বাস করা।

DO NOT COPY

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ
يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣)﴾ [سورة البقرة: ٣١-٣٣].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** প্রতিনিধিত্ব পালনের জন্য আদম (আ.) কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৩১ | এবং আল্লাহ শিক্ষা দিলেন | আদম (আ.) কে | (প্রয়োজনীয়) সকল জিনিসের নাম, | |
| | وَعَلَّمَ | آدَمَ | الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا | |
| | অতপর সেগুলো পেশ করলেন | ফেরেশতাদের কাছে | অতঃপর বললেন: | আমাকে বলো তো |
| | ثُمَّ عَرَضَهُمْ | عَلَى الْمَلَائِكَةِ | فَقَالَ | أَنْبِئُونِي |
| | এগুলোর নাম কি? | যদি তোমরা (তোমাদের আশংকার ব্যাপারে) হও | সত্যবাদী। | |
| | بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ | إِنْ كُنْتُمْ | صَادِقِينَ | |
| ৩২ | তারা বললো: | আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, | আমাদেরতো কোন জ্ঞান নেই | |
| | قَالُوا | سُبْحَانَكَ | لَا عِلْمَ لَنَا | |
| | যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন তার বাহিরে; | নিশ্চয় আপনি | মহাজ্ঞানী | প্রজ্ঞাবান। |
| | إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا | إِنَّكَ أَنْتَ | الْعَلِيمُ | الْحَكِيمُ |
| ৩৩ | (এবারে) আল্লাহ বললেন: | হে আদম, | তাদেরকে বলে দাও | এ জিনিসগুলোর নাম; |
| | قَالَ | يَا آدَمُ | أَنْبِئْهُمْ | بِأَسْمَائِهِمْ |
| | অতপর যখন | আদম (আ.) ফেরেশতাদেরকে বলে দিলো | তাদের নাম, | |
| | فَلَمَّا | أَنْبَأَهُمْ | بِأَسْمَائِهِمْ | |
| | তখন তিনি (আল্লাহ) বললেন: | আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? | নিশ্চয় আমি জানি | |
| | قَالَ | أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ | إِنِّي أَعْلَمُ | |
| | আকাশ ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়ে, | এবং আরো জানি | যা প্রকাশ করো | এবং যা গোপন করো। |
| | غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ | وَأَعْلَمُ | مَا تُبْدُونَ | وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৩১) আদম ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা প্রমানের লক্ষ্যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সকল জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়ে সেগুলোকে ফেরেশাতাদের সামনে পেশ করে বললেন: তোমরা

DO NOT COPY

দাবী করেছিলে শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায় তোমরাই খেলাফতের উপযুক্ত, এ দাবীতে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে এগুলোর নাম বলে দাও।

(৩২) তখন তারা অপারগ হয়ে বললো: হে আমাদের রব! আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তার বাহিরে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান।

(৩৩) এবারে আল্লাহ তায়ালা আদমকে বললেন: হে আদম, তুমি ফেরেশতাদেরকে এ জিনিসগুলোর নাম বলে দাও যে বিষয়ে তারা অপারগতা প্রকাশ করেছে। অতঃপর যখন নামগুলো বলে দিলো, তখন আদমের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ বললেন: হে ফেরেশতাগণ, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? আমি আকাশ এবং যমীনের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল বিষয় সম্পর্কে জানি এবং আরো জানি তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা লুকিয়ে রাখো।

(*আল-মোন্তাখাব*, ১০, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৬)।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْأَسْمَاءَ﴾ 'নামসমূহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'পৃথিবীতে রয়েছে এমন সকল কিছুর নাম'।

(*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ৪৬)।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আয়াত থেকে নির্গত নিয়ম: "দাবীদার দলীল পেশ করবে আর অস্বীকারকারী শপথ করবে"।

২। কারো কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে, বিষয়টিকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করা।

৩। এবাদতের চেয়ে জ্ঞানের মর্যাদা বেশী, কারণ এবাদতের সঠিক জ্ঞান ছাড়া তার মূল্য নেই, একারণে ফেরেশতাদের এবাদত বেশী থাকা সত্যেও আদম কে জ্ঞান দিয়ে মর্যাদাবান করেছেন।

৪। যার জ্ঞান বেশী তিনিই জনপ্রতিনিধি হবেন।

৫। আদিপিতা আদম (আ.) এর **দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য** বা মর্যাদা হলো: প্রতিনিধিত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের নাম ও ভাষাজ্ঞান শিক্ষা দেয়া।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/১৩১)।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤)﴾ [سورة البقرة: ٣٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আদম (আ.) কে সম্মানসূচক সাজদা প্রদান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৪ | এবং (হে নবী! স্মরণ করো সে সময়ের কথা,) যখন | আমি বললাম | ফেরেশতাদেরকে: |
| | وَإِذْ | قُلْنَا | لِلْمَلَائِكَةِ |
| তোমরা সাজদা করো | আদমকে, | অতপর তারা সাজদা করলো | শুধু ইবলীস ছাড়া, |
| اسْجُدُوا | لِآدَمَ | فَسَجَدُوا | إِلَّا إِبْلِيسَ |
| সে অস্বীকার করলো | এবং অহংকার করলো, | ফলে সে হয়ে গেল | কাফিরদের দলভুক্ত। |
| أَبَى | وَاسْتَكْبَرَ | وَكَانَ | مِنَ الْكَافِرِينَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৩৪) মোহাম্মদ (সা.) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: হে আল্লাহর নবী! স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম: আদমকে সম্মান প্রদর্শনের সাজদা করতে, অতঃপর ইবলিস ছাড়া বাকী সকলেই তাকে সাজদা করেছিলো। সে আদমের সাথে অহংকার ও হিংসা বশত আমার আদেশকে অমান্য করে কাফের হয়ে গেলো।

(*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৬) ।

**আয়াতের শিক্ষা:**

১। আদিপিতা আদম (আ.) এর **তৃতীয় বৈশিষ্ট্য** বা মর্যাদা হলো: ফেরেশতা কর্তৃক তাকে সম্মানসূচক সাজদা প্রদান করা।

২। আদম (আ.) ও তার সন্তানদেরকে আল্লাহ তায়ালা সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আদম সন্তানদের উচিৎ আল্লাহর বিধানের সাথে বিরুদ্ধাচরণ না করে কেবল তারই কাছে নিজেকে পুরোপুরি সপে দেয়া।

(তাফসীর আল-মুনীর, জুহাইলী, ১/১৩৩-১৩৪)।

৩। সাজদা দুই প্রকার:

(ক) এবাদতের সাজদা,

(খ) সম্মানসূচক সাজদা।

DO NOT COPY

প্রথম প্রকার সাজদা সকল যুগে ও সর্বাবস্থায় কেবলই আল্লাহর জন্য খাছ, অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। আর দ্বিতীয় প্রকার সাজদা অর্থাৎ: সম্মান সূচক সাজদা পূর্ববর্তী নবীদের যুগে সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য দেয়া জায়েজ ছিল, যেমন: ফেরেশতা কর্তৃক আদমকে সাজদা দেয়া এবং ইউসুফ (আ.) এর এগারো ভাই ও পিতা-মাতা কর্তৃক তাকে সাজদা দেয়া। কিন্তু বর্তমানে উম্মতে মোহাম্মাদীর উপর সকল প্রকার সাজদা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া শিরক ও হারাম করা হয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে- "যখন উট ও গাছ মোহাম্মদ (সা.) কে সাজদা করল, তখন কতিপয় সাহাবা রাসূল (সা.) কে সাজদা করতে চাইলে তিনি তাদেরকে বারণ করে বললেন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করা যাবে না" [সুনান ইবনি মাজাহ]।

(তাফসীর আল-কুরতুবী, ১/২৯৩) ।

৪। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইবলিস উঁচু মাকাম থেকে অহংকারের কারণে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়েছে। এভাবে কারো ভিতর অহংকার প্রবেশ করলে সে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যায়। আবুদাউদ (র.) হান্নাদ (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ. (سنن أبي داود: ٤٠٩٠).

অর্থাৎ: "অহংকার আমার চাদর এবং বড়ত্ব আমার লুঙ্গী। সতরাং যে ব্যক্তি তার একটি ধরে টান দিবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো" (*সুনান আবু দাউদ*, ৪০৯) । (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

**আয়াতের আমল:**

(ক) অহংকার না করা।

(খ) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোন ধরণের সাজদা না করা।

DO NOT COPY

وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٦) [سورة البقرة: ٣٥-٣٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আদম-হাওয়ার জান্নাতে বসবাস এবং ইবলিসের শত্রুতা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৫ | এবং আমি বললাম: | হে আদম, | বসবাস করো তুমি | এবং তোমার স্ত্রী | জান্নাতে; |
| | وَقُلْنَا | يَاآدَمُ | اسْكُنْ أَنْتَ | وَزَوْجُكَ | الْجَنَّةَ |
| এবং তোমরা খাও | এখান থেকে | স্বাচ্ছন্দ্যে | তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী, | এবং কাছে যেওনা | |
| وَكُلَا | مِنْهَا | رَغَدًا | حَيْثُ شِئْتُمَا | وَلَا تَقْرَبَا | |
| এই গাছটির, | গেলে তোমরা দু’জনেই শামিল হবে | সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে। | | | |
| هَذِهِ الشَّجَرَةَ | فَتَكُونَا | مِنَ الظَّالِمِينَ | | | |
| ৩৬ | অতপর শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটালো | সেখান থেকে, | অতপর তাদেরকে বের করে দিল | | |
| | فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ | عَنْهَا | فَأَخْرَجَهُمَا | | |
| যেখানে ছিল সেখান থেকে, | এবং আমি বললাম: | নেমে পড়ো | একে অন্যের শত্রু হিসেবে, | | |
| مِمَّا كَانَا فِيهِ | وَقُلْنَا | اهْبِطُوا | بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ | | |
| এবং তোমাদের জন্য জমিনে রয়েছে | বাসস্থান | ও উপকরণ | একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। | | |
| وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ | مُسْتَقَرٌّ | وَمَتَاعٌ | إِلَى حِينٍ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৩৫) এবং আল্লাহ তায়ালা আদম ও হাওয়াকে জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ দিয়ে বলেন: হে আদম, তুমি তোমার স্ত্রী ‘হাওয়া’ সহ জান্নাতে বসবাস করো এবং এখান থেকে তোমাদের ইচ্ছেমতো স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো। কিন্তু এই গাছটির নিকটবর্তী হইও না, যদি তার কাছে যাও তাহলে যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

(৩৬) অতঃপর শয়তান কৌশলে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদের মধ্যে পদস্খলন ঘটিয়ে জান্নাতে বসবাসের অনুপোযুক্ত করে দিলো। তখন আল্লাহ তাদেরকে বললেন: তোমরা একে অপরের শত্রু হিসেবে জমিনে অবতরণ করো, সেখানে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাসস্থান ও অন্যান্য উপকরণ রয়েছে। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/৬) ।

DO NOT COPY

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আদিপিতা আদম (আ.) এর **চতুর্থ বৈশিষ্ট্য** বা মর্যাদা হলো:

“আদম (আ.) ও তার স্ত্রী হাওয়া (আ.) কে সবচেয়ে মূল্যবান ও প্রত্যাশার জায়গা জান্নাতে থাকার ব্যবস্থা করা”।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/১৩৮) ।

২। লোকমুখে একটি কথা খুব বেশী শোনা যায়: “না জেনে কোন অপরাধ বা শরীয়াহ পরিপন্থী কাজ করলে আল্লাহ তাকে মাফ করবেন”। যার ফলে দেখা যায় কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষ শরয়ী জ্ঞান শিখতে চায় না; কারণ তাদের ধারণা, জেনে-বুঝে অপরাধে জড়ালে আল্লাহর কাছে ধরা খেয়ে যাবে। এটা ভুল ধারণা, যার স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। মূল কথা হলো: না জেনে বা ভুলক্রমে কোন অপরাধ করলে, জানা বা স্মরণ হওয়া মাত্রই তাওবা করতে হবে, যেমনটা আদম (আ.) করেছেন। না হয় আল্লাহর আদালতে ধরা খেয়ে যাবে। আর যাদের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শরয়ী জ্ঞান না শিখে অপরাধে জড়ালো, তাদের জন্য দুটি গুনাহ: না জানার গুনাহ এবং অপরাধের গুনাহ; কারণ, শরিয়াতের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন সকলের জন্য ফরজ।

(আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٩)﴾ [سورة البقرة: ٣٧-٣٩].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** তাওবা কবুলপূর্বক আদম (আ.) কে প্রথম নবী নির্বাচন।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৭ | অতপর আদম পেলেন | | তাঁর রবের কাছ থেকে | | কিছু (হেদায়েতের) বাণী, |
| | فَتَلَقَّى آدَمُ | | مِن رَّبِّهِ | | كَلِمَاتٍ |
| অতঃপর তিনি তার তাওবা কবুল করলেন, | | | নিশ্চয় তিনি | তাওবা কবুলকারী | ক্ষমাশীল। |
| فَتَابَ عَلَيْهِ | | | إِنَّهُ هُوَ | التَّوَّابُ | الرَّحِيمُ |
| ৩৮ | আমি বললাম: | নেমে যাও | এখান থেকে | তোমরা সবাই, | অতঃপর যদি তোমাদের কাছে আসে |
| | قُلْنَا | اهْبِطُوا | مِنْهَا | جَمِيعًا | فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ |
| আমার পক্ষ থেকে | হেদায়েত, | তাহলে যারা মেনে চলবে | | আমার পথ, | কোন ভয় থাকবে না |
| مِنِّي | هُدًى | فَمَنْ تَبِعَ | | هُدَايَ | فَلَا خَوْفٌ |
| তাদের | এবং না তারা | উৎকণ্ঠিত হবে। | ৩৯ | এবং যারা অস্বীকার করেছে | |
| عَلَيْهِمْ | وَلَا هُمْ | يَحْزَنُونَ | | وَالَّذِينَ كَفَرُوا | |
| এবং আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যাচার করেছে, | | | তারা | জাহান্নামী, | |
| وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا | | | أُولَئِكَ | أَصْحَابُ النَّارِ | |
| তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। | | | | | |
| هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ | | | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৩৭) অতঃপর আদম (আ.) তার রবের পক্ষ থেকে তাওবা করার বাক্য (হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলম করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা এবং দয়া না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো" শিখে তাওবা করতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নিয়ে ভুল ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।

(৩৮) আল্লাহ তাদেরকে বললেন: তোমরা সকলে এখান থেকে অবতরণ করো, অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে হেদায়েতের বাণী তোমাদের এবং পরবর্তী বংশধরদের কাছে আসবে, তখন যে তা অনুসরণ করবে, আখিরাতে তার কোনো ভয় থাকবে না এবং দুনিয়াতে চিন্তিত হবে না। (৩৯) অপরদিকে যারা হেদায়েতের বাণীকে অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতাবলীকে মিথ্যা বলবে, তারা হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (*আল-মোন্তাখাব*, ১০-১১, *আল-মোয়স্সার*, ১/৭-৮) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿كَلِمَاتٍ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾। (*তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, আল-কাওয়ারী, ২/৩৭) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আদিপিতা আদম (আ.) এর **পঞ্চম বৈশিষ্ট্য** বা মর্যাদা হলো: "আদম (আ.) কে পৃথিবীর মানচিত্রে 'প্রথম নবী' হিসেবে বাছাই করা"। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৪৬) ।

২। আদম (আ.) এর ঘটনা (৩০-৩৮ নাম্বার আয়াত) থেকে শিক্ষা:

(ক) মানুষ এ পৃথিবী, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার এবং তার নিজেকে সুন্দর রাখার জন্য প্রতিনিধিত্ব করবে। সুতরাং এ বিষয়গুলো ভালো রাখার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত গাইডেন্সকে অনুসরণ করা ওয়াজিব।

(খ) আল্লাহ তায়ালাই হলেন অদৃশ্য বিষয় ও সকল জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রকৃত মালিক। এ ক্ষুদ্র পৃথিবীকে আবাদ করতে যতটুকু জ্ঞান দরকার, কেবল ততটুকু মানব জাতিকে দেয়া হয়েছে, এ কথা বিশ্বাস করা।

(গ) মানুষকে সৃষ্টিজগতের উপর মর্যাদাবান করা হলেও সৃষ্টিগতভাবে তারা দুর্বল এবং বেশী বেশী ভুল করে। সুতরাং কোনো বিষয়ে ভুল হলে তৎক্ষণাৎ তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা উচিৎ।

(ঘ) অহঙ্কার মানুষকে ধ্বংশ করে, আর নম্রতা মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে সহযোগিতা করে।

(ঙ) ইবলিস মানুষের চির শত্রু, সে সর্বদা মানুষকে তার আসল ও স্থায়ী ঠিকানা জান্নাতের পথ থেকে বিচ্যুত রাখতে সচেষ্ট থাকে, সুতরাং তাকে চির শত্রু হিসেবে গ্রহন করা ওয়াজিব।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/১৩৮-১৪৭) ।

DO NOT COPY

يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ
(٤٠) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١) [سورة البقرة: ٤٠-٤١].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** নেয়ামতের শোকর আদায় ও ওয়াদা পূর্ণ করা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৪০ | হে বনী ইসরাঈল, | তোমরা স্মরণ করো | আমার সে নেয়ামতের কথা, | যা আমি দিয়েছি |
| | يَابَنِي إِسْرَائِيلَ | اذْكُرُوا | نِعْمَتِيَ | أَنْعَمْتُ |
| তোমাদেরকে; | এবং পূর্ণ কর | আমার ওয়াদা, | তাহলে আমি পূর্ণ করব | তোমাদের ওয়াদা, |
| عَلَيْكُمْ | وَأَوْفُوا | بِعَهْدِي | أُوفِ | بِعَهْدِكُمْ |
| এবং একমাত্র আমাকে | তোমরা ভয় করো। | ৪১ | এবং ঈমান আনো | যা অবতীর্ণ করেছি |
| وَإِيَّايَ | فَارْهَبُونِ | | وَآمِنُوا | بِمَا أَنْزَلْتُ |
| সত্যায়নকারী হিসেবে | তোমাদের সাথে যা (তাওরাত) রয়েছে তার, | আর তোমরা হয়ো না | | |
| مُصَدِّقًا | لِمَا مَعَكُمْ | وَلَا تَكُونُوا | | |
| (রাসূল (সা.) এবং কোরআনকে) প্রথম অস্বীকারকারী, | এবং তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করো না | | | |
| أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ | وَلَا تَشْتَرُوا | | | |
| আমার আয়াতসমূহকে | সামান্য মূল্যে, | আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো। | | |
| بِآيَاتِي | ثَمَنًا قَلِيلًا | وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৪০) হে বনী ইসরাঈল! তোমরা সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে দিয়েছি। এবং তোমরা আমার ওয়াদা পূর্ণ করো যা আমি মোহাম্মদের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছি, তাহলে আমি তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের ওয়াদাকে পূর্ণ করবো যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি। তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।

(৪১) আর তোমাদের কিতাবের সত্যায়নকারী কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। সাবধান! মোহাম্মদ ও তার উপর প্রেরিত কিতাবকে প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করো না, তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।

(আল-মান্তাখাব, ১১) ।

DO NOT COPY

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ 'বনী ইসরাঈল' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ইয়াকুব (আ.) এর বংশধর।

﴿نِعْمَتِيَ﴾ 'আমার নিয়ামত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'বনী ইসরাঈলের প্রতি কোরআনে বর্ণিত ১০টি নিয়ামত'।

﴿بِعَهْدِكُمْ﴾ 'তোমাদের ওয়াদা' দ্বারা 'মোহাম্মদ (সা.) এর রিসালাতকে মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি' কে বুঝানো হয়েছে।

﴿بِعَهْدِي﴾ 'আমার ওয়াদা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি'। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ৪৭) ।

## আয়াতের শিক্ষা:

১। আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করে শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব।

২। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংগঠিত প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ ও তার বান্দাদের মধ্যকার সংগঠিত চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৫০) ।

৩। ঈমানদার হওয়ার জন্য শর্ত হলো: মোহাম্মদ (সা.) কে রাসূল হিসেবে এবং কোরআনকে সংবিধান হিসেবে মেনে নিয়ে ঈমানের ৬টি আরকানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ।

৪। "দুনিয়া অর্জনের নেশায় দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করা হারাম" [ইবনু মাজাহ, ২৬০] যা এ আয়াতের আওতায়ে পরবে। অধিকাংশ ওলামাদের মতে, কোরআন শিক্ষা দিয়ে প্রয়োজনে বিনিময় গ্রহণ করা যাবে। তবে, কোন বিনিময় গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শিক্ষা দেয়া মহৎ কাজ।

(*তাফসীর মাওজুয়ী*, মোস্তফা মুসলিম, ১/৮৩-৮৫) ।

## আয়াতের আমল:

(ক) আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

(খ) আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ওয়াদা পূর্ণ করা।

DO NOT COPY

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٤)﴾ [سورة البقرة: ٤٢-٤٤].

## আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

সত্য গোপন এবং অন্যকে সত্যের দাওয়াত দিয়ে নিজেকে ভুলে থাকার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি।

## আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪২ | এবং তোমরা মিশ্রণ করো না | সত্যকে | মিথ্যার সাথে, | এবং লুকিয়ে রেখো না | সত্যকে |
| | وَلَا تَلْبِسُوا | الْحَقَّ | بِالْبَاطِلِ | وَتَكْتُمُوا | الْحَقَّ |
| তোমরা জেনে বুঝে। | ৪৩ | এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, | যাকাত আদায় করো | | |
| وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ | | وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ | وَآتُوا الزَّكَاةَ | | |
| ও সালাত কায়েম করো | যারা সালাত কায়েম করে তাদের সাথে। | ৪৪ | তোমরা কি আদেশ করো | | |
| وَارْكَعُوا | مَعَ الرَّاكِعِينَ | | أَتَأْمُرُونَ | | |
| মানবজাতিকে | ভালো কাজের, | আর ভুলে আছো | তোমাদের নিজেদেরকে? | | |
| النَّاسَ | بِالْبِرِّ | وَتَنْسَوْنَ | أَنْفُسَكُمْ | | |
| অথচ তোমরা | কিতাব পড়ো! | তোমরা কি (কিতাবের কথাগুলো) বুঝো না? | | | |
| وَأَنْتُمْ | تَتْلُونَ الْكِتَابَ | أَفَلَا تَعْقِلُونَ | | | |

## আয়াতের ভাবার্থ:

(৪২) তোমরা আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্যকে তোমাদের মনগড়া মিথ্যা বিষয়ের সাথে মিশ্রন করো না এবং জেনে বুঝে মোহাম্মদের রিসালাত বিষয়ক সত্যকে লুকিয়ে রেখো না।

(৪৩) ঈমানকে পরিশুদ্ধ করার পর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং সালাত কায়েমকারীদের সাথে জামাতে সালাত কায়েম করো।

(৪৪) তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দিয়ে সেব্যাপারে নিজেদেরকে ভুলে আছো? অথচ তোমরা নিয়মিত তাওরাত তেলাওয়াত করছো, যেখানে এ বিষয়ে সতর্কবাণী রয়েছে, তোমরা কি তাওরাতের কথাগুলো বুঝো না? (*আল-মোন্তাখাব*, ১১-১২) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ 'সত্যকে বাতিলের সাথে মিশ্রন' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: "ইহুদীদের উক্তি: মোহাম্মদ নবী, কিন্তু সে প্রেরিত হয়েছে আরবের কাছে, বনী ইসরাইলের কাছে নয়"।

DO NOT COPY

﴿الْكِتَابَ﴾ 'কিতাব' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'তাওরাত'।

(আইসার আল-তাফাসীর, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৪৯)।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: ৪৪ নাম্বার আয়াতটি মদীনার ইহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে একজন তার মুসলিম আত্মীয়-স্বজনদেরকে বলতো: তোমরা যে ধর্মের উপর আছো তা সত্য এবং এর উপর অটল থাকো, অথচ সে নিজেকে ভুলে থাকতো।

(*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ১৪)।

### আয়াতের শিক্ষা:

১। সত্যকে বর্ণনা করা ওয়াজিব এবং লুকিয়ে রাখা কবীরা গুনাহ।

২। সাধারণ মানুষের চোখ এড়াতে কৌশলের নামে সত্যকে মিথ্যার সাথে এবং মিথ্যাকে সত্যের সাথে মিশ্রণ করে বর্ণনা করা কবীরা গুনাহ।

৩। অন্যকে ভালো কাজের দিকে দাওয়াত দিয়ে নিজেকে সে কাজ থেকে বিরত রাখা জঘন্য অপরাধ। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৫০-৫১)।

৪। ৪৩নং আয়াতে বলেছেন: সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদানের মাধ্যমে আত্মা ও সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়।

৫। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ইহুদী/খৃষ্টান আলেমদের তাওরাত/ইঞ্জিল বিকৃত করার ১৩টি অভিনব পদ্ধতির কথা ফাঁশ করেছেন। এখানে ৪২ ও ৪৩ নাম্বার আয়াতে ৩টি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন: (ক) তারা সত্যকে বাতিলের সাথে মিশ্রন করে বর্ণনা করে, (খ) সত্য লুকিয়ে রাখে, এবং (গ) অন্যকে ভালো কাজের নির্দেশ দিয়ে নিজেরা বিরত থাকে। বাকী ১০টি পদ্ধতি কোরআনের নিম্নের আয়াতে ফাঁশ করেছেন- সুরা আল-বাকারাহ: ৭৯, ৮৫, ১০১, ১৪৬, ১৫৯; সুরা আল-মায়িদা: ১৩, ১৫, ৪১; সুরা আল-আনয়াম: ৯১; সুরা আলে ইমরান: ৭১, ৭৮, ৯৩, ১৮৭; সুরা আল-নিসা: ৪৬; সুরা আল-জুমুয়াহ: ৫। ইমাম শাতাবী (র.) বলেন: এ যুগে মুসলিম আলেমদের মধ্যেও এ চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। তাদের উচিৎ এগুলো বর্জন করা। (*কাশফুল কোরআন আন আসালিব*, ৮৬)।

### আয়াতের আমল:

(ক) মিথ্যাকে হক্বের সাথে মিশ্রন না কর।

(খ) সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করা।

(গ) অন্যকে যা পরামর্শ দিবে নিজে তা আমল করা।

DO NOT COPY

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو
رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٤٦)﴾ [سورة البقرة: ٤٥-٤٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আল্লাহর কাছে দোয়া করার পদ্ধতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪৫ | এবং (আল্লাহর কাছে) তোমরা সাহায্য চাও | ধৈর্যের মাধ্যমে | ও সালাতের মাধ্যমে; |
| | وَاسْتَعِينُوا | بِالصَّبْرِ | وَالصَّلَاةِ |

| | | |
|---|---|---|
| আর এটা অবশ্যই | কঠিন কাজ, | তবে খাশিয়ীনদের (আল্লাহভীরু) জন্য কঠিন নয়। |
| وَإِنَّهَا | لَكَبِيرَةٌ | إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৪৬ | (খাশিয়ীন হলো:) যারা | (মনে-প্রানে) বিশ্বাস করে | তারা | অচিরেই সামনাসামনি হবে |
| | الَّذِينَ | يَظُنُّونَ | أَنَّهُمْ | مُلَاقُو |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তাদের মালিকের, | এবং (বিশ্বাস করে) তাদেরকে | তাঁরই কাছে | ফিরে যেতে হবে। |
| رَبِّهِمْ | وَأَنَّهُمْ | إِلَيْهِ | رَاجِعُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৪৫) তোমাদের দৈনন্দিন প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ধৈর্য্য এবং সালাতের মাধ্যমে। তবে এটা আল্লাহভীরু ছাড়া অন্যদের জন্য কঠিন কাজ।

(৪৬) আল্লাহভীরু হলো তারা, যারা মনে-প্রানে বিশ্বাস করে তারা অচিরেই মৃত্যুবরণ করে বিশ্ব প্রতিপালকের সাথে আখিরাতে সাক্ষাত করবে এবং আরো বিশ্বাস করে যে বিচারের সম্মুখিন হওয়ার জন্য হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।

(*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৭)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿الْخَاشِعِينَ﴾ ‘বিনয়ী’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কাছে বিনয়ী হওয়া’।

﴿يَظُنُّونَ﴾ ‘তারা ধারনা করে’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘তারা বিশ্বাস করে’।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৫০)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা বা দোয়া করার একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। পদ্ধতিটি হলো: “নিষ্ঠার সাথে সালাতে দাঁড়িয়ে সাজদারত

DO NOT COPY

অবস্থায় প্রয়োজনের কথা আল্লাহর কাছে বলা এবং রেজাল্ট পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করে দৃঢ় চিত্তে অপেক্ষা করা”। একটি হাদীসে বলা হয়েছে: “রাসূল (সা.) এর কাছে কোন বিষয় কঠিন মনে হলে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন”।

[মুসনাদ আহমাদ এবং সুনান আবু দাউদ]।

২। উল্লেখিত পদ্ধতিতে দোয়া করা খাশিউন বা আল্লাহভীরু ছাড়া অন্যদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, এ পদ্ধতিতে দোয়া করতে হলে সালাতে নিষ্ঠাবান হতে হয় এবং রেজাল্টের জন্য দৃঢ় চিত্তে অপেক্ষা করতে হয়, আর এ দু’টি কাজই কঠিন।

(*ফি জিলাল আল-কোরআন*, সাইয়্যেদ কুতুব, ১/৬৯) ।

৩। আল্লাহ তায়ালার পরিভাষায়- “মৃত্যুর পর হিসাব নিকাশের জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, যারা এ কথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে এবং এ চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর রং এ জীবন রঞ্জিত করে তারাই হলো খাশিউন”। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

৪। (৪০-৪৬) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন:

(ক) নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।
(খ) রুহের জগতে আল্লাহকে দেওয়া ওয়াদা পূর্ণ করা।
(গ) মোহাম্মদ (সা.) এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।
(ঘ) সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রন না করা।
(ঙ) সালাত প্রতিষ্ঠা করা এবং যাকাত প্রদান করা।
(চ) নিজে আমল না করে অন্যকে আমল করার জন্য দাওয়াত না দেওয়া।
(ছ) সালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থণা করা।

DO NOT COPY

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٧) وَاتَّقُوا
يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ
يُنْصَرُونَ (٤٨)﴾ [سورة البقرة: ٤٧-٤٨].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** নেয়ামতের শুকরিয়া এবং পরকালভিত্তিক জীবন গঠন।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৪৭ | হে বনী ইসরাইল! | তোমরা স্মরণ করো | আমার সেই নেয়ামতের কথা, | যা |
| | يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ | اذْكُرُوا | نِعْمَتِيَ | الَّتِي |

| | | |
|---|---|---|
| আমি তোমাদেরকে দান করেছি, | এবং নিশ্চয় আমি (নেয়ামত হিসেবে) | তোমাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি |
| أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ | وَأَنِّي | فَضَّلْتُكُمْ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বিশ্ববাসীর উপর। | ৪৮ | এবং তোমরা ভয় করো | সে দিনটিকে | যে দিন কেউ উপকারে আসবে না |
| عَلَى الْعَالَمِينَ | | وَاتَّقُوا | يَوْمًا | لَا تَجْزِي نَفْسٌ |

| | | |
|---|---|---|
| কারো জন্য কোনো, | এবং কারো কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না | কোনো ধরনের সুপারিশ, |
| عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا | وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا | شَفَاعَةٌ |

| | | |
|---|---|---|
| এবং কারো কাছ থেকে নেয়া হবে না | কোন মুক্তিপণ, | এবং (সেদিন) তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। |
| وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا | عَدْلٌ | وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৪৭) হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার সেই ১০টি নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন সময়ে দান করেছিলাম, নিশ্চয় নেয়ামতের জন্য আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর প্রাধান্য দিয়েছিলাম।

(৪৮) তোমরা সে দিনকে ভয় করো, যে দিন কেউ কারো উপকারে আসবে না, কারো কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না কোনো ধরনের সুপারিশ, কারো কাছ থেকে নেয়া হবে না কোন মুক্তিপণ এবং সেদিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

(*আল-মোন্তাখাব*, ১২)।

DO NOT COPY

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿نِعْمَتِيَ﴾ ‘আমার নিয়ামত’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর ১০টি নিয়ামাত’।

﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ‘বিশ্ববাসীর উপর’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘মূসা (আ.) এর সময়ে বিশ্ববাসীর উপর’। ‘আম’ উল্লেখ করে ‘খাস’ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

(*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ৪৭)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করে শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব।

২। শিরক ও পাপ কাজ বর্জন করে তাওহীদ ও সৎআমলের মাধ্যমে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব।

৩। সাধারণত মানুষ বিপদে পতিত হলে নিম্নের তিনটির যেকোনো একটি আশা করে:

(ক) কারো পক্ষ থেকে সুপারিশ,

(খ) মুক্তিপণ প্রদান, এবং

(গ) যে তাকে বিপদে ফেলেছে তার কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা।

হাশরের ময়দানে কাফের যখন আল্লাহর সামনে বিপদে পতিত হবে, তখন এ তিনটি সুযোগই বন্ধ থাকবে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৫০-৫৩)।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٠)﴾ [سورة البقرة: ٤٩-٥٠].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ১০টি নিয়ামত।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৪৯ | (স্মরণ করো,) যখন | আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম | ফেরাউন গোত্রের (দাসত্ব) থেকে, | |
| | وَإِذْ | نَجَّيْنَاكُمْ | مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ | |
| ওরা তোমাদেরকে যন্ত্রণা দিতো | কঠিন শাস্তি দিয়ে, | ওরা হত্যা করতো | তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে, | |
| يَسُومُونَكُمْ | سُوءَ الْعَذَابِ | يُذَبِّحُونَ | أَبْنَاءَكُمْ | |
| এবং জীবিত রাখতো | মেয়ে সন্তানদেরকে, | এতে রয়েছে | তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা। | |
| وَيَسْتَحْيُونَ | نِسَاءَكُمْ | وَفِي ذَلِكُمْ | بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ | |
| ৫০ | (স্মরণ করো,) যখন | আমি বিভক্ত করে দিয়েছিলাম | তোমাদের জন্য | সমুদ্রকে, |
| | وَإِذْ | فَرَقْنَا | بِكُمُ | الْبَحْرَ |
| অতপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম | এবং ডুবিয়ে দিলাম | ফেরাউন গোত্রকে, | আর তোমরা | তাকিয়ে দেখছিলে। |
| فَأَنْجَيْنَاكُمْ | وَأَغْرَقْنَا | آلَ فِرْعَوْنَ | وَأَنْتُمْ | تَنْظُرُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৪৯) হে বনী ইসরাঈল স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউন গোত্রের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে যন্ত্রণা দিতো, তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং দাসী বানানোর জন্য মেয়ে সন্তানদেরকে জীবিত রাখতো। তাতে ছিলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা।

(৫০) আরো স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদেরকে বাঁচানো জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করে অনেকগুলো রাস্তা বানিয়েছিলাম, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়ে ফেরাউন গোত্রকে ডুবিয়ে মারছিলাম, যা তোমরা তাকিয়ে দেখছিলে।

*(আল-মোয়াস্‌সার, ১/৮)* ।

DO NOT COPY

### অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْبَحْرَ﴾ 'সাগর' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'লোহিত সাগর'।

(*তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, কামিলা আল-কাওয়ারী, ২/৫০)।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ১০টি নিয়ামাতের **১ম ও ২য় নেয়ামত হলো:**

- বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন গোত্রের দাসত্ব ও অত্যাচার থেকে মুক্তি প্রদান।
- বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পাড় করিয়ে দিয়ে ফেরাউন বাহিনীকে ডুবিয়ে মারা।

২। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা করেন, সে ক্ষেত্রে না বুঝে আল্লাহর শানে কটু বাক্য উচ্চারণ করা সমিচীন নয়।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৫৪-৫৫)।

৩। প্রত্যেক অত্যাচারীর অনিবার্য পরিণতি আছে, যেমন সমুদ্রে ডুবে ফেরাউনের পরিণতি; এবং নিপীড়িতদের জন্য একটি কাছাকাছি স্বস্তি এবং বিজয় রয়েছে, যেমন ফেরাউন ও তার পরিবারের হাতে নির্যাতিত বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করার ইতিহাস, যা সবার কাছে দৃশ্যমান।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/১৬৩)।

৪। মানুষের ক্ষেত্রে বিধান হলো: কাউকে উপকার করে লোকের কাছে বলে বেড়ানো বা খোঁটা দেয়া হারাম, যা কৃত উপকারের সওয়াব নষ্ট করে দেয়। যেমন: সুরা বাকারার ২৬২ নং আয়াতে এসেছে- "যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে এবং যা কিছু ব্যয় করে তা প্রচার করে বেড়ায় না, এবং খোটা দিয়ে কষ্ট দেয় না, তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে..."। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বিধান নেই বলেই বনী ইসরাঈলদেরকে নেয়ামতের কথা খোটা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

(আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٢) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (٥٣)﴾ [سورة البقرة: ٥١-٥٣].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ৩য় এবং চতুর্থ নিয়ামাত।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫১ | এবং (স্মরণ করো,) যখন | আমি (বিশেষ প্রয়োজনে) নির্ধারণ করে দিলাম | মূসার জন্য | চল্লিশ রাত, | |
| | وَإِذْ | وَاعَدْنَا | مُوسَى | أَرْبَعِينَ لَيْلَةً | |
| অতঃপর | তোমরা (মাবুদরূপে) গ্রহণ করে নিলে | একটি বাছুরকে | তার (মূসা এর) অনুপস্থিতে, | | |
| ثُمَّ | اتَّخَذْتُمُ | الْعِجْلَ | مِنْ بَعْدِهِ | | |
| আসলেই তোমরা যালেম ছিলে। | ৫২ | অতপর | আমি ক্ষমা করে দিলাম | তোমাদেরকে | |
| وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ | | ثُمَّ | عَفَوْنَا | عَنْكُمْ | |
| এত কিছুর পরেও, | যেন তোমরা | (নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। | ৫৩ | (স্মরণ করো,) যখন | |
| مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ | لَعَلَّكُمْ | تَشْكُرُونَ | | وَإِذْ | |
| আমি দিলাম | মূসাকে | কিতাব | এবং ফোরকান, | যেন তোমরা | হেদায়েতের উপর চলতে পারো। |
| آتَيْنَا | مُوسَى | الْكِتَابَ | وَالْفُرْقَانَ | لَعَلَّكُمْ | تَهْتَدُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৫১) হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আরো স্মরণ করো, যখন আমি তাওরাত প্রদানের জন্য মূসাকে চল্লিশ দিনের জন্য তুর পাহাড়ে ডেকে নিয়েছিলাম, অতঃপর তোমরা মূসার অনুপস্থিতির সুযোগে গো বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিলে। তোমরা আসলেই যালিম।

(৫২) এতোকিছুর পরেও মুসা ফিরে আসার পর তাওবা করার সুযোগ দিয়ে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, এ আশায় যে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

(৫৩) তোমরা আরো স্মরণ করো, যখন আমি মূসাকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে তাওরাত দিয়েছিলাম, যেন তোমরা হেদায়েতের উপর চলতে পারো।

*(আল-মোয়াস্সার, ১/৮)* ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার **৩য় ও ৪র্থ নেয়ামত হলো:**

- বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

DO NOT COPY

- মূসা (আ.) কে রেসালতের দায়িত্ব প্রদান।

২। শিরক এক প্রকার যুলুম; কারণ শিরক হলো– "এবাদত পাওয়ার যোগ্য সত্বাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য জিনিসের এবাদত করা, অথবা যোগ্য সত্বার সাথে অযোগ্য কাউকে অংশীদার বানানো"।

৩। নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হলো– (ক) মানুষকে আল্লাহর পরিচয় জানানো। (খ) আল্লাহর নৈকট্য লাভের পদ্ধতি অবহিত করানো।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৫৫-৫৬) ।

৪। ধৈর্য্য হলো মুক্তির চাবি, ইমাম কুশাইরী বলেন: যে ব্যক্তি বিপদে পরে আল্লাহর ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন। যেমন: বনী ইসরাঈল ফেরাউনের দাসত্ব ও অত্যাচারে ধৈর্য্য ধারন করে নবী পেল, রাজ্য পেল এবং তাদেরকে আল্লাহ এমন নেয়ামত দিলেন যা পৃথিবীতে আর কোন গোষ্ঠীকে দেয়া হয়নি।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/১৬৩-১৬৪) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥٤)﴾

[سورة البقرة: ٥٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ৫ম নিয়ামত।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৫৪ | (আরো স্মরণ করো,) যখন | মূসা বলেছিল | তার সম্প্রদায়কে: | হে আমার জাতি, |
| | وَإِذْ | قَالَ مُوسَى | لِقَوْمِهِ | يَا قَوْمِ |
| নিশ্চয় তোমরা | যুলুম করেছো | তোমাদের নিজেদের প্রতি | (আমার অনুপস্থিতিতে) গ্রহণ করে | |
| إِنَّكُمْ | ظَلَمْتُمْ | أَنْفُسَكُمْ | بِاتِّخَاذِكُمُ | |
| বাছুরকে (মাবুদ হিসেবে); | অতএব, তোমরা তাওবা করো | তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দরবারে, | | |
| الْعِجْلَ | فَتُوبُوا | إِلَى بَارِئِكُمْ | | |
| এবং তোমরা হত্যা করো | তোমাদের নিজেদেরকে, | এটাই | তোমাদের জন্য উত্তম | |
| فَاقْتُلُوا | أَنْفُسَكُمْ | ذَلِكُمْ | خَيْرٌ لَكُمْ | |
| তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে, | অতপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করলেন, | নিশ্চয় তিনি | | |
| عِنْدَ بَارِئِكُمْ | فَتَابَ عَلَيْكُمْ | إِنَّهُ هُوَ | | |
| তাওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল। | | | | |
| التَّوَّابُ الرَّحِيمُ | | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৫৪) হে বনী ইসরাঈল! আরো স্মরণ করো, যখন মূসা তার কাওমকে বলেছিলো: হে আমার জাতি, আমার অনুপস্থিতিতে গো বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের উপর যুলম করেছো। অতএব, তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দরবারে তাওবা করে ফিরে আসো। তাওবা স্বরুপ তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো, তোমাদের স্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার চেয়ে এটাই আল্লাহর কাছে উত্তম। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/৮) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার **৫ম নেয়ামত হলো:** তাদের তাওবা কবুল করা।

DO NOT COPY

২। মূসা (আ.) এর সময়ে বনী ইসরাঈলের তাওবা করার পদ্ধতি ছিল: সংশ্লিষ্ট অপরাধে যারা জড়িত রয়েছে আর যারা বিরত থেকেছে এই দুই দলের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশে একটি নির্দিষ্ট সময় কোনো অন্ধকারচ্ছন্ন স্থানে তলোয়ার যুদ্ধ হতো, যারা কতল হয়ে যেত তারা আল্লাহর জিম্মায়, আর যারা জীবিত থাকতো তাদের তাওবা কবুল করা হয়েছে বলে মনে করা হতো।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/১৬২) ।

৩। একজন ঈমানদার জেনে বুঝে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদতে জড়ালে সে মুরতাদ হয়ে যায়। আর যে মুরতাদ হয়ে যায় তাকে কতল করা ইসলামী বিধানে ওয়াজিব হয়ে যায়। রাসূল (সা.) বলেছেন: "যে ইসলাম থেকে বেড়িয়ে গেল, তাকে হত্যা করো" [সহীহ আল-বুখারী, হাদীস: ৩০১৭] ।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৫৮) ।

৪। ফতোয়া হবে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং সংশ্লিষ্ট ফতোয়ার নসের সাথে মিল রেখে জনগণ, স্থান এবং কাল অনুযায়ী। বনী ইসরাঈল যেমন বক্র ও কঠিন স্বভাবের ছিল তাদের উপর আনিত বিধানও তেমন ছিল। যেমন: পবিত্রতার জন্য কাপড় কেটে ফেলা, তাওবার জন্য হত্যা করে ফেলা ইত্যাদি। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
(٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٦) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا
عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
(٥٧)﴾ [سورة البقرة: ٥٥-٥٧].

### আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম নেয়ামত।

### আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৫৫ | যখন তোমরা বলেছিলে: | হে মুসা! | কখনো তোমাকে মান্য করবো না | আল্লাহকে না দেখা পর্যন্ত |
| | وَإِذْ قُلْتُمْ | يَا مُوسَى | لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ | حَتَّى نَرَى اللَّهَ |
| প্রকাশ্যে, | অতপর তোমাদেরকে ধরে ফেললো | বজ্রপাত (গজব), | আর তোমরা চেয়ে থাকলে। | |
| جَهْرَةً | فَأَخَذَتْكُمُ | الصَّاعِقَةُ | وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ | |
| ৫৬ | তোমাদের পুনরায় জীবিত করলাম | তোমাদের মৃত্যুর পরে, | যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। | |
| | ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ | مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ | لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ | |
| ৫৭ | এবং ছায়া দিয়েছিলাম | তোমাদের উপর | মেঘ দিয়ে, | এবং তোমাদের জন্য পাঠিয়েছিলাম |
| | وَظَلَّلْنَا | عَلَيْكُمُ | الْغَمَامَ | وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ |
| মান্না ও সালওয়া, | (আমি বলেছিলাম:) তোমরা খাও | পবিত্র খাবার থেকে | যা তোমাদেরকে দিয়েছি, | |
| الْمَنَّ وَالسَّلْوَى | كُلُوا | مِنْ طَيِّبَاتِ | مَا رَزَقْنَاكُمْ | |
| (নেয়ামত অবজ্ঞা করে) তারা আমার উপর যুলুম করে নাই | বরং | তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। | | |
| وَمَا ظَلَمُونَا | وَلَكِنْ | كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ | | |

### আয়াতের ভাবার্থ:

(৫৫) বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ আরো তিনটি নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তারা যখন মূসাকে বলেছিলো: আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখা পর্যন্ত তার প্রতি ঈমান আনবে না। অতঃপর বজ্রপাত তাদেরকে পাকড়াও করে মেরে ফেলেছিলো, যা তারা তাকিয়ে দেখছিলো।

(৫৬) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। মুলত মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিতকরণ তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়া ছিলো।

(৫৮) আল্লাহ তাদেরকে মেঘমালা দিয়ে ছায়া দিয়েছিলেন এবং জান্নাতী খাবার মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তাদেরকে বলা হয়েছিলো এ পবিত্র খাবার থেকে স্বাচ্ছন্দে আহার করো, কিন্তু তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে নিজেদের প্রতি যুলম করেছিলো।

DO NOT COPY

(*আল-মোয়াস্সার*, ১/৮) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার **৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম নেয়ামত হলো:**

- ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে তুর পাহাড়ে প্রচন্ড বজ্রপাতে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা।
- তাদেরকে মেঘমালা দিয়ে ছায়া প্রদান করা।
- তাদেরকে মান্না এবং সালওয়া নামক আসমানী খাবার প্রদান করা।

২। “আল্লাহর নেয়ামতকে অবজ্ঞা করে, তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে” এ আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায়, মানুষের জন্য যা কল্যানকর কেবল সে বিষয়ই আল্লাহ করতে বলেছেন, আর যা তাদের জন্য ক্ষতিকর তা থেকে নিষেধ করেছেন।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/১৬৭, ১৬৯) ।

৩। “দুই নয়নে দেখি যাহা বিশ্বাস করি তাহা” নাস্তিকদের এই স্লোগান মনগড়া ও উদ্ভট। এ কথার প্রথম উদ্ভাবক হলো ইহুদীরা। যারা মূসা (আ.) কে বলেছিল: আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখাতে পারলে তোমাকে মানি না। মূল কথা হলো: মানুষের দৃষ্টিশক্তির বাইরে অনেক কিছু রয়েছে, যা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না, এর স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে।

(*তাফসীর আল-শা’রাবী*, ইমাম শা’রাবী, ১/৪৩৫) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٥٩)﴾ [سورة البقرة: ٥٨-٥٩].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ৯ম নেয়ামত।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৫৮ | (স্মরণ করো,) আমি যখন বলেছিলাম: | তোমরা প্রবেশ করো | এই গ্রামে, | এবং আহার করো |
| | وَإِذْ قُلْنَا | ادْخُلُوا | هَذِهِ الْقَرْيَةَ | فَكُلُوا |
| সেখান থেকে | যেভাবে ইচ্ছা | স্বাচ্ছন্দ্যে, | এবং দরজা দিয়ে প্রবেশ করো | মাথা নত করে, |
| مِنْهَا | حَيْثُ شِئْتُمْ | رَغَدًا | وَادْخُلُوا الْبَابَ | سُجَّدًا |
| এবং বলো: ক্ষমা চাই, | তাহলে আমি ক্ষমা করে দেব | তোমাদের ত্রুটিসমূহ, | এবং আমি বাড়িয়ে দিব | |
| وَقُولُوا حِطَّةٌ | نَغْفِرْ لَكُمْ | خَطَايَاكُمْ | وَسَنَزِيدُ | |
| সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। | ৫৯ | অতপর পরিবর্তন করলো | যালিমরা (আমার কথাকে) | এমন কথা দিয়ে |
| الْمُحْسِنِينَ | | فَبَدَّلَ | الَّذِينَ ظَلَمُوا | قَوْلًا |
| যা তাদেরকে বলা হয়নি, | অতপর আমি নাযিল করলাম | যালেমদের উপর | গযব | |
| غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ | فَأَنْزَلْنَا | عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا | رِجْزًا | |
| আকাশ থেকে | তাদের অবাধ্যতার করণে। | | | |
| مِنَ السَّمَاءِ | بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৫৮) আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদেরকে আরেকটি নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন: তোমরা স্মরণ করো, যখন তোমাদেরকে বলা হয়েছিলো বায়তুল মাকদাস শহরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে ‘ক্ষমা চাই’ বলে বিনয়ী হয়ে মাথা নত অবস্থায় প্রবেশ করে স্বাচ্ছন্দে আহার করো, তাহলে তোমাদের গুণাসমূহ ক্ষমা করা হবে, আল্লাহ এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দেন।

(৫৯) তখন তোমরা আল্লাহর নির্দেশকে পরিবর্তন করে যালিম হিসেবে নিজেদেরকে পরিচয় দিলে। ফলে, তোমাদের এ অবাধ্যতার কারণে আকাশ থেকে গযব নাযিল করা হয়েছিলো।

(*আল-মোন্তাখাব*, ১৪, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৯)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ ‘এই গ্রাম’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘বায়তুল মাকদাস’।

(*তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, কামিলা আল-কাওয়ারী, ২/৫৮)।

DO NOT COPY

﴿حِطَّةٌ﴾ 'হিত্তাতুন' শাব্দটি 'ক্ষমা প্রার্থণার জন্য ব্যবহার হয়'। (*গরীব আল-কুরআন*, ৫০) ।

**আয়াতের শিক্ষা:**

১। বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ৯ নাম্বার নেয়ামত হলো: আল-তীহ ময়দানে আমালিকা সম্প্রদায়ের উপর বিজয় দানের মাধ্যমে বায়তুল মাকদাসে বসবাসের সুবিধা প্রদান।

২। এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের আরেকটি হটকারিতার বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মহা বিজয় প্রদানের পর চেয়েছিলেন, তারা শুকরিয়া স্বরূপ বায়তুল মাকদাসের দরজা দিয়ে মাথনিচু করে পূর্বের কৃতকর্মের জন্য হিত্তাতুন (দুঃখিত) বলে প্রবেশ করবে। কিন্তু তারা মাথা নত করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ব্যাঙ্গা করে 'হিত্তাতুন' শব্দকে 'হিনতাতুন' (গম) শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করে উচ্চারণ করে। যার কারনে তাদেরকে বড় ধরনের গযব পেয়ে বসে।

(*তাফসীর আল-সা'দী*, ১/৫৩)।

৩। পূর্ব পুরুষের কৃতকর্ম থেকে পরবতী বংশধরের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ; কারণ আয়াতে দেখতে পাই আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের পর্ববতী প্রজন্মকে পূর্ববতীদের কর্মকান্ড স্মরণ করিয়ে দিয়ে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৪। কোরআন-সুন্নাহর এমন ব্যাখ্যা করা যাবে না, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উদ্দেশ্য করেন নি।

৫। কথা ও কাজে এহসান করলে, আল্লাহ তার সওয়াব বাড়িয়ে দেন।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৬০) ।

**আয়াতের আমল:**

(ক) কোরআন-সুন্নাহ এর অপব্যাখ্যা না করা।

(খ) কথা ও কাজে ইহসান করা।

(গ) পূর্ববতী বংশধরকে গোঁড়াভাবে অনুসরণ না করে তাদের থেকে কোন ভুল হয়ে থাকলে তা মেনে নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা।

DO NOT COPY

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)﴾ [سورة البقرة: ٦٠].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ১০ম নেয়ামত।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬০ | এবং (স্মরণ করো,) যখন | মূসা পানি চাইলো | তার জাতির জন্য, | তখন আমি বললাম: |
| | وَإِذِ | اسْتَسْقَى مُوسَى | لِقَوْمِهِ | فَقُلْنَا |
| তুমি আঘাত করো | তোমার লাঠি দিয়ে | পাথরে, | তৎক্ষণাত (আঘাত করা মাত্রই) নির্গত হলো | তা থেকে |
| اضْرِبْ | بِعَصَاكَ | الْحَجَرَ | فَانْفَجَرَتْ | مِنْهُ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বারোটি | পানির ঝর্ণা, | চিনে নিলো | প্রত্যেক গোত্র | তাদের পানি পানের ঘাট, | তোমরা খাও |
| اثْنَتَا عَشْرَةَ | عَيْنًا | قَدْ عَلِمَ | كُلُّ أُنَاسٍ | مَشْرَبَهُمْ | كُلُوا |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| এবং পানাহার করো | আল্লাহ প্রদত্ত রেযেক থেকে; | এবং ছড়িয়ে পড়ো না | যমীনে | বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসেবে। |
| وَاشْرَبُوا | مِنْ رِزْقِ اللَّهِ | وَلَا تَعْثَوْا | فِي الْأَرْضِ | مُفْسِدِينَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৬০) আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে ১০ম নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন: তারা যেন স্মরণ করে সে ঘটনার কথা, যখন মূসা তীহ ময়দানে তার কাওমের জন্য আমার কাছে পানির প্রার্থণা করেছিলো, অতঃপর তাকে বলেছিলাম: লাঠি দিয়ে পাথরের উপর আঘাত করতে, আঘাত করা মাত্রই ১২ গোত্রের জন্য ১২টি ঝর্ণা নির্গত হলো। প্রত্যেক গোত্র তাদের পানি পানের ঘাট সম্পর্কে জেনে নিলো। এবং তাদেরকে বলা হয়েছিলো: আল্লাহর দেওয়া রিযিক মান্না ও সালওয়া থেকে খাও এবং নির্গত ঝর্ণা থেকে তৃপ্তি সহকারে পান করো, তবে সাবধান! যমীনে বিপর্যায় সৃষ্টি করো না। (*আল-মোন্তাখাব*, ১৪)।

**আয়াতের শিক্ষা:**

১। বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার **১০ম নেয়ামত হলো:** মূসা (আ.) এর আবেদনে আল্লাহ তায়ালা তাদের পিপাসা মিটাতে ১২টি গোত্রের জন্য ১২টি ঝর্ণা নির্গত করেছিলেন।

২। আয়াতের শেষাংশে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর দেয়া রেযেক খেয়ে শক্তি অর্জন করে সে শক্তি দিয়ে তাঁর বিধানের বিরোধ্ধাচরণ করা আল্লাহর সাথে বড় ধরনের গাদ্ধারী।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/১৬৮)।

DO NOT COPY

৩। ইসলাম বিদ্বেষী মোস্তাশরিকরা এখানে একটি সন্দেহ ঢুকাতে চায়, তাদের প্রশ্ন হলো: পানির ঝর্ণা নির্গত হওয়ার ঘটনা মূলত: তীহ ময়দান, যা বায়তুল মাকদাসে প্রবেশের ঘটনার পূর্বে ঘটেছিল, বর্ণনার ক্ষেত্রে সেটাকে কেন পরে উল্লেখ করা হলো? এর জবাব হলো: এখানে নিছক ঘটনা বর্ণনা করা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষ যাতে সহজে শিক্ষা নিতে পারে সে জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা দরকার তিনি তাই করেছেন। যদি নিছক ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী ছিল। বর্তমানে ইতিহাস বিষয়ক গবেষকগন ইতিহাস বর্ণনার এ পদ্ধতির সাথে একমত পোষণ করেছেন। (*তাফসীর আল-মানার*, মোহাম্মদ রশীদ রেদা, ১/২৭১) ।

৪। (৪৯-৬০) নাম্বার আয়াতে বর্ণিত বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর দশটি নেয়ামত হলো:

(ক) বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন গোত্রের দাসত্ব ও অত্যাচার থেকে মুক্তি প্রদান।

(খ) ফেরআউন বাহিনীকে ডুবিয়ে মেরে বনী ইসরাঈলকে সমূদ্র পাড় করিয়ে দেওয়া।

(গ) বাছুরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণের পর তাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

(ঘ) মূসা (আ.) কে রেসালাতের দায়িত্ব প্রদান।

(ঙ) বাছুরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণের পর তাদের তাদের তাওবা কবুল করা।

(চ) ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে তুর পাহাড়ে প্রচন্ড বজ্রপাতে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা।

(ছ) তীহ ময়দানে তাদেরকে মেঘমালা দিয়ে ছায়া প্রদান করা।

(জ) তাদেরকে মান্না-সালওয়া নামক আসমানী খাবার প্রদান করা।

(ঝ) তীহ ময়দানে অমালিকা সম্প্রদায়ের উপর বিজয় দানের মাধ্যমে বায়তুল মাকদাসে বসবাসের সুবিধা প্রদান করা।

(ঞ) তীহ ময়দানে তাদের পিপাসা মিটাতে ১২টি ঝর্ণা নির্গত করা।

### আয়াতের আমল:

(ক) আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরুপ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি না করে তাঁর অনুসরণ করা।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٦١)﴾ [سورة البقرة: ٦١].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদীদের শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ ও তার পরিণতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬১ | এবং (স্মরণ করো) যখন তোমরা বলেছিলে: | হে মূসা! | আমরা ধৈর্য ধরতে পারব না | একই খাবারের উপর, |
| | وَإِذْ قُلْتُمْ | يَامُوسَى | لَنْ نَصْبِرَ | عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ |

| | | |
|---|---|---|
| তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য দোয়া করো | তিনি যেন আমাদের জন্য বের করেন | ভূমিজাত দ্রব্য, (যেমন:) |
| فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ | يُخْرِجْ لَنَا | مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| তরিতরকারি, | শষা | রসুন, | ডাল, | এবং পেঁয়াজ; | সে বললো: | তোমরা কি বদলে নিতে চাও |
| مِنْ بَقْلِهَا | وَقِثَّائِهَا | وَفُومِهَا | وَعَدَسِهَا | وَبَصَلِهَا | قَالَ | أَتَسْتَبْدِلُونَ |

| | | |
|---|---|---|
| একটি তুচ্ছ জিনিসকে | (আল্লাহ প্রদত্ত) উৎকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে? | তাহলে তোমরা অন্য কোন শহরে নেমে পড়ো, |
| الَّذِي هُوَ أَدْنَى | بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ | اهْبِطُوا مِصْرًا |

| | | |
|---|---|---|
| অতঃপর নিশ্চয় (তথায়) তোমাদের জন্য রয়েছে | যা তোমরা চাচ্ছো, | এর ফলে তাদের উপর ছেয়ে গেলো |
| فَإِنَّ لَكُمْ | مَا سَأَلْتُمْ | وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অপমান | ও দারিদ্র; | এবং তারা আল্লাহর গযবের যোগ্য হয়ে গেলো | একারণে যে, তারা অস্বীকার করেছে |
| الذِّلَّةُ | وَالْمَسْكَنَةُ | وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ | ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আল্লাহর আয়াতাবলীকে, | এবং নবীদেরকে হত্যা করেছে | অন্যায়ভাবে, | এ সব অপকর্ম তারা করেছে |
| بِآيَاتِ اللَّهِ | وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ | بِغَيْرِ الْحَقِّ | ذَلِكَ |

| | |
|---|---|
| তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের কারণে। | |
| بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৬১) আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে তাদের পিতৃপুরুষদের শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন: তারা জান্নাতী খাবার মান্না-সালওয়া এবং ঝর্ণার পানি পাওয়ার পর কিছুদিন যেতে না যেতেই মূসাকে বললো: একই খাবার প্রতিদিন খেতে ভালো লাগে না। সুতরাং আল্লাহর কাছে দোয়া করো, তিনি যেন আমাদের জন্য যমীন থেকে চাষাবাদের মাধ্যমে

DO NOT COPY

অর্জিত ফসল, যেমন: তরিতরকারী, ভুট্টা, রসুন, ডাল এবং পেয়াজের ব্যবস্থা করেন। তখন মূসা আশ্চর্য হয়ে বলেছিলো: তোমরা কি আল্লাহ প্রদত্ত দামী জিনিসকে তুচ্ছ জিনিসের সাথে পরিবর্তন করতে চাও? যদি তাই চাও, তাহলে কোনো এক জনপদে সরে পড়ো, সেখানে তোমরা চাষাবাদ করে এ জিনিসগুলো অর্জন করতে পারবে। এর ফলে তাদের উপর অপমান ও দারিদ্র্য ছেয়ে গেলো এবং এক পর্যায়ে তারা আল্লাহর গযবের উপযোগী হয়ে গেলো। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতবলীকে অস্বীকার করেছে এবং মারত্মক অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের দরুন তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। (*আল-মোন্তাখাব*, ১/১৪) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ 'একই খাবার' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'আসমানী খাবার মান্না এবং সালওয়া'।

(*আল-মুন্তাখাব*, আযহারী ওলামা পরিষদ, ১৫)।

﴿مِصْرًا﴾ 'যে কোনো শহর' অত্র আয়াতাংশে অনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। (*আইসার*: ১/৬২)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। এ আয়াতে ইহুদীদের কয়েকটি খারাপ চরিত্রের ইঙ্গিত রয়েছে, যে চরিত্রের কারণে তারা আল্লাহর নিয়ামতকে হারিয়েছে। এগুলো সবাইকে পরিত্যাগ করা উচিৎ:

(ক) শিষ্টাচারের অভাব, তারা মূসা (আ.) কে 'হে আল্লাহর রাসূল' না বলে, 'হে মূসা' বলেছে; 'আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য দোয়া করো' না বলে 'তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য দোয়া করো' ।

(খ) ধৈর্যের অভাব, তারা মান্না এবং সালওয়া এর উপর ধৈর্য ধারন করতে পারে নি।

(গ) একগুঁয়েমী, মূসা (আ.) শতর্ক করার পরও তারা তাদের দাবী থেকে ফিরে আসে নি।

(ঘ) বিচক্ষণতার অভাব, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃত দামী খাবার 'মান্না-সালওয়া' এবং জমি চাষাবাদে উৎপাদন করা 'পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি' এর মধ্যে মানগত পার্থক্য করতে পারে নি।

(ঙ) অকৃতজ্ঞতা, তারা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নি।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৬৩)।

২। সুস্বাদু ও দামী খাবার গ্রহণ করা জায়েজ। রাসূলও (সা.) এটা করতেন।

(তাফসীর আল-মুনীর, আল-জুহাইলী, ১/১৭৫) ।

৩। আল্লাহ ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না। ইহুদীদেরকে অনেক ছাড় দিয়েছেন, কিন্তু সবশেষে ছেড়ে দেন নি। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

৪। অত্র আয়াতে পাঁচটি খাবারের নাম রয়েছে, যেমন: তরকারী, শষা, রশুন, ডাল এবং পেয়াজ। স্বাস্থ্বিষয়ক গবেষকদের মতে, এ খাবারগুলো সুসাস্থের জন্য খুবই উপকারী।

DO NOT COPY

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢)﴾ [سورة البقرة: ٦٢].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ঈমানদার সৎআমলকারীর প্রতিদান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬২ | নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে (মুসলিম), | ইহুদী, | খৃষ্টান | এবং সাবী |
| | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا | وَالَّذِينَ هَادُوا | وَالنَّصَارَى | وَالصَّابِئِينَ |
| (এর মধ্য থেকে আন্তরিকভাবে) যারা ঈমান আনবে | | আল্লাহর প্রতি | ও আখিরাতের প্রতি, | |
| مَنْ آمَنَ | | بِاللَّهِ | وَالْيَوْمِ الْآخِرِ | |
| এবং সৎকাজ করবে; | তাহলে তাদের জন্য থাকবে | পুরস্কার | তাদের প্রতিপালকের কাছে, | |
| وَعَمِلَ صَالِحًا | فَلَهُمْ | أَجْرُهُمْ | عِنْدَ رَبِّهِمْ | |
| এবং কোন ভয় থাকবে না | তাদের উপর, | এবং না তারা | চিন্তিত হবে। | |
| وَلَا خَوْفٌ | عَلَيْهِمْ | وَلَا هُمْ | يَحْزَنُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৬২) নিশ্চয় মুসলিম, ইহুদী, খৃষ্টান এবং নাস্তিকদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি আন্তরিকভাবে ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তাদের জন্য মহান রবের কাছে পুরস্কার থাকবে। তারা আখিরাতে ভয় পাবে না এবং দুনিয়াতে চিন্তিত হবে না।

(*আল-মোন্তাখাব*, ১৫)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ‘নিশ্চয় যারা ঈমানদার’ দ্বারা মুসলিম জাতিকে বুঝানো হয়েছে; কারণ এর পরবর্তী তিনটি শব্দ দ্বারা তিনটি জাতিকে বুঝানো হয়েছে। (*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্‌সার*, ১/১০)।

﴿وَالصَّابِئِينَ﴾ ‘সাবী জাতি’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘এমন জাতি যারা কোনো ধর্ম মানে না’। কেহ কেহ বলেন: ‘সাবী’ দ্বারা দাউদ (আ.) এর অনুসারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন: ‘সাবী’ হলো: তারকা পুজারি।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/৬৪, *তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, ২/৬২)।

DO NOT COPY

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

সালমান ফারসী (রা.) বলেন: "অন্য ধর্মাবলম্বী আমার আত্মীয়-স্বজনের সালাত ও অন্যান্য এবাদত সম্পর্কে রাসূল (সা.) কে অবহিত করালে, তিনি উত্তরে বললেন: তারা জাহান্নামী। এ উত্তর শুনে মনে হচ্ছিলো পৃথিবী আমার কাছে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঠিক এ সময়ে আয়াতটি অবতীর্ণ হলে পাহাড় সমতুল্য বোঝাটি আমার মাথা থেকে সরে গেলো"।

(*লুবাব আল-নুকূল*, আল-সুয়ূতী, ১৫) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনার ফাকে মানব জাতিকে আশ্বস্ত করার জন্য মুক্তির পথের প্রতি ইঙ্গিত করে পরবর্তী আয়াত থেকে আবার যথারীতি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এটাকে বলা হয় 'আল-ই'জাজ আল-বয়ানী' বা 'কোরআনের বর্ণনাভঙ্গির মুজিজা'।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/১৭৭) ।

২। মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ হলো: মোহাম্মদ (সা.) কে রাসূল হিসেবে মেনে নেয়া এবং তাঁর দেখানো তরীকা বা কর্মপদ্ধতিতে এবাদত ও সৎআমল করার শর্তে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ (শাহাদাহ বাক্য উচ্চারণ, সালাত, যাকাত, রোযা এবং হজ্জ পালন) এবং ঈমানের ছয় রোকন (আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরে বিশ্বাস) মেনে নেয়া। মানুষ যে ধর্মেরই হোক না কেন উল্লেখিত পথটি তার জীবনের জন্য আন্তরিকভাবে মেনে নিলেই সে আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৬৫)।
সুতরাং ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। যে কোন সম্প্রদায় ও ধর্মের লোক উল্লেখিত নিয়ম মেনে মুসলিম হতে পারে।
৩। মুসলিম, ইহুদী, খৃষ্টান এবং সাবি সবাই জাতি হিসেবে আল্লাহর কাছে সমান; কারণ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ চার জাতিকে 'ওয়া আতিফাহ' দিয়ে জমা করেছেন। আর আরবী ভাষার নিয়ম হলো: 'ওয়া আতিফাহ' সমান হওয়ার উপকার দেয়, অর্থাৎ: এই 'ওয়া' দিয়ে যত জিনিসকে জমা করা হয় সবগুলো একই মানের। কিন্তু মানের তারতম্যেও মানদন্ড হলো সঠিক ঈমান ও সৎআমল। সুতরাং সঠিক ঈমান ও সৎআমলে যারা এগিয়ে থাকবে, তারা আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে, চাই সে মুসলিম জাতির লোক হোক, অথবা ইহুদী জাতির লোক হোক, অথবা অন্য কোনো জাতির লোক হোক। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٤)﴾ [سورة البقرة: ٦٣-٦٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদীদের একগুঁয়েমি এবং তার পরিণতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬৩ | এবং (স্মরণ করো,) যখন | আমি গ্রহণ করেছিলাম | তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি, |
| | وَإِذْ | أَخَذْنَا | مِيثَاقَكُمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং তুলে ধরলাম | তোমাদের উপর | তুর পাহাড়কে, | (আর বলেছিলাম:) তোমরা আঁকড়ে ধরো |
| وَرَفَعْنَا | فَوْقَكُمُ | الطُّورَ | خُذُوا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দিয়েছি | শক্তভাবে; | এবং স্মরণ রেখো | তাতে যা কিছু আছে, |
| مَا آتَيْنَاكُمْ | بِقُوَّةٍ | وَاذْكُرُوا | مَا فِيهِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তাহলে তোমরা | মোত্তাকি হতে পারবে। | ৬৪ | অতপর | তোমরা (ওয়াদা থেকে) ফিরে গেলে |
| لَعَلَّكُمْ | تَتَّقُونَ | | ثُمَّ | تَوَلَّيْتُمْ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| এ ঘটনার পর, | সুতরাং যদি না থাকতো | আল্লাহর অনুগ্রহ | তোমাদের উপর | এবং তাঁর রহমত, |
| مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ | فَلَوْلَا | فَضْلُ اللَّهِ | عَلَيْكُمْ | وَرَحْمَتُهُ |

| | | |
|---|---|---|
| তাহলে অবশ্যই তোমরা | ধ্বংশ হয়ে যেতে। | |
| لَكُنْتُمْ | مِنَ الْخَاسِرِينَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৬৩) আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে তাদের পিতৃপুরুষদের একগুয়েমী এবং তার পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন: যখন তাদেরকে দেখলাম বার বার ওয়াদা ভঙ্গ করে আমার অবাধ্যচারিতায় লিপ্ত হচ্ছে, তখন আমি তুর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরে শেষ বারের মতো প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম যে, তোমরা আমার কিতাবকে শক্তভাবে আকড়ে থাকবে এবং তার বিধি-বিধান মেনে চলবে মর্মে ওয়াদা দাও, যাতে তোমরা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারো, অন্যথায় এখানেই সমাধান হবে।

(৬৪) অতঃপর কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা এ প্রতিশ্রুতি থেকে আবারো পিছিয়ে গেল। তাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ না থাকলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস হয়ে যেতো।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ১/১৮১)।

DO NOT COPY

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের কথা বলার সময় কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কার ইহুদীদেরকে সম্বোধন করেছেন, যেমন: 'হে বনী ইসরাঈল!', 'তোমরা স্মরণ করো, যখন..' ইত্যাদি। অথচ ঘটনা বর্ণনা করছেন তাদের পূর্ব পুরুষদের যারা মূসার (আ.) সমসাময়িক। এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম শা'রাবী (র.) বলেন: তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের হত্যাকাণ্ড, পানির পিপাসা ইত্যাদি থেকে রক্ষা না করলে ইহুদীদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যেত না। এ অর্থে পূর্ব পুরুষদের উপর করুনার অর্থ হলো- তাদের উপর করুনা। সুতরাং সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন করা যৌক্তিক।

২। মূসা (আ.) আল্লাহর কাছ থেকে তাওরাত নিয়ে আসলে তার জাতি বললো: আল্লাহকে না দেখা পর্যন্ত এ কিতাব মানবো না, আল্লাহকে দেখতে গিয়ে তুরের পাদদেশে বজ্রপাতে সবাই মরলো, এবং পুনরায় আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করলেন, মূসা (আ.) আবার তাদেরকে তাওরাত মান্য করতে আহবান করলেন, এবার তারা অস্বীকার করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের মাথার উপর তুর পাহাড় তুলে ধরে তাওরাত মানতে ওয়াদা নিলেন।

৩। ৬৩ নাম্বার আয়াতের শেষাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, মোত্তাকি হওয়ার জন্য অহীর জ্ঞান থাকা জরুরী।

(*তাফসীর আল-সা'রাবী*, ১/৩৭৪; *আল-মুনীর*, ১/১৮৩; *আইসার*,১/৬৭) ।

DO NOT COPY

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٦٦)﴾ [سورة البقرة: ٦٥-٦٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদীদের একগুঁয়েমি এবং তার পরিণতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬৫ এবং নিশ্চয় তোমরা জানো (তাদের ব্যাপারে) | যারা সীমা লংঘন করেছিল | তোমাদের মধ্য থেকে | |
| وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ | الَّذِينَ اعْتَدَوْا | مِنكُمْ | |
| শনিবারকে নিয়ে, | অতপর তাদেরকে বললাম: | তোমরা হয়ে যাও | ঘৃণিত বানর। |
| فِي السَّبْتِ | فَقُلْنَا لَهُمْ | كُونُوا | قِرَدَةً خَاسِئِينَ |
| ৬৬ অতঃপর একে আমি বানিয়ে দিয়েছি | দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা | তাদের জন্য যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো | |
| فَجَعَلْنَاهَا | نَكَالًا | لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا | |
| আর যারা পরে আসবে, | এবং একটি উপদেশ বানিয়ে দিয়েছি | মোত্তাকিদের জন্য। | |
| وَمَا خَلْفَهَا | وَمَوْعِظَةً | لِّلْمُتَّقِينَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৬৫) আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে তাদের পিতৃপুরুষদের একগুয়েমী এবং তার পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন: নিশ্চয় তোমরা তাদের ব্যাপারে জানো, যারা শনিবাবে মাছ ধরা হারাম হওয়া সত্বেও এ দিনে হটকারিতা পূর্বক মাছ ধরার মাধ্যমে সীমালঙ্গন করেছিলো, ফলশ্রুতিতে আমি তাদেরকে ঘৃণিত বানরে পরিণত করেছিলাম।
(৬৬) যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে, তাদের জন্য এ ঘটনাকে আমি দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে দিয়েছি। তবে, মোত্তাকিদের জন্য এটাকে একটি উপদেশ বানিয়ে দিয়েছি। (*আল-মোন্তাখাব*, ১৬) ।

**আয়াতের শিক্ষা:**

১। বনী ইসরাঈলের মাথার উপর তূর পাহাড় তুলে ওয়াদা নেয়ার পরের ঘটনা। মূসা (আ.) এর শরিয়াতে শনিবারে মাছ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। এ জন্য সাগর তীরে অবস্থিত 'আইলা' গ্রামে বসবাসরত বনী ইসরাঈলরা জোয়ারের পানিতে মাছ সাগরের কিনাড়ে আসলে শনিবার বাধ দিয়ে রাখতো এবং রবিবার মাছগুলো ধরে নিয়ে আসতো। মূসা (আ.) তাদেরকে বারবার এ কাজ থেকে নিষেধ করে আসছিলেন, কিন্তু তারা তাঁর নিষেধকে উপেক্ষা করে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ নিষিদ্ধ কাজ করে আসছিলো। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা যারা এ কাজে জড়িয়েছিল এবং যারা

DO NOT COPY

নিজেরা বিরত থাকলেও অন্যকে বিরত রাখার চেষ্টা করেনি, তাদের সবাইকে বানরে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। এ অবস্থায় সাত দিন জীবিত থাকার পর তারা সবাই মারা গিয়েছিল।

(*ইবনু কাসীর*, ১/২৮৮, *রূহুল মায়ানী*, ১/৩৫৩, *আল মুনীর*, ১/১৮২) ।

২। কোরআনে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনাই আল্লাহদ্রোহীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং মোত্তাকিদের জন্য উপদেশ।

৩। মানুষ চার প্রকার:

(ক) নিজে আল্লাহর নাফারমানী করে এবং অন্যকেও নাফারমানী করতে বাধ্য করে।

(খ) নিজে আল্লাহর নাফারমানী করে, কিন্তু অন্যকে নাফারমানী করতে বাধ্য করে না।

(গ) নিজে সৎআমল করে, কিন্তু অন্যকে আল্লাহর নাফারমানী থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে না।

(ঘ) নিজে সৎআমল করে এবং অন্যকেও আল্লাহর নাফারমানী থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

উপরোক্ত ঘটনার আলোকে বলা যায় যে, শুধু চতুর্থ গুণের মানুষ আল্লাহর আদালতে মুক্তি পাবে, অন্য ৩টি দল ধরা খেয়ে যাবে।

৪। অনেকে মনে করে বর্তমানে যে বানর দেখি তা বনী ইসরাঈলের শাস্তিপ্রাপ্তদের বংশধর। আসলে এটা ভুল ধারনা, কারণ বনী ইসরাঈলের আগমনের পূর্ব থেকেই একটি সৃষ্ট জীব হিসেবে বানর ছিলো। আল্লাহ তায়ালা কেবল শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে বানরের আকৃতি বানিয়েছিলেন, এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তাদের সকলেই মারা গিয়েছে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

**আয়াতের আমল:**

(ক) নিজে সৎআমল করা এবং অন্যকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখার চেষ্ট করা।

(খ) কোরআনে বর্ণিত পূর্ববতী যুগের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْجَاهِلِينَ (٦٧) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ
ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨)﴾ [سورة البقرة: ٦٧-٦٨].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** গরু জবেহ এর ঘটনা এবং ইহুদীদের হটকারিতা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬৭ | এবং (স্বরণ করো,) যখন | মুসা বলেছিলো | তাঁর জাতিকে: | নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা |
| | وَإِذْ | قَالَ مُوسَى | لِقَوْمِهِ | إِنَّ اللَّهَ |
| তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন | যবাই করতে | একটি গাভী, | তখন তারা (জবাবে) বললো: | |
| يَأْمُرُكُمْ | أَنْ تَذْبَحُوا | بَقَرَةً | قَالُوا | |
| (হে মুসা) তুমি কি আমাদের সাথে | তামাশা করছো? | সে বললো: | আল্লাহর কাছে পানাহ চাই | |
| أَتَتَّخِذُنَا | هُزُوًا | قَالَ | أَعُوذُ بِاللَّهِ | |
| (তামাশা করে) জাহেলদের দলে শামিল হওয়া থেকে। | ৬৮ | তারা বললো: | আমাদের জন্য দোয়া করো | |
| أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ | | قَالُوا | ادْعُ لَنَا | |
| তোমার রবের কাছে, | তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেন | সে (গাভী) টি কেমন হবে? | | |
| رَبَّكَ | يُبَيِّنْ لَنَا | مَا هِيَ | | |
| সে বললো: | আল্লাহ বলছেন: | নিশ্চয় তা এমন গাভী হবে | যা বৃদ্ধ নয় | আর বাচ্চাও নয়, |
| قَالَ | إِنَّهُ يَقُولُ | إِنَّهَا بَقَرَةٌ | لَا فَارِضٌ | وَلَا بِكْرٌ |
| বরং তা হবে মাঝামাঝি বয়েসের, | সুতরাং পালন করো | তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। | | |
| عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ | فَافْعَلُوا | مَا تُؤْمَرُونَ | | |

DO NOT COPY

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৬৭) আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের গরু যবেহ এর ঘটনা এবং তাদের হটকারিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন: হত্যাকারীকে বের করার জন্য মূসা যখন তাদেরকে বলেছিলো: আল্লাহ তায়ালা চান তোমরা একটি গরু যবেহ করো, তখন তারা অহংকারের সুরে মূসাকে বলেছিলো: তুমি কি আমাদের সাথে তামাশা করছো? মূসা তাদের জবাবে বলেছিলো: আমি মুর্খদের মতো তামাশা করা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রর্থণা করছি।

(১৮) অতঃপর তারা বললো: যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তাহলে তোমার রবের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও গরুটি কি গুণের হতে হবে? তখন মূসা বললো: আল্লাহ তায়ালা বলে

দিয়েছেন: গরুটি মধ্যম বয়েসের হবে, বেশী বয়স্কও হতে পারবে না আবার খুব কম বয়েসেরও হতে পারবে না। সুতরাং তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয় তা পালন করো।

(*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/১০) ।

## আয়াতের শিক্ষা:

১। অত্র আয়াতে ‘বাক্বারাহ’ বা গাভীর ঘটনায় বনী ইসরাঈলের আরেকটি কুরুচিপূর্ণ আচরণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি হলো: তাদের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তিকে তার ভাতিজা উত্তরাধিকারী সম্পত্তির লোভে হত্যা করে অন্য পাড়ায় ফেলে রেখে এসেছিলো। তার আত্মীয় স্বজন হত্যাকারীর সন্ধান না পেয়ে মূসা (আ.) এর কাছে অভিযোগ নিয়ে আসলো। মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে বললেন: যে কোনো একটি গাভী যবাই করে তার এক অংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করলে, সে জীবিত হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে আবার মরে যাবে। এরপর তারা অযথা প্রশ্ন করে সহজ বিষয়টিকে কঠিন করে ফেলেছিলো।

২। শরিয়াত প্রণেতার সাথে মতোবিরোধ বা অযথা প্রশ্ন করা হারাম, যা সহজ বিষয়কে কঠিন করে দেয়; এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করা ওয়াজিব, সেটা পালনের উপকারিতা জানা থাকুক বা না থাকুক।

৩। কোনো বিষয় সহজ করা মোস্তাহাব এবং কঠিন করা অপছন্দনীয়।

৪। বনী ইসরাঈলের অপরাধ ও কুরুচিপূর্ণ আচরণ বর্ণনা করা হয়েছে যাতে মুসলমানরা তা থেকে দুরে থাকতে পারে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৬৯-৭০) ।

৫। ৬৭নং আয়াতের শেষাংশ থেকে বুঝা যায়, তামাশা করা মূর্খতার ইঙ্গিত বহন করে।

## আয়াতের আমল:

(ক) শরিয়াতের হুদুদের মধ্যে থেকে কোন বিষয়কে সহজ করা।
(খ) অযথা বেশী বেশী তামাশা না করা।

DO NOT COPY

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ
(٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ
(٧٠)﴾ [سورة البقرة: ٦٩-٧٠].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** গরু জবেহ এর ঘটনা এবং ইহুদীদের হটকারিতা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬৯ | তারা (মূসাকে) বললো: | (হে মূসা!) তুমি আমাদের জন্য দোয়া করো | তোমার রবের কাছে, |
| | قَالُوا | ادْعُ لَنَا | رَبَّكَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তিনি যেনো আমাদেরকে বলে দেন | তার রংটা কেমন হবে? | সে (মূসা) বললো: | তিনি বলছেন: |
| يُبَيِّنْ لَنَا | مَا لَوْنُهَا | قَالَ | إِنَّهُ يَقُولُ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নিশ্চয় গাভীটি হতে হবে | গাঢ়ো হলুদ, | যার রং | মুগ্ধ করে | দর্শককে। | |
| إِنَّهَا بَقَرَةٌ | صَفْرَاءُ فَاقِعٌ | لَوْنُهَا | تَسُرُّ | النَّاظِرِينَ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭০ | তারা (এবার) বললো: | তুমি আমাদের জন্য দোয়া করো | তোমার রবের কাছে, |
| | قَالُوا | ادْعُ لَنَا | رَبَّكَ |

| | | |
|---|---|---|
| তিনি যেনো আমাদেরকে বলে দেন: | সে (গাভী) টি কেমন হবে? | নিশ্চয় গাভীগুলো |
| يُبَيِّنْ لَنَا | مَا هِيَ | إِنَّ الْبَقَرَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আমাদের কাছে একই রকম মনে হচ্ছে, | আর নিশ্চয় আমরা | আল্লাহ চাইলে | সঠিকটি খুজে পাবো। |
| تَشَابَهَ عَلَيْنَا | وَإِنَّا | إِنْ شَاءَ اللَّهُ | لَمُهْتَدُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৬৯) তারা মূসার সাথে তর্কে জড়িয়ে বললো: তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য আরজি করো, তিনি যেন দয়া করে গরুর রং কী রকম হবে তা আমাদেরকে বলে দেন। তখন মূসা উত্তরে বললো: আমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, গাভীর রং হতে হবে এমন হলুদ, যা দর্শককে মুগ্ধ করে।

(৭০) এবার তারা বললো: তুমি তোমার রবের কাছে শেষ বারের মাতো একটু আরজি পেশ করো, তিনি যেন স্পষ্টভাবে বলে দেন গাভীটি কেমন হতে হবে? আমাদের কাছে সব গাভীই একই রকম মনে হয়। আল্লাহ চাহেতো আমরা সঠিক গাভীটি খুজে পাবো।

(*তাফসীর আল-মোয়াস্সার*, ১/১০-১১)।

DO NOT COPY

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ৭০ নাম্বার আয়াতে 'ইনশাাআল্লাহ' বলার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী বলেন: যদি তারা 'ইনশাাআল্লাহ' না বলতো, তাহলে তাদের বিষয়টি সমাধান হতো না। কারণ, "নবী সোলাইমান (আ.) 'ইনশাাআল্লাহ' না বলার কারণে তাঁর ৯৯ স্ত্রীর মধ্যে কেবল ১জনের বিকলাঙ্গ সন্তান হয়েছিল" [সহীহ আল-বুখারী, ৬৭২০]।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৭০) ।

২। আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে অন্য কোন প্রানী যবাই করতে না বলে গাভীকে যবাই করতে বলেছেন, কারণ আল্লাহ চাচ্ছেন গোবৎসের প্রতি তাদের যে সম্মান রয়েছে তা চূর্ণবিচূর্ণ করতে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহইলী, ১/১৯১)।

৩। অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে এসেছে: এ ঘটনাকে বলা হয় 'বাক্বারাহ এর ঘটনা' যেখানে পাঁচ বার 'বাক্বারাহ' শব্দটি এসেছে। এ কারণেই সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে সুরাতু আল-বাক্বারাহ। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ
جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ (٧٣) [سورة البقرة: ٧١-٧٣].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** গরু জবেহ এর ঘটনা এবং ইহুদীদের হটকারিতা

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৭১ | সে (মূসা) বললো: | নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) বলছেন: | তা হবে এমন গাভী | যা চাষাবাদের কাজ করে না, |
| | قَالَ | إِنَّهُ يَقُولُ | إِنَّهَا بَقَرَةٌ | لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| যমীনে পানি সেচের কাজও করে না, | সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত | যাতে কোন দাগ থাকবে না, | তখন তারা বললো: | এতোক্ষণে |
| وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ | مُسَلَّمَةٌ | لَا شِيَةَ فِيهَا | قَالُوا | الْآنَ |

| | | |
|---|---|---|
| তুমি সঠিকটা নিয়ে এসেছো; | অতপর তারা তা-ই যবাই করলো, | যদিও তারা করতে চাচ্ছিলো না। |
| جِئْتَ بِالْحَقِّ | فَذَبَحُوهَا | وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭২ | আর যখন তোমরা হত্যা করেছিলে | একজন লোককে, | অতপর একে অপরকে দোষারোপ করলে |
| | وَإِذْ قَتَلْتُمْ | نَفْسًا | فَادَّارَأْتُمْ |

| | | |
|---|---|---|
| সে ব্যাপারে, | আর আল্লাহ সে রহস্য উদঘাটন করতে চাইলেন | যা তোমরা লুকোবার চেষ্টা করতেছিলে। |
| فِيهَا | وَاللَّهُ مُخْرِجٌ | مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭৩ | অতপর আমি বললাম: | তোমরা একে আঘাত করো | তার (যবাই করা গাভীর) একাংশ দিয়ে, |
| | فَقُلْنَا | اضْرِبُوهُ | بِبَعْضِهَا |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| এভাবেই | আল্লাহ জীবিত করেন | মৃতদেরকে | এবং তোমাদেরকে দেখান | তাঁর নিদর্শনসমূহ, |
| كَذَلِكَ | يُحْيِي اللَّهُ | الْمَوْتَى | وَيُرِيكُمْ | آيَاتِهِ |

| | | |
|---|---|---|
| যেন তোমরা | অনুধাবন করতে পারো। | |
| لَعَلَّكُمْ | تَعْقِلُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৭১) মূসা তাদের উত্তরে বললো: আমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন, তা হতে হবে এমন গাভী যা চাষাবাদ ও পানি সেচের কাজে লাগানো হয়নি, যা সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত ও নিখুত। তখন তারা বললো: এতক্ষণে তুমি সত্য নিয়ে এসেছো। অতঃপর তারা যবাই করতে বাধ্য হলো, যদিও তারা চাচ্ছিলো না।

DO NOT COPY

(৭২) অতঃপর আল্লাহ হাকীকাত বর্ণনা করছেন যে, যখন বনী ইসরাঈলদের কোনো একজন তার চাচাকে সম্পদের লোভে হত্যা করেছিলে, অতঃপর একে অপরকে দোষারোপ করছিলে। আল্লাহ চাচ্ছিলেন রহস্য উদঘাটন করতে, যদিও তারা লুকাইবার চেষ্টা করছিলে।
(৭৩) তখন আমি বললাম: তারা যবাইকৃত গাভীর একাংশ দিয়ে মৃতকে আঘাত দিলে সে জীবিত হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে আবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে আর বাস্তবে তাই হয়েছিলো। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিত করে তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

(*তাফসীর আল-মুয়াস্‌সার*, ১/১১) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। "জীবন মেরে জীবন দেয়া" আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। অত্র সুরায় আল্লাহ তায়ালা পাঁচ বার জীবন দেয়ার কথা বলেছেন: ৫৬, ৭৩, ২৪৩, ২৫৯ এবং ২৬০ নং আয়াত।

(তাফসীর আল-মুনীর, আল-জুহাইলী, ১/১৯১) ।

২। মুসলিম পন্ডিত, পিতামাতা, শিক্ষক এবং বড়দের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে শব্দ চয়নে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। তাদের সাথে এমন কথা বলা যাবে না, যা তাদের শানে যায় না। যেমন: বনী ইসরাঈলরা মুসা (আ.) কে বললো: "তুমি এতোক্ষণে সঠিকটা নিয়ে এসেছো", তার মানে এর আগের কথা গুলো সঠিক ছিলো না। এটা একধরনের বেআদবি।

(আইসার আল-তাফাসীর, জাজ্বায়িরী, ১/৭০) ।

৩। ৬৭-৭৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা 'গাভীর ঘটনা' বর্ণনা করেছেন। শেষের দুই আয়াতে ঘটনার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করার মাধ্যমে উপসংহার বর্ণনা করেছেন। এটা কোরআনের এক অনন্য বাচনভঙ্গি যা বর্তমান যুগের কবিসাহিত্যিকদেরকে অনুসরণ করতে দেখা যায়।

DO NOT COPY

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤)﴾ [سورة البقرة: ٧٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদীদের অন্তর বড় কঠিন।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৭৪ | অতপর কঠিন হয়ে গেলো | তোমাদের মন | ঐ ঘটনার পর, | (এমন কঠিন) যেন তা পাথর, |
| | ثُمَّ قَسَتْ | قُلُوبُكُم | مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ | فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অথবা পাথরের চেয়ে বেশী কঠিন; | অথচ কিছু পাথর আছে | যা থেকে নির্গত হয় | ঝর্ণাধারা, |
| أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً | وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ | لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ | الْأَنْهَارُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আবার কিছু পাথর আছে | যা ফেটে যায়, | অতপর তা থেকে পানি বের হয়; | আবার কিছু পাথর |
| وَإِنَّ مِنْهَا | لَمَا يَشَّقَّقُ | فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ | وَإِنَّ مِنْهَا |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| যা ধসে পড়ে | আল্লাহর ভয়ে; | আর আল্লাহ নয় | অমনোযোগী | তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে। |
| لَمَا يَهْبِطُ | مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ | وَمَا اللَّهُ | بِغَافِلٍ | عَمَّا تَعْمَلُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৭৪) হে বনী ইসরাইল! এ ঘটনার পরও তোমাদের পিতৃপুরুষদের অন্তর নরম হওয়ার পরিবর্তে এমন কঠিন হলো যেন তা পাথর, অথবা পাথরের চেয়ে শক্ত। কারণ, পাথরের মধ্যেও এমন কিছু পাথর রয়েছে যা হতে আল্লাহর নির্দেশে ঝর্ণাধারা নির্গত হয় এবং ফেটে পানি বের হয়, যেমন: আল্লাহর নির্দেশে মূসা (আ.) এর লাঠির আঘাতে ১২টি ঝর্ণা বের হওয়ার ঘটনা। এছাড়াও কিছু পাথর আছে যা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়, যেমন: মূসা তার কাওমকে নিয়ে তুর পাহাড়ে আল্লাহকে দেখতে গেলে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবকিছু জানেন। (*তাফসীর আল-মোয়াস্সার, ১/১১*) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

আয়াতে (***পাথর থেকে ঝর্ণা নির্গত হওয়া***) এবং (***পাথর ফেটে পানি বের হওয়া***) দ্বারা মূসা (আ.) এর লাঠির আঘাতে পাথর থেকে ১২টি ঝর্ণা নির্গত হওয়ার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

DO NOT COPY

(*আল্লাহর ভয়ে পাথর ধসে পড়া*) দ্বারা মূসা (আ.) তার জাতিকে নিয়ে তূর পাহাড়ে আল্লাহকে দেখতে গেলে আল্লাহর ভয়ে পাহাড় কম্পন হওয়ার ঘটনাকে বোঝানো হয়েছে।

(*তাফসীর শা'রাবী*, ১/৪০১-৪০৩)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। 'ক্বালব' বা অন্তর যেমন বিশ্বাস, দয়া, ভালোবাসা এবং দরদের উৎস; তেমনিভাবে কুফর, শত্রুতা এবং নির্মমতার উৎস। এজন্যই রাসূল (সা.) বলেছেন: "জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে একটি টুকরা আছে, যা সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ থাকে; এবং এটা অসুস্থ হলে পুরো শরীর অসুস্থ হয়ে পরে। আর সেটা হলো-ক্বালব" [মোত্তাফাকুন আলাইহি]। মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে যায়, তখন তার অন্তরটা এক পর্যায়ে পাথরের চেয়ে কঠিন হয়ে যায়। কারণ, সে মনে করে এ দুনিয়াই সবকিছু, এর পর আর কিছু নেই। তাই তারা দুনিয়া অর্জনে অন্ধ হয়ে যায়, তখন কারো উপর যুলুম করা, কারো মাল ছিনিয়ে নেয়া, কাউকে হত্যা করা ইত্যাদিকে তারা সাধারণ বিষয় মনে করে। যেমনটা ইহুদীদের ক্ষেত্রে হয়েছে। আর যারা অন্তরে আল্লাহর স্মরণ নিয়ে থাকে, তাদের অন্তরটা বিশ্বাস, দয়া, ভালোবাসা এবং দরদ দিয়ে ভরা থাকে। তখন সে কারো উপর অত্যাচার করা, হত্যা করা, কারো মাল ছিনিয়ে নেয়া ইত্যাদিতে জড়াতে পারে না।

২। উল্লেখিত ঘটনা রাসূল (সা.) এর রেসালাতের সত্যতার প্রমান বহন করে। কারণ, এ ঘটনা তাঁর পূর্বে কেউ কখনো বর্ণনা করেনি, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অবগত করানোর পর তিনিই প্রথম বর্ণনা করেছেন।

৩। দুর্ভাগার অন্যতম লক্ষণ হলো- 'অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া'।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৭২-৭৩)।

৪। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছেন।

DO NOT COPY

﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ
بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦)﴾ [سورة البقرة: ٧٥-٧٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদীদের ঈমানের পথে ফিরে আসা অনেকটাই অসম্ভব।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৭৫ | তোমরা এরপরেও কিভাবে আশা পোষণ করো যে, | তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? | | |
| | أَفَتَطْمَعُونَ | أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ | | |
| অথচ তাদের একাংশ | (যুগ যুগ ধরে) শুনতো | আল্লাহর বানী (তাওরাত, ইঞ্জিল), | অতঃপর বিকৃত করতো | |
| وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ | يَسْمَعُونَ | كَلَامَ اللَّهِ | ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ | |
| তা অনুধাবন করার পর, | অথচ তারা (এ দুষ্কৃতির ভয়াবহতা সম্পর্কেও) জানতো। | ৭৬ | এরা যখন | |
| مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ | وَهُمْ يَعْلَمُونَ | | وَإِذَا | |
| সাক্ষাত করে | মোমেনদের সাথে, | তখন বলে: | আমরা ঈমান এনেছি, | কিন্তু যখন |
| لَقُوا | الَّذِينَ آمَنُوا | قَالُوا | آمَنَّا | وَإِذَا |
| তারা পরস্পরে একান্তে মিলিত হয় | তখন বলে: | তোমরা কি তাদের সাথে এমন কথা বলে বেড়াচ্ছো | | |
| خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ | قَالُوا | أَتُحَدِّثُونَهُمْ | | |
| যা তোমাদের কাছে আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন? | (এমনটা করলে) তারা তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে | | | |
| بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ | لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ | | | |
| তোমাদের প্রতিপালকের সামনে; | তোমরা কেন বুঝতে পারছো না? | | | |
| عِنْدَ رَبِّكُمْ | أَفَلَا تَعْقِلُونَ | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৭৫) মোহাম্মদ (সা.) এবং কোরআনের প্রতি ইহুদীদের ঈমান আনয়ন অসম্ভব হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে মুমিনদেরকে প্রত্যাশা ব্যক্ত না করতে বলেছেন: এতো কিছুর পরেও তোমাদের জন্য এ আশা প্রকাশ করা সমিচীন নয় যে তারা তোমাদের কথায় মোহাম্মদ ও কোরআনের প্রতি ঈমান গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের আহবার এবং রোহবানগণ যুগ যুগ ধরে তাওরাত-ইনজিল অধ্যায়ন করার পরে বুঝে-শুনে তা বিকৃত করেছে।

(৭৬) তাদের অবস্থা হলো মোনাফেকদের মতো, মুমিনদের সাথে সাক্ষাতে বলে: আমরা তোমাদের মতোই ঈমানদার হয়েছি। কিন্তু তারা যখন পরস্পরে একান্তে মিলিত হয়, তখন একে

DO NOT COPY

অপরকে বলে: তোমরা কি মুমিনদের সাথে মোহাম্মদের রিসালাতের ব্যাপারে এমন কথা বলে দিচ্ছো, যা আল্লাহ তায়ালা তাওরাতে বর্ণনা করেছেন? যদি এমনটা করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে বিচারের দিন আল্লাহর সামনে ধরিয়ে দিবে। তোমরা কেন বুঝতেছো না?

(*আল-মোন্তাখাব*, ১৮) ।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: ইহুদীদের মধ্যে কিছু মুমিন নামধারী মুনাফিক ছিলো, যারা মুমিনদের কাছে এসে বলতো: আমরা বিশ্বাস করি মোহাম্মদ রাসূল, কিন্তু তিনি তোমাদের জন্য খাস। আবার যখন তারা একান্তে মিলিত হতো, তখন বলতো: তোমরা কি মুমিনদের সাথে এমন কথা বলতেছো যা তোমাদের কিতাবে রয়েছে? যে এগুলো তাদের সাথে বলবে, সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ১৫) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। জেনেশুনে সত্যকে পরিত্যাগ করা বা গোপন রাখা সবচেয়ে ঘৃণ্যতম কাজ, যা ইহুদী আহবারদের চরিত্র। তাদের এ চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম ওলামাদেরকে সতর্ক করেছেন, তারা যেন এ চরিত্র গ্রহণ না করে, কারণ এর মাধ্যমে সমাজ থেকে সত্য বিষয়টি হারিয়ে যায়।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৭৪) ।

২। ইহুদী আহবার তাওরাতে যে বিষয়গুলো বিকৃতি করেছে:

(ক) তাওরাতে বিদ্যমান আল্লাহর বিধান তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে পরিবর্তন করা।

(খ) মোহাম্মদ (সা.) এর রাসূল হওয়ার সুসংবাদ ও তাঁর গুনাবলী তাওরাত থেকে মুছে ফেলা।

(গ) তাওরাতের মৌলিক শিক্ষা পরিবর্তন করা।

(*তাফসীর মুনীর*, জুহাইলী, ১/২০০) ।

৩। ইহুদী আলেম ও মুসলিম আলেমের মধ্যে অনেক কিছুরই মিল রয়েছে। তাদের ঘটনা পড়ে যেনো মুসলিম আলেমরা নিজেদেরকে শোধরাতে পারে সেজন্য আল্লাহ তায়ালা বারবার ইহুদীদের ঘটনা কোরআনে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মুসলিম আলেমরা একগুঁয়েমি ছেড়ে উদারতার দিকে না আসলে তাদের জন্যও সঠিক আক্বীদাবিশ্বাস নিয়ে টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে।

৪। আল্লাহ তায়ালা ৭৫-৭৯ নাম্বার আয়াতে ইহুদী আহবার কর্তৃক তাওরাত বিকৃতি করার অভিনব পদ্ধতি ফাঁশ করেছেন। যা আমরা পরবতী তিন আয়াতে জানতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

DO NOT COPY

﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٧) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (٧٩)﴾ [سورة البقرة: ٧٧-٧٩].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** তাওরাত বিকৃতি করার অভিনব পদ্ধতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৭৭ | এরা কি বোঝে না যে, | নিশ্চয় আল্লাহ জানেন | তারা যা গোপন করে | এবং যা প্রকাশ করে? |
| | أَوَلَا يَعْلَمُونَ | أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ | مَا يُسِرُّونَ | وَمَا يُعْلِنُونَ |
| ৭৮ | এবং তাদের মধ্যে কিছু আছে | নিরক্ষর, | যারা কিতাবের কিছুই জানে না | ধারণা করা ছাড়া, |
| | وَمِنْهُمْ | أُمِّيُّونَ | لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ | إِلَّا أَمَانِيَّ |
| তাই তারা শুধু ধারণা করে। | ৭৯ | সুতরাং ধ্বংশ | তাদের জন্য যারা কিতাব লিখে | নিজেদের হাত দিয়ে, |
| وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ | | فَوَيْلٌ | لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ | بِأَيْدِيهِمْ |
| অতঃপর বলে | এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে; | যেন তারা এর বিনিময়ে ক্রয় করতে পারে | | |
| ثُمَّ يَقُولُونَ | هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ | لِيَشْتَرُوا بِهِ | | |
| কিছু মূল্য; | সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি | যা তাদের হাত যা লিখেছে তার কারণে | | |
| ثَمَنًا قَلِيلًا | فَوَيْلٌ لَهُمْ | مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ | | |
| এবং তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি | যা তারা অর্জন করেছে তার কারণে। | | | |
| وَوَيْلٌ لَهُمْ | مِمَّا يَكْسِبُونَ | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৭৭) তারা কি বোঝে না যে তারা যা গোপন এবং যা প্রকাশ করে তার সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন।

(৭৮) তাদের মধ্যে কিছু আছে নিরক্ষর, যারা ধারণা করা ছাড়া আর কিছুই জানে না। তারা শুধু ধারণাই করে।

(৭৯) তবে ধ্বংস শিক্ষিত আহবারদের জন্য যারা তাদের হাত দিয়ে কিতাব লিখে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করার জন্য নিরক্ষরদেরকে বলে: এগুলো আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। অথচ তা তাওরাতের উল্টো। অতএব, তাদের হাত যা লিখেছে এবং যা উপার্জন করেছে, তার জন্য শাস্তি রয়েছে। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/১২, *আল-মোন্তাখাব*, ১৮)।

DO NOT COPY

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: ইহুদী আলেমরা তাওরাত থেকে মোহাম্মদ (সা.) এর সকল গুনাবলী মুছে ফেলার পর বলে এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। ৭৯ নাম্বার আয়াত এ সকল ইহুদী আলেমদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

(*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ১৬) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। ইহুদী জনশক্তি চার শ্রেনীতে বিভক্ত ছিলো: (ক) সাধারণ জনগণ, যাদের দ্বীন ও তাওরাত সম্পর্কে নুন্যতম জ্ঞান ছিলো না। এমনকি জানার জন্য পন্ডিতদেরকে প্রশ্ন করার মতো যোগ্যতাটুকু তাদের ছিলো না। (খ) সাধারণ জনগণ, যাদের দ্বীন ও তাওরাত সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো না; তবে দ্বীনী বিশেষজ্ঞদেরকে বিভিন্ন বিষয় প্রশ্ন করার মতো জ্ঞান ছিলো। (গ) সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। (ঘ) আহবারুল ইয়াহুদ বা ইহুদী আলেমগণ। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার জনগণের অবস্থা হলো: ইহুদী পন্ডিতরা তাদেরকে যা বলে, তারা তাই বিশ্বাস করে। তৃতীয় শ্রেনীর জনগণ ইহুদী আলেমদের উপর প্রভাব খাটিয়ে দ্বীনকে নিজেদের কাজে লাগাতো। আর চতুর্থ প্রকার তথা ইহুদী আলেমগন নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থ ঠিক রাখার জন্য প্রভাবশালীদের চাহিদা মতো তাওরাতের মধ্যে পরিবর্তন করতো। সুতরাং তাওরাত বিকৃত হওয়ার পিছনে বড় দায়ী হলো ৩য় ও ৪র্থ প্রকার ইহুদী জনগণ।

(তাফসীর সা'রাবী, ১/৪২০-৪২৩)

২। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ইহুদী/খৃষ্টান আলেমদের তাওরাত/ইঞ্জিল বিকৃতি করার ১৩টি অভিনব পদ্ধতির কথা ফাঁশ করেছেন, তার মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় পদ্ধতির কথা অত্র সুরার ৪২ ও ৪৪ নাম্বার আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ৭৯নং আয়াতে ৪র্থ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তা হলো- 'তারা নিজেরা কিতাব লিখে আল্লাহর দিকে নিসবাত করতো'।

(*কাশফুল কোরআন আন আসালিব*, ৮৬) ।

DO NOT COPY

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ
تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٠) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٢)﴾ [سورة البقرة: ٨٠-٨٢].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদীদের মনগড়া উক্তি এবং তার জবাব।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৮০ | এবং এরা বলে: | আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না | জাহান্নামের আগুন | কয়েকটা দিন ছাড়া, |
| | وَقَالُوا | لَنْ تَمَسَّنَا | النَّارُ | إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (হে নবী,) ওদেরকে বলো: | তোমরা কি গ্রহণ করেছো | আল্লাহর কাছ থেকে | কোনো প্রতিশ্রুতি? |
| قُلْ | أَتَّخَذْتُمْ | عِنْدَ اللَّهِ | عَهْدًا |

| | | |
|---|---|---|
| অতঃপর আল্লাহ কখনো ভঙ্গ করবেন না | তাঁর প্রতিশ্রুতি, | নাকি তোমরা এমন কথা বলে বেড়াচ্ছো |
| فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ | عَهْدَهُ | أَمْ تَقُولُونَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আল্লাহ সম্পর্কে, | যা তোমরা নিজেরাই জানো না। | ৮১ | হ্যা, (মূল কথা হলো) | যারা অর্জন করে |
| عَلَى اللَّهِ | مَا لَا تَعْلَمُونَ | | بَلَى | مَنْ كَسَبَ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| পাপ, | এবং যাকে ঘিরে রাখে | তার ভুলত্রুটি, | তারা | জাহান্নামী হবে, | তারা সেখানে থাকবে |
| سَيِّئَةً | وَأَحَاطَتْ بِهِ | خَطِيئَتُهُ | فَأُولَئِكَ | أَصْحَابُ النَّارِ | هُمْ فِيهَا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| চিরদিন। | ৮২ | আর যারা ঈমানদার হয় | এবং (রাসূলের তরীকায়) সৎআমল করে, |
| خَالِدُونَ | | وَالَّذِينَ آمَنُوا | وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তারাই | হবে জান্নাতী, | তারা | সেখানে থাকবে | চিরদিন। |
| أُولَئِكَ | أَصْحَابُ الْجَنَّةِ | هُمْ | فِيهَا | خَالِدُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৮০) ইহুদীদের মনগড়া একটি উক্তি হলো: তাদেরকে জাহান্নামে মাত্র ৭দিন অথবা ৪০ দিন অবস্থান করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে তাদের এ ভ্রান্ত কথার উত্তর দিয়েছেন যে, তোমরা কি আল্লাহ থেকে অঙ্গিকার নিয়েছো? আর আল্লাহতো কখনও তার অঙ্গিকার ভংগ করেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব কথা রটাচ্ছো যা সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই?

DO NOT COPY

(৮১) মূল কথা হলো: জান্নাত-জাহান্নাম প্রদানের ক্ষেত্রে ইহুদী এবং ননইহুদী দেখা হবে না, বরং যারা পাপ কাজ করেছে এবং ভুল-ত্রুটির মধ্যেই তাদের জীবন কাটিয়েছে তারা হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।
(৮২) অপরদিকে যারা মুমিন হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহর তরিকায় সৎআমল করেছে তারা হলো জান্নাতী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (*আল-মোন্তাখাব*, ১৯) ।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় এসে দাওয়াতী কাজ শুরু করলে ইহুদীরা বলতে লাগলো এ পৃথিবীর বয়স হবে সাত হাজার বছর, মানুষকে তাদের পাপের জন্য প্রতি হাজারের জন্য একদিন শাস্তি দেওয়া হবে। সুতরাং আখিরাতে অপরাধীরা মাত্র সাত দিন শাস্তি ভোগ করে নাজাত পেয়ে যাবে। তাদের এ বানোয়াট উক্তির জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ১৬) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ইহুদীরা ধারণাপূর্বক ওয়াজ করে বেড়াতো, তাদেরকে জাহান্নামের আগুন ৪০দিন (যতদিন তারা গোবৎসের পূজা করেছিলো) অথবা ৭দিন (পৃথিবীর বয়স হবে ৭ হাজার বছর প্রতি হাজারের জন্য ১দিন) এর জন্য স্পর্শ করবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ মনগড়া মিথ্যাচারের জবাবে বলেন: এ রকম অঙ্গিকার তিনি কাউকে দেন নি। বরং নিয়ম হলো- 'কাফিররা স্থায়ী জাহান্নামী হবে' এবং 'ঈমানদার ও সৎআমলকারীরা স্থায়ী জান্নাতী হবে'। (*তাফসীর সা'দী*, ১/৫৭, *তাফসীর আল-মুনীর*, ১/২০৪, *আল-তাফসীর আল-ওয়াসীত*, মোহাম্মদ তানতাউয়ী, ১/১৮৭)।

২। অত্র আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, দলীল ছাড়া ধারণাপূর্বক কথা বলা ইহুদী আলেমদের চরিত্র। তারা সাধারণ মানুষকে তুষ্ট করে নিজেদের দলকে ভারী করার জন্য কখনো বলতো: আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয় বান্দা। সুতরাং মুসলিম বক্তাদেরকে অতি আবেগী না হয়ে দলীলভিত্তিক কথা বলা উচিৎ। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (٨٣)﴾ [سورة البقرة: ٨٣].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদী কর্তৃক আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮৩ | এবং (স্মরণ করো,) যখন | আমি গ্রহণ করেছিলাম | বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি, |
| | وَإِذْ | أَخَذْنَا | مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ |

| | | |
|---|---|---|
| (এ মর্মে যে) তোমরা এবাদাত করবে না | আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো, | পিতামাতার প্রতি |
| لَا تَعْبُدُونَ | إِلَّا اللَّهَ | وَبِالْوَالِدَيْنِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সদ্ব্যবহার করবে, | আত্মীয় স্বজন | এতিম-মিসকিনদের সাথে, | কথা বলবে | মানুষের সাথে |
| إِحْسَانًا | وَذِي الْقُرْبَى | وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ | وَقُولُوا | لِلنَّاسِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সুন্দরভাবে, | সালাত কায়েম করবে, | এবং যাকাত প্রদান করবে; | অতপর | মুখ ফিরিয়ে নিলে |
| حُسْنًا | وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ | وَآتُوا الزَّكَاةَ | ثُمَّ | تَوَلَّيْتُمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সামান্য কিছুসংখ্যক ছাড়া | তোমাদের অধিকাংশই, | এভাবেই তোমরা | মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। |
| إِلَّا قَلِيلًا | مِنْكُمْ | وَأَنْتُمْ | مُعْرِضُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৮৩) আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবকে তাদের পিতৃপুরুষদের আরেকটি অবাধ্যতার চিত্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: যখন আমি বনী ইসরাঈল থেকে ৭টি বিষয় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম, এক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত না করা, দুই: পিতামাতার প্রতি সদাচারণ করা, তিন: আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদাচারণ করা, চার: এতিম-মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, পাঁচ: সাধারণ মানুষের সাথে ভালো কথা বলা, ছয়: সালাত কায়েম করা এবং সাত: যাকাত প্রদান করা। তখন তাদের সামান্য সংখ্যক ছাড়া সকলেই এগুলো পালন করতে অস্বীকার করেছিলো।

(*আল-মোন্তাখাব*, ১৯)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদেরকে দশটি নেয়ামত প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে প্রথিবীর ইতিহাসে সর্বোচ্ছ মর্যদায় ভুষিত করেছিলেন, যার আলোচনা (৪৯-৬০) নাম্বার আয়াতে করা

DO NOT COPY

হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদার আসনকে স্থায়ী করার জন্য কিছু কাজ দিয়েছিলেন। কিন্তু এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যুগে যুগে তারা লাঞ্চিত হয়েছে। কাজগুলো হলো:

(ক) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদাত না করা।

(খ) পিতামাতার প্রতি সদাচারণ করা।

(গ) আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করা।

(ঘ) এতিম-মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

(ঙ) সাধারণ মানুষের সাথে ভালো কথা বলা।

(চ) সালাত কায়েম করা।

(ছ) যাকাত প্রদান করা।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/২১০-২১২) ।

২। উল্লেখিত সাতটি কাজ ইসলামী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়ার মৌলিক বিষয়। যা প্রত্যেক নবী ও রাসূলের যুগে করনীয় ছিলো। ইমাম জাজ্বায়িরী বলেন: বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মদির উপরও এগুলোকে ওয়াজিব করা হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/৮৯) ।

সুতরাং এগুলো পালনের মাধ্যমে মুসলিম জাতি সম্মানিত হবে, না হয় বনী ইসরাঈলের মত লাঞ্চিত হবে।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٤)﴾ [سورة البقرة: ٨٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আল্লাহর সাথে ইহুদীদের প্রতিশ্রুতি।

**সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮৪ | এবং (স্মরণ করো,) যখন | আমি গ্রহণ করেছিলাম | তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি, |
| | وَإِذْ | أَخَذْنَا | مِيثَاقَكُمْ |
| (এ মর্মে যে,) তোমরা তোমাদের কারো রক্তপাত ঘটাবে না, | | | এবং তোমরা বের করে দিবে না |
| لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ | | | وَلَا تُخْرِجُونَ |
| তোমাদের নিজেদের কাউকে | | তোমাদের ঘর বাড়ি থেকে; | অতপর তোমরা তা মেনে নিয়েছিলে; |
| أَنْفُسَكُمْ | | مِنْ دِيَارِكُمْ | ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ |
| তোমরা তো (নিজেরাই) | এ সাক্ষ্য দিচ্ছো। | | |
| وَأَنْتُمْ | تَشْهَدُونَ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৮৪) যখন আমি তাওরাতে ইহুদীদের থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম যে, তোমরা রক্তপাত ঘটাবে না এবং তোমাদের বংশের লোকদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিবে না। অতঃপর তোমরা এ প্রতিশ্রুতি মেনে নিয়েছিলে এবং তোমরাই সাক্ষি ছিলে।

(*আল-মোন্তাখাব*, ১৯)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। এবাদত দুই প্রকার: (ক) আল্লাহ যা করার আদেশ দিয়েছেন তা করা, (খ) যা করতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। ৮৩নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বনীইসরাঈলদের থেকে প্রথম প্রকার এবাদত পালন করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন এবং এ আয়াতে দ্বিতীয় প্রকার এবাদত পালনের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদের থেকে এমর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা যেনো নিম্নের চারটি কাজ না করে:

(ক) রক্তপাত করা।
(খ) অন্যকে তার ঘর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা।
(গ) অন্যের উপর অন্যায়ভাবে চড়াও হওয়া।
(ঘ) অন্যায়ভাবে বন্দী করে মুক্তিপণ আদায় করা।

DO NOT COPY

(*তাফসীর কুরতুবী*, ২/২২, *তাফসীর সা'রাবী*, ১/৪৩৪-৪৩৫)।

২। ইবনু জারীর আল-ত্বাবারী (র.) বলেন: এ আয়াতে রাসূল (সা.) এর সমসাময়িক বনী ইসরাঈলদেরকে, অথবা তার পিতৃপুরুষদেরকে, অথবা উভয়কে একত্রে বুঝানো হয়েছে। যদিও এটা নিয়ে আহলুল ইলম ইখতেলাফ করেছেন।

(*তাফসীর আল-ত্বাবারী*, ২/৩০১-৩০৩)।

DO NOT COPY

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٨٦)﴾ [سورة البقرة: ٨٥-٨٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদী কর্তৃক আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| ৮৫ | অতপর | তোমরাই | হত্যা করতে লাগলে | তোমাদের নিজেদেরকে, | এবং উচ্ছেদ করতে লাগলে |
|---|---|---|---|---|---|
| | ثُمَّ | أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ | تَقْتُلُونَ | أَنْفُسَكُمْ | وَتُخْرِجُونَ |

| তোমাদের মধ্যকার একটি দলকে | তাদের ভিটেমাটি থেকে, | প্রভাব বিস্তার করতে লাগলে | তাদের উপর |
|---|---|---|---|
| فَرِيقًا مِنْكُمْ | مِنْ دِيَارِهِمْ | تَظَاهَرُونَ | عَلَيْهِمْ |

| অন্যায়ভাবে এবং সীমালঙ্ঘন করে, | এবং যদি তারা তোমাদের কাছে বন্দী হয়ে আসে | তাহলে তোমরা তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করতে, | অথচ হারাম ছিলো |
|---|---|---|---|
| بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ | وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى | تُفَادُوهُمْ | وَهُوَ مُحَرَّمٌ |

| তোমাদের উপর | তাদেরকে বের করে দেয়া; | তোমরা কি বিশ্বাস করছো | কিতাবের কিছু অংশ |
|---|---|---|---|
| عَلَيْكُمْ | إِخْرَاجُهُمْ | أَفَتُؤْمِنُونَ | بِبَعْضِ الْكِتَابِ |

| এবং অবিশ্বাস করছো | আরেক অংশকে? | (সাবধান!) যারা এ আচরণ করে তাদের শাস্তি | কেবল লাঞ্ছনা |
|---|---|---|---|
| وَتَكْفُرُونَ | بِبَعْضٍ | فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ | إِلَّا خِزْيٌ |

| এ পার্থিব জীবনে, | এবং ক্বিয়ামতের দিনে | তাড়িয়ে নেয়া হবে | কঠিন শাস্তির দিকে; | আর আল্লাহ নয় |
|---|---|---|---|---|
| فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا | وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ | يُرَدُّونَ | إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ | وَمَا اللَّهُ |

| মোটেও উদাসীন | তোমরা যা করছো তা সম্পর্কে। | ৮৬ | মূলত, তারা | ক্রয় করেছে | দুনিয়ার জীবনকে |
|---|---|---|---|---|---|
| بِغَافِلٍ | عَمَّا تَعْمَلُونَ | | أُولَئِكَ الَّذِينَ | اشْتَرَوُا | الْحَيَاةَ الدُّنْيَا |

| আখিরাতের বিনিময়ে, | হালকা করা হবে না | তাদের শাস্তিকে | এবং না তাদেরকে সাহায্য করা হবে। |
|---|---|---|---|
| بِالْآخِرَةِ | فَلَا يُخَفَّفُ | عَنْهُمُ الْعَذَابُ | وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৮৫) অতঃপর তোমরাই তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করতে লাগলে, এক গ্রুপকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে লাগলে এবং তাদের উপর অন্যায়ভবে প্রভাব বিস্তার করতে

DO NOT COPY

লাগলে। শুধু তাই নয় তোমরা তাদেরকে বন্দী করে মুক্তিপণ আদায় করতে লাগলে, অথচ তাদেরকে বের করে দেওয়াটাই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিলো। এব্যাপার কিছু বলা হলে তোমরা বলতে: আমাদের কিতবাবে এ নির্দেশ রয়েছে। তোমাদের কিতাবে তো রক্তপাত করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে কি তোমরা সুবিধামতো কিতাবের কিছু অংশকে মেনে বাকী অংশকে অস্বীকার করো? সাবধান যারা এ আচরণ করে, তাদের জন্য এ দুনিয়াতে লাঞ্চনা এবং আখিরাতে হাকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। জেনে রেখো! তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মোটেই অমনোযোগী নয়।
(৮৬) মূল কথা হলো, তারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের উপর জাহান্নামের শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে কোনো ধরণের সাহায্যও করা হবে না। (*আল-মোন্তাখাব*, ২০) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। তাওরাত/ইঞ্জিল বিকৃতির ৫ম পদ্ধতি হলো: ‘কিতাবের যে অংশ তাদের দুনিয়াবি স্বার্থের অনুকূলে থাকতো তা বিশ্বাস করতো, অন্যথায় অস্বীকার করতো’।

(*কাশফুল কোরআন আন আসালীব..*, ৮৬) ।

২। “তোমরা কি কিতাবের একাংশ মানছো, এবং আরেকাংশ অস্বীকার করছো?” দ্বারা বুঝানো হয়েছে: আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈল থেকে ৪টি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন (ক) রক্তপাত না করা, (খ) অন্যকে উচ্ছেদ না করা, (গ) অন্যায়ভাবে অন্যের উপর প্রভাব না খাটানো, এবং (ঘ) বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। কিন্তু তারা প্রথম তিনটিকে অস্বীকার করেছে এবং চতুর্থটিকে মান্য করেছে।

(*তাফসীর মুনীর*, জুহাইলী, ১/২১৭) ।

৩। আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হলো: মদীনার ‘আওস’ ও ‘খাজ্বরাজ’ দুই মুশরিক গোত্রের মধ্যে সারা বছর যুদ্ধ লেগে থাকতো। ইহুদী গোত্র ‘বনী কুরাইজা’, ‘আওস’ এর পক্ষে যুদ্ধ করতো; আর ‘খাজ্বরাজ’ গোত্রের পক্ষে যুদ্ধ করতো ‘কাইনুকা’ ও ‘নাজীর’ ইহুদী গোত্রদ্বয়। তাদের এক পক্ষ অপর পক্ষকে হত্যা করতো, বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতো, অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করতো এবং অন্যায়ভাবে বন্দি করে মুক্তিপণ আদায় করতো। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এগুলো না করার জন্য ওয়াদা নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে দেওয়া ওয়াদাকে ভঙ্গ করলো।

(তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/৩১৮) ।

DO NOT COPY

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٨٧) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (٨٨)﴾ [البقرة: ٨٧–٨٨].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আসমানী কিতাব এবং রাসূলদের ব্যাপারে ইহুদীদের অবস্থান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮৭ | এবং অবশ্যই | আমি দিয়েছি | মূসাকে | কিতাব, | এবং পাঠিয়েছি | তাঁর পরে | অনেক রাসূল, |
| | وَلَقَدْ | آتَيْنَا | مُوسَى | الْكِتَابَ | وَقَفَّيْنَا | مِنْ بَعْدِهِ | بِالرُّسُلِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং দিয়েছি | ঈসা ইবনু মারইয়ামকে | স্পষ্ট নিদর্শন (মুজিজা), | আর আমি তাকে সাহায্য করেছি |
| وَآتَيْنَا | عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ | الْبَيِّنَاتِ | وَأَيَّدْنَاهُ |
| পবিত্র আত্মার মাধ্যমে; | যখনি | তোমাদের কাছে রাসূল আসতো | তোমাদের মনোপূত না হলে |
| بِرُوحِ الْقُدُسِ | أَفَكُلَّمَا | جَاءَكُمْ رَسُولٌ | بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অহংকারের বশবর্তী হয়ে | তাদের কাউকে | তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছো | এবং কাউকে | হত্যা করেছো। |
| اسْتَكْبَرْتُمْ | فَفَرِيقًا | كَذَّبْتُمْ | وَفَرِيقًا | تَقْتُلُونَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৮৮ | এবং তারা বলে: | আমাদের কুলব বন্ধ হয়ে আছে, | বরং | তাদেরকে লা'নত করেছেন |
| | وَقَالُوا | قُلُوبُنَا غُلْفٌ | بَلْ | لَعَنَهُمُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আল্লাহ তায়ালা | তাদের কুফরীর কারণে; | সুতরাং তাদের কম সংখ্যকই | ঈমান গ্রহণ করে। |
| اللَّهُ | بِكُفْرِهِمْ | فَقَلِيلًا | مَا يُؤْمِنُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৮৭) ইহুদী সম্প্রদায়কে বলা হয়েছে: যখন আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) কে তাওরাত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং তারপরে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। অবশেষে ঈসাকে স্পষ্ট মুজিজা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। যখনই ইহুদীদের কাছে কোনো রাসূল আসতো, তাদের কাউকে মনোপূত না হলে তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতো। আবার তাদের কাউকে তারা হত্যা পর্যন্ত করতো।

(৮৮) এমনকি সর্বশেষ রাসূল মোহাম্মদ (সা.) এর ক্ষেত্রেও তারা একই আচরণ করেছে। তারা তার দাওয়াতকে অবজ্ঞা করে বলছে: আমাদের অন্তর বন্ধ হয়ে আছে। আল্লাহ তাদের উত্তরে বলেছেন: তাদের অন্তর বন্ধ হয় নাই, বরং কুফরীর কারণে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে। সুতরাং তাদের কম সংখ্যকই ঈমান গ্রহণ করবে। (*আল-মোন্তাখাব*, ২০)।

**আয়াতে অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿الْكِتَابَ﴾ 'আল-কিতাব' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: তাওরাত।

﴿الْبَيِّنَاتِ﴾ 'স্পষ্ট নিদর্শন' দ্বারা ঈসা (আ.) এর মুজিজ্বাকে বোঝানো হয়েছে।

﴿رُوحِ الْقُدُسِ﴾ 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'জিবরীল (আ.)'।

(*তাফসীর আল-নাসাফী*, ১/১০৭) ।

**আয়াতের শিক্ষা:**

১। পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) এর সাথে বনী ইসরাঈলের ব্যবহার কেমন ছিলো সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এ আয়াতসমূহে মূসা (আ.) এর পরে যে নবী-রাসূলগন এসেছিলেন তাদের সাথে বনী ইসরাঈলের ব্যবহার কেমন ছিলো তা আলোচনা করেছেন। তারা মূসা (আ.) এর দ্বীনকে যেমন প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তেমনিভাবে ইউনুস, ইউসা, দাউদ, সোলাইমান, জাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং মোহাম্মদ (সা.) এর দ্বীনকেও অস্বীকার করেছিলো। এমনকি তারা অনেক নবীকে হত্যা করেছিলো এবং অনেককে মিথ্যাবাদী বলেছিলো।

(*তাফসীর শা'রাবী*, ১/৪৪৩-৪৪৪) ।

২। ৮৮নং আয়াত থেকে বুঝা যায়, যারা কুফর, শিরক, বিদআত এবং অসৎকাজে জড়িয়েছে, তারা সহজে সেখান থেকে সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে না; তার মূল কারণ হলো: তারা খারাপ কাজে ডুবে যাওয়ার কারণে আল্লাহর অভিশাপে পতিত হয়েছে। এ বিষয়ে অত্র সুরার ৭নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

DO NOT COPY

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٨٩)﴾ [سورة البقرة: ٨٩].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আসমানী কিতাব এবং রাসূলদের ব্যাপারে ইহুদীদের অবস্থান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮৯ | এবং যখন | তাদের কাছে এসেছে | একটি কিতাব | আল্লাহর পক্ষ থেকে, | তা সত্যায়ন করবে |
| | وَلَمَّا | جَاءَهُمْ | كِتَابٌ | مِنْ عِنْدِ اللَّهِ | مُصَدِّقٌ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যা তাদের কাছে রয়েছে; | এবং তারা | এর আগে | (এ কিতাবের দোহাই দিয়ে) বিজয় কামনা করতো |
| لِمَا مَعَهُمْ | وَكَانُوا | مِنْ قَبْلُ | يَسْتَفْتِحُونَ |

| | | |
|---|---|---|
| কাফেরদের উপর; | অতঃপর যখন তাদের কাছে (এ কিতাব) আসলো | যা তারা চিনতেও পারলো, |
| عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا | فَلَمَّا جَاءَهُمْ | مَا عَرَفُوا |

| | | |
|---|---|---|
| তখন তারা তা অস্বীকার করলো, | অতএব আল্লাহর অভিসম্পাত | এসকল কাফেরদের উপর। |
| كَفَرُوا بِهِ | فَلَعْنَةُ اللَّهِ | عَلَى الْكَافِرِينَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৮৯) যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ (সা.) কোরআন নিয়ে আসলেন, যা তাদের কাছে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং তারা এই কিতাবের দোহাই দিয়ে শত্রু পক্ষের উপর বিজয় কামনা করতো। অতঃপর যখন মোহাম্মদ (সা.) কোরআন নিয়ে আসলেন, যার বর্ণনা তাওরাতে থাকাতে তারা তাকে সহজে চিনতে পেরেও মোহাম্মদ (সা.) তাদের বংশের না হওয়াতে তাকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আল্লাহর অভিশাপ কাফির সম্প্রদায়ের উপর। (*আল-মোন্তাখাব*, ২১)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿الْكِتَابُ﴾ ‘আল-কিতাব’ দ্বার উদ্দেশ্য হলো: আল-কুরআন।

﴿لِمَا مَعَهُمْ﴾ ‘যা তাদের কাছে রয়েছে’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: তাওরাত।

(*তাফসীর ইবনু কাসীর*, ১/৩২৫)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: খায়বারের ইহুদীরা গাতফান গোত্রের সাথে যুদ্ধে লেগে থাকতো। প্রত্যেকবারই তারা গাতফান গোত্রের কাছে পরাজিত হতো। অবশেষে তারা

DO NOT COPY

তাওরাতে পাওয়া রাসূল (সা.) এর আগমনের সুসংবাদের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্যের দোয়া করে যুদ্ধে অবতরণ করতো। কিন্তু রাসূল (সা.) এর আগমনের পর তাকে অস্বীকার করলো, তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*আসবাব আল-নুযুল*, সুয়ুতী, ১/১১)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

ইসলামের অন্যতম শিক্ষা হলো: "সাম্প্রদায়িকতা, দলীয়করণ, দরবার ভিত্তিক বিভক্তিকরণ এবং গোষ্ঠীয় অন্ধত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে সত্য যেখানে পাওয়া যাবে, সেখান থেকে তা গ্রহণ করে তার পক্ষ নেয়া"। ইবনু আবি হাতিম (র.) থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: "খায়বারের ইহুদীরা আশা করেছিল মোহাম্মদ (সা.) এর আগমন তাদের গোত্র থেকে হবে। সেজন্য শত্রু গোত্রের উপর বিজয়ের জন্য তাঁর দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করতো। অতঃপর মোহাম্মদ (সা.) এর আগমন হলে তারা দেখলো তিনি তাদের গোত্রের নয়, তখন তাঁকে অস্বীকার করলো"।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/২২০)।

সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা, দলীয়করণ ইত্যাদি ইহুদীদের চরিত্র, এটাকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। এ সুরার ৬২নং আয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

DO NOT COPY

﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩١)﴾ [سورة البقرة: ٩٠-٩١].

## আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

ইহুদী কর্তৃক আসমানী কিতাব অস্বীকার এবং রাসূলদেরকে হত্যা করা।

## আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৯০ | কতো নিকৃষ্ট ঐ বস্তুটি | যার বিনিময়ে তারা বিক্রয় করে দিয়েছে | তাদের নিজেদেরকে, (এভাবে যে,) | |
| | بِئْسَمَا | اشْتَرَوْا بِهِ | أَنْفُسَهُمْ | |
| তারা আস্বীকার করেছে | আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা | গোঁড়ামির বশবতী হয়ে, | আল্লাহ নবুয়াত দিয়ে | |
| أَنْ يَكْفُرُوا | بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ | بَغْيًا | أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ | |
| অনুগ্রহ করেন | যাকে ইচ্ছা করেন | তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে; | অতপর তারা উপযুক্ত হয়েছে | |
| مِنْ فَضْلِهِ | عَلَى مَنْ يَشَاءُ | مِنْ عِبَادِهِ | فَبَاءُوا | |
| ক্রোধের উপর ক্রোধের, | ঐ সকল কাফেরদের জন্য আরো রয়েছে | অপমানজনক শাস্তি। | | |
| بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ | وَلِلْكَافِرِينَ | عَذَابٌ مُهِينٌ | | |
| ৯১ | আর যখন | বলা হয় | তাদেরকে: | ঈমান আনো | আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি, |
| | وَإِذَا | قِيلَ | لَهُمْ | آمِنُوا | بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ |
| তখন তারা বলে: | আমরা বিশ্বাস করি | যা নাযিল হয়েছে | আমাদের উপর, | এবং তারা অস্বীকার করে | |
| قَالُوا | نُؤْمِنُ | بِمَا أُنْزِلَ | عَلَيْنَا | وَيَكْفُرُونَ | |
| এর বাইরে যা আছে, | অথচ তা সত্য | ও সত্যায়নকারী | (ঐ কিতাবকে) যা তাদের কাছে রয়েছে; | | |
| بِمَا وَرَاءَهُ | وَهُوَ الْحَقُّ | مُصَدِّقًا | لِمَا مَعَهُمْ | | |
| তুমি বলো: | তোমরা কেন হত্যা করছো | আল্লাহর নবীদেরকে | ইতিপুর্বে | যদি ঈমানদার হয়ে থাকো। | |
| قُلْ | فَلِمَ تَقْتُلُونَ | أَنْبِيَاءَ اللَّهِ | مِنْ قَبْلُ | إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ | |

## আয়াতের ভাবার্থ:

(৯০) যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করে দিয়েছে তা কতইনা নিকৃষ্ট! তারা গোড়ামীর বশবর্তী হয়ে কোরআনকে অস্বীকার করেছে। অথচ নবুয়াত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর বিশেষ অনুগ্রহ। ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধে নিমজ্জিত হয়েছে এবং ঐ সকল কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

DO NOT COPY

(৯১) যখন তাদেরকে কোরআনের প্রতি ঈমান আনতে বলা হয়, তখন তারা বলে আমরা তাওরাতের প্রতি ঈমান এনেছি। মূলত এটা ছাড়া অন্য কোনো কিতাব তারা মানে না। দুইটি কারণে তাওরাতের প্রতি তাদের ঈমান আনার দাবী মিথ্যা পরিলক্ষিত হয়:
(ক) কোরআন হলো তাওরাতের সত্যায়নকারী, এটাকে অবিশ্বাস করা তাওরাতকে অবিশ্বাস করার শামিল।
(খ) তাওরাতের প্রতি সত্যিই বিশ্বাস করে থাকলে অসংখ্য নবীকে হত্যা করতে পারতো না।

(*আল-মোন্তাখাব*, ২১) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ৯০নং আয়াতে "তারা তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে কুফরের বিনিময়ে" এর অর্থ হলো: বনী ইসরাঈল তাদের পুরো জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে কুফরি কাজের জন্য। এ ধরনের বিক্রয়কে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে, কারণ তারা সবচেয়ে দামী জিনিসটাকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করেছে। তিনটি কারনে তারা কোরআন ও মোহাম্মদ (সা.) কে অস্বীকার করেছে:

(ক) মোহাম্মদ (সা.) এর প্রতি হিংসা।
(খ) নেতৃত্বের লোভ।
(গ) গোঁড়ামি।

(*তাফসীর আল-মানার*, মোহাম্মদ রশীদ রেদা, ১/৩১৬) ।

২। তাদের গোঁড়ামির একটি উদাহরণ হলো: তাদেরকে যখন বলা হয়: তোমরা কোরআন ও মোহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ঈমান আনো, তখন তারা বলে: আমাদের কাছে যা আছে তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা একবারের জন্য বোঝার চেষ্টা করলো না যে, কোরআনই সত্য এবং তাদের কিতাবের সত্যায়নকারী। তাদের গোঁড়ামির জবাবে আল্লাহ বলেছেন: তোমরাতো তোমাদের কিতাবও মানছো না এবং তোমাদের মধ্যকার নবীদেরকেও তোমরা হত্যা করেছো।

(*ফি জিলাল আল-কোরআন*, সাইয়্যেদ কুতুব, ১/৯১) ।

DO NOT COPY

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٩٢) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجلَ
بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٣)﴾ [سورة البقرة: ٩٢-٩٣].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** তাওরাতের প্রতি তাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| ৯২ | এবং তোমাদের কাছে এসেছিলো | মূসা | সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, | অতপর | তোমরা (মাবূদ) বানাইলে |
|---|---|---|---|---|---|
| | وَلَقَدْ جَاءَكُمْ | مُوسَى | بِالْبَيِّنَاتِ | ثُمَّ | اتَّخَذْتُمُ |

| গোবৎসকে | তার অনুপস্থিতে, | তোমরা (আসলেই) | যালেম। | ৯৩ | এবং (স্মরণ করো,) যখন |
|---|---|---|---|---|---|
| الْعِجلَ | مِنْ بَعْدِهِ | وَأَنْتُمْ | ظَالِمُونَ | | وَإِذْ |

| আমি নিয়েছিলাম | তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি, | এবং আমি তুলে ধরলাম | তোমাদের উপর |
|---|---|---|---|
| أَخَذْنَا | مِيثَاقَكُمْ | وَرَفَعْنَا | فَوْقَكُمُ |

| তুর পাহাড়কে, | (আর বলেছিলাম:) তোমরা আঁকড়ে ধরো | যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দিয়েছি |
|---|---|---|
| الطُّورَ | خُذُوا | مَا آتَيْنَاكُمْ |

| শক্তভাবে; | এবং (আমার কথাগুলো) শুনো, | তারা (জবাবে) বললো: | আমরা তা শুনলাম |
|---|---|---|---|
| بِقُوَّةٍ | وَاسْمَعُوا | قَالُوا | سَمِعْنَا |

| এবং অমান্য করলাম, | আসলে তাদের ক্বলবে আশক্তি তৈরি করা হয়েছে | গোবৎসের পুজার প্রতি |
|---|---|---|
| وَعَصَيْنَا | وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ | الْعِجلَ |

| তাদের কুফরির কারণে, | তুমি বলে দাও: | তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে কাজে উদ্বুদ্ধ করছে, তা কতই না নিকৃষ্ট। |
|---|---|---|
| بِكُفْرِهِمْ | قُلْ | بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ |

| যদি তোমরা (তাওরাতের প্রতি) সত্যিকার ঈমানদার হতে (তাহলে বুঝতে পারতে তোমরা কি করেছো?)। |
|---|
| إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ |

DO NOT COPY

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৯২) ইহুদীরা খোদ মূসা (আ.) জীবিত অবস্থায় শিরকের দিকে ফিরে গিয়ে তাওরাতকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে। মূসা (আ.) তাওরাত আনার জন্যে তুর পাহাড়ে গেলেন, এদিকে তারা গোবৎসকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের উপর যুলম করেছে।

(৯৩) ইহুদীদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের হটকারিতা ও তার পরিনাম স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: তাদের অতি বাড়াবাড়ির কারণে তাদের মাথার উপর তুর পাহাড় তুলে ধরে এ মর্মে শপথ গ্রহণ করা হয়েছে যে, তাদেরকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তার বিধান তারা শক্তভাবে ধারণ করবে এবং তাদেরকে যা বলা হবে, তারা তা মানবে। অন্যথায়, পাহাড় চাপা দিয়ে তাদেরকে এখানেই নিঃশেষ করে দেওয়া হবে। কিন্তু এর পরেও তারা পুনরায় গোবৎসকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে কেমন যেন ম্যাসেজ দিয়েছে: আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মাধ্যমে তাদেরকে ভৎসনা করে বললেন: তারা এমন ঈমানের দাবীদার যা তাদেরকে একটি তুচ্ছ গোবৎসকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারেনি। তাওরাতের প্রতি সত্যিকার ঈমানদার হলে তারা কখনও এ ঘৃন্য কাজটি করতে পারতো না। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/১৪) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ ‘সুস্পষ্ট নিদর্শন’ দ্বারা মূসা (আ.) এর ৯টি নিদর্শনকে বুঝানো হয়েছে: তুফান, পঙ্গপাল, ব্যাঙ, উকুন, রক্ত, লাঠি, সাদা হাত, সমুদ্র দিখন্ড হওয়া এবং দুর্ভিক্ষ।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/১২৭-১২৮) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, তারা মূলত তাওরাতের প্রতিও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে নি। যদি আন্তরিকভাবে ঈমান আনতো, তাহলে তারা নবীদেরকে হত্যা করা, গোবৎসের পুজা করা, আল্লাহর নিয়ামত সমুহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া, আল্লাহর সাথে সংগঠিত প্রতিশ্রুতি ভংগ করা, মোহাম্মদ (সা.) কে অস্বীকার করা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ কখনো করতে পারতো না। (*তাফসীর আল-মুনীর*, জুহাইলী, ১/১২৭-১২৮) ।

২। হকের প্রতি মানুষের বিশ্বাস তাকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে, আর বাতিলের প্রতি তার বিশ্বাস তাকে খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৮৪) ।

DO NOT COPY

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ (٩٤) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٥) وَلَتَجِدَنَّهُمْ
أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ
مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٩٦)﴾ [سورة البقرة: ٩٤-٩٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** অপরাধ ও পার্থিব জীবনের সম্পর্ক।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯৪ | হে নবী! বলে দিন: | যদি | (বরাদ্দ) হয়ে থাকে | শুধু তোমাদেরই জন্য | আখিরাতের বাসস্থান |
| | قُلْ | إِنْ | كَانَتْ | لَكُمُ | الدَّارُ الْآخِرَةُ |
| আল্লাহর কাছে | বিশেষভাবে | অন্য মানুষকে বাদ দিয়ে, | তাহলে তোমরা কামনা করো | মৃত্যু, | |
| عِنْدَ اللَّهِ | خَالِصَةً | مِنْ دُونِ النَّاسِ | فَتَمَنَّوُا | الْمَوْتَ | |
| যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) হয়ে থাকো | সত্যবাদী। | ৯৫ | আর তারা কখনো তা কামনা করবে না | | |
| إِنْ كُنْتُمْ | صَادِقِينَ | | وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا | | |
| ঐসব পাপের কারণে যা পাঠিয়েছে | তাদের হাত, | এবং আল্লাহই ভালো জানেন | যালেমদের সম্পর্কে। | | |
| بِمَا قَدَّمَتْ | أَيْدِيهِمْ | وَاللَّهُ عَلِيمٌ | بِالظَّالِمِينَ | | |
| ৯৬ | এবং আপনি তাদেরকে পাবেন | সব মানুষের চেয়ে বেশী লোভী | পার্থিব জীবনের প্রতি, | | |
| | وَلَتَجِدَنَّهُمْ | أَحْرَصَ النَّاسِ | عَلَى حَيَاةٍ | | |
| এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশী; | তাদের প্রত্যেকে চায় | হাজার বছর বাঁচতে, | এ দীর্ঘ জীবন | | |
| وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا | يَوَدُّ أَحَدُهُمْ | لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ | | | |
| তাকে রক্ষা করতে পারবে না | আযাব থেকে; | | আল্লাহ দেখেন | তাদের কাজকর্ম। | |
| وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ | مِنَ الْعَذَابِ | أَنْ يُعَمَّرَ | وَاللَّهُ بَصِيرٌ | بِمَا يَعْمَلُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৯৪) ইহুদীরা দাবী করতো জান্নাতে কেবল তারাই প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক ও বন্ধু এবং তারা আল্লাহর সন্তান। আল্লাহ তাদের জবাবে বলেন: হে আল্লাহর নবী আপনি ইহুদীদেরকে বলে দেন, যদি আখিরাতের পুরস্কার কেবল তাদেরই জন্য হয়, তাহলে তারা যেন তাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য মৃত্যু কামনা করে, কারণ মৃত্যু ছাড়া আখিরাতের পুরস্কার কল্পনা করা যায় না।

DO NOT COPY

(৯৫) কিন্তু বাস্তবতা হলো: তারা তাদের পাপের কারণে মৃত্যুর প্রতি কখনও আগ্রহী হবে না। তাদের পাপ ও যুলমের বিষয় আল্লাহর কাছে স্পষ্ট, যা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে আরো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আখিরাতের নেয়ামত কেবল মোত্তাকীদের জন্য, তাদের মতো ফাসেকদের জন্য নয়।
(৯৬) বরং আপনি তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের প্রতি সকল মানুষের চেয়ে বেশী আগ্রহী পাবেন, এমনকি আখিরাত অস্বীকারকারী মোশরেকদের চেয়েও বেশী। এজন্য তারা দুনিয়াতে হাজার বছর বেঁচে থাকতে চায়। এ দীর্ঘ জীবন তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে অবকাশ দিতে পারবে না। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং সে অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি দিবেন। (*আল-মোন্তাখাব*, ২২) ।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আবু আল-আলিয়া (রা.) বলেন: ইহুদীরা বলে: ইহুদী ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের জবাবে আল্লাহ তায়ালা ৯৪ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ১৮) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা 'মোবাহালা' এর মাধ্যমে ইহুদীদের মিথ্যা দাবীগুলো খন্ডন করেছেন। তাদের উদ্ভট দাবীগুলোর অন্যতম হলো: "আমাদেরকে অল্প কয়েকটি দিন জাহান্নাম স্পর্শ করবে" (বাকারাহ: ৮০), "জান্নাতে ইহুদী-খৃষ্টান ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না" (বাকারাহ: ১১১) এবং "আমরা আল্লাহর প্রিয় সন্তান" (মায়িদাহ: ১০১)। আল্লাহ তাদেরকে বললেন: তোমাদের এ দাবী যদি সঠিক হয়, তাহলে এগুলো পাওয়ার জন্য মৃত্যু কামনা করো; কারণ মৃত্যু ছাড়া এর কোনটি পাওয়া যাবে না। তাদের পক্ষ থেকে সাড়া না পেয়ে আল্লাহ ফলাফল ঘোষণা করলেন যে, তারা তাদের দাবীতে মিথ্যাবাদী, কারণ তারা যে পরিমান পাপ করেছে তার শাস্তির ভয়ে কখনো মৃত্যু কামনা তো করবেই না, বরং দীর্ঘ জীবনের লোভে বিভোর থাকবে। ( *তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/২৩১-২৩২)।

২। কাফের মৃত্যুর ভয়ে মরতে চায় না, আর মুমিন এটাকে স্বাভাবিক মনে করে।
(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৮৭) ।

৩। অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, অপরাধীরা পার্থিব জীবন ছেড়ে যেতে চায় না, যদিও দীর্ঘ জীবন তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٧) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِلْكَافِرِينَ (٩٨)﴾ [سورة البقرة: ٩٧-٩٨].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** জিবরীল, ফেরেশতা এবং রাসূলদের ব্যাপারে ইহুদীদের অবস্থান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৯৭ | আপনি বলে দিন: | এমন কি কেউ আছে, | যে শত্রুতা পোষণ করে | জিবরীল এর সাথে? |
| | قُلْ | مَنْ كَانَ | عَدُوًّا | لِجِبْرِيلَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (অথচ) সে | এ (কোরআন) নাযিল করেছে | তোমার ক্বলবে | আল্লাহর আদেশে, | যা সত্যায়নকারী |
| فَإِنَّهُ | نَزَّلَهُ | عَلَى قَلْبِكَ | بِإِذْنِ اللَّهِ | مُصَدِّقًا |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তাদের কাছে মজুদকৃত কিতাবের জন্য, | এবং হেদায়েত ও সুসংবাদ | মুমিনদের জন্য। | ৯৮ | যারা |
| لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ | وَهُدًى وَبُشْرَى | لِلْمُؤْمِنِينَ | | مَنْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| শত্রুতা পোষণ করবে | আল্লাহর সাথে, | এবং তাঁর ফেরেশতাদের সাথে, | তাঁর রাসূলদের সাথে, |
| كَانَ عَدُوًّا | لِلَّهِ | وَمَلَائِكَتِهِ | وَرُسُلِهِ |

| | | |
|---|---|---|
| এবং বিশেষ করে জিবরীল ও মিকাঈলের সাথে; | তাহলে, সয়ং আল্লাহ | সেসব কাফেরদের শত্রু। |
| وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ | فَإِنَّ اللَّهَ | عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৯৭) ইহুদীরা জিবরীলকে শত্রু মনে করার কারণে, আপনাকে এবং কোরআনকে অস্বীকার করে, কারণ সে হলো কোরআন এবং রিসালাতের বাহক। সুতরাং হে আল্লাহর নবী আপনি তাদেরকে বলেন: যারা জিবরীলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, অথচ সে আল্লাহর নির্দেশে কোরআন নাযিল করেছে, যা তোমাদের কাছে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ প্রদানকারী।

(৯৮) সুতরাং যারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্য থেকে যারা রিসালাতের বাহক এবং বিশেষকরে জিবরীল ও মিকাইলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, জেনে রেখ উল্লেখিত যে কোন একজনের সাথে শত্রুতা পোষণকারী সয়ং আল্লাহ তায়ালার শত্রু।

(*আল-মোন্তাখাব*, ২২, *আল-মোয়াস্সার*, ১/১৫)।

DO NOT COPY

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইহুদীরা রাসূল (সা.) এর নবুয়াতের সত্যতা প্রমানের জন্য তাকে ৪টি প্রশ্ন করেছিলো, ৪র্থ প্রশ্নটি ছিলো তোমার ওহীর বাহক কে? তিনি জবাবে বললেন: জিবরীল, তখন তারা বললো: সে তো আমাদের দুষমন; কারণ সে যুদ্ধবিগ্রহের আয়াত অবতীর্ণ করে। যদি তুমি মিকাঈলের নাম বলতে তাহলে আমরা মেনে নিতে পারতাম; কারণ সে সর্বদা বরকত বর্ষণ করে। তখন আল্লাহ ৯৭ নাম্বার আয়াত নাযিল করেন।

(*লুবাব আল-নুকূল*, আল-সুয়ূতী, ১৮-১৯) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। রাসূল (সা.) এর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে ইহুদীদের অজুহাতগুলো হলো:
(ক) "তাওরাতই মুক্তির জন্য যথেষ্ট, তাই বাকী কিতাব অস্বীকার করে"। (সূরা বাক্বারা: ৯১)।
(খ) "আল্লাহর সন্তান হওয়ার কারণে কেবল তারাই আখিরাতে মুক্তি পাবে"। (সূরা বাক্বারা: ১১১)।
(গ) "জিবরীল তাদের শত্রু, কারণ সে যুদ্ধবিগ্রহের আয়াত নিয়ে আসে"। (সূরা বাক্বারা: ৯৭) ।

আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের এ অজুহাতগুলোকে বাতিল ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিলেন:
(ক) কোরআন ও তাওরাত সহ বাকী সকল আসমানী কিতাবই আল্লাহর ওহী বা রিসালাত, সুতরাং যে কোনো একটিকে অস্বীকার করা সকল আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করার শামিল।
(খ) আল্লাহ, রাসূল এবং ফেরেশতাদের অস্বীকার করার কারণে তারা আখিরাতে শাস্তি পাবে।
(গ) জিবরীল (আ.) সকল নবীর কাছে ওহী নিয়ে এসেছেন, তাকে অস্বীকার করা মানে তার বহনকৃত সকল ওহীকে অস্বীকার করা।

(*আল-তাহরীর ওয়াল-তানউইর*, ১/৬১৯-৬২১), আল-*তাফসীর আল-মুনীর*, ১/২৩৬-২৩৭)।

৩। কাফেররা আল্লাহর শত্রু, তাই তারা মোমেনদেরও শত্রু।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, জাজ্বায়িরী: ১/৮৭) ।

DO NOT COPY

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (٩٩) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ
فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ
نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١)﴾
[البقرة: ٩٩-١٠١].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদীকর্তৃক কোরআনকে অস্বীকার এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯৯ | এবং অবশ্যই আমি অবতীর্ণ করেছি | তোমার কাছে | স্পষ্ট আয়াতসমূহ, | এগুলো অস্বীকার করে | |
| | وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا | إِلَيْكَ | آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ | وَمَا يَكْفُرُ بِهَا | |
| কেবল ফাসিকরাই। | ১০০ | কি আশ্চর্য! যখনি | তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে | কোনো অঙ্গীকারে, | |
| إِلَّا الْفَاسِقُونَ | | أَوَكُلَّمَا | عَاهَدُوا | عَهْدًا | |
| তখনি তা ভঙ্গ করেছে | এক দল | তাদের মধ্য থেকে, | বরং | তাদের অধিকাংশই | ঈমান আনে না। |
| نَبَذَهُ | فَرِيقٌ | مِنْهُمْ | بَلْ | أَكْثَرُهُمْ | لَا يُؤْمِنُونَ |
| ১০১ | এবং যখন | তাদের কাছে আসলো | আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল, | যিনি সত্যায়ন করেন | |
| | وَلَمَّا | جَاءَهُمْ | رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ | مُصَدِّقٌ | |
| ঐ কিতাবের যা তাদের কাছে রয়েছে, | তখন নিক্ষেপ করলো | আহলে কিতাবের এক দল লোক | | | |
| لِمَا مَعَهُمْ | نَبَذَ | فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ | | | |
| আল্লাহর কিতাবকে | তাদের পিছনের দিকে | যেন তারা | কিছুই জানে না। | | |
| كِتَابَ اللَّهِ | وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ | كَأَنَّهُمْ | لَا يَعْلَمُونَ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(৯৯) হে আল্লাহর নবী! আমি জিবরীলের মাধ্যমে আপনার উপর স্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, এগুলো কেবল ফাসিকরাই অস্বীকার করে।

(১০০) তারা ঈমান-আক্বীদা নিয়ে যেমন তালবাহানা করে, তেমনিভাবে প্রতিশ্রুতি নিয়েও তালবাহানা করে। যখনি তারা মুসলিম অথবা অন্য কারো সাথে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়, তখনি তাদের একটি দল তা ভঙ্গ করে, কারণ অঙ্গীকারের বিষয়ে তারা ঈমান রাখে না।

(১০১) অতঃপর যখন মোহাম্মদ (সা.) কোরআন নিয়ে তাদের কাছে এসেছে, যার বিষয়ে তাওরাতে তারা জানতে পেরেছে। তখন তারা তাকে এমনভাবে অস্বীকার করেছে, মনে হয় যেন তার বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। (*আল-মোন্তাখাব*, ২৩, *আল-মোয়াস্সার*, ১/১৫)।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: ইবনু সুরিয়া (এক ইহুদী) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললেন: তুমি যা নিয়ে আসছো তা কিছুই আমাদের বুঝে আসছে না। আল্লাহ তোমাকে স্পষ্ট কিছু দিচ্ছে না কেন? তখন ৯৯নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। এবং মালিক ইবনু সাইফ (কাইনুকা গোত্রের ইহুদী নেতা) রাসূল (সা.) কে বললেন: তোমার ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের থেকে কোনো ওয়াদা গ্রহণ করেনি, তখন ১০০নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। (*লুবাব আল-নুকূল*, আল-সুয়ূতী, ২০) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। অত্র আয়াতে কোরআনকে অস্বীকার করা এবং ওয়াদা ভঙ্গ করা ইহুদীদের স্বভাব এ বিষয়ে আলোচনা করে রাসূল (সা.) এর ভারাক্রান্ত অন্তরকে শান্তনা দিয়েছেন।

২। ইহুদীদের খারাপ চরিত্রের কারণে তাদের কিছু পার্থিব পরিণতি:

(ক) কোরআনের বিরোধীতা করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

(খ) হিংসার বশবর্তী হয়ে মোহাম্মদ (সা.) কে সহ্য করতে না পেরে তারা দুর্ভাগা হয়েছে।

(গ) অধিক গোমরাহীর কারণে তারা হেদায়েতের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে।

(ঘ) বেশী বেশী ওয়াদা ভঙ্গ করে তারা বিশ্বস্ততা হাড়িয়েছে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ১/২৩৭-২৪০)।

৩। "এগুলো অস্বীকার করে কেবল ফাসিকরাই" দ্বারা বুঝা যায় 'পাপকাজ মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যায়'। বান্দা যখন ছোট-খাট অপরাধে জড়ায়, তখন তা আল্লাহর নির্দেশকে উপেক্ষা করার দিকে নিয়ে যায়। অতপর একপর্যায়ে আল্লাহ প্রদত্ব সীমারেখা হালাল-হারামকে অমান্য করে কুফরিতে পতিত হয়। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৮৯)।

DO NOT COPY

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا
أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا
مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ
عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣)﴾ [سورة البقرة: ١٠٢-١٠٣].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** যাদুমন্ত্র, যাদুবিদ্যা এবং তাবিজকে দৈনন্দিন জীবনে পালনের হুকুম।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ১০২ | এবং তারা অনুসরণ করা শুরু করলো (এমন যাদুমন্ত্রের) | যা শয়তানরা আবৃত্তি করতো |
| | وَاتَّبَعُوا | مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ |

| | |
|---|---|
| সোলায়মানের রাজত্বকালে, | (মূলত) সোলাইমান কখনো (যাদুমন্ত্র ব্যবহার করে) কুফরি করেনি, |
| عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ | وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিলো; | তারা শিক্ষা দিতো | মানুষকে | যাদুবিদ্যা, | ও যা নাযিল হয়েছিলো |
| وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا | يُعَلِّمُونَ | النَّاسَ | السِّحْرَ | وَمَا أُنْزِلَ |

| | | |
|---|---|---|
| বাবেল শহরে দুইজন ফেরেশতার উপর | (যাদের নাম) হারুত এবং মারুত, | এবং তারা (যাদু) শিক্ষা দিতো না |
| عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ | هَارُوتَ وَمَارُوتَ | وَمَا يُعَلِّمَانِ |

| | | |
|---|---|---|
| কাউকে, | এ কথা না বলা পর্যন্ত যে | “নিশ্চয় আমরা (তোমাদের জন্য) পরীক্ষা (স্বরূপ এসেছি), |
| مِنْ أَحَدٍ | حَتَّى يَقُولَا | إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ |

| | |
|---|---|
| সুতরাং তোমরা (যাদুবিদ্যা শিখে) কুফরি করো না”; | এসত্ত্বেও তারা উভয় থেকে এমন বিদ্যা শিখেছিলো |
| فَلَا تَكْفُرْ | فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যা দিয়ে তারা বিচ্ছেদ ঘটাতো | স্বামী স্ত্রীর মাঝে, | যদিও এর দ্বারা তারা ক্ষতি করতে পারে না | অন্য কারো |
| مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ | بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ | وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ | مِنْ أَحَدٍ |

| | | |
|---|---|---|
| আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া, | এবং তারা এমন কিছু শিখে | যা তাদের উপকার ও ক্ষতি কোনটিই করতে পারে না; |
| إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ | وَيَتَعَلَّمُونَ | مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তারা ভালো ভাবেই জানে | যা তারা ক্রয় করেছে | পরকালে তার কোনো মূল্য নেই, | এবং খুবই নিকৃষ্ট |
| وَلَقَدْ عَلِمُوا | لَمَنِ اشْتَرَاهُ | مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ | وَلَبِئْسَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| যার বিনিময়ে তারা বিক্রয় করেছে | নিজেদেরকে, | হায়! যদি তারা বুঝতো। | ১০৩ | আর যদি তারা মোমিন |
| مَا شَرَوْا بِهِ | أَنْفُسَهُمْ | لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ | | وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا |

| | | |
|---|---|---|
| ও মোত্তাকী হতো, | তাহলে আল্লাহর কাছে উত্তম পুরস্কার পেতো, | (কতো ভালো হতো!) তারা যদি বুঝতো। |
| وَاتَّقَوْا | لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ | لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ |

DO NOT COPY

## আয়াতের ভাবার্থ:

(১০২)এবং ইহুদীরা এমন যাদুমন্ত্রের অনুসরণ করা শুরু করলো, যা শয়তানরা আবৃত্তি করতো সোলায়মানের রাজত্বকালে। তারা সোলাইমান (আ.) কে নবী হিসেবে মান্য করতো না, বরং তাকে যাদুকর হিসেবে প্রচার করতো। মূলত: সোলাইমান কখনো যাদুমন্ত্র ব্যবহার করে কুফরি করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিলো। তারা শিক্ষা দিতো মানুষকে যাদুবিদ্যা, যা পরীক্ষা স্বরূপ বাবেল শহরে দুইজন ফেরেশতা হারুত এবং মারুতের উপর নাযিল হয়েছিলো। তারা কাউকে যাদু শিক্ষা দিতো না, এ কথা না বলা পর্যন্ত যে "নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ এসেছি, সুতরাং তোমরা যাদুবিদ্যা শিখে কুফরি করো না"। এতদসত্ত্বেও তারা উভয় থেকে এমন বিদ্যা শিখেছিলো যা দিয়ে তারা বিচ্ছেদ ঘটাতো স্বামী স্ত্রীর মাঝে, যদিও কেউ ক্ষতি করতে পারে না অন্য কারো আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। তারা এমন কিছু শিখে যা তাদের উপকার ও ক্ষতি কোনটিই করতে পারে না। তারা ভালো ভাবেই জানে তারা যার বিনিময়ে নিজেদের জীবনকে বিক্রয় করেছে, পরকালে তার কোনো মূল্য নেই এবং তা খুবই নিকৃষ্ট। হায় আফসোস তাদের জন্য! তারা যদি বুঝতো, তাহলে তারাই লাভবান হতো।

(১০৩) যদি তারা মোমিন ও মোত্তাকী হতো, তাহলে বুঝতো যাদু এবং তার মাধ্যমে যা অর্জন করছে তার চেয়ে আখিরাতের পুরস্কার উত্তম। তারা যদি সঠিকভাবে বুঝতো ঈমান ও তাকওয়ার পুরস্কার কত মূল্যবান, তাহলে তারাও ঈমান গ্রহণ করতো।

(*আল-মোন্তাখাব*, ২৩, *আল-মোয়াস্সার*, ১/১৬) ।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতো: মোহাম্মদ সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রন করে ফেলেছে, সোলাইমানকে সে কিভাবে নবী হিসেবে গন্য করছে? অথচ সে ছিলো একজন প্রসিদ্ধ যাদুকর। তখন আল্লাহ তায়ালা ইহদীদের এ ভ্রান্ত ধারণার উত্তরে ১০২নং আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ূতী, ২০) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) বলেন: যাদুবিদ্যা হলো এমন জ্ঞান যার সূক্ষ্ম প্রভাব এবং একটি লুকানো কারণ রয়েছে, যা মানুষের চোখ, আত্মা এবং শরীরকে প্রভাবিত করে। (*আইসার*, ১/৯১) ।

২। আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা হলো: যাদুমন্ত্রের অস্তিত্ব আছে, এটাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে এটা শিক্ষা গ্রহণ এবং ব্যবহার করা হারাম। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে লুবাইদ ইবনু আ'সাম যাদুটোনা করেছিলো। যার প্রভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা সুরা ফালাক্ব এবং নাস অবতীর্ণ করলেন, যা দিয়ে ঝার-ফুঁক দেয়ার পর রাসূল (সা.) আরোগ্যলাভ করলেন। (সহীহ আল-বুখারী: ৫৭৬৩) ।

৩। ওহাবা আল-জুহাইলী (র.) বলেন: ইহুদী আলেমদের একটি অংশ তাওরাতে মোহাম্মদ (সা.) এর আগমনের সুসংবাদ থাকায় তা বর্জন করে সোলাইমান (আ.) সম্পর্কে উদ্ভট কথা বলা শুরু করলো। তারা বিশ্বাস করতো তিনি যাদুকর ছিলেন এবং তাঁর রাজত্ব যাদুর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আল্লাহ তায়ালা বাস্তবসত্য তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের এ ভ্রান্ত আক্বীদার যৌক্তিক জবাব দিয়েছেন।

DO NOT COPY

৪। হারুত এবং মারুত হলো- দুইজন ফেরেশতা, অথবা আল্লাহর দুইজন আনুগত্য বান্দা, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুই কারণে নির্বাচন করেছেন:

(ক) যাদুকরের যাদুমন্ত্র এবং সোলাইমান (আ.) এর মুজিজার মধ্যে পার্থক্য শিক্ষা দেয়া।

(খ) কারা যাদুমন্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করে কুফরিতে পতিত হয় তা পরীক্ষা করা।

৫। ১০৩নং আয়াত থেকে বুঝা যায় ইহুদীরা নিম্নের বিষয়গুলোকে মান্য করলে, আল্লাহর কাছ থেকে মহাপুরস্কার পেয়ে ধন্য হতো: (ক) বিকৃতি না করে পরিপূর্ণ তাওরাতকে মান্য করা, (খ) মোহাম্মদ (সা.) ও কোরআনকে মান্য করা, (গ) যাদুবিদ্যা পরিত্যাগ করা, এবং (ঘ) আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে যথার্থভাবে পালন করা। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/২৪৪-২৪৬) ।

৬। মানুষ কোরআন এবং সহীহ সুন্নাহ থেকে বিমুখ হলে তার সামনে মানব রচিত বাতিল বিধান, বেদ'য়াত এবং গোমরাহীর দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/৯২) । ইহুদীরা তাওরাত ছেড়ে এ রকম একটি বিড়ম্বনায় পড়েছিল। বর্তমান সময়েও মুসলমানদের একটি অংশকে কোরআন এবং সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে শেরক, বেদ'য়াত ও বিভিন্ন গোমরাহীতে নিমজ্জিত হতে দেখা যাচ্ছে।

৭। আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) বলেন: যাদুকর কাফির, তার থেকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করা এবং ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া দুইটাই হারাম।

৮। ইলমুজ্জান বা ধারনাজ্ঞান  মানুষকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করতে পারে না, গোমরাহী থেকে রক্ষা পেতে দরকার ইলমুল ইয়াক্বীন বা নিশ্চিতজ্ঞান। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/৯৩) ।

DO NOT COPY

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) مَا
يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١٠٥)﴾ [سورة البقرة: ١٠٤-١٠٥].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে কথবার্তার আদব।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১০৪ | হে মোমেনগণ! (রাসূলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে) | তোমরা ‘রা’ইনা’ বলো না, | এবং বলো: | |
| | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | لَا تَقُولُوا رَاعِنَا | وَقُولُوا | |
| ‘উনজুরনা’; | এবং (তাঁর কথা মন দিয়ে) শোন; | আর কাফেরদের জন্য রয়েছে | যন্ত্রণাদায়ক আযাব। | |
| انْظُرْنَا | وَاسْمَعُوا | وَلِلْكَافِرِينَ | عَذَابٌ أَلِيمٌ | |
| ১০৫ | তারা চায় না, | যারা কাফের হয়েছে | আহলে কিতাব থেকে | এবং মুশরিকরাও চায় না |
| | مَا يَوَدُّ | الَّذِينَ كَفَرُوا | مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ | وَلَا الْمُشْرِكِينَ |
| নাযিল হোক | তোমাদের উপর | কোন কল্যান | তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, | অথচ আল্লাহ |
| أَنْ يُنَزَّلَ | عَلَيْكُمْ | مِنْ خَيْرٍ | مِنْ رَبِّكُمْ | وَاللَّهُ |
| খাস করে নেন | তাঁর রহমতের জন্য | যাকে ইচ্ছা; | আর আল্লাহ | মহান ফযলের অধিকারী । |
| يَخْتَصُّ | بِرَحْمَتِهِ | مَنْ يَشَاءُ | وَاللَّهُ | ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১০৪) আল্লাহ তায়ালা যখন দেখলেন ইহুদীরা খারাপ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ‘রা’ইনা’ বলে সম্বোধন করে, তখন তিনি মুমিনদেরকে এ শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করে বলেন: হে মোমেনগণ! রাসূলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তোমরা ‘রা’ইনা’ বলো না, বরং বলো: ‘উনজুরনা’ এবং তার কথা মন দিয়ে শোন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তিরষ্কার করার জন্য এসকল কাফেররা যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করবে।

(১০৫) আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যারা কাফের হয়েছে এবং যারা মুশরিক হয়েছে তারা চায় না তোমাদের উপর রবের পক্ষ থেকে কোন কল্যান নাযিল হোক। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমতের জন্য যাকে ইচ্ছা খাস করে নেন। আর আল্লাহ মহান ফযলের অধিকারী ।

*(আল-মোয়াস্সার, ১/১৬)* ।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আরবরা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে তাদের প্রচলন অনুযায়ী ‘রা῾ইনা’ বলতো, যার অর্থ হলো– ‘আমাদের প্রতি একটু খেয়াল করুন’। এমনকি সাহাবায়ে কেরামও রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে একই শব্দ ব্যবহার করতেন। ‘রা῾ইনা’ শব্দটি ইহুদীদের ভাষায় ‘আমাদের রাখাল’ অর্থে ব্যবহার হয়। তাই মালিক ইবনু সাইফ ও রিফাআহ ইবনু যায়েদ নামক দুই ইহুদী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হেয় করার জন্য তাদের প্রচলিত অর্থে তাঁকে সম্বোধন করতো। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

(*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী, ২১) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে মোমেনদেরকে “হে মোমেনগণ!” বলে ৮৮ বার সম্বোধন করেছেন। এ আয়াতের সম্বোধনটি কোরআনের প্রথম সম্বোধন।

২। ১০৪নং আয়াতে ‘কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে’ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হেয় করা বা গালমন্দ করা কুফরি কাজ, যার শাস্তি হলো জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৯৪) ।

৩। মুসলমানদের পরিভাষা থেকে এমন শব্দ বাদ দেয়া উচিৎ, যাকে ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদেরকে ঘায়েল করার জন্য খারাপ অর্থে ব্যবহার করে থাকে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/২৫৬-২৫৭) ।

৪। মানুষের সাথে হিংসায় লিপ্ত হওয়া আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার শামিল। কারণ যে নেয়ামতের কারণে সে হিংসায় লিপ্ত হয়েছে, ঐ নিয়ামতটি তাকে আল্লাহ দিয়েছেন। তার প্রতি হিংসার অর্থ দাড়ায়, আল্লাহ কাজটি ঠিক করেন নি, নাউজুবিল্লাহ। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦)﴾ [سورة البقرة: ١٠٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** পূর্বের হুকুম রহিত করণের প্রয়োজনীয়তা

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০৬ | আমি যা রহিত করি | কোনো আয়াত | অথবা | তা ভুলিয়ে দেই, | তখন আনয়ন করি |
| | مَا نَنْسَخْ | مِنْ آيَةٍ | أَوْ | نُنْسِهَا | نَأْتِ |
| তার চেয়ে উত্তম | কিংবা | তারই মতো (আয়াত); | তুমি কি জানো না | যে | আল্লাহ তায়ালা |
| بِخَيْرٍ مِنْهَا | أَوْ | مِثْلِهَا | أَلَمْ تَعْلَمْ | أَنَّ | اللهَ |
| সব কিছুর উপর | ক্ষমতাবান। | | | | |
| عَلَى كُلِّ شَيْءٍ | قَدِيرٌ | | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১০৬) আমি যখন রহিত করি কোনো আয়াত অথবা তা ভুলিয়ে দেই, তখন আনয়ন করি তার চেয়ে উত্তম কিংবা তারই মতো আয়াত। তুমি কি জানো না যে আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/১৭)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর রাতে আয়াত অবতীর্ণ হলে পরের দিনে তার কিছু অংশ ভুলে যেতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুশ্চিন্তা করলে, তাকে শান্তনা দিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(*লুবাবুন নুকূল*, সুয়ূতী, ২২)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। 'নসখ' বা 'রহিতকরণ' হলো- "পূর্বের বিধানকে পরের আনিত বিধান দিয়ে পরিবর্তন করা"। 'নসখ' মূলত দুই প্রকার:

(ক) ইসলামী শরীয়াহ পূর্বের সকল শরিয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। (সুরা আলে-ইমরান: ৮১)।

(খ) ইসলামী শরীয়াহ এর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে রহিতকরণ।

(আল-*তাফসীর আল-কাবীর*, ৩/৬৩৫-৬৩৭)।

২। মুসলিম উম্মাহ একমত: কোনো বিধান রহিত হওয়ার ব্যাপারে শর'য়ী এবং যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং এটা আল্লাহ তায়ালার শানে বেমানান নয়।

DO NOT COPY

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/২৬৩) ।

৩। অত্র আয়াত থেকে বোঝা যায়, নসখের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার মূলনীতি হলো ২টি:
(ক) পূর্বের বিধানকে সমমানের বিধান দিয়ে রহিত করা, যেমন: কিবলা পরিবর্তন, (আল-বাকারা: ১৪৪) ।
(খ) পূর্বের বিধানকে তার চেয়ে সহজ ও উত্তম বিধান দিয়ে রহিত করা, যেমন: ২০জন মুসলিম বাহিনী ২০০জন মোশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং ১০০ জন মুসলিম ১০০০জন কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ার বিধানকে সহজ করে ১০০জন ২০০জনের বিরুদ্ধে এবং ১০০০জন ২০০০জনের বিরুদ্ধে লড়ার বিধান চালু করা, (আল-আনফাল: ৬৫-৬৬) ।
৪। উলুম আল-কোরআনের প্রায় সকল কিতাবে কোরআনের তিন প্রকার 'নসখ' এর কথা উল্লেখ রয়েছে:

(ক) আয়াতের তেলাওয়াত ও হুকুম উভয় রহিত হওয়া।

(খ) হুকুম রহিত হয়ে তেলাওয়াত বাকী থাকা, যেমন: পরামর্শের সাদক্বা, (সুরা আল-মুযাদালাহ: ১২)।

(গ) তেলাওয়াত রহিত হয়ে হুকুম বাকী থাকা, যেমন: রজমের বিধান, (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

৫। 'নসখ' এর অন্যতম হিকমাত হলো- বান্দার মাসলাহাত, আল্লাহ তায়ালার কোনো সুবিধা বা অসুবিধা নেই এবং এতে তার দুর্বলতাও প্রকাশ পায়নি। বরং তিনি স্বীয় গুনে অনড়।

(*তাফসীর আল-সা'দী*, ৬১) ।

DO NOT COPY

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٧) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٠٨)﴾ [سورة البقرة: ١٠٧-١٠٨].

## আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

দ্বীন সম্পর্কে অযথা, অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক প্রশ্ন মানুষকে গোমরাহ করে দেয়।

## আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০৭ | তুমি কি জানো না যে, | নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার জন্য | আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব? |
| | أَلَمْ تَعْلَمْ | أَنَّ اللَّهَ لَهُ | مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আর তোমাদের জন্য নেই | আল্লাহ ছাড়া | কোনো অভিভাবক | এবং নেই কোনো সাহায্যকারী। |
| وَمَا لَكُمْ | مِنْ دُونِ اللَّهِ | وَلِيٍّ | وَلَا نَصِيرٍ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০৮ | নাকি | তোমরা চাও | (উদ্ভট) প্রশ্ন করতে | তোমাদের রাসূলকে? | যেমন প্রশ্ন করা হয়েছিলো |
| | أَمْ | تُرِيدُونَ | أَنْ تَسْأَلُوا | رَسُولَكُمْ | كَمَا سُئِلَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মূসাকে | (তোমাদের) আগে; | আর যে বদল করে নিবে | কুফরীকে | ঈমানের বিনিময়ে, |
| مُوسَى | مِنْ قَبْلُ | وَمَنْ يَتَبَدَّلِ | الْكُفْرَ | بِالْإِيمَانِ |

| | | |
|---|---|---|
| সে অবশ্যই গোমরাহ হয়ে যাবে | সোজা পথ থেকে। | |
| فَقَدْ ضَلَّ | سَوَاءَ السَّبِيلِ | |

## আয়াতের ভাবার্থ:

(১০৭) হে আল্লাহর নবী আপনি এবং আপনার উম্মত কি জানে না, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা হলেন এমন সত্বা, যার জন্য আসমান এবং যমীনের রাজত্ব? তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন এবং যা ইচ্ছা আদেশ করেন ও যা থেকে ইচ্ছা নিষেধ করেন। যারা খারাপ কাজ করে তাদের জেনে রাখা উচিৎ আখিরাতে আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।

(১০৮) তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে এমন সব উদ্ভট প্রশ্ন করতে চাও যেমনটা মূসার অনুসারীরা ইতিপূর্বে তাকে করেছিলে? যারা ঈমানকে কুফরের সাথে বদল করে নিবে, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/১৭) ।

DO NOT COPY

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: রাফে' ইবনু হুরাইমালাহ এবং ওহাব ইবনু যায়েদ নামক দুই ইহুদী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললো: হে মোহাম্মদ! তুমি আমাদের জন্য আসমান থেকে পরিপূর্ণ কিতাব নিয়ে এসো, যাতে আমরা অধ্যায়ন করে সহজে উপলব্দি করতে পারি। অথবা, আমাদের জন্য ঝর্ণা প্রবাহিত করো, তাহলে আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো এবং অনুসরণ করবো। তখন আল্লাহ তায়ালা ১০৮ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ২২) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ১০৮নং আয়াতে "নাকি তোমরা চাও উদ্ভট প্রশ্ন করতে তোমাদের রাসূলকে?" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আহলে কিতাব ও কাফিররা মোহাম্মদ (সা.) এর কাছে মরুভূমিতে ঝর্ণা চেয়েছিলো, (সুরা বনী ইসরাঈল: ৯০) । এবং "যেমন প্রশ্ন করা হয়েছিলো মূসাকে" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- ইহুদীরা মূসা (আ.) এর কাছে আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে চেয়েছিলো, (সুরা আন-নিসা: ১৫৩) ।

(*তাফসীর সা'রাবী*, ১/৫২০) ।

২। আয়াতদ্বয়ের মূল শিক্ষা হলো: "আল্লাহ তায়ালা, রাসূল (সা.), কোরআন এবং দ্বীন সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম কোরআন ও সহীহ সুন্নাহের আলোকে যা বলেছেন তাকে যথেষ্ট মনে করা। এরপর একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত প্রশ্ন বিষয়টিকে জটিল করে দেয়"।

DO NOT COPY

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(١٠٩) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)﴾ [سورة البقرة: ١٠٩-١١٠].

DO NOT COPY

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদী-খৃষ্টানদের শত্রুতার জবাবে মুসলমানদের করণীয়।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০৯ | অনেক আহলে কিতাব চায় | যদি তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারতো | তোমাদের ঈমানের পর |
| | وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ | لَوْ يَرُدُّونَكُمْ | مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ |
| | কাফির অবস্থায়, | (তারা এরূপ করে থাকে, মুলত) হিংসার কারণে | তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে, |
| | كُفَّارًا | حَسَدًا | مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ |
| | তাদের কাছে হক স্পষ্ট হওয়ার পর; | সুতরাং তোমরা ক্ষমা করো | এবং (তাদেরকে) এড়িয়ে চলো, |
| | مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ | فَاعْفُوا | وَاصْفَحُوا |
| | (তাদের ব্যাপারে) আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত | নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর | ক্ষমতাবান। |
| | حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ | إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ | قَدِيرٌ |
| ১১০ | আর তোমরা সালাত কায়েম করো | এবং যাকাত দাও, | এবং তোমরা যা (অগ্রীম) পাঠাবে |
| | وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ | وَآتُوا الزَّكَاةَ | وَمَا تُقَدِّمُوا |
| | তোমাদের নিজেদের জন্য | নেক আমল, | তা আল্লাহর কাছে পাবে, |
| | لِأَنْفُسِكُمْ | مِنْ خَيْرٍ | تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ |
| | নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা | তোমরা যা করছো | (তার) সম্যক দ্রষ্টা। |
| | إِنَّ اللَّهَ | بِمَا تَعْمَلُونَ | بَصِيرٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১০৯) হে মুমিনগণ! অনেক আহলে কিতাব তাদের কাছে হক স্পষ্ট হওয়ার পর হিংসার বসবতী হয়ে তোমাদেরকে কাফির হিসেবে দেখতে চায়। সুতরাং তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলো।

(১১০) আর সালাত কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো। এবং মনে রেখো, তোমরা দুনিয়াতে যত ভালো কাজ করবে, তা আখিরাতে আল্লাহর কাছে পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/১৭) ।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

মোহাম্মদ (সা.) আরবদের মধ্য থেকে রাসূল হিসেবে আগমণ করায় 'হুয়াই ইবনু আখতাব' এবং 'আবু ইয়াসির ইবনু আখতাব' নামক দুই ইহুদী তাদের বিরুদ্ধে লেগে থাকতো। এমনকি হিংসার বশবতী হয়ে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনতে তারা আপ্রান চেষ্টা চালাতো। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ূতী, ২২) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। ইহুদী-খৃষ্টানরা জানে ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং মুসলমানরা সত্যকে নিয়ে আছেন। এ জ্ঞানই তাদেরকে প্রথমে হিংসা, পরে শত্রুতা এবং সবশেষে তাদেরকে কাফের বানিয়েছে।

২। মোমেনরা ইহুদী-খৃষ্টানদের শত্রুতার জবাবে মুসলমানদের চারটি করণীয়:

(ক) তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া।

(খ) তাদেরকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা অথবা ভালো ব্যবহার করা।

(গ) সালাত কায়েম করা।

(ঘ) যাকাত প্রদান করা।

এ ৪টি বিষয়ই শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। ক্ষমা ও ভালো ব্যবহারের পাশাপাশি সৎচরিত্রবান হলে শত্রু পক্ষ নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। সালাতের মাধ্যমে ঈমানের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হবে এবং মসজিদে একত্র হওয়ার মাধ্যমে পরস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হবে। আর যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্ররা স্বাবলম্বী হলে সমাজে সুখ অর্জিত হবে এবং সামাজিক সংহতির মাধ্যমে জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। শত্রুর জবাব দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার এ মূলনীতি অনুসরণ করলে মুসলমানরা দুনিয়াতে শক্তিশালী জাতি হিসেবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারবে এবং আখিরাতে আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৯৯, *তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/২৭০-২৭১) ।

DO NOT COPY

৩। ইমাম শা'রাবী (র.) বলেন: আল্লাহ তায়ালা চান যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে ধনী মুসলমানরা নিজে সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি গরীবদেরকেও স্বাবলম্বী করবে। এভাবে মুসলমানরা ইহুদী-খৃষ্টানদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে বেড়িয়ে আসবে।

(*তাফসীর সা'রাবী*, ১/৫২৭) ।

৪। ২০৯নং আয়াত থেকে বোঝা যায়, হিংসা মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। এভাবে যে, একজন প্রকৃত অনুসন্ধানী যখন সত্যের সন্ধান পায়, তখন সে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়; কারণ তার দরকার সত্য, তাই সত্য জিনিসটি কার কাছে আছে তা না ভেবে পাওয়া মাত্রই সেটাকে গ্রহণ করে। অপরদিকে একজন হিংসুক যখন হকের সন্ধান পায়, তখন সে কাফের হয়; কারণ সে হক পাবার পরে চিন্তা করে এটা কার কাছে আছে, তখন সে তাদের সাথে হিংসায় জড়িয়ে শত্রুতা শুরু করে, এবং এ শত্রুতাই তাকে কাফির বানিয়ে দেয়।

৫। অনেকেই মনে করে কাফের মোশরেকরা না বুঝে ইসলামের সাথে শত্রুতা করে। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হলো, তারা ইসলাম সম্পর্কে জেনেবুঝে হিংসার বশবর্তী হয়ে শত্রুতা পোষণ করে। (আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١١) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١١٢)﴾ [سورة البقرة: ١١١-١١٢].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** মনগড়া কথা নয়, দলীলভিত্তিক কথার নামই ইসলাম।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১১ | আর তারা বলতে লাগলো: | কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না | ইয়াহুদী এবং নাসারা ছাড়া; | | |
| | وَقَالُوا | لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ | إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى | | |
| এটা | তাদের (মিথ্যা) আশা; | (হে নবী!) বলো: | তোমরা নিয়ে আসো | তোমাদের প্রমাণ, | যদি |
| تِلْكَ | أَمَانِيُّهُمْ | قُلْ | هَاتُوا | بُرْهَانَكُمْ | إِنْ |
| তোমরা হয়ে থাকো | (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী। | ১১২ | (তবে) হ্যা, | যে সোপর্দ করে | |
| كُنْتُمْ | صَادِقِينَ | | بَلَى | مَنْ أَسْلَمَ | |
| তার নিজেকে | আল্লাহর কাছে | এবং সে সৎকর্মশীলও হয়; | তাহলে তার জন্য রয়েছে | প্রতিদান | |
| وَجْهَهُ | لِلَّهِ | وَهُوَ مُحْسِنٌ | فَلَهُ | أَجْرُهُ | |
| তার রবের কাছে; | আর তাদের কোনো ভয় নেই | এবং না তারা | চিন্তিত হবে। | | |
| عِنْدَ رَبِّهِ | وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ | وَلَا هُمْ | يَحْزَنُونَ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১১১) ইহুদী-খৃষ্টানরা বলে: কেবল তাদের ধর্মের অনুসারীরাই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ দাবীর উত্তরে বলেন: এটা তাদের অযৌক্তিক প্রত্যাশা, হে রাসূল! তুমি তাদেরকে এ আশার স্বপক্ষে দলীল নিয়ে আসতে বলো, যদি তারা তাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকে।

(১১২) তবে হ্যা, যারা নিজেদেরকে পুরোপুরি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছে এবং ইখলাসের সাথে রাসূলের তরিকায় সৎআমল করে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে প্রতিদান রয়েছে এবং আখিরাতে তারা ভয় পাবে না ও দুনিয়াতে কিছু খোয়া গেলেও তারা চিন্তিত হবে না।

(*আল-মোয়াস্সার*, ১/১১৭)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

(وَجْهَهُ) এর অর্থ ‘তার চেহারা’, এর দ্বারা ‘সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’ বা ‘আত্মা’ কে বুঝানো হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজায়িরী, ১/১০১)।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) বলেন: নাজরানের একদল খৃষ্টান এবং কিছু ইহুদী নেতা রাসূল (সা.) এর কোন এক বৈঠকে বসেছিলো। ইহুদীরা দাবী করে বসলো: তারা ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না এবং খৃষ্টানরাও দাবী করলো: কেবল তারাই জান্নাতে যাবে। তাদের এ মনগড়া দাবীর জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১০০) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই, তার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো এ আয়াত। এখানে বলা হয়েছে: জান্নাতে প্রবেশ করার সাথে বংশীয়, দলীয় এবং দেশীয় পরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং শর্ত হলো: কুফর, শেরক, বেদ'য়াত এবং অসৎকর্মের পোষাক খুলে ঈমান ও সৎআমলের পোষাক পরা। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কলিজার টুকরা 'ফাতেমা' কে এ কথাই বলেছিলেন। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১০১) ।

২। প্রমাণ ছাড়া কোনো কথাই ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্য কেউ ইসলামের নামে কোনো কথা বললে, তার থেকে দলীল চাইতে হবে। যা ১১১নং আয়াতের মাধ্যমে সয়ং আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) সহ সকল মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

(আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١٣)﴾ [سورة البقرة: ١١٣].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদী, খৃষ্টান এবং মোশরেকদের তর্কবিতর্ক।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১১৩ | আর ইহুদীরা বলে: | নাসারাদের নেই | কোনো ভিত্তি, | এবং নাসারারা (উত্তরে) বলে: |
| | وَقَالَتِ الْيَهُودُ | لَيْسَتِ النَّصَارَى | عَلَى شَيْءٍ | وَقَالَتِ النَّصَارَى |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ইহুদীদেরও নেই | কোনো ভিত্তি; | অথচ তারা | কিতাব তেলাওয়াত করে; | অনুরূপভাবে |
| لَيْسَتِ الْيَهُودُ | عَلَى شَيْءٍ | وَهُمْ | يَتْلُونَ الْكِتَابَ | كَذَلِكَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যারা জানে না (তারাও) বলতে লাগলো | তাদের কথার মতো; | সুতরাং আল্লাহ তায়ালা | ফয়সালা করবেন |
| قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ | مِثْلَ قَوْلِهِمْ | فَاللَّهُ | يَحْكُمُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তাদের মাঝে | কেয়ামতের দিন | যে বিষয়ে তারা | ইখতেলাফ করতো। | |
| بَيْنَهُمْ | يَوْمَ الْقِيَامَةِ | فِيمَا كَانُوا فِيهِ | يَخْتَلِفُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১১৩) আশ্চর্যের বিষয় হলো ইহুদী-খৃষ্টানরা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ঘায়েল করার জন্য যেমন তর্কে জড়ায়, তেমনিভাবে তারা নিজেরাও তর্কে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে ঘায়েল করার জন্য বলে: সত্যের মাফকাঠিতে খৃষ্টান ধর্মের কোনো ভিত্তি নেই এবং খৃষ্টানরা বলে: ইহুদী ধর্মেরও কোনো ভিত্তি নেই, অথচ তারা সকলে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ অধ্যায়ন করে। অনুরূপভাবে মুশরিকরা বলে: ইহুদী-খৃষ্টান কোনটিরই কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন বিতর্কিত বিষয়ে সমাধান করবেন।

(*আল-মোন্তাখাব*, ২৫, *আল-মোয়াস্সার*, ১/১৮)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿الْكِتَابَ﴾ "কিতাব" দ্বারা 'তাওরাত' এবং 'ইনজীল' কে বোঝানো হয়েছে।

﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ "যারা জানে না" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- আরব মোশরিকগণ।

(*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, মোফাসসের পরিষদ সৌদিআরব, ১/১৮)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

নাজরানের একদল খৃষ্টান এবং কিছু ইহুদী নেতা রাসূল (সা.) এর সাথে বৈঠকে বসেছিলো। তাদের উভয় দলের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছিলো। ইহুদী নেতা 'রাফে ইবনু খুজাইমা' ঈসা

DO NOT COPY

(আ.) ও তাঁর আনিত ইনজীলকে অস্বীকার করে বললো খৃষ্টান ধর্মের কোনো ভিত্তি নেই। এর জবাবে নাজরানের খৃষ্টানরা মূসা (আ.) ও তাওরাতকে অস্বীকার করে বললো: ইহুদী ধর্মের কোনো ভিত্তি নেই। তাদের এ ঝগড়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ২৩)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। ইহুদী-খৃষ্টানরা তাওরাত এবং ইনজীল অধ্যায়ন করেও সেখান থেকে হেদায়েত নিতে পারেনি, যে কারণে তারা মানের দিক থেকে মোশরেকদের স্তরে নেমে গিয়েছিলো, যাদের কাছে কোনো কিতাব ছিলো না। সুতরাং কোরআন-হাদীসের সঠিক মর্ম বুঝার জন্য আল্লাহর কাছে আন্তরিক দোয়া, তাওফীক, ও হেদায়েত কামনা করা উচিৎ। অন্যথায়, ইহুদী-খৃষ্টানদের মতো মুসলমানদেরও মোশরেকদের কাতারে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
(*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানউইর*, ১/৬৭৭)।

২। দলীল ছাড়া নিজেদেরকে অধিক হকের উপর অটল থাকার দাবী করা এবং অন্য দল বা মতকে ভ্রান্ত বলে ফতোয়া দেয়া এক ধরনের গোঁড়ামী। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ১/২৭৭)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি অন্যকে কাফের বলে, এই উপাধি দুজনের যে কোনো একজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেই"। (সহীহ আল-বুখারী: ৬১০৩)।

DO NOT COPY

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٤) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١١٥)﴾ [سورة البقرة: ١١٤-١١٥].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** মসজিদে সালাত আদায়ে বাধা দেয়া বড় ধরনের যুলুম ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১৪ | আর কে আছে | বড়ো যালেম | ঐ ব্যক্তির ছেয়ে, | যে বাধা দেয় | আল্লাহর মসজিদসমূহে |
| | وَمَنْ | أَظْلَمُ | مِمَّنْ | مَنَعَ | مَسَاجِدَ اللَّهِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| স্মরণ করতে | তাঁর নাম | এবং চেষ্টা করে | তার ধ্বংশ সাধন করতে? | (অথচ) তাদের জন্য নাই |
| أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا | اسْمُهُ | وَسَعَى | فِي خَرَابِهَا | أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তাতে প্রবেশাধিকার | ভীত হওয়া ছাড়া; | তাদের জন্য | দুনিয়াতে রয়েছে | লাঞ্ছনা, | আর তাদের জন্য |
| أَنْ يَدْخُلُوهَا | إِلَّا خَائِفِينَ | لَهُمْ | فِي الدُّنْيَا | خِزْيٌ | وَلَهُمْ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আখিরাতে রয়েছে | মহাআযাব। | ১১৫ | আর আল্লাহরই (মালিকানায়) | পূর্ব | এবং পশ্চিম, |
| فِي الْآخِرَةِ | عَذَابٌ عَظِيمٌ | | وَلِلَّهِ | الْمَشْرِقُ | وَالْمَغْرِبُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সুতরাং যে দিকেই | তোমরা মুখ ফিরাবে | সেদিকেই | আল্লাহ রয়েছেন, | নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা |
| فَأَيْنَمَا | تُوَلُّوا | فَثَمَّ | وَجْهُ اللَّهِ | إِنَّ اللَّهَ |

| | |
|---|---|
| সর্বব্যাপী | মহাজ্ঞানী। |
| وَاسِعٌ | عَلِيمٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১১৪) যে ব্যক্তি মাসজিদে সালাত কায়েম, কোরআন তেলাওয়াত, যিকর-আযকার ইত্যাদি কাজে বাধা দেয় এবং মসজিদের ধ্বংস সাধনে চেষ্টা করে, সে হলো সবচেয়ে বড় অত্যাচারী। অথচ তার উচিৎ ছিলো ভীত হয়ে মসজিদে প্রবেশ করা। তার জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে মহা আযাব।

(১১৫) পূর্ব-পশ্চিম সহ সকল দিকের মালিক হলেন আল্লাহ তায়ালা, সুতরাং তোমরা সালাতে যেদিকে মুখ ফিরাবে, সেদিকেই আল্লাহকে পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্বব্যাপী মহাজ্ঞানী, তার থেকে কোনো কিছুই অস্পষ্ট নয়।

(*আল-মোন্তাখাব*, ২৬, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/১৮) ।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: কোরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিলে আল্লাহ তায়ালা ১১৪ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইবনু যায়েদ (রা.) বলেন: মোশরেকরা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হুদায়বিয়ার দিনে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিলে ১১৪নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদীনয় হিযরাতের পর আল্লাহর নির্দেশে ১৭ মাস বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করলে ইহুদীরা খুব খুশী হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একান্ত আগ্রহ কা'বার দিকে মুখ করে সালাত পড়বে এবং এ আশায় বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, তখন ১১৪ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহুদীরা বলতে লাগলো কি হলো তাদের? আগের কিবলা বাদ দিয়ে কেনো কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছে, তখন ১১৫ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী, ২৪) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। যালিমরা মসজিদে এবাদত পালনে বাধা দিলে যে কোনো জায়গাতে এবাদত করা যাবে। (*আল-মুনতাখাব*, ২৬) । এ ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থাতেও যে কোনো জায়গায় এবাদত করা যায়।

২। আল্লাহর ঘরে এবাদত পালনে বাধা দেয়া কবীরা গুনাহ। যার শাস্তি দুনিয়া থেকেই শুরু হয়ে যায়।

৩। কেবলামুখী হয়ে সালাত কায়েম করা ওয়াজিব। কেবলা ঠিক করতে না পারলে প্রবল ধারনার আলোকে যে কোনো দিকে মুখ করে সালাত আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১০৩) ।

DO NOT COPY

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (١١٦) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (١١٧)﴾ [سورة البقرة: ١١٦-١١٧].

## আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

আল্লাহর শানে ইহুদী, খৃষ্টান এবং মোশরেকদের মনগড়া মিথ্যাচার ও তার জবাব।

## আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১৬ | এবং তারা বলে: | আল্লাহ গ্রহণ করেছেন | সন্তান। | (অথচ) তিনি হলেন পূতপবিত্র; | বরং |
| | وَقالُوا | اتَّخَذَ اللَّهُ | وَلَدًا | سُبْحَانَهُ | بَلْ |
| তারই মালিকানায় রয়েছে | যা আছে আকাশে | এবং যমীনে; | (যার) সবকিছুই | তাঁরই অনুগত। | |
| لَهُ | مَا فِي السَّمَاوَاتِ | وَالْأَرْضِ | كُلٌّ | لَهُ قَانِتُونَ | |
| ১১৭ | তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা | আসমান সমূহের | এবং যমীনের, | এবং যখন | তিনি সিদ্ধান্ত নেন |
| | بَدِيعُ | السَّمَاوَاتِ | وَالْأَرْضِ | وَإِذَا | قَضَى |
| কোন বিষয়ের, | তখন তিনি বলেন | তাকে | 'হও' | ফলে তা হয়ে যায়। | |
| أَمْرًا | فَإِنَّمَا يَقُولُ | لَهُ | كُنْ | فَيَكُونُ | |

## আয়াতের ভাবার্থ:

(১১৬) ইহুদী, খৃষ্টান এবং মোশরেকরা বলে: আল্লাহ নিজের প্রয়োজনে সন্তান গ্রহণ করেছেন, তাদের ভ্রান্ত দাবীর উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলেন: তিনি সন্তান গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি আসমান-যমীনের একক মালিক এবং এতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু তাঁরই অনুগত।

(১১৭) তাঁর সন্তান গ্রহণের কোনো দরকার নেই, কারণ তিনি আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, যিনি পূর্ব নমুনা ছাড়া সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন শুধু বলেন: হও, সাথে সাথে তা হয়ে যায়।

(*আল-মোন্তাখাব*, ২৬, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/১৮)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ইহুদীরা 'ওযাইর' কে এবং খৃষ্টানরা 'ঈসা' কে আল্লাহর পুত্র মনে করে। অপরদিকে মোশরিকরা 'ফেরেশতা' কে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ মিথ্যাচারের জবাব দিয়ে বলেছেন: তিনি কাউকে সন্তান, অথবা পিতা, অথবা অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। পাশাপাশি তিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে জানিয়ে দিলেন,

DO NOT COPY

তিনি এতো বিশাল ক্ষমতার অধিকারী যে তাঁর জন্য সন্তান গ্রহণ করার কোনো দরকার নেই। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১০৫) ।

২। মানুষ সাধারণত যে সকল কারণে সন্তান গ্রহণ করে থাকে:

(ক) তার অনুপস্থিতে সন্তান তার রেখে যাওয়া সব কিছুর দায়িত্বশীল হবে।

(খ) জনশক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হবে।

(গ) সন্তান তার পরিচয়কে সমাজে ধরে রাখবে।

(ঘ) বয়সের ভারে যখন দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন সন্তান তাকে সহায়াতা দিবে।

এ কারণগুলোর কোনটিই আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রাযোজ্য নয়। সুতরাং সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তায়ালার কোনো প্রয়োজন নেই।

৩। ইহুদী, খৃষ্টান এবং মোশরেকরা যখন আল্লাহর পরিচয় জানতে চেয়েছিলো, তখন তিনি সুরা আল-ইখলাসএ তাঁর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছিলেন। এরপর আবার আল্লাহর পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা তাদের মুর্খতারই বহিঃপ্রকাশ।

DO NOT COPY

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١١٨)﴾ [سورة البقرة: ١١٨].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** মোশরেকদের অযৌক্তিক দাবী ও তার খন্ডন।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| ১১৮ | আর যারা জানে না, তারা বলে: | কেন আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না | কিংবা (কেন) |
|---|---|---|---|
| | وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ | لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ | أَوْ |

| আমাদের কাছে আসে না | কোনো নিদর্শন? | (আল্লাহ তাদের জবাবে বলেন:) অনুরূপ | কথা বলতো |
|---|---|---|---|
| تَأْتِينَا | آيَةٌ | كَذَٰلِكَ | قَالَ |

| যারা তাদের পূর্বে ছিলো, | (ঠিক) তাদের কথার মতো, | তাদের কলবসমূহ একই ধরনের ছিলো; |
|---|---|---|
| الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم | مِّثْلَ قَوْلِهِمْ | تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ |

| নিশ্চয় আমি বর্ণনা করে দিয়েছি | নিদর্শনসমূকে | এমন কওমের জন্য | যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। |
|---|---|---|---|
| قَدْ بَيَّنَّا | الْآيَاتِ | لِقَوْمٍ | يُوقِنُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১১৮) আর আহলে কিতাব এবং মোশরেকদের মধ্য থেকে মূর্খরা মোহাম্মদ (সা.) এর সাথে বিরুদ্ধাচরণ করে বলে: আল্লাহ কেন আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলে তোমার নবী হওয়ার বিষয়টা স্পষ্ট করে না, কিংবা কেন আমাদের কাছে তোমার নবুয়াতের স্বীকৃতির কোনো নিদর্শন আসে না, যেমনটা মূসার সাথে ঘটেছিলো? আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবে বলেন: অনুরূপ কথা তাদের পূর্ববর্তীরাও বলতো। মূলতঃ বিরুদ্ধাচরণকারীরা সব যুগেই একই ধ্যানধারণার হয়ে থাকে, এ জন্য তাদের কথার মিল খুজে পাওয়া যায়। নিশ্চয় আমি নিদর্শনসমূহ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছি।

(*আল-মোয়স্‌সার*, ১/১৮)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ‘যারা জানে না’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: রাসূল (সা.) এর সময়ের আরব মোশরেক।

﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ‘যারা তাদের পূর্বে ছিলো’ দ্বারা বোঝানো হয়েছে ‘বনী ইসরাঈলদেরকে’ যারা আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলো।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১০৫)।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: রাফে ইবনু খুযাইমাহ নামক ইহুদী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললো: তুমি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নবী হয়ে থাকো, তাহলে তোমার আল্লাহকে বলো তিনি যেন আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন এবং তাঁর নিদর্শন আমাদেরকে শুনান। তাহলে আমরা তোমাকে রাসূল হিসেবে মেনে নিবো, তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ূতী, ২৬) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। এ আয়াতে ইশারা রয়েছে যে, মোশরেকরা আয়াত অস্পষ্ট থাকার কারণে বা তাদের বিশ্বাস মজবুত করার জন্য একথা বলেনি। বরং তারা ঔদ্ধত্য ও হটকারিতাবশত বলেছে।

(*আল-বায়দাভী*, ১/১০৩)।

২। ‘অনুরূপ কথা বলতো যারা তাদের পূর্বে ছিলো তারাও’ এ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যেমন মোশরেকদের অযৌক্তিক দাবীর জবাব দিয়েছেন, তেমনিভাবে রাসূল (সা.) কে সাহস যোগাইয়াছেন যে, শুধু আপনাকে নয়, এরকম কথা তাদের পূর্বে বনী ইসরাঈলরাও মূসা (আ.) কে বলেছিলো। (*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ইবনু আশুর, ১/৬৮৯) ।

DO NOT COPY

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (١١٩)﴾ (سورة البقرة: ١١٩].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:**
দায়ীর উপর ইসলামের দাওয়াত পৌছানো ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১১৯ | নিশ্চয় আমি | তোমাকে প্রেরন করেছি | সত্যসহ, | একজন সুসংবাদ প্রদানকারী হিসেবে |
| | إِنَّا | أَرْسَلْنَاكَ | بِالْحَقِّ | بَشِيرًا |

| | | |
|---|---|---|
| এবং সতর্ককারী হিসেবে; | আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না | জাহান্নামীদের সম্পর্কে। |
| وَنَذِيرًا | وَلَا تُسْأَلُ | عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**
(১১৯) আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: হে আল্লাহর নবী! আমি আপনাকে সত্য দ্বীন সহ একজন সুসংবাদ প্রদানকারী এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। সুতরাং তোমার কাজ হলো জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ক প্রদানের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানো। জাহান্নামীরা কেন জাহান্নামে গেলো সে সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/১৮)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**
১। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তাঁর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। "আপনি মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন আর জাহান্নাম থেকে সতর্ক করবেন, এর পরে কেউ জাহান্নামে গেলে তাদের সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না"। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে দাওয়াতের মূলনীতি হলো: "মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছালেই দায়ীর দায়িত্ব শেষ, এরপর যারা শুনেছে তাদের দায়িত্ব শুরু হয়"। কাউকে জান্নাতে নেয়ার দায়িত্ব কোন দায়ীর নয়। এর স্বপক্ষে আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যেমন: "তাদের কাজকর্মের কোনো রকম দায়িত্বই তোমার উপর নেই" (আল-আনয়াম: ৫২); "তাদের হেদায়েতের দায়িত্ব তোমার উপর নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন" (আল-বাকারাহ: ২৭২); "রাসূলের উপর পৌছানো ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই" (আলে-ইমরান: ২০, আল-মায়িদাহ:৯২, ৯৯, আল-রদ: ৪০, আল-নাহল: ৩৫, ৮২, আল *তাফাসীর: ১/১০৫-১০৬*, *তাফসীর আল-মুনীর:* ১/২৯৫)। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে একজন আদর্শ দায়ীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) ইখলাস থাকা, (আল-বাইয়্যেনাহ: ৫)।

(খ) আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখা, (সুরা মুজ্জাম্মেল: ১-৫)।

(গ) আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর দিকে মনোনিবেশ করা, (সুরা মুজ্জাম্মেল: ৮) ।
(ঘ) বিরোধী শক্তির অত্যাচারে ধৈর্য ধরে তাদেরকে অবকাশ দেয়া। (আল-মুজ্জাম্মিল: ১০)
(ঙ) দলীল ভিত্তিক দাওয়াত দেয়া, (সুরা ইউসুফ: ১০৮) ।
(চ) দায়ীর বিনয়ী ও নম্র হওয়া, (সুরা ত্বহা: ৪৩-৪৪) ।
(ছ) দায়ীর কথা ও কাজে মিল থাকা, (সুরা সাফ: ২-৩) ।

২। পূর্বের আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা দেয়ার পর এ আয়াতে আবার শান্তনা দিয়েছেন যে, আপনার দাওয়াত পাওয়ার পর তা গ্রহণ না করে কেউ জাহান্নামে গেলে আপনার উপর তার ব্যপারে কোনো দায়দায়িত্ব নেই। সুতরাং একজন আদর্শ দায়ী হকের উপর অটুট থেকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের দিকে দলীলভিত্তিক দাওয়াত দিবে।

(*আইসার আল*- তাফাসীর) ।

DO NOT COPY

﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٢٠) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٢١)﴾ [سورة البقرة: ١٢٠-١٢١].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসরণ থেকে সতর্কীকরণ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| ১২০ | আর তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না | ইহুদী ও নাসারারা, | যতক্ষণ না | তুমি অনুসরণ করবে |
|---|---|---|---|---|
| | وَلَن تَرْضَى عَنكَ | الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى | حَتَّى | تَتَّبِعَ |

| তাদের মিল্লাত; | (হে নবী!) আপনি (ওদেরকে) বলুন: | নিশ্চয়, আল্লাহর হিদায়াতই | (একমাত্র) হেদায়েত; |
|---|---|---|---|
| مِلَّتَهُمْ | قُلْ | إِنَّ هُدَى اللَّهِ | هُوَ الْهُدَى |

| আর যদি তুমি অনুসরণ করো | তাদের প্রবৃত্তির | তোমার কাছে (অহীর) জ্ঞান আসার পর, |
|---|---|---|
| وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ | أَهْوَاءَهُم | بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ |

| তাহলে তোমার জন্য থাকবে না | আল্লাহর পক্ষ থেকে | কোনো অবিভাবক | আর না কোনো সাহায্যকারী। |
|---|---|---|---|
| مَا لَكَ | مِنَ اللَّهِ | مِن وَلِيٍّ | وَلَا نَصِيرٍ |

| ১২১ | যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি (তাদের কিছু আছে) | যারা তা তেলওয়াত করে যথার্থভাবে; |
|---|---|---|
| | الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ | يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ |

| তারাই | তার প্রতি ঈমান আনে; | আর যারা তা অস্বীকার করে, | তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। | |
|---|---|---|---|---|
| أُولَئِكَ | يُؤْمِنُونَ بِهِ | وَمَن يَكْفُرْ بِهِ | فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১২০) হে মুমিনগণ! তোমাদের ধর্ম ছেড়ে ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মের অনুসরণ করলেই তারা তোমাদের প্রতি খুশী হবে। তোমরা তাদেরকে বলে দাও, একমাত্র ইসলামই সঠিক ধর্ম। আর সাবধান, যদি তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথের দিশা পাওয়ার পর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো, তাহলে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমরা কোন অভিভাবক এবং সাহায্যকারী পাবে না।

(১২১) আমি ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে যে কিতাব দিয়েছি তাদের কিছু লোক তা যথার্থভাবে তেলাওয়াত করে এবং তার অনুসরণ করে, মুলত তারাই তার প্রতি ঈমান এনেছে। অপরদিকে যারা তা অস্বীকার করে তারাই কাফির, যারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

*(আল-মোয়াস্‌সার, ১/১৯)* ।

DO NOT COPY

### আয়াতে অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْكِتَابَ﴾, ইমাম কুরতুবী বলেন: ‘কিতাব’ শব্দটি ব্যাপক অর্থে এসেছে।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: মদীনার ইহুদী এবং নাজরানের খৃষ্টানরা আশা করতো যে, রাসূল (সা.) তাদের কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে। অতপর যখন আল্লাহ তায়ালা কা’বাকে চূড়ান্তভাবে কিবলা নির্ধারণ করলেন, তখন তারা মনোক্ষুন্ন ও নিরাশ হলো। এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাবুন নুকূল*, সুয়ূতী, ২৭) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। রাসূল (সা.) এর একান্ত আশা ছিলো আহলে কিতাব তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলিম হয়ে যাক, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জানিয়ে দিলেন, বরং তারা চায় আপনি তাদেরকে অনুসরণ করেন। আপনি তাদেরকে সাফ জানিয়ে দেন, আল্লাহর পথই একমাত্র সত্য পথ। তবে কিছু আহলে কিতাব সত্যিকারে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তারা কিতাব তেলাওয়াত করে।

(তাফসীর আল-মুনীর, ১/২৯৫-২৯৬) ।

২। ইহুদী ও খৃষ্টানদের বাতিল ধর্মের অনুসরণ ছাড়া তারা মুসলমানদের উপর কখনো খুশী হবে না, সুতরাং তাদেরকে সন্তুষ্ট করা মুসলমানদের উপর হারাম।

৩। ইসলাম ধর্মই একমাত্র সঠিক ধর্ম, তাই একমুহুর্তের জন্য অন্য ধর্মের অনুসরণ করা যাবে না।

৪। কোরআনকে যথার্থভাবে তেলাওয়াত করার মাধ্যমে হেদায়েতের দরজা উম্মুক্ত হয়; যার ধারাবাহিকতা হলো: প্রথমে (ক) শুদ্ধ পড়া, অতঃপর (খ) অর্থ অনুধাবন করা, অতঃপর (গ) গবেষণা করা এবং সর্বশেষ (ঘ) বিধানের প্রতি বিশ্বাস ও বাস্তবায়ন করা।

৫। ইহুদী ও খৃষ্টানদের বাতিল ধর্মের অনুসরণের মাধ্যমে যারা তাদেরকে বন্ধু বানায়, তাদের উপর থেকে আল্লাহর অবিভাকত্ব চলে যায় এবং তাঁর সাহায্য হারাম হয়ে যায়।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/১০৮) ।

DO NOT COPY

﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٢٢)
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ
يُنْصَرُونَ (١٢٣)﴾ [سورة البقرة: ١٢٢-١٢٣].

### আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

আল্লাহর যাবতীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করে বিচার দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

### আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১২২ | হে বনী ইসরাইল! | তোমরা স্মরণ করো | আমার সেই নেয়ামতের কথা, | যা |
| | يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ | اذْكُرُوا | نِعْمَتِيَ | الَّتِي |

| | | |
|---|---|---|
| আমি তোমাদেরকে দান করেছি, | এবং নিশ্চয় আমি (নেয়ামত হিসেবে) | তোমাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি |
| أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ | وَأَنِّي | فَضَّلْتُكُمْ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বিশ্ববাসীর উপর। | ১২৩ | এবং তোমরা ভয় করো | সে দিনটিকে | যে দিন কেউ উপকারে আসবে না |
| عَلَى الْعَالَمِينَ | | وَاتَّقُوا | يَوْمًا | لَا تَجْزِي نَفْسٌ |

| | | |
|---|---|---|
| কারো জন্য কোনো, | এবং কারো কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না | কোনো ধরনের বিনিময়, |
| عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا | وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا | عَدْلٌ |

| | | |
|---|---|---|
| এবং কোনো উপকারে আসবে না | কারো সুপারিশ, | এবং সেদিন তাদের সাহায্য করা হবে না। |
| وَلَا تَنْفَعُهَا | شَفَاعَةٌ | وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ |

### আয়াতের ভাবার্থ:

(১২২) হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো, যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। আর ভুলে যেও না যে, আমি তোমাদেরকে বিশ্ব বাসীর উপর প্রাধান্য দিয়েছি।
(১২৩) তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যে দিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। কোনো শাস্তিযোগ আস্বামী থেকে মুক্তিপণ নেওয়া হবে না এবং কারো পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না। সর্বোবপরি তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

(*আল-মোয়াস্সার*, ১/১৯)

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করে শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব।

২। শিরক, বেদ’য়াত ও যাবতীয় পাপকাজ বর্জন করে তাওহীদ ও সৎআমলের মাধ্যমে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব।

৩। সাধারণত মানুষ বিপদে পতিত হলে নিম্নের তিনটির যেকোনো একটি আশা করে:

(ক) কারো পক্ষ থেকে সুপারিশ,

DO NOT COPY

(খ) মুক্তিপণ প্রদান, এবং

(গ) যে তাকে বিপদে ফেলেছে তার কাছে সাহায্য ভিক্ষা।

হাশরের ময়দানে কাফের যখন বিপদে পতিত হবে, তখন এ তিনটি সুযোগই বন্ধ থাকবে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/৫০-৫৩) ।

৪। আয়াতে নেয়ামতের কথা স্মরণ করানোর পর বিচার দিনকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ আল্লাহর যত নেয়ামত ভোগ করছে তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার উচিৎ আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা; কারণ সে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, (সুরা আল-তাকাসুর: ৮) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤)﴾ [سورة البقرة: ١٢٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** পরীক্ষার মাধ্যমে ইব্রাহীম (আ.) কে ইমাম নির্বাচন।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১২৪ | (আর স্মরণ করো,) যখন | ইব্রাহীমকে তাঁর রব পরীক্ষা করলেন | কয়েকটি বিষয়ে, |
| | وَإِذِ | ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ | بِكَلِمَاتٍ |
| অতপর সে তা পূর্ণ করলো; | (তখন) তিনি (আল্লাহ) বললেন: | “আমি তোমাকে বানাতে চাই | |
| فَأَتَمَّهُنَّ | قَالَ | إِنِّي جَاعِلُكَ | |
| মানব জাতির জন্য | একজন ইমাম”; | সে বললো: | “আমার (ভবিষ্যত) বংশধর থেকেও ইমাম হবে?” |
| لِلنَّاسِ | إِمَامًا | قَالَ | وَمِنْ ذُرِّيَّتِي |
| (তখন) তিনি (জবাবে) বললেন: | “পৌঁছবে না | আমার প্রতিশ্রুতি | যালেমদের কাছে”। |
| قَالَ | لَا يَنَالُ | عَهْدِي | الظَّالِمِينَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১২৪) হে আল্লাহর নবী! স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীমকে তার রব কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলেন এবং সে তা যথার্থভাবে পূর্ণ করেছিলো, তখন আল্লাহ তাকে বললেন: আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য ইমাম বানাতে চাই। সে বললো: আমার ভবিষ্যত বংশধর থেকেও ইমাম বানানোর আবেদন করছি। তখন আল্লাহ বললেন: আমার এ প্রতিশ্রুতি কোন যালেমের জন্য নয়। (*আল-মোন্তাখাব*, ২৭) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿بِكَلِمَاتٍ﴾ ‘কয়েকটি বিষয়ে’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ১০টি বৈশিষ্ট্য, যেমন: কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, মেসওয়াক করা, গোঁফ কাটা, সিঁতি করা, নক কাটা, নাভির নিচের লোম কাটা, বোগলের লোম কাটা, খতনা করা এবং পেশাব পায়খানা থেকে পবিত্র হওয়া।

নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী: ইব্রাহীম (আ.) কে পরীক্ষার বিষয়গুলো হলো- (ক) কাওমকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া, (খ) নমরুদের সাথে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিতর্ক করা, (গ) নমরুদ কর্তৃক আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে ধৈর্য ধারণ করা, (ঘ) আল্লাহর নির্দেশে দেশ ত্যাগ করা, এবং (ঙ) নিজ সন্তানকে আল্লাহর জন্য কোরবানী করা।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/৩০২,৩০৮) ।

DO NOT COPY

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। বিদ্রোহ ও হঠকারিতা ত্যাগ করে আল্লাহর বিধানের একান্ত আনুগত্য ছাড়া কল্যান অর্জন সম্ভব নয়।

২। জ্ঞানী, ন্যায়বিচারক, দানশীল ও আল্লাহর আনুগত বান্দাদের মধ্য থেকে ধর্মীয় নেতা হবে, গোঁড়া, অসহিষ্ণু এবং যালিম ব্যক্তি কখনো ধর্মীয় নেতা হতে পারে না।

(*আল-তাফসীর আল-কাবীর*, রাযী, ৪/৩১, আইসার, ১/১১১) ।

৩। আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো: "কেউ সমাজের বা রাষ্ট্রের নেতা হতে চাইলে তাকে প্রকৃতির কিছু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়", যেমন: জেল, যুলুম, নিজেকে বিসর্জন ইত্যাদি। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥)﴾ [سورة البقرة: ١٢٥].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** কা'বার বৈশিষ্ট্য।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১২৫ | আর (স্মরণ করো,) যখন | আমি কা'বাকে বানাইলাম | মানুষের মিলনকেন্দ্র | ও নিরাপদ স্থান; |
| | وَإِذْ | جَعَلْنَا الْبَيْتَ | مَثَابَةً لِلنَّاسِ | وَأَمْنًا |

| | | |
|---|---|---|
| এবং (তাদেরকে আদেশ দিলাম যে,) তোমরা গ্রহণ করো | মাকামে ইব্রাহীমকে | সালাতের স্থান হিসেবে; |
| وَاتَّخِذُوا | مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ | مُصَلًّى |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং দায়িত্ব দিয়েছিলাম | ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে; | (এ মর্মে যে,) তোমরা দুজন পবিত্র রাখো | আমার ঘরকে |
| وَعَهِدْنَا | إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ | أَنْ طَهِّرَا | بَيْتِيَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তাওয়াফকারী, | ই'তেকাফকারী | এবং রুকুকারী ও সিজদাকারীদের জন্য। | |
| لِلطَّائِفِينَ | وَالْعَاكِفِينَ | وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১২৫) আল্লাহ তাঁর নবীকে কা'বার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন: স্মরণ করো, যখন আমি কা'বাকে মানুষের মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানাইলাম এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম তারা যেন মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাওয়াফকারী, ইতেকাফকারী ও নামাযীদের জন্য কা'বা ঘর পবিত্র রাখে।

(*আল-মোয়াস্সার*, ১/১৯)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

জাবির (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) কা'বার চত্বরে তাওয়াফ করতেছিলেন, তখন ওমর (রা.) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা কি আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ.) এর মাকাম? তিনি বললেন: হ্যা। এবার ওমর (রা.) বললেন: আমরা কি একে সালাতের স্থান বানাতে পারি না? এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ূতী, ২৭)।

DO NOT COPY

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। আল্লাহ তায়ালা কা’বাকে ইবাদতের জন্য জমায়েতের স্থান নির্ধারন করে মানব জাতির উপর দয়া করেছেন। সুতরাং তাদের উচিৎ আল্লাহর শুকরিয়া ও প্রশংসা করা।

২। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকায়াত সালাত আদায় করা সুন্নাত।

৩। মাসজিদুলহারামকে যে কোনো ক্ষতিকারক জিনিস –যা তাওয়াফকারী, ই’তেকাফকারী এবং সালাত আদায়কারীকে কষ্ট দিতে পারে– থেকে রক্ষা করা এবং পরিচ্ছন্ন রাখা ওয়াজিব।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১১৩) ।

৪। অত্র আয়াতে বর্ণিত কা’বা শরীফের কিছু বৈশিষ্ট্য: (ক) আন্তর্জাতিক মিলনকেন্দ্র, (খ) পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান, (গ) সালাতের বিশেষ স্থান, (ঘ) সবচেয়ে পূতপবিত্র স্থান।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٢٦)﴾
[سورة البقرة: ١٢٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** মক্কা নগরীর ফযিলত।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২৬ | আর (স্মরণ করো,) যখন | ইব্রাহীম বললো: | হে আমার রব! | আপনি বানিয়ে দিন | একে |
| | وَإِذْ | قَالَ إِبْرَاهِيمُ | رَبِّ | اجْعَلْ | هَذَا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| নিরাপদ নগরী, | এবং এর আহ্‌লকে রিযিক দিন | ফলমূল থেকে, | (বিশেষকরে) তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে |
| بَلَدًا آمِنًا | وَارْزُقْ أَهْلَهُ | مِنَ الثَّمَرَاتِ | مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ |

| | | |
|---|---|---|
| আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি; | তিনি (আল্লাহ) বললেন: | (শুধু ঈমানদার নয়) যে কুফরী করবে |
| بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ | قَالَ | وَمَنْ كَفَرَ |

| | |
|---|---|
| তাকেও আমি কিছু দিনের জন্য স্বল্প ভোগোপকরণ দিবো, | অতপর (মৃত্যুর পর) তাকে বাধ্য করবো |
| فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا | ثُمَّ أَضْطَرُّهُ |

| | | |
|---|---|---|
| জাহান্নামের আযাবে (প্রবেশ করতে), | আর (সত্যিই তা) অতি নিকৃষ্টতম | আবাসস্থল। |
| إِلَى عَذَابِ النَّارِ | وَبِئْسَ | الْمَصِيرُ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১২৬) হে আল্লাহর নবী! স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম দোয়া করেছিলো: হে আমার রব! আপনি মক্কাকে নিরাপদ নগরী বানিয়ে দিন এবং এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে ফলমূল থেকে রিযক দান করুন। তখন আমি বলেছিলাম: শুধু ঈমানদার নয়, বরং যারা কাফির তাদেরকেও কিছু দিনের জন্য স্বল্প ভোগোপকরণ দিবো, অতঃপর মৃত্যুর পর তাদেরকে বাধ্য করবো জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করতে, যা সত্যিই অতি নিকৃষ্টতম আবাসস্থল। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/১৯) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿هَذَا﴾ ‘একে’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- ‘মক্কা নগরী’।

﴿قَلِيلًا﴾ ‘স্বল্প’ দ্বারা বোঝানো হয়েছে- ‘স্বল্প কিছু দিন’, এবং ‘সল্প পরিমান ভোগোপকরণ’। (*তাফসীর আল-ওয়াসীত*, মোহাম্মদ তানতায়ী, ১/২৭০, ২৭১) ।

DO NOT COPY

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। ইব্রাহীম (আ.) মক্কা নগরীর জন্য আল্লাহর কাছে দুইটি দোয়া করেছিলেন: (ক) নিরপদ শহর বানিয়ে দেয়া, (খ) এর অধিবাসীকে ফলমূল দিয়ে রিযিক প্রদান করা। আল্লাহ তার দোয়াকে এমনভাবে কবুল করেছেন যে, আজও ইব্রাহীম (আ.) এর সেই দোয়ার প্রতিফলন মক্কা নগরীতে পরিলক্ষিত হয়।

২। দুনিয়াতে কাফের তার কুফরীর কারণে আল্লাহর রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু আখিরাতে সে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়ে সর্বহারা অবস্থায় জাহান্নামের কঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত হবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১১৩) ।

৩। ১২৪নং আয়াতে আল্লাহ যালিমদের ক্ষেত্রে বলেছেন: তারা নেতৃত্ব নামক নিয়ামতের উপযোগী নয়। যার করণে ইব্রাহীম (আ.) মনে করেছিলেন কাফেররা আল্লাহর রিযিকেরও উপযুক্ত নয়, তাই এ আয়াতে শুধু মুমিনদের জন্য রিযিকের দোয়া করেছেন।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/৪৩৮) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٨)﴾ [سورة البقرة: ١٢٧-١٢٨].

### আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

ইব্রাহীম-ইসমাঈল (আ.) কর্তৃক কা'বার পুনঃনির্মাণ এবং তাদের দোয়া।

### আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১২৭ | আর (স্মরণ করো,) যখন | ইব্রাহীম ভিত্তি উঠাচ্ছিলো | কা'বা ঘরের | ও (তার পুত্র) ইসমাঈল, |
| | وَإِذْ | يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ | مِنَ الْبَيْتِ | وَإِسْمَاعِيلُ |
| (তখন তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলো) হে আমাদের রব! | | | আমাদের পক্ষ থেকে (এ কাজ) কবুল করুন, | |
| رَبَّنَا | | | تَقَبَّلْ مِنَّا | |
| নিশ্চয় আপনি | সর্বশ্রোতা | সর্বজ্ঞানী। | ১২৮ | (তারা আরো দোয়া করলেন যে,) হে আমাদের রব! |
| إِنَّكَ أَنْتَ | السَّمِيعُ | الْعَلِيمُ | | رَبَّنَا |
| আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন, | এবং আমাদের বংশধর থেকে | আপনার অনুগত জাতি বানান, | | |
| وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ | وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا | أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ | | |
| আর আমাদেরকে দেখিয়ে দিন | ইবাদাতের বিধি-বিধান, | এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন | | |
| وَأَرِنَا | مَنَاسِكَنَا | وَتُبْ عَلَيْنَا | | |
| নিশ্চয় আপনি | তাওবা কবুলকারী | পরম দয়ালু। | | |
| إِنَّكَ أَنْتَ | التَّوَّابُ | الرَّحِيمُ | | |

### আয়াতের ভাবার্থ:

(১২৭) হে নবী! আরো স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম ও তার ছেলে ইসমাঈল কাবা ঘরের সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করেছিলো, তখন তারা দোয়া করেছিলো: হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে এ কাজকে কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।
(১২৮) তারা আরো দোয়া করেছিলো: হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার অনুগত মুসলিম হিসেবে কবুল করুন এবং আমাদের বংশধর থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে দেখিয়ে দিন হজ্জের বিধি-বিধান এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/২০)।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। কোন কাজ শেষে তা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

DO NOT COPY

২। সঠিক পথের উপর অটল থাকার ব্যাপারে নিজের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা। এ সংশ্লিষ্ট দোয়াটি সুরা আলে ইমরানের ৮নং আয়াতে রয়েছে। (আল-জুহাইলী, ১/৩১৪)।

৩। (১২৭-১২৯) নং আয়াতে ইব্রাহীম-ইসমাঈল (আ.) তিনটি দোয়া করেছেন, প্রত্যেক দোয়াতেই আল্লাহর গুনবাচক নামের ওয়াসীলা দিয়েছেন; প্রথম দোয়ায়: 'আস-সামী' ও 'আল-বাসীর', দ্বিতীয় দোয়ায়: 'আত-তওয়্যাব' ও 'আর-রহীম' এবং তৃতীয় দোয়ায়: 'আল-আজ্বীজ্ব' ও 'আল-হাকীম'।

৪। ইবাদতের বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/১১৫-১১৬) ।

৫। ইবনু বায (র.) বলেন: দোয়া কবুলের জন্য কারো ওয়াসীলা দেয়া যাবে। তবে ওসীলার শরয়ী পদ্ধতি হলো- (ক) আল্লাহ তায়ালার গুনবাচক নামের ওয়াসীলা দেয়া, (সুরাতু আল-আ'রাফ: ১৮০); (খ) সৎআমলের ওয়াসীলা দেয়া, যেমন: গুহায় আটকিয়ে যাওয়া তিন ব্যক্তির ঘটনা; (গ) মজলিসে উপস্থিত বুজুর্গ ব্যক্তির ওয়াসীলা দেয়া, যেমন: ওমর (রা.) রাসূলের (সা.) চাচা আব্বাস (রা.) এর ওসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করা। কিন্তু, মৃত কারো ওয়াসীলা দেয়া যাবে না। *(ইবনু বায পেইজ থেকে)* ।

DO NOT COPY

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٢٩)﴾ [سورة البقرة: ١٢٩].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইব্রাহীম-ইসমাঈল (আ.) এর তৃতীয় দোয়া।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১২৯ | (তারা আরো দোয়া করলেন যে,) হে আমাদের রব! | এবং প্রেরণ করুন | তাদের মধ্যে |
| | رَبَّنَا | وَابْعَثْ | فِيهِمْ |
| একজন রাসূল | তাদের নিজেদের মধ্য থেকে, | যিনি তিলাওয়াত করবে | তাদের প্রতি |
| رَسُولًا | مِنْهُمْ | يَتْلُو | عَلَيْهِمْ |
| আপনার আয়াতসমূহ | এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবে, | আর তাদেরকে পবিত্র করবে; | |
| آيَاتِكَ | وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ | وَيُزَكِّيهِمْ | |
| নিশ্চয় আপনি | পরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময়। | |
| إِنَّكَ أَنْتَ | الْعَزِيزُ | الْحَكِيمُ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১২৯) ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আরো দোয়া করলো: হে আমাদের রব! এ জাতির মধ্যে ইসমাঈলের বংশধর থেকে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শুনাবে, কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবে এবং শিরক ও কুফরী থেকে পরিশুদ্ধ করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

(*আল-মোয়াস্সার*, ১/২০) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿رَسُولًا﴾ 'একজন রাসূল' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- 'মোহাম্মদ (সা.)'; কারণ তিনিই প্রত্যাশিত রাসূল।

﴿الْكِتَابَ﴾ 'কিতাব' দ্বারা 'কোরআন' কে বুঝানো হয়েছে।

﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ 'হিকমাত' দ্বারা 'সুন্নাহ' কে বুঝানো হয়েছে।

﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ 'আর তাদেরকে পবিত্র করবে' দ্বারা বোঝানো হয়েছে- 'তাদেরকে শিরক-বিদ'য়াত থেকে পবিত্র করবে'। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১১৪) ।

**আয়াতের শিক্ষা:**

DO NOT COPY

১। ইসলামের দুশমনরা মনে করে মোহাম্মদ (সা.) শুধু আরবের রাসূল, বিশ্বময় নয়। অত্র আয়াতে তাদের এ সন্দেহের নিরশন রয়েছে। ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.) তাদের দোয়ার মধ্যে ‘তাদের জন্য একজন রাসূল পাঠান’ না বলে ‘তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠান’ বলেছেন, যা ব্যাপকার্থ বুঝায়, কেবল আরবদেরকে খাস করে না। (*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ইবনু আশুর, ১/৭২২)।

২। আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এমন একজন রাসূল পাঠানোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন যিনি নিম্নের তিনটি মিশনকে নিয়ে কাজ করবেন:

(ক) মানুষকে কোরআন তিলাওয়াত করে শুনাবে।

(খ) তাদেরকে কোরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দিবে।

(গ) শিরক-বিদ’য়াত থেকে তাদেরকে পবিত্র করবে।

DO NOT COPY

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
(١٣٠) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣١) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا
بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢) [سورة البقرة: ١٣٠-١٣٢].

## আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

ইব্রাহীম (আ.) এর ধর্ম থেকে বিমুখ হওয়া নির্বোধের লক্ষণ।

## আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৩০ | এবং কে বিমুখ হতে পারে | ইব্রহীমের মিল্লাত থেকে | (সে) ছাড়া | যে নির্বোধ বানিয়ে রাখে |
| | وَمَنْ يَرْغَبُ | عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ | إِلَّا | مَنْ سَفِهَ |
| নিজেকে? | অথচ আমি তাকে বাছাই করে নিয়েছি | দুনিয়াতে, | আর নিশ্চয় সে আখেরাতে | |
| نَفْسَهُ | وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ | فِي الدُّنْيَا | وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ | |
| নেককারদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। | ১৩১ | যখন | তার রব তাকে বলেছিলেন: | আত্মসমর্পন করো, |
| لَمِنَ الصَّالِحِينَ | | إِذْ | قَالَ لَهُ رَبُّهُ | أَسْلِمْ |
| সে বললো: | আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম | জগতসমূহের রবের জন্য। | ১৩২ | এবং এরই ওসিয়ত করলো |
| قَالَ | أَسْلَمْتُ | لِرَبِّ الْعَالَمِينَ | | وَوَصَّى بِهَا |
| ইব্রাহীম | তার সন্তানদেরকে, | এবং ইয়াকুবও | (তার সন্তানদেরকে ওসিয়ত করে বললো:) হে আমার সন্তানরা! | |
| إِبْرَاهِيمُ | بَنِيهِ | وَيَعْقُوبُ | يَا بَنِيَّ | |
| নিশ্চয় আল্লাহ বাছাই করেছেন | তোমাদের জন্য | এ দ্বীনকে, | সুতরাং তোমরা মৃত্যুবরন করো না | |
| إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى | لَكُمُ | الدِّينَ | فَلَا تَمُوتُنَّ | |
| মুসলিম হওয়া ছাড়া। | | | | |
| إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ | | | | |

## আয়াতের ভাবার্থ:

(১৩০) ইব্রাহীমের ধর্ম থেকে নির্বোধ ছাড়া আর কেউ বিমুখ হতে পারে না, আমি তাকে দুনিয়াতে রাসূল হিসেবে বাছাই করে নিয়েছি এবং আখিরাতে সে নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

(১৩১) ইব্রাহীমকে এ পদের জন্য বাছাই করার কারণ হলো যখন তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিলো তখন সে নির্দ্বিধায় আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বলেছিলেন: আমি একনিষ্ঠভাবে একমাত্র বিশ্ব প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

DO NOT COPY

(১৩২) একই অসিয়াত ইব্রাহীম ও ইয়াকুব তাদের সন্তানদেরকে করেছিলো: হে আমার সন্তানরা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে বাছাই করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

(*আল-মোয়াস্সার*, ১/২০) ।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) তার দুই ভাতিজা সালামা ও মুহাজিরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে বললো: তোমরা অবশ্যই তাওরাত পড়ে জেনেছো যে, ইসমাঈল (আ.) এর বংশধর থেকে একজন রাসূল আসবে যার নাম হবে ‘আহমাদ’। যে তার প্রতি ঈমান আনবে সে সৎপথ প্রাপ্ত হবে, আর যে তাকে অস্বীকার করবে সে অভিসপ্ত হবে। এ কথা শুনে সালামা ইসলাম গ্রহণ করলো এবং মুহাজির অস্বীকার করলো। তখন তার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়।

(*লুবাব আল-নুকুল*, ২৮) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (আ.) সহ সকল নবী-রাসূলগণ মুসলিম ছিলেন এবং তারা ইসলামের দিকে তাদের সন্তানদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। সুতরাং এ ধর্মকে ত্যাগ করা বোকামী।

(*আল-মুনীর*, ১/৩১৯) ।

২। অসুস্থ বা মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির জন্য মোস্তাহাব হলো: সে তার বংশধরকে ইসলামের উপর অটল থাকার জন্য ওসিয়াত করবে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১১৮) ।

DO NOT COPY

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٣) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٤)﴾ [سورة البقرة: ١٣٣-١٣٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদীদের অযৌক্তিক দাবী ও এর খন্ডন।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| আয়াত | বাংলা | আরবি |
|---|---|---|
| ১৩৩ | (হে ইহুদী সম্প্রদায়!) তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে, | أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ |
| | যখন ইয়াকুবের কাছে এসেছিল | إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ |
| | মৃত্যু? | الْمَوْتُ |
| | যখন সে তার সন্তানদেরকে বলেছিলো: | إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ |
| | তোমরা কার ইবাদাত করবে | مَا تَعْبُدُونَ |
| | আমার পরে? | مِنْ بَعْدِي |
| | তারা বললো: | قَالُوا |
| | ইবাদাত করবো আপনার ইলাহের | نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ |
| | এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহের, | وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ |
| | যিনি এক ইলাহ, | إِلَٰهًا وَاحِدًا |
| | আর আমরা তাঁর জন্য | وَنَحْنُ لَهُ |
| | মুসলিম হয়েছি। | مُسْلِمُونَ |
| ১৩৪ | এরা এমন এক উম্মত | تِلْكَ أُمَّةٌ |
| | যা বিগত হয়েছে, | قَدْ خَلَتْ |
| | তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্য থাকবে | لَهَا مَا كَسَبَتْ |
| | এবং তোমরা যা অর্জন করবে তা তোমাদের জন্য থাকবে, | وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ |
| | এবং তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না | وَلَا تُسْأَلُونَ |
| | তারা যা করতো সে সম্পর্কে। | عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৩৩) হে ইহুদী জাতি, তোমরা যে দাবী করছো তোমরাই ইয়াকুবের ধর্মের উপর আছো, তোমরা কি তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছো? মূলত তারা মুসলিম ছিলো, তোমাদের মতো ইহুদী-খৃষ্টান ছিলো না। এর প্রমাণ হলো: যখন সে তার সন্তানদেরকে জড়ো করে জিজ্ঞাসা করেছিলো: তোমরা আমার পরে কার ইবাদত করবে? তখন তারা বলেছিলো: আপনার পরে আমরা আপনার ইলাহ এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহের ইবাদত করবো, আর নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

(১৩৪) হে ইহুদীরা, এটা নিয়ে তর্কের কী আছে? তারাতো তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে। তাদের অর্জন তাদের এবং তোমাদের অর্জন তোমাদের। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে যেমন জিজ্ঞাসা করা হবে না, তেমনিভাবে তোমাদের কর্ম সম্পর্কেও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (*আল-মোন্তাখাব*, ২৯) ।

DO NOT COPY

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। ইহুদীরা দাবী করতো ইয়াকুব (আ.) মৃত্যুর সময় তার সন্তানদেরকে ইহুদী ধর্ম পালন করার জন্য ওসিয়াত করেছিলেন। তাদের এ মিথ্যা দাবীর জবাব আল্লাহ তায়ালা দুই ধাপে দিয়েছেন: প্রথমত: ‘তোমরাতো ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলে না’ তাহলে কিভাবে জানলে সে কোন বিষয়ে ওসিয়াত করেছিলে? এ কথা বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দিলেন। এবং দ্বিতীয়ত: তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন ইয়াকুব (আ.) মৃত্যুর সময়ে তার সন্তানদেরকে ইহুদী ধর্ম পালন করার জন্য ওসিয়াত করেননি, বরং মুসলিম হওয়ার জন্য ওসিয়াত করেছিলেন এবং তাদের থেকে স্বীকৃতি নিয়েছিলেন।

২। ইহুদীদের আরেকটি দাবী ছিলো তারা অসংখ্য নবী-রাসূলের বংশধর, সুতরাং তারা জাহান্নামে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন থাকবে। তাদের এ দাবীর জবাব ১৩৪নং আয়াতে দিয়েছেন।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/৩২২-৩২৩) ।

৩। খৃষ্টানদের বিশ্বাস আদম (আ.) এর ভুল এবং তার পরবর্তী বনী আদমের ভুলের ক্ষমা পাওয়ার জন্য ঈসা (আ.) নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাদের এ অন্ধবিশ্বাসের জবাব ১৩৪নং আয়াতে রয়েছে।

DO NOT COPY

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
(١٣٥) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ (١٣٦)﴾ [سورة البقرة: ١٣٥-١٣٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইহুদী-খৃষ্টানদের মিথ্যা দাবী ও এর খন্ডন।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩৫ | আর তারা বলে: | তোমরা ইহুদী | কিংবা | নাসারা হয়ে যাও, | তবে হেদায়েত পেয়ে যাবে; |
| | وَقَالُوا | كُونُوا هُودًا | أَوْ | نَصَارَى | تَهْتَدُوا |
| (হে নবী!) তুমি বলো: | বরং | (আমরা অনুসরণ করি) ইব্রহীমের মিল্লাত; | যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, | | |
| قُلْ | بَلْ | مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ | حَنِيفًا | | |
| এবং যিনি ছিলেন না | মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত | ১৩৬ | তোমরা বলো: | আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, | |
| وَمَا كَانَ | مِنَ الْمُشْرِكِينَ | | قُولُوا | آمَنَّا بِاللَّهِ | |
| এবং যা | নাযিল করা হয়েছে | আমাদের উপর, | আরো যা | নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীমের উপর | |
| وَمَا | أُنْزِلَ | إِلَيْنَا | وَمَا | أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ | |
| এবং ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানদের (উপর); | এবং যা দেওয়া হয়েছে | | | | |
| وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ | وَمَا أُوتِيَ | | | | |
| মূসা ও ঈসাকে, | এবং যা দেওয়া হয়েছে নবীদেরকে | তাদের রবের পক্ষ থেকে; | পার্থক্য করি না | | |
| مُوسَى وَعِيسَى | وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ | مِنْ رَبِّهِمْ | لَا نُفَرِّقُ | | |
| তাদের কারো মধ্যে; | আর (জেনে রেখো,) আমরা | একমাত্র তাঁরই জন্য | মুসলিম হয়েছি। | | |
| بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ | وَنَحْنُ | لَهُ | مُسْلِمُونَ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৩৫) ইহুদীরা মুসলামানদেরকে বলে: তোমরা আমাদের ধর্মে প্রবেশ করো তাহলে হেদায়েত পাবে, অনুরুপ কথা খৃষ্টানরাও বলতো। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ভ্রান্ত দাবীকে খন্ডন করে বলেন: হে নবী! তুমি তাদেরকে বলো: ইব্রহীমের অনুসরণেই হেদায়েত রয়েছে, তাই আমরা তাকে অনুসরণ করি, তিনি মুশরিক ছিলেন না।

(১৩৬) হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে বলো: আমরা আল্লাহর প্রতি, কোরআনের প্রতি, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের পরে যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার

DO NOT COPY

প্রতি, এমনকি তোমাদের তাওরাত-ইনজীল সহ অন্যান্য নবী-রাসূলদেরকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছে তার প্রতিও আমরা ঈমান এনেছি, তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। নিশ্চয় আমরা একনিষ্ঠ মুসলিম।

(*আল-মোন্তাখাব*, ২৯-৩০, *আল-মোয়স্‌সার*, ১/২১) ।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: ইবনু সুরিয়া নামক ইহুদী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললো: আমরা যে পথে আছি, তাই একমাত্র সৎপথ। সুতরাং, তুমি আমাদের অনুসরণ করো। খৃষ্টানরাও অনুরূপ কথা বলতো। তাদের জবাবে ১৩৫নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ুতী, ২৮) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। ইহুদী-খৃষ্টানরা সর্বদা মুসলমানদের শত্রুতায় লেগে থাকে। এ অবস্থায় মুসলমানদের উচিৎ তাদের সাথে শত্রুতা না করে, 'আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট' এ কথা বিশ্বাস করে সময়োপযোগী ব্যবস্থা নেয়া।

২। অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তায়ালা দুইটি বিষয় ঘোষণা দিয়েছেন: (ক) ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম বাতিল আর ইব্রাহীম (আ.) এর ধর্ম (ইসলাম) সঠিক ও অনুসরণীয়। (খ) ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম হওয়ার কারণে একজন মুসলিম নবী-রাসূলদের মাঝে পার্থক্য না করে সবাইকে সমানভাবে দেখবে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১২০-১২১)।

৩। "নিজেদেরকে হক্কানী দল দাবী করে বাকীদলগুলোকে ভ্রান্ত মনে করা" ইহুদী স্বভাব, যা বর্জনীয়। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧)﴾ [سورة البقرة: ١٣٧].

### আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

মুমিন ও আহলে কিতাবের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নসিহত।

### আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩৭ | অতএব, তারা যদি ঈমান আনে | তাঁর প্রতি, তোমাদের ঈমান আনার মতো, | তবে অবশ্যই |
| | فَإِنْ آمَنُوا | بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ | فَقَدِ |
| তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে; | আর যদি তারা বিমুখ হয়, | তবে তারা রয়েছে | কেবল বিরোধিতায়; |
| اهْتَدَوْا | وَإِنْ تَوَلَّوْا | فَإِنَّمَا هُمْ | فِي شِقَاقٍ |
| অতএব তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; | আর তিনি হলেন: | সর্বশ্রোতা | সর্বজ্ঞ। |
| فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ | وَهُوَ | السَّمِيعُ | الْعَلِيمُ |

### আয়াতের ভাবার্থ:

(১৩৭) অতএব, ইহুদী-খৃষ্টানরাও যদি তোমাদের মতো কোরআনের প্রতি ঈমান আনে, তাহলে তারাও হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বুঝতে হবে তারা কেবল বিরোধিতায় লিপ্ত। হে নবী! তাদের বিপক্ষে আপনার পক্ষ থেকে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/২১) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। "আহলে কিতাবরা বেশী বাড়াবাড়ি করলে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট" রাসূল (সা.) ও মুসলিমদের সাথে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত এ অঙ্গীকার পুরণ করেছেন ইহুদীদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়ার মাধ্যমে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১২০) ।

২। একজন মুমিনকে মনে রাখা উচিৎ "আল্লাহ তায়ালা তার সকল কথা শোনেন এবং তার সকল কাজ সম্পর্কে জানেন"।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/৩২৭) ।

৩। ইহুদী-খৃষ্টানদের উচিৎ ঈমানদারদের মতো সত্যিকার ঈমানদার হয়ে সৎপথপ্রাপ্ত হওয়া, অন্যথায় আল্লাহর ক্রোধে পতিত হবে। আর মুসলিমদের উচিৎ ইহুদী-খৃষ্টানরা উল্টো পথে হেটে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হলে, তাদের সাথে শত্রুতা না বাড়িয়ে বিষয়টিকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা।

(আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (١٣٨)﴾ [سورة البقرة: ١٣٨].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আল্লাহর রঙ্গে রঞ্জিন হওয়া।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

<table>
<tr><td rowspan="2">১৩৮</td><td colspan="3">(হে রাসূল, বলো: আমরা) আল্লাহর রং (গ্রহণ করলাম),</td><td>আর কে আছে</td><td>অধিক সুন্দর</td></tr>
<tr><td colspan="3">صِبْغَةَ اللَّهِ</td><td>وَمَنْ</td><td>أَحْسَنُ</td></tr>
<tr><td>আল্লাহর চেয়ে</td><td>রং এর দিক দিয়ে?</td><td>আর আমরা</td><td>কেবল তাঁরই</td><td>ইবাদতকারী।</td><td></td></tr>
<tr><td>مِنَ اللَّهِ</td><td>صِبْغَةً</td><td>وَنَحْنُ</td><td>لَهُ</td><td>عَابِدُونَ</td><td></td></tr>
</table>

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৩৮) হে মুমিনগণ! তোমরা তাদেরকে বলে দাও: আমরা আল্লাহর হেদায়েতে ভূষিত হলাম, আর আল্লাহর হেদায়েতের চেয়ে উত্তম হেদায়েত আর কি হতে পারে? এবং আমরা ইব্রাহীম (আ.) এর অনুসরণে কেবল তাঁরই ইবাদত করি।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৩০, *আল-মোয়াস্সার*, ১/২১)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿صِبْغَةَ﴾ ‘রং’ বা ‘রঞ্জিন হওয়া’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ইসলাম। কারণ, মানুষ যখন ইসলামের আদর্শে আদর্শিত হয়, তখন তার চালচলন, কথাবার্তা সহ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষ মুগ্ধ হয়; যেমনিভাবে রঞ্জিন কাপড় দর্শককে আকর্ষণ করে। (*তাফসীর আল-নাসাফী*, ১/১৩৪, *আইসার*, ১/১২০)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: খৃষ্টানদের মধ্যে কোনো বাচ্ছা জন্ম নিলে, সপ্তম দিনে তাকে পবিত্র করার জন্য বিশেষ পানি দিয়ে গোসল করাতো। আর তারা বিশ্বাস করতো যে, এ গোসলের মাধ্যমে শিশুটি প্রকৃত খৃষ্টান হয়ে যায়। তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*আসবাব আল-নুযূল*, ওয়াহিদী, ৪৪)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। এ আয়াতে, সমাজে প্রচলিত বিদ'য়াত ও কুসংস্কারকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নিয়মেই জীবন গড়ার প্রতি বিশেষ তাগিদ রয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ১/৩২৯)।

DO NOT COPY

২। ইহুদীদের ‘সিবগাহ’ হলো: প্রতি বছর বিশেষ দিনে বিশেষ পানি দিয়ে ইহুদী আলেমগণ কর্তৃক তাদের অনুসারীদেরকে পুরো বছরের গুনাহ মাফের জন্য গোসল করানো। খৃষ্টানদের ‘সিবগাহ’ হলো: শিশু জন্মের সপ্তম দিনে তাকে প্রকৃত খৃষ্টান বানানোর জন্য বিশেষ পানি দিয়ে গোসল করানো; অথবা কেউ অন্য ধর্ম থেকে খৃষ্টান ধর্মে প্রবেশ করতে চাইলে, তাকে প্রকৃত খৃষ্টান বানানোর জন্য তাদের ওলামা কর্তৃক বিশেষ পানি দিয়ে গোসল করানো। আর মুসলমানদের ‘সিবগাহ’ হলো: আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ‘মিল্লাতে ইব্রাহীম’ বা ইসলামের বিধান দিয়ে জীবন রাঙ্গানো। (*আল-তাহরীর..*, ১/৭৪৩, *আইসার আল-তাফাসীর*, ১/১২১) ।

DO NOT COPY

﴿قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٣٩)
أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ
أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٠)﴾
[البقرة: ١٣٩-١٤٠].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ইখলাসের গুরুত্ব এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করার পরিণতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৩৯ | (হে নবী,) বলো: | তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্ক করছো | আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে? | | | |
| | قُلْ | أَتُحَاجُّونَنَا | فِي اللَّهِ | | | |
| অথচ তিনি হলেন | আমাদের রব | এবং তোমাদেরও রব; | আর আমাদের জন্য | আমাদের কাজ, | | |
| وَهُوَ | رَبُّنَا | وَرَبُّكُمْ | وَلَنَا | أَعْمَالُنَا | | |
| এবং তোমাদের জন্য রয়েছে | তোমাদের কাজসমূহ; | আর আমরা | তাঁর জন্যই | একনিষ্ঠ। | | |
| وَلَكُمْ | أَعْمَالُكُمْ | وَنَحْنُ | لَهُ | مُخْلِصُونَ | | |
| ১৪০ | নাকি | তোমরা বলতে চাও যে, | নিশ্চয় | ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব | | |
| | أَمْ | تَقُولُونَ | إِنَّ | إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ | | |
| এবং তাদের সন্তানরা | ছিলো | ইহুদী | অথবা | নাসারা? | (হে নবী,) বলো: | তোমরা বেশী জানো |
| وَالْأَسْبَاطَ | كَانُوا | هُودًا | أَوْ | نَصَارَى | قُلْ | أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ |
| নাকি আল্লাহ? | আর কে অধিক যালিম | তার চেয়ে, যে গোপন করে | তার কাছে বিরাজমান সত্য সাক্ষ্য | | | |
| أَمِ اللَّهُ | وَمَنْ أَظْلَمُ | مِمَّنْ كَتَمَ | شَهَادَةً عِنْدَهُ | | | |
| যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে? | আর আল্লাহ মোটেই গাফেল নয় | তোমরা যা করছো তা সম্পর্কে। | | | | |
| مِنَ اللَّهِ | وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ | عَمَّا تَعْمَلُونَ | | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৩৯) হে নবী! আপনি ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে বলুন: তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার একাত্ববাদের ব্যাপারে আমাদের সাথে তর্কে জড়াচ্ছো? অথচ তিনি আমাদের, তোমাদের এবং সকল সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক, বিশেষ কোন গোষ্ঠীর প্রতিপালক নয়। তোমাদের কর্মফল তোমাদের এবং আমাদের কর্মফল আমাদের। আর জেনে রেখো, আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য কাজ করি।

(১৪০) তোমরা কি বলতে চাও যে, নিশ্চয় ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানরা ইহুদী অথবা নাসারা ছিলো? তাদের এ দাবী স্পষ্ট মিথ্যা, কারণ তাদের আগমণ হয়েছিলো তাওরাত-ইনজীল আসার পূর্বে। বরং কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে তারা সকলেই

DO NOT COPY

মুসলিম ছিলো। হে নবী! তাদেরকে বলুন: তোমরা বেশী জানো নাকি আমার আল্লাহ? আর সবচেয়ে বড় যালিম হলো সে, যে আল্লাহ প্রদত্ত তথ্যকে গোপন করে। সুতরাং সাবধান হয়ে যাও! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে মোটেই অমনোযোগী নয়।

(*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/২১)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿شَهَادَةً﴾ 'সাক্ষ্য' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (আ.) এর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা, যেমন: তারা ইহুদী-খৃষ্টান ছিলেন না, বরং একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন এবং মোহাম্মদ (সা.) এর রাসূল হওয়ার সুসংবাদ যা তাওরাত-ইনজিল এ রয়েছে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/৩৩০)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকা বা গোপন করা কবীরা গুনাহ।

২। আল্লাহর কাছে ইখলাস বিহীন সৎআমলের কোনো মূল্য নেই।

৩। মানুষকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন তার কর্মের উপর ভিত্তি করে, বংশ মর্যাদার আলোকে নয়। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/১২৩, *তাফসীর আল-মুনীর*, ১/৩৩০)।

DO NOT COPY

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤١)﴾

[سورة البقرة: ١٤١].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** বংশে নয় কর্মেই আসল পরিচয়।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৪১ | এরা এমন এক উম্মত | যা বিগত হয়েছে, | তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের |
| | تِلْكَ أُمَّةٌ | قَدْ خَلَتْ | لَهَا مَا كَسَبَتْ |
| এবং তোমরা যা অর্জন করবে তা তোমাদের জন্যেই থাকবে | | | তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না |
| وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ | | | وَلَا تُسْأَلُونَ |
| তারা যা করতো সে সম্পর্কে। | | | |
| عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৪১) হে ইহুদীরা, এটা নিয়ে তর্কের কি হলো? তারাতো তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে। তাদের অর্জন তাদের এবং তোমাদের অর্জন তোমাদের। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে যেমন জিজ্ঞাসা করা হবে না, তেমনিভাবে তোমাদের কর্ম সম্পর্কেও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (*আল-মোন্তাখাব*, ৩১) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। ইহুদীদের আরেকটি দাবী ছিলো তারা অসংখ্য নবী-রাসূলের বংশধর, সুতরাং তারা জাহান্নামে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন থাকবে। অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ভ্রান্ত দাবীর জবাব দিয়ে জানিয়ে দিলেন: পূর্বে যে উম্মত গত হয়েছে তাদের কর্ম তাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য; তারা তোমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না আর তোমাদেরকেও তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে না। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ১/৩২২-৩২৩) ।

২। মানুষকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন তার কর্মের উপর ভিত্তি করে, বংশ মর্যাদার আলোকে নয়; এবং সেখানে দলীয় কোনো প্রভাব থাকবে না। এ ব্যাপারে অসংখ্য কোরআনের আয়াত ও হাদীস রয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/১২৩, *তাফসীর আল-মুনীর*, ১/৩৩০) ।

৩। খৃষ্টানদের বিশ্বাস আদম (আ.) এর ভুল এবং তার পরবর্তী বনী আদমের ভুলের ক্ষমা পাওয়ার জন্য ঈসা (আ.) নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাদের এ অন্ধবিশ্বাসের জবাব এ সুরারই ১৩৪নং আয়াত এবং অত্র আয়াত তথা ১৪১ নং আয়াতে রয়েছে।

DO NOT COPY

৪। ইসলাম নামধারী কিছু দল প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় তাদের দলের প্রতি বাবা আর দাদা হুজুরের বিশেষ নজর রয়েছে, তারা তাদের অনুসারীদেরকে হাশরের ময়দানে পাড় করিয়ে দিবে ইত্যাদি। আর তাদের অনুসারীদের ব্যবহার দেখে মনে হয় তাদের দল তাদেরকে জান্নাতের সনদ দিয়ে দিয়েছে। জানি না তারা কেন এ কথা বলে বেড়ায়। তবে আসল কথা হলো: একমাত্র সৎআমলই আমাদেরকে আল্লাহর কাঠগড়ায় রক্ষা করতে পাড়বে অন্য কিছু নয়, যা এ আয়াত স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। তাছাড়া রাসূল (সা.) মৃত্যুর পূর্বে তার কলিজার টুকরা ফাতেমা (রা.) এর কানেকানে এ কথাই বলে গিয়েছেন। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

DO NOT COPY

# দ্বিতীয় পারা

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٤٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣)﴾ [سورة البقرة: ١٤٢-١٤٣].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** কিবলা পরিবর্তনের পটভূমি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪২ | (কিবলা পরিবর্তনের পর) অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে: | কিসে তাদের ফিরিয়ে দিলো | | | |
| | سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ | مَا وَلَّاهُمْ | | | |
| তাদের কিবলা থেকে, | যার উপর তার ছিলো? | (হে নবী,) তুমি বলো: | আল্লাহ তায়ালার জন্য | | |
| عَنْ قِبْلَتِهِمُ | الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا | قُلْ | لِلَّهِ | | |
| পূর্ব | এবং পশ্চিম, | তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন | সরল পথের দিকে। | | |
| الْمَشْرِقُ | وَالْمَغْرِبُ | يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ | إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ | | |
| ১৪৩ | আর এভাবেই | আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি | মধ্যপন্থি উম্মত, | যাতে তোমরা হতে পারো | |
| | وَكَذَلِكَ | جَعَلْنَاكُمْ | أُمَّةً وَسَطًا | لِتَكُونُوا | |
| মানুষের উপর সাক্ষী | এবং রাসূল হবে | তোমাদের উপর সাক্ষী, | এবং আমি নির্ধারন করি নাই কিবলা | | |
| شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ | وَيَكُونَ الرَّسُولُ | عَلَيْكُمْ شَهِيدًا | وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ | | |
| যার উপর তুমি ছিলে, | তবে তাকে কেবল এজন্য নির্ধারন করেছিলাম যে, | যাতে আমি জানতে পারি | | | |
| الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا | إِلَّا | لِنَعْلَمَ | | | |
| কে রাসূলকে অনুসরণ করে | এবং কে তার পিছনে ফিরে যায়; | যদিও তা ছিলো | কঠিন, | | |
| مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ | مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ | وَإِنْ كَانَتْ | لَكَبِيرَةً | | |
| তবে তাদের উপর কঠিন নয় যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন, | আর আল্লাহ এমন নয় যে, | | | | |
| إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ | وَمَا كَانَ اللَّهُ | | | | |
| তিনি নষ্ট করবেন | তোমাদের ঈমানকে; | নিশ্চয় আল্লাহ | মানুষের প্রতি | স্নেহশীল | দয়ালু। |
| لِيُضِيعَ | إِيمَانَكُمْ | إِنَّ اللَّهَ | بِالنَّاسِ | لَرَءُوفٌ | رَحِيمٌ |

DO NOT COPY

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৪২) অচিরেই কিবলা পরিবর্তনের পর ইহুদী মূর্খরা বলবে, মুসলমানদের হঠাৎ কি হলো, তারা বায়তুল মাকদাসকে বাদ দিয়ে কা’বাকে সালাতের কিবলা বানালো কেন? হে আল্লাহর নবী! তাদেরকে বলুন: পূর্ব-পশ্চিম সহ সকল দিকের মালিক আল্লাহ তায়ালা। এখানে এক দিকের উপর অন্য দিকের বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই, তিনি যে দিককে চান সালাতের কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করেন। সুতরাং তোমাদের উচিৎ আল্লাহর আদেশের দাসত্ব করা। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিশা দেন।

(১৪৩) এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা পূর্ববর্তী জাতির উপর আখিরাতে সাক্ষ্য দিতে পারো যে, তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে রিসালাত পৌঁছে দিয়েছে এবং মোহাম্মদও তোমাদের উপর সাক্ষী থাকতে পারে যে, সে তার রিসালাত তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। হে আল্লাহর নবী! কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে কথা হলো: বায়তুল মাকদাসকে তোমাদের জন্য স্থায়ীভাবে কিবলা নির্ধারণ করি নাই, বরং এটা পরীক্ষা স্বরূপ ১৭মাসের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিলো। এখন কা’বাকে স্থায়ী কিবলা নির্ধারণ করার মাধ্যমে দেখতে চাই কারা আপনার অনুসরণ করে আর কারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। যদিও এটা কঠিন পরীক্ষা, তবে তাদের জন্য কঠিন নয়, যারা হেদায়েতের উপর আছে। আর যারা বায়তুল মাকদাস কিবলা থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ব্যাপারে কথা হলো: কিবলা পরিবর্তনের কারণে তাদের সালাত নষ্ট হবে না। আল্লাহ কারো আমলকে নষ্ট করেন না। নিশ্চয় তিনি মানুষের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৩১-৩২, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/২১)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿السُّفَهَاءُ﴾ ‘নির্বোধরা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: কিবলা পরিবর্তন অস্বীকারকারী ইহুদী, কাফের ও মুশরিক।

﴿قِبْلَتِهِمُ﴾ ‘তাদের কিবলা’ দ্বারা ‘মাসজিদুল আক্‌সা’ কে বোঝানো হয়েছে ।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৬-৮)।

﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ ‘মধ্যপন্থী উম্মত’ দ্বারা ‘উম্মতে মোহাম্মদী’কে বোঝানো হয়েছে।

﴿الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ ‘যার উপর তুমি ছিলে’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘মাসজিদুল আক্‌সা’।

﴿إِيمَانَكُمْ﴾ ‘তোমাদের ঈমান’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘তোমাদের সালাত’।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১২৪)।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: 'কা'বা' কে কিবলা নির্ধারনের পূর্বে যারা মারা গিয়েছিলো তাদের সালাত সঠিক হয়েছে কিনা? কতিপয় সাহাবী এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলে "আল্লাহ তোমাদের ঈমান (সালাত) নষ্ট করেন না" আয়াতাংশ অবতীর্ণ করা হয়।

(*আসবাব আল-নুযুল*, আল-ওয়াহেদী, ৪৬) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। 'নাস্‌খ' বা রহিতকরন ইসলামী শরিয়াতে জায়েজ। (১৪২-১৪৪) নং আয়াতে 'মাসজিদুল আকসা' কে রহিত করে 'কা'বা' কে মুসলমানদের কিবলা নির্ধারন করা হয়েছে। ইহুদী-খৃষ্টনরা মূলত কিবলা পরিবর্তনকে অস্বীকার করার করণে 'নাস্‌খ' কে অস্বীকার করে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১২৬)।

২। কিবলা পরিবর্তনের ভূমিকা আলোচনায় ছয়টি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে:

(ক) এ বিষয়ে অগ্রীম অবগত করার মাধ্যমে কঠিন বিষয়টিকে মুসলমানদের কাছে হালকা করা হয়েছে।

(খ) কাফের, মুশরিক, আহলে কিতাব এবং মুনাফিক সহ সকল ইসলাম বিদ্বেষী 'কিবলা' পরিবর্তনকে অস্বীকার করবে, তাতে যেন মুসলমানরা প্রভাবিত না হয়।

(গ) কিবলা পরিবর্তন অস্বীকারকারীদের সন্দেহ নিরসনে কি জবাব দিতে হবে তা মুসলমানদেরকে অগ্রীম শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৭-৮) ।

(ঘ) 'মাসজিদুল আক্‌সা'কে ১৭ মাসের জন্য শুধু পরীক্ষা স্বরুপ কিবলা নির্ধারণ করেছিলেন,

(ঙ) এটা কঠিন পরীক্ষা হলেও হেদায়াত প্রাপ্তদের জন্য মোটেই কঠিন নয়, এবং

(চ) যারা 'মাসজিদুল আক্‌সা' কিবলা থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছেন তাদের সালাত নষ্ট হবে না।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৭-৮) ।

৩। কোনো কঠিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে, দায়িত্বশীলের উচিৎ চূড়ান্ত সভার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সভার আয়োজন করা। এবং এ সভায় মূল বিষয়টিকে তুলে ধরে তার ভালো-মন্দ দিক বর্ণনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের করনীয় বিষয়ে আলোচনা করা।

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٤٤)﴾ [سورة البقرة: ١٤٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** কিবলা পরিবর্তন।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ১৪৪ | আমি অবশ্যই দেখছি | (কিবলা পরিবর্তনের আয়াতের অপেক্ষায়) বার বার তোমার মুখ উঠানো |
| | قَدْ نَرَى | تَقَلُّبَ وَجْهِكَ |

| | | |
|---|---|---|
| আকাশের দিকে; | অতএব আমি তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাবো | যা তুমি পছন্দ করো; |
| فِي السَّمَاءِ | فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً | تَرْضَاهَا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সুতরাং (এখন থেকে) ফিরাও | তোমার চেহারা | মাসজিদুল হারামের দিকে; | এবং যেখানেই |
| فَوَلِّ | وَجْهَكَ | شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ | وَحَيْثُ مَا |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তোমরা থাকো, | ফিরাও | তোমাদের চেহারা | তারই দিকে; | এবং নিশ্চয় যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, |
| كُنْتُمْ | فَوَلُّوا | وُجُوهَكُمْ | شَطْرَهُ | وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তারা জানে যে, | এটা তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য; | আর আল্লাহ গাফিল নয় | তাদের কর্ম সম্পর্কে। |
| لَيَعْلَمُونَ | أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ | وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ | عَمَّا يَعْمَلُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৪৪) হে আল্লাহর নবী! কা'বাকে সালাতের কিবলা পাওয়ার বাসনায় তুমি বারবার আকাশের দিকে অহীর জন্য তাকাচ্ছিলে, তা আমি খেয়াল করেছি। আমি তোমার জন্য এমন একটি কিবলা নির্ধারণ করবো যা পেয়ে তুমি খুশী হয়ে যাবে। সুতরাং এখন থেকে তুমি মাসজিদুল হারামকে কিবলা বানিয়ে সালাত আদায় করবে। হে মুমিনগণ! তোমরা পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকো না কেন কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে। আর ইহুদী-খৃষ্টনরা তাওরাত-ইনজীল পড়ে কিবলা পরিবর্তনের সত্যতা জানতে পেরেও বিরোধিতা করছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্ম সম্পর্কে অমনযোগী নয়। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/২২) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

আয়াতে দ্বিতীয় ﴿وَجْهَكَ﴾ 'তোমার চেহারা' এবং ﴿وُجُوهَكُمْ﴾ 'তোমাদের চেহারা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'তোমাদের পুরো শরীর'। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১৯) ।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

বারা ইবনু আযিব (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মনের একান্ত বাসনা ছিলো কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা। এজন্য তিনি প্রায়ই আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করতেন। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*আসবাব আল-নুযুল*, আল-ওয়াহেদী, ৪৬-৪৭)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। চারটি কারণে কা'বা কে কিবলা হিসেবে পেতে রাসূলুল্লাহর (সা.) একান্ত বাসনা ছিলো:

(ক) এটা ছিল মুসলমানদের প্রথম কিবলা,

(খ) এটা ছিলো ইব্রাহীম (আ.) এর কিবলা,

(গ) আরবদের মাঝে দাওয়াতী কাজের সুবিধা, এবং

(ঘ) ইহুদীদের মুখ বন্ধ করা।

(*আইসারআল-তাফাসীর*, ১/১২৮), *তাফসীর আল-মুনীর*, ২/২০)।

২। মুসল্লী যেখানেই থাকুক না কেন কেবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১২৯)। "কা'বা হলো মাসজিদুল হারামে অবস্থানরত মুসল্লির কিবলা, মাসজিদুল হারাম হলো হারামে অবস্থানরত মুসল্লির কিবলা এবং হারাম হলো সারা পৃথিবীতে অবস্থানরত আমার সকল উম্মতের কিবলা।

(*সুনান আল-বায়হাকী*, ২/১৫/২২৩৪)।

৩। "শুধু মদীনাবাসীরা কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে" একথা যেন কেউ না বুঝে, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন তোমরা পৃথিবীর যেখানেই থাকো, এ কিবলার দিকে মুখ করে সালাত কায়েম করবে।

৪। সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিবলমুখী হওয়া শর্ত।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২২,২৪)।

DO NOT COPY

﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٤٥)﴾ [سورة البقرة: ١٤٥].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:**

কিবলা পরিবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি কিছু দিক নির্দেশনা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৪৫ | আর তুমি যদি আসো | আহলে কিতাবের কাছে | (তোমার কাছে বিদ্যমান) সকল আয়াত নিয়ে, |
| | وَلَئِنْ أَتَيْتَ | الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ | بِكُلِّ آيَةٍ |
| (তারপরেও) তারা অনুসরণ করবে না | তোমার কিবলার; | এবং তুমিও আর হতে পারো না | |
| مَا تَبِعُوا | قِبْلَتَكَ | وَمَا أَنْتَ | |
| তাদের কিবলার অনুসারী, | এবং তাদের এক দল অন্য দলের কিবলা অনুরসণ করে না; | | |
| بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ | وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ | | |
| আর (হে নবী!) তুমি যদি অনুসরণ করো | তাদের মনগড়া মতবাদের, | তোমার কাছে আসার পরে | |
| وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ | أَهْوَاءَهُمْ | مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ | |
| (এ অহীর) জ্ঞান | তখন অবশ্যই তুমি | যালিমদের দলে শামিল হয়ে যাবে। | |
| مِنَ الْعِلْمِ | إِنَّكَ إِذًا | لَمِنَ الظَّالِمِينَ | |

**আয়াতে ভাবার্থ:**

(১৪৫) হে আল্লাহর নবী! কিবলা পরিবর্তন সত্য এ ব্যাপারে আপনার কাছে বিদ্যমান সকল দলীলও যদি আহলে কিতাবের কাছে পেশ করেন, তারপরেও তারা কা'বাকে কিবলা হিসেবে মেনে নিবে না। আপনার জন্যও তাদের কিবলা বায়তুল মাকদাসকে আর এক মুহূর্তের জন্য কিবলা বানানোর সুযোগ নেই। তাছাড়া ইহুদীরা খৃষ্টানদের কিবলাকে গ্রহণ করে না এবং খৃষ্টানরাও ইহুদীদের কিবলাকে গ্রহণ করে না, আপনি কেন তাদের কিবলাকে গ্রহণ করতে যাবেন। কিবলা পরিবর্তনের সত্যতার ব্যাপারে আপনার কাছে স্পষ্ট অহীর জ্ঞান আসার পর যদি তাদের মনগড়া বানানো কিবলার অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/২২) ।

DO NOT COPY

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইহুদী-খৃষ্টানদের সামনে সকল ধরনের প্রমান পেশ করলেও তারা কখনও কা'বা কে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করবে না। এছাড়াও খৃষ্টানরা ইহুদীদের কিবলা এবং ইহুদীরা খৃষ্টানদের কিবলা অনুসরণ করে না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তার উম্মত যেনো আর কখনও ইহুদী-খৃষ্টানদের কিবলা অনুসরণ না করে।

২। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তার উম্মতের উপর ইহুদী-খৃষ্টানদের মনগড়া মতবাদের অনুসরণ হারাম করা হয়েছে। যদি অনুসরণ করে, তবে তারা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১২৮) ।

DO NOT COPY

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٦) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١٤٧)﴾ [سورة البقرة: ١٤٦–١٤٧].

### আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

কিবলা পরিবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি কিছু দিক নির্দেশনা।

### আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪৬ | যাদেরকে | আমি কিতাব দিয়েছি, | তারা তাকে চিনে | যেমন চিনে | তাদের সন্তানদেরকে; |
| | الَّذِينَ | آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ | يَعْرِفُونَهُ | كَمَا يَعْرِفُونَ | أَبْنَاءَهُمْ |
| আর নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে একটি দল | | | ‘হক’কে গোপন করে, | অথচ তারা (তা) জানে। | |
| وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ | | | لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ | وَهُمْ يَعْلَمُونَ | |
| ১৪৭ | (হে নবী, এ হচ্ছে) ‘হক’ | তোমার রবের পক্ষ থেকে, | সুতরাং তুমি কখনো হয়ো না | | |
| | الْحَقُّ | مِنْ رَبِّكَ | فَلَا تَكُونَنَّ | | |
| সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। | | | | | |
| مِنَ الْمُمْتَرِينَ | | | | | |

### আয়াতের ভাবার্থ:

(১৪৬) ইহুদী-খৃষ্টানদের আহবার ও রুহবানরা তাওরাত-ইনজীল পড়ে ভালোভাবেই জেনেছে যে, মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, যেমনিভাবে তারা তাদের সন্তানদের সম্পর্কে জানে। এরপরেও তাদের একটি গ্রুপ জেনে-বুঝে এ সত্যটিকে লুকিয়ে রাখে।

(১৪৭) হে আল্লাহর নবী! কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে আপনার রবের পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে তাই সত্য। সুতরাং এ ব্যাপারে কখনও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৩২)।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْحَقُّ﴾ ‘হক’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘কিবলা পরিবর্তন’। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/১২৮)।

DO NOT COPY

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। আহলে কিতাবরা মোহাম্মদ (সা.) কে খুব ভালোভাবে চিনে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসূল এবং তিনি যা বলেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী, এরপরেও তার বিরুদ্ধাচরণ করা ও সত্যকে গোপন রাখা তাদের স্বভাবে পরিনত হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১২৯) ।

২। চিরন্তন নিয়ম হলো: "সত্যের একমাত্র উৎস হলো আল্লাহ তায়ালা এবং এর বাস্তবায়ন ঘটে কোরআনে তাঁর অহীর মাধ্যমে"। সুতরাং কিবলার পরিবর্তিত রূপ সত্য, কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের উচিৎ হবে না সন্দেহ পোষণকারীদের দলভুক্ত হওয়া।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৪) ।

DO NOT COPY

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٤٨) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٩)﴾ [سورة البقرة: ١٤٨-١٤٩].

### আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

কিবলার ব্যাপারে ইহুদী-খৃষ্টানদের হিংসার জবাব ও মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর নসিহত।

### আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৪৮ | আর প্রত্যেক (জাতির) জন্যেই | একটি (নির্দিষ্ট) দিক থাকে, | যেদিকে সে মুখ ফিরায়; |
| | وَلِكُلٍّ | وِجْهَةٌ | هُوَ مُوَلِّيهَا |

| | | |
|---|---|---|
| সুতরাং তোমরা প্রতিযোগিতা করো | ভালো কাজে; | তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, |
| فَاسْتَبِقُوا | الْخَيْرَاتِ | أَيْنَ مَا تَكُونُوا |

| | |
|---|---|
| (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তোমাদের সবাইকে (বিচারের আওতায়) নিয়ে আসবেন, | নিশ্চয় আল্লাহ |
| يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا | إِنَّ اللَّهَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। | ১৪৯ | (হে নবী,) যেখান থেকেই | তুমি বের হও, | ফিরাও |
| عَلَى كُلِّ شَيْءٍ | | وَمِنْ حَيْثُ | خَرَجْتَ | فَوَلِّ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তোমার মুখ | মাসজিদুল হারামের দিকে; | কেননা এটাই হক | তোমার রবের পক্ষ থেকে, |
| وَجْهَكَ | شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ | وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ | مِنْ رَبِّكَ |

| | | |
|---|---|---|
| এবং (জেনে রেখ) আল্লাহ গাফিল নয় | তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে। | |
| وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ | عَمَّا تَعْمَلُونَ | |

### আয়াতের ভাবার্থ:

(১৪৮) হে আল্লাহর নবী! কা'বাকে চূড়ান্তভাবে তোমার এবং তোমার উম্মতের জন্য কিবলা নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে প্রত্যেক জাতির জন্য একটি কিবলা বা দিক থাকে, যে দিকে ফিরে তারা সালাত আদায় করে। কিবলা থাকাতে বিশেষ কোন মর্যাদা নেই, বরং মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য এবং ভালো কাজে। সুতরাং তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো, এটার উপর তোমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। মনে রেখো, তোমরা যথায় থাকো না কেন আল্লাহ তোমাদের সবাইকে কিয়ামতের দিন একত্র করে বিচার করবেন, তোমাদের কেউ বাদ পরবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

DO NOT COPY

(১৪৯) হে আল্লাহর নবী! তুমি যেথায় যে অবস্থায় থাকো না কেন সালাত কায়েম করতে চাইলে অবশ্যই তোমাকে মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে সালাত কায়েম করতে হবে। এটাই তোমার রবের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত। মনে রেখো, তোমাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নয়। (*আল-মোন্তাখাব*, ৩৩, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/২৩) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ‘মাসজিদুল হারামের দিকে’, আয়াতাংশে ‘শাত্‌র’ শব্দটি আরবী, যার অর্থ হলো: ‘দিক’, অত্র আয়াতে এর দ্বারা উদ্দেশ্যও হলো: ‘দিক’, অর্থাৎ: মাসজিদুল হারাম এর দিকে। (*গরীব আল-কোরআন*: ইবনু কুতাইবাহ: ৬২) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ইহুদী-খৃষ্টানরা কোনো অবস্থাতেই মেনে নিতে রাজি না যে, কা’বা শরীফ মুসলমানদের কিবলা হবে। আল্লাহ তাদের জবাবে বলেন: প্রত্যেক জাতিই তাদের নিজেদের জন্য একটি কিবলা নির্ধারণ করে নিয়েছে, যেমন: তোমরা (ইহুদীরা) মাসজিদুল আকসাকে কিবলা বানিয়েছো এবং খৃষ্টানরা সূর্যোদয়ের জায়গাকে কিবলা বানিয়েছে, তাহলে কা’বা শরীফ মুসলমানদের কিবলা হলে তোমাদের কি সমস্যা? প্রত্যেক জাতির যেমন কিবলা আছে, মুসলমানদেরও একটি কিবলা থাকবে এটাইতো স্বাভাবিক। সুতরাং হে মুসলিম, হিংসুকের হিংসার ভ্রুক্ষেপ না করে ভালো কাজে প্রতিযোগিতার সাথে এগিয়ে যাও। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে থাকো না কেন কিবলার দিকে মুখ করে সালাতে দাঁড়িয়ে যাও।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/১৩১, *তাফসীর আল-মুনীর*, ২/৩১) ।

২। হিংসুকের হিংসা এবং বিরোধীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কান না দিয়ে, তাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়াই একজন বুদ্ধিমানের কাজ।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/১৩২) ।

DO NOT COPY

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٠)﴾ [سورة البقرة: ١٥٠].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:**

কিবলা পরিবর্তনের রহস্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| ১৫০ | এবং (হে নবী,) যেখান থেকেই | তুমি বের হও, | ফিরাও | তোমার মুখ | মাসজিদুল হারামের দিকে; |
|---|---|---|---|---|---|
| | وَمِنْ حَيْثُ | خَرَجْتَ | فَوَلِّ | وَجْهَكَ | شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| এবং তোমরা যেখানেই থাকো, | তোমরা ফিরাও | তোমাদের মুখ | তারই দিকে; | যাতে না থাকে |
| وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ | فَوَلُّوا | وُجُوهَكُمْ | شَطْرَهُ | لِئَلَّا يَكُونَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মানুষের জন্য (কোনো সুযোগ) | তোমাদের বিরুদ্ধে | দলীল পেশ করার; | তবে (তাদের কথা আলাদা) |
| لِلنَّاسِ | عَلَيْكُمْ | حُجَّةٌ | إِلَّا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যারা যুলম করেছে | তাদের মধ্য থেকে, | সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না | কেবল আমাকে ভয় করো, |
| الَّذِينَ ظَلَمُوا | مِنْهُمْ | فَلَا تَخْشَوْهُمْ | وَاخْشَوْنِي |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| যাতে পূর্ণ করতে পারি | আমার নিয়ামত | তোমাদের উপর, | ও যাতে তোমরা | হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। |
| وَلِأُتِمَّ | نِعْمَتِي | عَلَيْكُمْ | وَلَعَلَّكُمْ | تَهْتَدُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৫০) হে আল্লাহর নবী! তুমি যথায় যে অবস্থায় থাকো না কেন সালাত কায়েম করতে চাইলে অবশ্যই তোমাকে মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে সালাত কায়েম করতে হবে। হে মুমিনগণ! তোমরাও পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকো না কেন মাসজিদুল হারাম এর দিকে মুখ করে সালাত কায়েম করো, যেনো বিরুদ্ধাচরণকারীরা তোমাদের সাথে তর্ক করার কোনো ইস্যু না পায়। তোমরা যদি কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশকে পরিপূর্ণভাবে পালন না করো তাহলে ইহুদীদেরকে বলতে দেখা যাবে: আমরা তাওরাতে পেয়েছি সর্বশেষ নবীর কিবলা হবে কা’বা বাস্তবে তার উল্টো দেখছি এবং মুশরিকদেরকে বলতে দেখা যাবে: মুসলিমরা কিভাবে ইব্রাহীমের অনুসারী দাবী করে? অথচ তার কিবলা কা’বাকে তারা মানছে না ইত্যাদি। তবে যালেমদের কথা আলাদা, তাদের কুরুচিপূর্ণ কথা থেকে কোনো অবস্থাতেই বাঁচা যাবে না। তোমাদের কিবলা বায়তুল মাকদাস হলে তারা ইহুদী ও মুশরিকদের কথাগুলোই বলবে, আর কা’বা তোমাদের কিবলা হলে বলবে: কা’বা মুসলমানদের এলাকাতে থাকার কারণে তারা এটাকে কিবলা বানিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, কেবল আমাকে ভয় করো, যাতে

DO NOT COPY

তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করতে পারি এবং যাতে তোমরা হেদায়েতের উপর অটল থাকতে পারো। (*আল-মোন্তখাব*, ৩৩)।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿لِلنَّاسِ﴾ 'মানুষের জন্য' এখানে মানুষ দ্বারা 'ইহুদী-খৃষ্টান ও মুশরিক' কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (*তাফসীর আল-নাসাফী*, ১/১৪২, *তাফসীর আল-মুনীর*, ২/৩২)।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু জারির আল-তাবারী (র.) বলেন: বায়তুল মাকদাসের দিকে কিছুদিন মুখ করে সালাত কায়েমের পর যখন কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ আসলো, তখন মক্কার মুশরিকরা বলাবলি করতে শুরু করলো মোহাম্মদ বুঝতে পেরেছে আমাদের ধর্মই সত্য, তাই সে ভুল বুঝে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে শুরু করেছে। অচিরেই সে আমাদের ধর্মে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ তায়ালা '*যাতে না থাকে মানুষের কোনো সুযোগ তোমাদের উপর দলীল পেশ করার*' এ আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ুতী, ২৯)।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। (১৪২-১৫০) নং আয়াতে 'মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও' পাঁচ বার উল্লেখ করা হয়েছে কয়েকটি কারণে:

(ক) 'মাসজিদুল হারাম' এর ইজ্জতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(খ) কিবলার প্রতি মুসলমানদের ঈমান দৃঢ়করা এবং অস্বীকারকারীকে সতর্ক করা। (*তাফসীর আবি সাউদ*, ১/১৭৮)।

(গ) পাঁচ বার উল্লেখ করে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

২। কিবলা পরিবর্তনের তিনটি রহস্য:

(ক) ইহুদী ও মুশরিকরা যেন আল্লাহর কাছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে না পারে।

(খ) মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ করার জন্য।

(গ) মুসলমানদেরকে হিদায়াতের উপর দৃঢ় রাখার জন্য।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৩২)।

৩। একজন মুসলিমের উচিৎ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় না করে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করা।

৪। মুকিম ও মুসাফির সবার জন্য কিবলামুখী হয়ে সালাত কায়েম করা ওয়াজিব। তবে মুসাফির আরোহী হলে, বাহন যেদিকে যাবে সেদিকে মুখ করে সালাত কায়েম করা জায়েজ।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৩২)।

DO NOT COPY

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (١٥١) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢)﴾

[سورة البقرة: ١٥١-١٥٢].

### আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

মাসজিদুল হারাম কিবলা হওয়া মুসলমানদের জন্য বিশেষ নিয়ামাত।

### আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৫১ | যেভাবে | আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি | একজন রাসূল | যিনি তোমাদেরই মধ্য থেকে, |
| | كَمَا | أَرْسَلْنَا فِيكُمْ | رَسُولًا | مِنْكُمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যে তিলাওয়াত করে | তোমাদের কাছে | আমার আয়াতসমূহ, | এবং তোমাদের (জীবন) কে পবিত্র করে, |
| يَتْلُو | عَلَيْكُمْ | آيَاتِنَا | وَيُزَكِّيكُمْ |

| | |
|---|---|
| এবং তোমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেয়; | আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় এমন কিছু |
| وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ | وَيُعَلِّمُكُمْ |

| | | |
|---|---|---|
| যা তোমরা জানতে না। | ১৫২ | অতএব, (এ নিয়ামতের জন্য) তোমরা আমাকে স্মরণ করো, |
| مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ | | فَاذْكُرُونِي |

| | | |
|---|---|---|
| আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো; | এবং আমার শোকর আদায় করো, | এবং আমাকে অস্বীকার করো না। |
| أَذْكُرْكُمْ | وَاشْكُرُوا لِي | وَلَا تَكْفُرُونِ |

### আয়াতের ভাবার্থ:

(১৫১) হে মুমিনগণ! তোমাদের মাঝে মোহাম্মদ (সা.) রাসূল হিসেবে প্রেরণ করে তার মাধ্যমে তোমাদেরকে তেলাওয়াত শুনানো, তোমাদের জীবনকে শিরক-কুফর থেকে পবিত্র করানো, তোমাদেরকে কোরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া এবং তোমরা ইতিপূর্বে যা জানতে না তা তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া যেমন তোমাদের প্রতি আমার এক বড় নিয়ামত, তেমনিভাবে কা'বাকে তোমাদের জন্য কিবলা নির্ধারণ করাও তোমাদের প্রতি আমার একটি নিয়ামত।

(১৫২) সুতরাং এ নিয়ামতের জন্য আমার বিধান মানার মাধ্যমে আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। সাবধান, আমার নিয়ামতকে অস্বীকার করো না। (*আল-মোন্তাখাব*, ৩৪) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿رَسُولًا﴾ 'একজন রাসূল' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- 'মোহাম্মদ (সা.)'।

﴿مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ 'যা তোমরা জানতে না' দ্বারা 'গায়েবী সংবাদ এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও রাজা-বাদশাহের কাহিনী' কে বোঝানো হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৩৪) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমন মুসলমানদের জন্য যেমন বড় নিয়ামাত, তেমনিভাবে কিবলা পরিবর্তনও তাদের জন্য এক বড় নিয়ামাত। (*তাফসীর আবি সাউদ*, ১/১৭৮) ।

২। এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে,

(ক) আল্লাহর নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব।

(খ) ইবাদত যথার্থভাবে পালন করার জন্য জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব।

(গ) আল্লাহর যিক্র করা ওয়াজিব।

(ঘ) আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং তার নিয়ামাতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া উভয়ই সমান।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৩২) ।

৩। রাসূল (সা.) এর যে চারটি মিশনারি কাজের কথা বলা হয়েছে, যেমন:

(ক) জাতিকে কোরআন তিলাওয়াত শুনানো।

(খ) তাদেরকে শিরক-কুফরী থেকে পবিত্র করা।

(গ) কোরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দেয়া।

(ঘ) অজানা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া।

উল্লেখিত সবগুলো বিষয়ই প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ্যভাবে শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। এ থেকে বোঝা যায়, ইসলাম সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

(আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٥٣) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (١٥٤) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧)﴾ [سورة البقرة:
١٥٣-١٥٧].

### আয়াতের আলোচ্য বিষয়:

বালামুসিবতে করণীয় এবং তা পালনকারীর পুরস্কার।

### আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫৩ | হে মুমিনগণ, | তোমরা সাহায্য চাও | সবর ও সালাতের মাধ্যমে, | নিশ্চয় আল্লাহ | |
| | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | اسْتَعِينُوا | بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ | إِنَّ اللَّهَ | |
| ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। | ১৫৪ | আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না; | | | |
| مَعَ الصَّابِرِينَ | | وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ | | | |
| বরং | তারা জীবিত আছে, | কিন্তু | তোমরা অনুভব করতে পারো না। | | |
| بَلْ | أَحْيَاءٌ | وَلَكِنْ | لَا تَشْعُرُونَ | | |
| ১৫৫ | আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো | কিছু ভয়, | ক্ষুধা, | | |
| | وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ | بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ | وَالْجُوعِ | | |
| এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদীর স্বল্পতার মাধ্যমে; | আর (হে নবী) তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। | | | | |
| وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ | وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ | | | | |
| ১৫৬ | যারা, | তাদেরকে যখন মুসিবত আক্রান্ত করে, | তখন বলে: | "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য | |
| | الَّذِينَ | إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ | قَالُوا | إِنَّا لِلَّهِ | |
| এবং আমরা | তাঁর দিকে | প্রত্যাবর্তনকারী"। | ১৫৭ | তাদের উপরই রয়েছে | মাগফিরাত |
| وَإِنَّا | إِلَيْهِ | رَاجِعُونَ | | أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ | صَلَوَاتٌ |
| তাদের রবের পক্ষ থেকে | এবং রহমত, | আর তারাই | হিদায়াতপ্রাপ্ত। | | |
| مِنْ رَبِّهِمْ | وَرَحْمَةٌ | وَأُولَئِكَ هُمُ | الْمُهْتَدُونَ | | |

### আয়াতের ভাবার্থ:

(১৫৩) হে মুমিনগণ! ধৈর্য ধারণ এবং সালাত কায়েমের মাধ্যমে সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থণা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।

DO NOT COPY

(১৫৪) আর যারা দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত্যু বলো না, বরং তারা বিশেষ মর্যাদায় কবরে জীবিত আছে, যার ধরণ সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু তোমরা উপলব্দি করতে পারছো না।
(১৫৫) আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো শত্রুর ভয়, ক্ষুধার কষ্ট, এবং জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। এই কঠিন পরীক্ষায় কেবল ধৈর্যশীলরাই সফল হবে। অতএব, হে আল্লাহর নবী! আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন।
(১৫৬) তারা যখন এ ধরণের বালা-মুসিবত দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন যেন বলে: "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" অর্থাৎ: নিশ্চয় আমাদের জীবন-মরন সবকিছু আল্লাহর জন্য এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।
(১৫৭) এ সকল ধৈর্যশীলদের জন্য তাদের রবের পক্ষ থেকে রয়েছে রহমত ও মাগফিরাত, আর তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত। (*আল-মোন্তাখাব*, ৩৪, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/২৩-২৪)।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: বদর যুদ্ধে যে ১৪ জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন তাদের ব্যাপারে লোকে বলতে লাগলো: আহ! এদুনিয়ার নিয়ামাত ও সৌন্দর্য ছেড়ে তারা চলে গেলো? তখন আল্লাহ তায়ালা ১৫৪নং আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আবু নুয়াইম বলেন: উমাইর ইবনু আল-হুম্মাম এর ব্যাপারে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

(*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ুতী, ২৯)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ইমাম তাবারী (র.) বলেন: মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার আরেকটি নসিহত হলো: কিবলা পরিবর্তন অস্বীকারকারীরা তাদের মধ্যে কোনো ধরনের ফিতনা বা ভয়-ভীতি ছড়াতে চাইলে অথবা যে কোনো ধরনের বালামুসিবত, যেমন: দুর্ভিক্ষ, দরিদ্রতা, মহামারী ইত্যাদির সম্মুখীন হলে তারা যেনো সালাতে দাড়িয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

(*তাফসীর আল-তাবারী*, ৩/২১৩)।

২। সবর তিন প্রকার:
- (ক) আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতে সবর করা।
- (খ) ইবাদাত-বন্দেগীতে সবর করা।
- (গ) বালামুসিবতে সবর করা।

এই তিন প্রকার ধৈর্যের ফল হলো: দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন, সে ভালোমন্দ ও বালামুসিবত সহ সর্বাবস্থায় নিজেকে শান্ত রাখতে পারে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৪৩)।

৩। সাধারন মৃত্যুর উপর শহীদি মরণের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ভাষ্যানুযায়ী শহীদরা জান্নাতে পাখি হয়ে বিচরণ করবে।

DO NOT COPY

৪। বালামুসিবত দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করেন। সবর করতে পারলে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বেড়ে যায়।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৩৫)।

৫। বালামুসিবতে পতিত হলে তৃতীয় করণীয় হলো: নিম্নের আয়াতাংশ পাঠ করা,
(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী"।
রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে পুর্ণাঙ্গ একটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন:
(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا) যার অর্থ হলো: "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী; হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে পুরস্কৃত করুন, এবং বিপদের পরে ভালো কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন"। (*সহীহ মুসলিম*, ২১৬৫)।
৬। (১৫৩-১৫৭) নং আয়াতে বালামুসিবতে ৩টি করণীয় এর কথা বলা হয়েছে:

(ক) সালাতে দাড়িয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থণা করা।

(খ) ধৈর্য ধারন করা।

(গ) (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) দোয়াটি বেশী বেশী পাঠ করা।

৩। কিবলা অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে আগত ফিতনা এবং নানাভিদ আপদবিপদে পতিত হয়ে উল্লেখিত করণীয় বিষয়গুলো যারা পালন করবে, তাদের জন্য তিনটি পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে:

(ক) তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(খ) তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ হবে।

(গ) তারা হিদায়াতের উপর অটল থাকতে পারবে।

অপরদিকে যারা এ করণীয় বিষয়গুলো পালনে ব্যর্থ হবে, তারা ক্ষমা ও রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং সৎপথ থেকে বিচ্যুত হবে।

(*তাফসীরে সা'দী*, ১/৭৫)।

৪। উল্লেখ্য যে, (১৪২-১৫৭) ১৬টি আয়াতে কিবলা পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

DO NOT COPY

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)﴾ [سورة البقرة: ١٥٨].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** সাফা-মারওয়া সায়ী করা প্রসঙ্গে।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| ১৫৮ | নিশ্চয় | সাফা | ও মারওয়া | আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত; | অতএব, যে (ব্যক্তি) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | إِنَّ | الصَّفَا | وَالْمَرْوَةَ | مِن شَعَائِرِ اللَّهِ | فَمَنْ |

| বাইতুল্লাহর হাজ্জ | কিংবা ওমরা করবে, | তাহলে তার জন্যে দোষের নয় | উভয়ের মাঝে তাওয়াফ করা; |
| --- | --- | --- | --- |
| حَجَّ الْبَيْتَ | أَوِ اعْتَمَرَ | فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ | أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا |

| আর যে (ব্যক্তি) | স্বেচ্ছায় করবে | ভালো কাজ, | তবে নিশ্চয় আল্লাহ | কৃতজ্ঞতাপরায়ণ | সর্বজ্ঞ। |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وَمَنْ | تَطَوَّعَ | خَيْرًا | فَإِنَّ اللَّهَ | شَاكِرٌ | عَلِيمٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৫৮) নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, অতএব যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা ওমরা করবে তার জন্যে উভয়ের মাঝে সায়ী করা দোষের নয়, বরং এটাকে হজ্জ-ওমরাকারীদের উপর ওয়াজিব করা হলো। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আল্লাহর জন্য ভালো কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তার কর্মের জন্য কৃতজ্ঞ এবং তাকে পুরস্কার দিবেন।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৩৫, *আল-মোয়াস্সার*, ১/২৪)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿مِن شَعَائِرِ﴾ 'নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত' দ্বারা স্বয়ং সাফা-মারওয়াকে বুঝানো হয়নি, বরং উভয়ের মাঝে তাওয়াফকে বুঝানো হয়েছে। (*গরীব আল-কুরআন*, আল-কাওয়ারী, ২/১৫৮)।

﴿شَاكِرٌ﴾ 'কৃতজ্ঞতাপরায়ণ' আল্লাহর ক্ষেত্রে রূপকার্থে ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ হলো: 'আল্লাহ তায়ালা ভালো কাজের বিনিময়ে ভালো প্রতিদান দিবেন'। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ২/৪৭)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: সাফা পাহাড়ের উপর পুরুষাকৃতির একটি মূর্তি ছিলো যাকে 'ইসাফ' বলা হতো এবং মারওয়া পাহাড়ের উপর মহিলা আকৃতির একটি মূর্তি ছিলো, যাকে বলা হতো 'নায়িলাহ'। আহলে কিতাবের ধারণা তারা কা'বা শরীফের মধ্যে জিনা করার কারণে, পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার জন্য আল্লাহ তাদেরকে সাফা-মারওয়া পাহাড়ে স্থাপন করেছেন। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পুজা করতে শুরু করে। আইয়্যামে জাহিলিয়াতে তারা সাফা-মারওয়া তাওয়াফের সময় এ মূর্তিদ্বয়কে স্পর্শ করে

DO NOT COPY

বরকত নিতো। ইসলামের আগমণ হলে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়। তখন মুসলমানরা সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করতে অপছন্দ করলে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*আসবাব আল-নুযুল*, আল-ওয়াহিদী, ৪৯) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। প্রত্যেক হাজ্জ এবং ওমরা আদায়কারীর জন্য সাফা-মারওয়া এ সায়ী করা ওয়াজিব। "সায়ী করো, আল্লাহ তোমাদের উপর সায়ী ওয়াজিব করেছেন" (*মুসনাদ আহমাদ*, ২৭৩৬৭) ।

২। গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হলে সেখানে সালাত আদায়ে কোনে সমস্যা নেই।

৩। অত্র আয়াতে নফল ইবাদাত-বন্দেগীর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৩৭) ।

৪। নিম্নোল্লেখিত শর্তের আলোকে বিধর্মীদের সংস্কৃতি গ্রহণ করা যাবে: (ক) যে ব্যাপারে ইসলামের সরাসরি নিষেধাজ্ঞা নেই, (খ) যে বিষয়ে ইসলাম নিরব থেকেছে, (গ) ইসলামের কোনো বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। (আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٦٠)﴾ [سورة البقرة: ١٥٩-١٦٠].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** সত্য গোপন করার পরিণতি ও ক্ষমা পাওয়ার উপয়।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৫৯ | নিশ্চয় | যারা | গোপন করে | আমার নাযিল করা | সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ | ও হিদায়াত, |
| | إِنَّ | الَّذِينَ | يَكْتُمُونَ | مَا أَنْزَلْنَا | مِنَ الْبَيِّنَاتِ | وَالْهُدَى |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আমি বর্ণনা করার পর | মানুষের জন্য | কিতাবে; | তারা এমন | যাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন |
| مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ | لِلنَّاسِ | فِي الْكِتَابِ | أُولَئِكَ | يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| এবং তাদেরকে লা'নত করেন | লা'নতকারীগণও। | ১৬০ | তবে | যারা | তাওবা করবে, |
| وَيَلْعَنُهُمُ | اللَّاعِنُونَ | | إِلَّا | الَّذِينَ | تَابُوا |

| | | |
|---|---|---|
| এবং শুধরে নিবে, | এবং (সেসব সত্য) প্রকাশ করবে; | আমি তাদের তাওবা কবুল করবো, |
| وَأَصْلَحُوا | وَبَيَّنُوا | فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ |

| | | |
|---|---|---|
| আর আমি | তাওবা কবুলকারী | পরম দয়ালু। |
| وَأَنَا | التَّوَّابُ | الرَّحِيمُ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৫৯) নিশ্চয় যে সকল আহবার এবং রোহবান তাওরাত-ইনজীলে বর্ণিত মোহাম্মাদের রিসালাতের সংবাদকে গোপন করে, তারা এমন যাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও লা'নত করে।

(১৬০) কিন্তু যারা তাওবা করে ফিরে আসে, নিজেদেরকে শুধরে নেয় এবং যা লুকিয়ে রেখেছিলো তা প্রকাশ করে দেয়, আমি তাওবা কবুল করে নিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দেই। নিশ্চয় আমি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

(*আল-মোয়াস্সার*, ১/২৪)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿الْكِتَابِ﴾ 'কিতাব' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'তাওরাত এবং ইনজিল'।

﴿اللَّاعِنُونَ﴾ 'লা'নতকারীগণ' দ্বারা 'ফেরেশতা এবং মুমিনগণ' কে বোঝানো হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজায়িরী, ১/১৩৮)।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: মুয়াজ ইবনু যাবাল, সা'দ ইবনু মুয়াজ এবং খারিজা ইবনু যায়েদ (রা) ইহুদী আলেমদেরকে তাওরাতে বিদ্যমান কিছু বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তারা গোপন রাখলো এবং তা বর্ণনা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে, আল্লাহ ১৫৯নং আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ুতী, ৩১) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। কারো জিজ্ঞাসার জবাবে সত্যজ্ঞান গোপন করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “যে ব্যক্তি জ্ঞান গোপন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনের মালা পরিধান করাবেন”।

(*মুস্তাদরিক হাকিম*, ৩৪৬) ।

২। সত্যজ্ঞান গোপনকারীর উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং মুমিনরা লা'নত করেন।

৩। সত্যজ্ঞান গোপনকারীকে আল্লাহ তিনটি শর্তে ক্ষমা করবেন: (ক) তাওবা করা, (খ) নিজেকে শুধরিয়ে নেয়া, এবং (গ) যে সত্যটি গোপন করেছিলো তা প্রকাশ করা।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/১৩৯) ।

৪। তাওবা কবুলের শর্ত হলো: (ক) পাপ থেকে বিরত থাকা, (খ) লজ্জিত হওয়া, (গ) এ ধরনের গুনাহ আর করবে না মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, এবং (ঘ) অন্যের হক সম্পর্কিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে সুরহ করে নেয়া।

(*তাফসীর আল-নাসাফী*, ৪/২৪০) ।

DO NOT COPY

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١)
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (١٦٢)﴾ [سورة البقرة: ١٦١-١٦٢].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** কাফেরের পরিণতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৬১ | নিশ্চয় | যারা | কুফরী করেছে | এবং মৃত্যুবরণ করেছে (এ অবস্থায় যে,) | তারা কাফির; |
| | إِنَّ | الَّذِينَ | كَفَرُوا | وَمَاتُوا | وَهُمْ كُفَّارٌ |
| তাদের উপর | আল্লাহ, মালাইকাহ এবং সকল মানুষের লা'নত। | | | ১৬২ | তারা সেখানে স্থায়ী হবে; |
| أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ | لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ | | | | خَالِدِينَ فِيهَا |
| হালকা করা হবে না | তাদের থেকে | আযাব | এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। | | |
| لَا يُخَفَّفُ | عَنْهُمُ | الْعَذَابُ | وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৬১) আর যারা কুফরী করেছে এবং সত্যকে গোপন করেছে, অবশেষে এ অবস্থায় তাওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছে, তারা খাটি কাফের। এদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষ লা'নত করে।

(১৬২) কুফরীর কারণে তারা জাহান্নামী হয়ে সেখানে অভিশপ্ত অবস্থায় চিরকাল অবস্থান করবে, তাদের জন্য শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে একটু সময়ের জন্য অবকাশও দেওয়া হবে না। (*আল-মোন্তাখাব*, ৩৫, *আল-মোয়াস্সার*, ১/২৪) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। যারা কাফির অবস্থায় মারা যাবে, তাদের উপর আল্লাহ, মালাইকাহ এবং সকল মানুষের লা'নত। এবং তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে, একটু সময়ের জন্য তারা অবকাশ পাবে না।

২। যারা প্রকাশ্যে গুনাহের কাজ করে, (যেমন: প্রকাশ্যে মদ্যপায়ী, পুরুষ নারীর পোষাক এবং নারী পুরুষের পোষাক পড়ে পুরুষ বা নারীর বেশ ধরা, অন্যের প্রতি প্রকাশ্যে অত্যাচার করা, প্রকাশ্যে ডাকাতি করা ইত্যাদি) তাদেরকে লা'নত করা জায়েজ।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৩৯) ।

৩। মানুষ কাদেরকে লা'নত করতে পারবে? এ বিষয়ে উলামাদের অভিমত:

কাফেরদেরকে লা'নত করা জায়েজ, চাই সে জীবিত হোক বা মৃত্যু হোক। তবে ফিতনা এড়াতে লা'নত না করাই উত্তম। ইবনুল আরাবী বলেন: সকল আলেম একমত যে, নাম উচ্চারণ করে কোনো অবাধ্য মুসলিমকে লা'নত করা যাবে না, তবে নাম উচ্চারণ না করে ব্যাপকভাবে লা'নত করা যাবে। অত্যাচারীদেরকেও নাম উচ্চারণ না করে লা'নত করা যাবে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৫৭) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (١٦٣) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٤)﴾ [سورة البقرة: ١٦٣-١٦٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আল্লাহর একত্ববাদ ও তার স্বপক্ষে প্রমাণ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৬৩ | এবং তোমাদের ইলাহ | একমাত্র ইলাহ, | কোন (সত্য) ইলাহ নেই | তিনি ছাড়া, যিনি রহমান |
| | وَإِلَٰهُكُمْ | إِلَٰهٌ وَاحِدٌ | لَا إِلَٰهَ | إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| রহীম। | ১৬৪ | নিশ্চয় | আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে, | এবং রাত্র ও দিনের বিবর্তনে, | সে নৌকায় |
| الرَّحِيمُ | | إِنَّ | فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ | وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ | وَالْفُلْكِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যা | সমূদ্রে চলে | মানুষের জন্য কল্যানকর বস্তু নিয়ে, | এবং আল্লাহ অবতীর্ণ করেন আসমান থেকে |
| الَّتِي | تَجْرِي فِي الْبَحْرِ | بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ | وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| পানি | অতঃপর তা দিয়ে মৃত যমীনকে জীবিত করেন | এবং ছড়িয়ে দেন | তাতে | সকল প্রকার |
| مِنْ مَاءٍ | فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا | وَبَثَّ | فِيهَا | مِنْ كُلِّ |

| | | |
|---|---|---|
| বিচরণশীল প্রানী, | এবং বাতাশের বিবর্তনে | এবং আসমান ও যমীনের মাঝে বশীভূত মেঘমালায় |
| دَابَّةٍ | وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ | وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে | এমন কওমের জন্য | যারা বিবেকবান। | |
| لَآيَاتٍ | لِقَوْمٍ | يَعْقِلُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৬৩) হে মানবজাতি! তোমাদের ইলাহ এমন ইলাহ যিনি একক প্রতিপালক, একক মা'বুদ এবং একক গুণের অধিকারী সত্বা। তিনি ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই। তিনি সৃষ্টি জগতের প্রতি দয়াময় এবং মুমিনের প্রতি পরম দয়ালু।

(১৬৪) নিশ্চয় আসমান-যমীনের সুনিপুণ সৃষ্টিতে, রাত-দিনের পালাবদলে, প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠে নৌকার ভেসে চলাতে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে যমীনকে জীবিত করে তাতে বিচরণশীল প্রানী ছড়িয়ে দেওয়াতে, বাতাশের বিবর্তনে এবং আসমান-যমীনের মাঝে বশীভূত মেঘমালাতে আল্লাহর একত্ববাদের পরিচয় রয়েছে এবং তাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য গবেষণার খোরাক রয়েছে। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/২৪-২৫) ।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আবু আযহা (রা.) বলেন: "এবং তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ, কোন ইলাহ নেই তিনি ছাড়া, যিনি রহমান রহীম" [আল-বাকারাহ: ১৬৩] এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মুশরিকরা আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলো: একজন মা'বুদ! এটা কিভাবে সম্ভব? যদি এ কথা সঠিক হয়, তাহলে যেনো প্রমাণ পেশ করে। তখন আল্লাহ তায়ালা ১৬৪নং আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকূল*, আল-সুয়ূতী, ৩১)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

আল্লাহ তায়ালা একক মা'বুদ, একক প্রতিপালক এবং একক গুনের অধিকারী। যার ইঙ্গিত এ আয়াতদ্বয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ৬টি বিষয়ে কথা বলেছেন: (ক) আসমান-যমীনের সৃষ্টি, (খ) রাত্র ও দিনের বিবর্তন, (গ) সমুদ্রপৃষ্ঠে ভাষমান নৌকা, (ঘ) আসমান থেকে বৃষ্টিবর্ষণের মাধ্যমে মৃত যমীনকে শষ্য-শ্যামল ভূমিতে রুপান্তর, (ঙ) বাতাশের ঘুর্নায়ণ এবং (চ) আসমান-যমীনের মধ্যখানে বষীভূত মেঘমালা। এ বিষয়গুলো তাঁর একক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁর একক মা'বুদ হওয়ার উপযুক্ততার প্রমান বহন করে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়েরী, ১/১৪০-১৪১)।

এ বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা দেখতে পাই, উল্লেখিত বিষয়সমূহের রহস্য উদঘাটনের জন্য এগুলো সাইনটিফিক রিসার্সের শতশত টপিক হিসেবে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ল্যাবে গবেষণায় রয়েছে। অথচ আল্লাহ এগুলোর হাকীকাত রাসূল (সা.) কে ১৪শত বছর পূর্বে শিক্ষা দিয়েছেন। এটা কি আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রমান বহন করে না?

DO NOT COPY

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا
مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (١٦٧)﴾ [سورة البقرة].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** মুশরিক এবং তার উপাস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক: দুনিয়া ও আখিরাত।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ১৬৫ | এবং (একত্ববাদের প্রমান জানার পরও) মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, | যারা গ্রহণ করে |
| | وَمِنَ النَّاسِ | مَنْ يَتَّخِذُ |

| | | |
|---|---|---|
| আল্লাহকে বাদ দিয়ে (অন্য কাউকে) | (তাঁর) সমকক্ষরূপে, | তারা তাদেরকে ভালোবাসে |
| مِنْ دُونِ اللَّهِ | أَنْدَادًا | يُحِبُّونَهُمْ |
| আল্লাহকে ভালোবাসার মতো; | আর যারা / ঈমান এনেছে | তাদের সর্বাধিক ভালোবাসা রয়েছে |
| كَحُبِّ اللَّهِ | وَالَّذِينَ / آمَنُوا | أَشَدُّ حُبًّا |
| আল্লাহর জন্যে; | আর যালিমরা যদি (দুনিয়াতে) জানতো | শাস্তির ভয়াবহতা যা (কিয়ামতে) দেখবে |
| لِلَّهِ | وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا | إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ |

| | |
|---|---|
| (এবং) সকল শক্তির উৎস আল্লাহ, (তাহলে তারা শিরক করতো না); | আর নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। |
| أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا | وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৬৬ | যাদের অনুসরণ করা হতো তারা যখন আলাদা হয়ে যাবে | (তাদের) অনুসারীদের থেকে, |
| | إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا | مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا |

| | | |
|---|---|---|
| এবং (এ অবস্থায়) তারা আযাব দেখতে পাবে; | এবং ছিন্ন হয়ে যাবে | তাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক। |
| وَرَأَوُا الْعَذَابَ | وَتَقَطَّعَتْ | بِهِمُ الْأَسْبَابُ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৬৭ | আর অনুসারীরা বলবে: | যদি আমাদেরকে (পৃথিবীতে) একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হতো, |
| | وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا | لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তাহলে আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করতাম | তাদের থেকে, | যেভাবে | (এ দুর্সময়) তারা আলাদা হয়েছে |
| فَنَتَبَرَّأَ | مِنْهُمْ | كَمَا | تَبَرَّءُوا |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আমাদের থেকে; | এভাবেই | আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন | তাদের আমলসমূহ | আক্ষেপস্বরূপ |
| مِنَّا | كَذَلِكَ | يُرِيهِمُ اللَّهُ | أَعْمَالَهُمْ | حَسَرَاتٍ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তাদের জন্য, | আর তারা কখনো বের হতে পারবে না | জাহান্নাম থেকে। | |
| عَلَيْهِمْ | وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ | مِنَ النَّارِ | |

DO NOT COPY

## আয়াতের ভাবার্থ:

(১৬৫) আল্লাহর একাত্ববাদের প্রমাণ পাওয়ার পরও কিছু লোক তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো। আর যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসে। এ সকল যালিমরা যদি আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তি দুনিয়াতে স্বচক্ষে দেখতো যখন রাজত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য, তাহলে তারা কখনও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতো না।

(১৬৬) কিয়ামতের দিন জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির দৃশ্য দেখে তাগুতের অনসারীরা (যারা আল্লাহর সাথে শরীক করতো) তাগুতের (যাকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো) কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করবে। তখন তাগুতরা তাদের অনুসারীদেরকে বলবে: আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর আবধ্যতা করে আমাদের অনুসরণ করতে বলি নাই। এ কথা বলে তাদের মধ্যকার দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়ে যাবে।

(১৬৭) তখন তাগুতের অনুসারীরা বলবে: আমাদেরকে যদি পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে আমরা তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেভাবে তারা এই দুর্দিনে আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের আমলগুলো তাদের জন্য আক্ষেপস্বরুপ দেখাবেন। তারা আর কখনও জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৩৬) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

**দুনিয়ায় মুশরিক এবং তার উপাস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক:**

১। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর একত্ববাদের স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমান আসার পরও কিছু নির্বোধ মানুষ তাদের নেতা, পীর, মাজার, পাথর, মূর্তি ইত্যাদিকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দুনিয়াতে নিম্নের কাজগুলো করার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে: (ক) তাদের কাছে রিযিক, সন্তান এবং সকল প্রকার কল্যান চায়, (খ) সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে তাদের কাছে পানাহ চায়, (গ) তাদের নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় বিভোর থাকে, (ঘ) তাদের জন্য সর্বোচ্চ ভালোবাসা নিবেদন করে, (ঙ) সকল প্রকার প্রয়োজনে তাদের ধারস্থ হয় এবং (চ) তাদেরকে প্রণাম করে। অথচ এগুলো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাথে খাস। আল্লাহর সাথে খাস এমন বিষয় অন্য কাউকে প্রদান করাই শিরক।

২। শিরক হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ। "শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেন না, অন্য যেকোনো গুনাহ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেন" (*সুরা আল-নিসা*, আয়াত: ৪৮) ।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৬৭) ।

৩। আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, নিজেকে শির্ক থেকে বাঁচানোর দুইটি উপায়: (ক) কোরআন-সুন্নাহর বর্ণনার আলোকে আখিরাতের ভয়াবহ অবস্থার ধ্যান করা, (খ) 'আল্লাহ তায়ালা সকল ক্ষমতার উৎস' এ কথা অনুধাবনের চেষ্টা করা। (*তাফসীর আল-জালালাইন*, ১/৩৩) ।

DO NOT COPY

**আখিরাতে মুশরিক এবং তার উপাস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক:**

৪। আখিরাতে পরিবার, গোত্র, দল এবং দেশ ভিত্তিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হবে, বাকী থাকবে শুধু ব্যক্তি এবং তার ঈমান-আমলের মধ্যকার সম্পর্ক।

৫। আখিরাতে দলনেতা, তাগুত, মূর্তী এবং আল্লাহ ছাড়া বাকী উপাস্য তাদের মুরীদ বা অনুসারীদের কোনো উপকার করতে পারবে না, বরং তারা তাদের অনুসারীদের থেকে পালাবে। "আর মুরীদরা চিৎকার করে বলতে থাকবে: তারা আমাদেরকে গোমরা করেছে, সুতারাং হে আল্লাহ! তাদেরকে দিগুন শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি লা'নত করুন" (আল-আহযাব: ৬৬-৬৮) । অনুসারীরা তাদের উপাস্যদের থেকে প্রতিশোধ নিতে দুনিয়ায় ফিরে আসার সুযোগ চাইবে, কিন্তু আর সুযোগ দেয়া হবে না।

(আইসার আল-তাফাসীর, ১/১৪৩), তাফসীর আল-মুনীর, ২/৭০) ।

৬। ঈমান-আমলের শিক্ষা যিনি দিবেন আর যে গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক। এ শিক্ষানুযায়ী ঈমান-আমলের চর্চা করা একান্তই ব্যক্তিগত কাজ, যা আল্লাহ এবং তার বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক। এটাকে হস্তক্ষেপ করে কাউকে মুরীদ বানিয়ে নিজেকে পীর সাজানো কতটুকু ইসলাম সমর্থিত, সে ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে।

৭। আর শাফায়াতের মূল থিম হলো: হাশরের দিন বিচারের পর যারা জান্নাতী হবে, জান্নাতের দারাজা অনুযায়ী তাদের মধ্য থেকে যাকে আল্লাহ পছন্দ করবেন তাকে সীমিত কয়েকজনকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। তখন সে তার সবচেয়ে নিকটাত্মীয় পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিজন, ভাই-বোন, কাছের বন্ধু ইত্যাদি দেরকে খুজা শুরু করবেন সুপারিশ করার জন্য। যাদেরকে পাবেন তাদেরকে নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবেন। আল্লাহ তার সুপারিশ কবুল করবেন। এখন মুরীদ ভাইয়ের প্রতি আমার প্রশ্ন আপনি সুপারিশের আশায় স্ত্রী-পরিজন ছেড়ে পীরসাহেবের দরবারে পড়ে রইলেন, আপনি তার আত্মীয়-স্বজন বা কাছের বন্ধু-বান্ধবের কেউ নয়, তাহলে কিভাবে তার থেকে সুপারিশের আশা করতে পারেন? (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

৮। আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আখিরাতে তাগুতের অনুসারীরা মুক্তির কোনো পথ না পেয়ে আক্ষেপ করতে থাকবে এবং দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে তাগুতের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য, কিন্তু তাদের আক্ষেপ শোনার কেউ থাকবে না এবং তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে না দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সেখান থেকে আর বের হতে পারবে না।

৯। তাগুত হলো:
(ক) আল্লাহর সাথে খাস এমন বিষয় তাঁকে বাদ দিয়ে যাকে প্রদান করা হয়, আর সে তাতে বাধা দেয় না।
(খ) জ্যোতিষ, শয়তান এবং মূর্তি।

(*লিসান আল-আরাব*, ইবনু মানজুর, ৮/৪৪৪) ।



DO NOT COPY

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩)﴾ [سورة البقرة: ١٦٨-١٦٩].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে মেনে নেয়া।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৬৮ | হে মানুষ, | তোমরা আহার করো | যমীনে যা রয়েছে তা থেকে | হালাল-পবিত্র বস্তু, | |
| | يَاأَيُّهَا النَّاسُ | كُلُوا | مِمَّا فِي الْأَرْضِ | حَلَالًا طَيِّبًا | |
| এবং অনুসরণ করো না | শয়তানের পদাংক, | নিশ্চয় সে | তোমাদের জন্য | প্রকাশ্য শত্রু। | |
| وَلَا تَتَّبِعُوا | خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ | إِنَّهُ | لَكُمْ | عَدُوٌّ مُبِينٌ | |
| ১৬৯ | নিশ্চয় | সে তোমাদেরকে আদেশ দেয় | মন্দ | ও অশ্লীল কাজের | এবং এমন কথা বলতে |
| | إِنَّمَا | يَأْمُرُكُمْ | بِالسُّوءِ | وَالْفَحْشَاءِ | وَأَنْ تَقُولُوا |
| আল্লাহ সম্পর্কে | যা তোমরা জানো না। | | | | |
| عَلَى اللَّهِ | مَا لَا تَعْلَمُونَ | | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৬৮) হে মানবজাতি! তোমরা যমীন থেকে হালাল রিযক আহার করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে হালালকে হারাম ও হারামকে হালালে রূপান্তরিত করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(১৬৯) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, কারণ সে তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতে নির্দেশ দেয় যা তোমরা জানো না। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/২৫) ।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

ইমাম কালবী (র.) বলেন: ১৬৮নং আয়াত সাকীব, খোজা'য়া এবং 'আমের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যারা চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল আহরণকে হারাম মনে করতো। (*আসবাব আল-নুযুল*, ওয়াহেদী, ৫১)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। হালাল রিযিক অন্বেষণ এবং পরিমানে কম হলেও হালালকে নিয়ে তুষ্ট থাকা ওয়াজিব।

২। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) যা হালাল করেছেন তাই হালাল এবং তাঁরা যা হারাম করেছেন তাই হারাম।

DO NOT COPY

৩। শয়তানের পথ অনুসরণ করা হারাম। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) যা করতে নিষেধ করেছেন তাই শয়তানের পথ। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৪৫) ।

৪। আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, শত্রুতাবশত সে মানুষকে দিয়ে তিনটি কাজ করায়: (ক) অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা, (খ) হারাম রিযিক উপার্জন এবং (গ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) যা হালাল করেছেন তা হারামে রূপান্তর এবং তাঁরা যা হারাম করেছেন তা হালালে রূপান্তরের চেষ্টা। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৭২) ।

৫। ১৫৯নং আয়াতে "হে মানুষ!" ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। যা ঈমানদার এবং কাফের সবাইকে শামিল করে। এতে দুটি ইঙ্গিত রয়েছে:
(ক) সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে হালাল উপায়ে রিযিক উপার্জন মুসলিম এবং অমুসলিম সবার উপর ওয়াজিব। অন্যথায় এক শ্রেনী সবসময় যুলমের স্বীকার হবে।
(খ) দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু আখিরাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দয়া শুধু মুমিনদের জন্য খাস থাকবে।

DO NOT COPY

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٧١)﴾ [سورة البقرة: ١٧٠-١٧١].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** পিতৃ-পুরুষ নয়, অনুসরণ হবে কোরআন-সুন্নাহর।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৭০ | আর যখন তাদেরকে বলা হয়: | তোমরা অনুসরণ করো | যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, |
| | وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ | اتَّبِعُوا | مَا أَنْزَلَ اللَّهُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (তারা জবাবে) বলে: | বরং | আমরা অনুসরণ করি | যার উপর পেয়েছি | আমাদের বাপ-দাদাদের, |
| قَالُوا | بَلْ | نَتَّبِعُ | مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ | آبَاءَنَا |

| | | |
|---|---|---|
| (আল্লাহ তাদের জবাবে বলেন:) তারা কি এমনটা করে | যদি তাদের বাপ-দাদারা | কিছু না বুঝে থাকে |
| أَوَ | لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ | لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا |

| | | |
|---|---|---|
| এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত না হয়ে থাকে (তার পরেও)? | ১৭১ | আর কাফেরদের উদাহরণ হলো |
| وَلَا يَهْتَدُونَ | | وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا |

| | | |
|---|---|---|
| এমন (জন্তুর) মতো যাকে (রাখাল) ডাকে | এমন ভাষায় যা সে শুনতে পায় না | ডাকার চিৎকার ছাড়া অন্য কিছু; |
| كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ | بِمَا لَا يَسْمَعُ | إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (মুলত, ওরা হলো:) বধির, | বোবা, | অন্ধ; | তাই তারা | বুঝে না। | |
| صُمٌّ | بُكْمٌ | عُمْيٌ | فَهُمْ | لَا يَعْقِلُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৭০) শয়তানের প্ররোচনায় পরে যারা পথভ্রষ্ট  হয়েছে, তাদেরকে যদি বলা হয়: কোরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করো, তাহলে তারা উত্তরে বলে: বরং আমরা আমাদের বাব-দাদাদের অনুসরণ করছি। আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবে বলেন: তাদের বাব-দাদা মূর্খ হলে অথবা পথভ্রষ্ট হলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করে?

(১৭১) কাফের এবং তাদেরেকে যারা হেদায়েত ও ঈমানের দিকে ডাকে তাদের উদারহরণ হলো ঐ রাখাল ও পশুর মতো, যে রাখাল পশুকে ডাকে কিন্তু পশু  আওয়াজ শুনে ঠিকই তবে কিছুই বুঝতে পারে না। মূলতঃ ওরা হলো: বধির, বোবা, অন্ধ; তাই তারা বুঝে না।

(*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/২৬) ।

DO NOT COPY

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ﴾ ‘যখন তাদেরকে বলা হয়’ আয়াতাংশে ‘তাদেরকে’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- সকল মানুষ, অথবা মুশরিকগণ, অথবা ইহুদীগণ। (*তাফসীর আল-নাসাফী*, ১/১৫০)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইহুদীদেরকে ইসলামের দিকে আহবান, জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নাম থেকে ভীতিপ্রদর্শন করলে রাফি ইবনু হুরাইমালাহ ও মালিক ইবনু আউফ নামক দুই ইহুদী তার দাওয়াতের জবাবে বললো: আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যার উপর পেয়েছি আমরা তাই অনুসরণ করবো, কারণ তারা আমাদের চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ এবং উত্তম। তখন আল্লাহ ১৭০নং আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকূল*, আল-সুয়ূতী, ৩২) ।

**আয়াতে বর্ণিত উপমার ব্যাখ্যা:**

১৭১নং আয়াতে ইহুদী অথবা যারা ইসলামের দাওয়াতকে গুরুত্বারোপ না করে মনগড়া জীবন-জাপন করে তাদেরকে নির্বোধ চতুষ্পদ যন্তুর সাথে, আর যারা ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয় তাদেরকে রাখালের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাড়ায় “নির্বোধ জন্তুকে রাখাল ডাকলে যেমন তারা ডাকার চিৎকার ছাড়া আর কিছু শুনতে পায় না, তেমনিভাবে ইহুদীরা বা ইসলাম বিদ্বেষীদেরকে যখন দায়ীরা ইসলামের দিকে ডাকে, তখন তারা কেবল ডাকার আওয়াজই শুনতে পায়। ডাকার মর্ম বোঝার চেষ্টা করে না”।

(*তাফসীর সা'দী*, ১/৮১) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। দ্বীনি বিষয়ে যাদের জ্ঞান রয়েছে তারা কোরআন-সুন্নাহের দলীলের প্রতি খেয়াল না করে কোনো মাজহাব বা মুজতাহিদকে অন্ধ অনুসরণ করলে তা কোরআন-সুন্নাহের অনুসরণ হবে না, তবে দলীলের প্রতি দৃষ্টি রেখে কারো অনুসরণ করলে ভিন্ন কথা। আর যাদের দ্বীনি বিষয়ে নুন্যতম জ্ঞান নেই তারা নির্দিষ্ট কোন মাজহাব বা মুজতাহিদকে অনুসরণ করতে পারবে, তবে জীবিত আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করে মাসয়ালাহ সম্পর্কে অবহিত হবে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৭৪) ।

২। যার দ্বীনি ইলম নেই ধর্মীয় বিষয়ে তার তাকলীদ বা অনুসরণ করা হারাম।
৩। কোনো আলেম কোরআন-সুন্নাহর কথা বললে, তা অনুসরণ করা ওয়াজিব।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৪৫) ।

৪। আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পিতৃ-পুরুষ বা পূর্ববতী কোনো আলেম ভুলের উর্ধে নয়। এজন্য কোনো মাসয়ালার সত্যতা প্রমাণের জন্য কোরআন-সুন্নাহকে বাদ দিয়ে পিতৃ-পুরুষ বা পূর্ববতী কোনো আলেমকে মানদন্ড বানানো যাবে না, যে কাজটি ইহুদীরা করতো। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, পিতৃ-পুরুষ এবং পূর্ববতী আলেমদেরকে কখনো অসম্মান করা যাবে

DO NOT COPY

না। তারা আমাদের মাথার মুকুট, তাদের সাধনার করণে আমরা দ্বীনকে সাজানো পেয়েছি। দ্বীনের ব্যাপারে তাদের হাজারো অবদান রয়েছে, যা আপনি–আমি করতে পারিনি, ছোটো–খাটো দুএকটি ভুলের কারণে তাদের শানে বেআদবী করলে, সেটা তাদের প্রতি অবশ্যই যুলম হবে। সুতরাং কেউ যুলমের গুনাহের ভাগি হবেন না। অতি বাড়াবাড়ি এবং অতি ছাড়াছাড়ি নয়, আমাদেরকে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

৫। “আমার বাপ–দাদারা কি ভুল করে গেছেন?”, “এত বড় আলেম ছিলেন! তিনি কি ভুল করেছেন?” এবং “জীবন দিবো তারপরেও বাপ–দাদার ধর্ম ছাড়বো না” ইত্যাদি কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। এ ধরণের কথা ইহুদীরা বলতো, এজন্য যথাসম্ভব এগুলোকে পরিত্যাগ করা উচিৎ।

৬। ইহুদীদেরকে কোরআন–সুন্নাহ অনুসরণের দাওয়াত দেয়া হলে, তারা সাফ জানিয়ে দিলো: তারা কেবল পিতৃ–পুরুষদের অনুসরণ করবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবে বললেন: তাদের পিতৃ–পুরুষ গোমরাহ ও মুর্খ হলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে?

DO NOT COPY

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)﴾ [سورة البقرة: ١٧٢-١٧٣].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** হালাল ও হারাম খাবার।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

<table>
<tr><td rowspan="4">১৭২</td><td>হে মুমিনগণ!</td><td>তোমরা আহার করো</td><td>পবিত্র জিনিস থেকে</td><td>যা তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছি</td></tr>
<tr><td>يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا</td><td>كُلُوا</td><td>مِنْ طَيِّبَاتِ</td><td>مَا رَزَقْنَاكُمْ</td></tr>
<tr><td colspan="2">এবং আল্লাহর জন্য শোকর করো,</td><td colspan="2">যদি তোমরা (আন্তরিকভাবে) কেবল তাঁরই ইবাদাত করে থাকো।</td></tr>
<tr><td colspan="2">وَاشْكُرُوا لِلَّهِ</td><td colspan="2">إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ</td></tr>
<tr><td rowspan="6">১৭৩</td><td>নিশ্চয়</td><td>তিনি হারাম করেছেন</td><td>তোমাদের উপর</td><td>মৃত জন্তু,</td><td>রক্ত,</td><td>শুকরের গোস্ত</td></tr>
<tr><td>إِنَّمَا</td><td>حَرَّمَ</td><td>عَلَيْكُمُ</td><td>الْمَيْتَةَ</td><td>وَالدَّمَ</td><td>وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ</td></tr>
<tr><td>এবং যা যবাই করা হয়েছে</td><td>গায়রুল্লাহর নামে;</td><td colspan="2">তবে যে (এগুলো খেতে) বাধ্য হবে,</td><td colspan="2">সে অবাধ্য নয়</td></tr>
<tr><td>وَمَا أُهِلَّ بِهِ</td><td>لِغَيْرِ اللَّهِ</td><td colspan="2">فَمَنِ اضْطُرَّ</td><td colspan="2">غَيْرَ بَاغٍ</td></tr>
<tr><td>এবং সীমালঙ্ঘনকারী নয়,</td><td>তাহলে তার গুনাহ হবে না;</td><td>নিশ্চয় আল্লাহ</td><td>ক্ষমাশীল</td><td colspan="2">পরম দয়ালু।</td></tr>
<tr><td>وَلَا عَادٍ</td><td>فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ</td><td>إِنَّ اللَّهَ</td><td>غَفُورٌ</td><td colspan="2">رَحِيمٌ</td></tr>
</table>

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৭২) আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে হালাল উপার্জন ভক্ষণ করার নির্দেষ দিয়ে বলেছেন: হে মুমিনগণ! আমি যে রিযক দিয়েছি তা থেকে হালাল উপার্জন ভক্ষণ করো এবং কথায় ও কাজে আন্তরিকভাবে আমার শুকরিয়া আদায় করো যদি তোমরা একনিষ্ঠভাবে আমার এবাদত করে থাকো।

(১৭৩) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর মৃত জন্তুর গোস্ত, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং গাইরুল্লাহর নামে যবাই করা হয়েছে এমন পশুর গোস্ত ভক্ষণ করাকে হারাম করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি জীবন বাঁচানোর তাগীদে এগুলো খেতে বাধ্য হবে, ক্ষুধার ভান না করা এবং অতিরিক্ত ভক্ষণ না করার শর্তে এ গুলো খাওয়াতে কোন গুনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/২৬) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ ‘সে অবাধ্য নয়’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘সে ক্ষুধার ভান করে না’।

DO NOT COPY

﴿وَلَا عَادٍ﴾ 'সে সীমালঙ্ঘনকারী নয়' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'জীবন বাঁচাতে প্রয়োজনের বেশী খাবার খাওয়ার ইচ্ছা পোষনকারী নয়'।

(*তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, আল-কাওয়ারী, ২/১৭৩)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। হালাল রিযিক ভক্ষণ করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, ইসলাম যা হারাম করেছে তা ছাড়া বাকী সব হালাল। হারাম বস্তু সীমিত আর হালাল বস্তু অগনিত।

২। আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

৩। চার প্রকার বস্তু ভক্ষণ করা হারাম:

(ক) মৃত জন্তু (মাছ ও পঙ্গপাল এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম)।

(খ) প্রবাহিত রক্ত যার সাথে গোস্ত নেই (কলিজা এবং প্লীহা খাওয়া জায়েজ)।

(গ) শূকরের গোস্ত।

(ঘ) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে প্রানী জবেহ করা হলে।

তবে, জীবন বাঁচানোর তাগীদে দুই শর্তে উল্লেখিত হারাম বস্তু ভক্ষণ জায়েজ: (ক) ক্ষুধার ভান না করা, (খ) প্রয়োজনের বেশী ভক্ষণ না করা।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, *আল-জাজায়িরী*, ১/১৪৯)।

DO NOT COPY

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (١٧٤)﴾ [سورة البقرة: ١٧٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** সত্য গোপন করার পরিণতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭৪ | নিশ্চয় | যারা | গোপন করে | আল্লাহর নাযিল করা কিতাবকে | এবং এর দ্বারা ক্রয় করে নেয় |
| | إِنَّ | الَّذِينَ | يَكْتُمُونَ | ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ | وَيَشْتَرُونَ بِهِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সামান্য মূল্য, | তারা তাদের পেটে ভর্তি করে | আগুন, | আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না |
| ثَمَناً قَلِيلاً | أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ | إِلاَّ النَّارَ | وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ |

| | | |
|---|---|---|
| কিয়ামতের দিনে, | তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না | এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। |
| يَوْمَ الْقِيامَةِ | وَلا يُزَكِّيهِمْ | وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৭৪) নিশ্চয় ইহুদী আলেমদের যারা তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গুণাবলী সাধারণ ইহুদী জনগণের ইসলাম গ্রহণের ভয়ে লুকিয়ে রাখে এবং তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা সত্য লুকিয়ে রাখার বিনিময়ে যা ভক্ষণ করলো তা জাহান্নামের আগুন। কিয়ামতে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/২৬, *আল-মোন্তাখাব*, ৩৮)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿وَلا يُزَكِّيهِمْ﴾ 'তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না' এর অর্থ হলো: 'তাদেরকে গুনাহরাশি থেকে পরিশুদ্ধ করবেন না'। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, আল-কাওয়ারী, ২/১৭৪)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: এ আয়াত ইহুদী নেতৃবৃন্দ এবং তাদের ওলামাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা সাধারণ জনগণ থেকে হাদীয়া-তোহফা গ্রহণ করে ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতো। তারা আশা করেছিলো মোহাম্মদ (সা.) তাদের মধ্য থেকে আগমণ করবেন। কিন্তু যখন তারা দেখলো তিনি অন্য গোত্র থেকে আগমণ করেছেন, তখন তারা তাদের নেতৃত্ব এবং রিযিক অর্জনের উপায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলো। ফলশ্রুতিতে, তারা তাওরাতে বর্ণিত মোহাম্মদ (সা.) এর গুণাবলী গোপন করা শুরু করলো। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ুতী, ৩২-৩৩)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। সত্যকে গোপন করা হারাম, বিশেষকরে দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য।



DO NOT COPY

২। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম ওলামাদেরকে সতর্ক করেছেন, তারা যেনো ইহুদী ওলামাদের মতো দুনিয়া অর্জনের জন্য সত্যকে গোপন না করে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৫১)।

৩। যারা সত্যকে গোপন করবে, তাদের জন্য পাঁচটি শাস্তির কথা বলা হয়েছে:

(ক) তাদের পেট জাহান্নামের আগুন দিয়ে পূর্ণ করা হবে।
(খ) কিয়ামতের দিন তাদের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না।
(গ) তাদেরকে গুনাহরাশি থেকে পবিত্র করবেন না।
(ঘ) জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।
(ঙ) তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সাধারণ মানুষ সর্বদা লা'নত করেন।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৯৩)।

৪। সত্যজ্ঞান গোপনকারীকে আল্লাহ তিনটি শর্তে ক্ষমা করবেন:

(ক) তাওবা করা।
(খ) নিজেকে শুধরিয়ে নেয়া।
(গ) যে সত্যটি গোপন করেছিলো তা প্রকাশ করা।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাব=জ১/১৩৯)।

৫। 'আয়াত বিক্রি করা' এর অর্থ হলো: আল্লাহর বিধান গোপন বা পরিবর্তন করে তার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা।

DO NOT COPY

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥)
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦)﴾
[سورة البقرة: ١٧٥-١٧٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** সত্য গোপন করার পরিণতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৭৫ | ওরাই তারা, যারা | ভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করেছে | হিদায়াতের পরিবর্তে | এবং আযাবকে (গ্রহণ করেছে) |
| | أُولَئِكَ الَّذِينَ | اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ | بِالْهُدَى | وَالْعَذَابَ |
| মাগফিরাতের পরিবর্তে, | সুতরাং জাহান্নামের উপর তারা কতইনা ধৈর্যশীল!। | ১৭৬ | তা এই কারণে যে, | |
| بِالْمَغْفِرَةِ | فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ | | ذَلِكَ بِأَنَّ | |
| আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন | যথার্থভাবে, | আর নিশ্চয় যারা | কিতাবে মতবিরোধ করেছে, | |
| اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ | بِالْحَقِّ | وَإِنَّ الَّذِينَ | اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ | |
| তারা অবশ্যই সুদূর মতানৈক্যে রয়েছে। | | | | |
| لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ | | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৭৫) তারা সত্যকে লুকিয়ে রেখে হিদায়েতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করেছে এবং আযাবকে গ্রহণ করেছে ক্ষমার পরিবর্তে। জাহান্নামের উপর কত ধৈর্য তাদের!।

(১৭৬) জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার কারণ হলো: আল্লাহ সকল রাসূলগণকে সত্য কিতাব দিয়েছেন, আর তারা সেগুলোকে অস্বীকার করেছে। নিশ্চয় যারা আসমানী কিতাব নিয়ে তালবাহানা করে সুবিধামতো কিছু মান্য করেছে এবং কিছু প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা সুদূর মতানৈক্যে রয়েছে, যা সত্য থেকে বহুদূর। *(আল-মুনীর, ২/৯১, আল-মোন্তাখাব, ৩৮, আল-মোয়াস্সার, ১/২৬)* ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। সত্য গোপন করার আরেকটি পরিণতি হলো: যারা সত্য গোপন করে তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায় এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। ফলে, তারা হেদায়েতকে বাদ দিয়ে ভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করে এবং জান্নাতের পথ ছেড়ে জাহান্নামের পথ গ্রহণ করে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৯১) ।

২। (১৭৪-১৭৫) নং আয়াত থেকে বোঝা যায়, কেউ আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিলে, সে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়।

৩। ১৭৬নং আয়াত থেকে বোঝা যায়, কোরআন থেকে মানুষ দুরে সরে গেলে, মতবিরোধের এমন এক পর্যায় পৌঁছে যায়, যেখান থেকে তারা আর ঐক্যের পথে ফিরে আসতে পারে না।

DO NOT COPY

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧) [سورة البقرة: ١٧٧].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** প্রকৃত বুজুর্গের পরিচয়।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৭৭ | সকল নেকী এটার মধ্যে নিহিত নয় যে, | তোমরা তোমদের মুখ ফিরাবে | পূর্ব দিকে |
| | لَيْسَ الْبِرَّ | أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ | قِبَلَ الْمَشْرِقِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং পশ্চিম (দিকে), | বরং | (আসল) নেকীর কাজ হলো: | একজন ব্যক্তি ঈমান আনে আল্লাহ, |
| وَالْمَغْرِبِ | وَلَكِنَّ | الْبِرَّ | مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আখিরাত, | মালায়িকাহ, | কিতাবসমূহ | এবং নবীগণের প্রতি; | এবং মাল খরচ করে |
| وَالْيَوْمِ الْآخِرِ | وَالْمَلَائِكَةِ | وَالْكِتَابِ | وَالنَّبِيِّينَ | وَآتَى الْمَالَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| -তার প্রতি আসক্ত থাকা সত্যেও- | আত্মীয় স্বজন, | ইয়াতিমদের, | মিসকীনদের, | মুসাফির, |
| عَلَى حُبِّهِ | ذَوِي الْقُرْبَى | وَالْيَتَامَى | وَالْمَسَاكِينَ | وَابْنَ السَّبِيلِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ভিক্ষুকদের | এবং বন্দীমুক্তির কাজে; | এবং সালাত কায়েম করে, | যাকাত দেয়, | ওয়াদা পূর্ণ করে |
| وَالسَّائِلِينَ | وَفِي الرِّقَابِ | وَأَقَامَ الصَّلَاةَ | وَآتَى الزَّكَاةَ | وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যখন ওয়াদা দেয়, | এবং যারা ধৈর্য ধারণ করে কষ্ট-দুর্দশায় | এবং যুদ্ধের সময়ে; | ওরাই তার, যারা |
| إِذَا عَاهَدُوا | وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ | وَحِينَ الْبَأْسِ | أُولَئِكَ |

| | | |
|---|---|---|
| সত্যবাদী | এবং তারাই | মুত্তাকী। |
| الَّذِينَ صَدَقُوا | وَأُولَئِكَ هُمُ | الْمُتَّقُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৭৭) ইহুদী-খৃষ্টান এবং কিছু মুসলিমের কিবলা নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি দেখে মনে হয়েছিলো কিবলামুখী হওয়াই সবচেয়ে বড় বুজুর্গী। ইসলাম মধ্যপন্থী ধর্ম হিসেবে কিবলার গুরুত্ব তার কাছে কতটুকু তা জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: সালাতে তোমার মুখ পূর্ব-পশ্চিম বা কিবলার দিকে ফিরানোকে সবচেয়ে বড় কল্যানের কাজ মনে করো না, বরং সবচেয়ে বড় কল্যানের কাজ হলো: আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা; আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক এবং বন্দীমুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করা; সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করা; প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করা এবং কষ্ট-

DO NOT COPY

দুর্দশা ও যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্য ধারণ করা। এই ১৬টি বিষয় যারা যথার্থভাবে পালন করে, তারাই বুজুর্গের দাবীতে সত্যবাদী। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/২৭)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿الْكِتَابِ﴾ 'কিতাব' শব্দটি 'একবচন' হলেও এর দ্বারা 'বহুবচন' উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

﴿الْبَأْسِ﴾ 'কষ্ট বা দুর্দশা' দ্বারা যুদ্ধের সময়কে বুঝানো হয়েছে।

(*তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, আল-কাওয়ারী, ২/১৭৭)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:** ক্বাতাদাহ (রা.) বলেন: ইহুদীরা পশ্চিম দিকে এবং খৃষ্টানরা পূর্ব দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতো এবং মুসলমানদেরকেও তাদের কিবলা গ্রহণ করার জন্য প্ররোচনা দিতো। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ৩৩)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিছু বিষয় পালন করে এবং কিছু বিষয় ছেড়ে দেয় সে মুলত ঈমানদার নয় এবং এ আমল আখিরাতে তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৫৩)।

২। ইহুদীরা মাসজিদুল আকসা এর দিকে এবং খৃষ্টানরা পূর্ব দিকে মুখ করে প্রার্থনা করে। এটাকেই তারা অনেক বড় বুজুর্গি মনে করে মুসলমানদেরকেও তাদের কিবলার দিকে আহবান করতে লাগলো। অনুরূপভাবে কিছু মুসলমান কা'বাকে কিবলা পেয়ে আত্মতৃপ্তিতে সাতার কাটতে লাগলো। তখন আল্লাহ ছাফ জানিয়ে দিলেন: দুএকটি আমল পালনের মাধ্যমে কেউ বুজুর্গ হতে পারে না, বরং বুজুর্গ হতে হলে তাকে আক্বায়েদ, ইবাদাত, সামাজিক সংহতি, আখলাক এবং ফাজায়েলে পূর্ণাঙ্গ এবং যথার্থ আমল থাকতে হবে। সুতরাং প্রকৃত বুজুর্গ হওয়ার জন্য নিম্নের ১৬টি বিষয় নিয়মিত পালন করতে হবে:

প্রথমত: ঈমান সম্পর্কিত ৬টি বিষয়, যেমন: আল্লাহ, ফেরেশতা, আখিরাত, নবী-রাসূলগণ, আসমানী কিতাবসমূহ এবং তাক্বদীরের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা।

দ্বিতীয়ত: ইবাদাত সম্পর্কিত ২টি বিষয়, যেমন: ইবাদাত বাদানী: সালাত ও সিয়াম, এবং ইবাদাতে মালী: যাকাত ও হাজ্জ যথার্থভাবে নিয়মিত পালন করা।

তৃতীয়ত: সমাজ সংহতি সম্পর্কিত ৬টি বিষয়, যেমন: আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক এবং দাস-দাসী অথবা বন্দীমুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করা।

চতুর্থত: আখলাক ও ফাযায়েল সম্পর্কিত দুইটি বিষয়, যেমন: ওয়াদা পূর্ণ করা এবং দুঃখ-দুর্দশা, বালা-মুসিবত এবং যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্য ধারণ করা। (*আল-মুন্তাখাব ফি আল-তাফসীর*, উলামায়ে আযাহার, ৩৯)।

৩। সমাজের চিত্র হলো- মুসলমানরা ছয় প্রকারে বিভক্ত হয়ে পরেছে:

(ক) যারা চারটি বিষয়ের অধিনে ১৬টি আমলই আন্তরিকভাবে নিয়মিত পালন করার চেষ্টা করে। এদের সংখ্যা খুবই নগন্য।

(খ) যারা ঈমান, ইবাদাত এবং আখলাক-ফাযায়েল নিয়ে তৃপ্ত, কিন্তু সামাজিক কাজে তারা পিছিয়ে আছে। এদের বড় অংশ হলো আমাদের দেশের আলেম-ওলামা।

(গ) যারা ঈমান ও ইবাদাত নিয়ে তৃপ্ত, কিন্তু আখলাক-ফাযায়েল এবং সামাজিক কাজে তারা পিছিয়ে আছে। এ প্রকার সকল শ্রেনীর মুসলিমদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।
(ঘ) যারা শুধুই সামাজিক কাজ নিয়ে ব্যাস্ত, কিন্তু বাকীগুলোর ক্ষেত্রে তারা উদাশীন। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে এ প্রকারে বেশী পরিলক্ষিত হয়।
(ঙ) কিছু মুসলিম উল্লেখিত চারটি বিষয়ের ১৬টি আমলের সবগুলোই সুযোগে দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য কমবেশী পালন করে থাকে। এ প্রকারেও আমাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে বেশী পরিলক্ষিত হয়।
(চ) যারা দুএকটি ভালো কাজ করে নিজেকে বড় বুজুর্গ ভেবে অন্যকে আর মূল্যায়ন করে না।

আল্লাহ তায়ালা একমাত্র প্রথম প্রকারকে প্রকৃত বুজুর্গ বা মোত্তাকী বলে আখ্যা দিয়েছেন। কেবল তারাই প্রথম ধাপেই আল্লাহর কাছে মুক্তি পেয়ে যাবে। সুতরাং বাকীদেরকে প্রকৃত বুজুর্গ বা মোত্তাকী হতে হলে প্রথম কাতারে আসার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক।

(আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)﴾.

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** ‘কিসাস’ এবং তা ফরয করার রহস্য।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ১৭৮ | হে মুমিনগণ, | তোমাদের উপর ‘কিসাস’ (এর বিধান বাস্তবায়নকে) ফরয করা হয়েছে |
| | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ |

| | | |
|---|---|---|
| নিহতের (ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার) লক্ষ্যে, | (তা হলো:) স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, | এবং দাসের বদলে দাস, |
| فِي الْقَتْلَى | الْحُرُّ بِالْحُرِّ | وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ |

| | | |
|---|---|---|
| এবং নারীর বদলে নারী; | সুতরাং যাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় | তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু অংশ, |
| وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى | فَمَنْ عُفِيَ لَهُ | مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ |

| | | |
|---|---|---|
| তাহলে ন্যায়ানুগ পন্থা অনুসরণ করবে | এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দিবে, | এটা |
| فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ | وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ | ذَلِكَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দন্ডহ্রাস | এবং রহমত; | সুতরাং যে | সীমালঙ্ঘন করবে | এর পর, |
| تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ | وَرَحْمَةٌ | فَمَنِ | اعْتَدَى | بَعْدَ ذَلِكَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তবে তার জন্য রয়েছে | যন্ত্রণাদায়ক আযাব। | ১৭৯ | ‘কিসাস’ এ তোমাদের জন্য রয়েছে | জীবন, |
| فَلَهُ | عَذَابٌ أَلِيمٌ | | وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ | حَيَاةٌ |

| | | |
|---|---|---|
| হে বিবেকসম্পন্নগণ, | আশা করা যায় তোমরা | (খুন-খারাবি থেকে) বেঁচে থাকতে পারবে। |
| يَاأُولِي الْأَلْبَابِ | لَعَلَّكُمْ | تَتَّقُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৭৮) হে মুমিনগণ! ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের জন্য কিসাসের বিধান বাস্তবায়ন তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। নিয়ম হলো: স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস এবং নারীর বদলে নারী। কিন্তু নিহতের পরিবার যদি হত্যাকারী থেকে কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত বা জীবনের মূল্য নিতে চায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকে সহনশীল হতে হবে। নিহতের পরিবার কোন ধরণের সহিংসতায় না জড়িয়ে ইনসাফ ভিত্তিক দিয়াত গ্রহণ করবে এবং হাত্যাকারী বিলম্ভ না করে তা প্রদান করবে। কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত প্রদানের সুযোগ রাখা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজকরণ এবং তোমাদের প্রতি দয়া। সুতরাং এরপরেও যারা কিসাসের বিধানের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘণ করবে, তাদের জন্য দুনিয়াতে কিসাস ও আখিরাতে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

DO NOT COPY

(১৭৯) হে শিক্ষিত সমাজ! কিসাসের বিধান বাস্তবায়নে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে তোমরা খুন-খারাবি থেকে বাঁচতে পারবে। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/২৭)।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ “তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দন্ড হ্রাস”, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর ‘কিসাস’ ফরয ছিলো, কিন্তু এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছিলো না। অপরদিকে উম্মতে মোহাম্মদীর উপর ‘কিসাস’ এর পাশাপাশি ‘দিয়্যাত’ বা জীবনের মূল্য প্রদানের বিধান চালু করা হয়েছে। যদি নিহতের পরিবার চায় ‘দিয়্যাত’ নিয়ে খুনিকে মাফ করে দিবে, তাহলে ইসলাম সে সুযোগ রেখেছে।

(*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ৬৭)।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইসলাম আগমণের পূর্বে আরবে দুইটি গোত্র ছিলো, যাদের মধ্যে সারাবছর যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকতো। প্রতিপক্ষকে হত্যা ও আহত করা ছিলো নিত্যদিনের ব্যাপার। একপর্যায়ে, শক্তিশালী গোত্র ঘোষণা দিলো আমাদের একজন দাস হত্যার বদলা একজন স্বাধীন দিয়ে এবং একজন নারী হত্যার বদলা একজন পুরুষ দিয়ে নেয়া হবে। তখন তাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ূতী, ৩৩) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ইমাম জুরজানী (র.) বলেন: ‘কিসাস’ হলো: “কর্তা যা করেছে ঠিক সেটাকেই তার দিকে ফিরিয়ে দেয়া” এবং ‘দিয়্যাত’ হলো: “জীবনের বিনিময়ে যে অর্থ প্রদান করা হয়”। (*আল-তা’রীফাত*, আল-জুরজানী, ১৭৬, ১০৬) ।

২। সকল তাফসীরকারক, হাদীস বিশেষজ্ঞ এবং ফোকাহায়ে কেরাম একমত, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ‘কিসাস’ এবং ‘দিয়্যাত’ এর বিধান ফরয করেছেন এবং যারা এ বিধান অস্বীকার করবে তারা কাফির হয়ে যাবে। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ২/২৪৪) ।

৩। ইহুদী ধর্মে ‘কিসাস’ এর বিধান ছিলো, বিকল্প হিসেবে ‘দিয়্যাত’ এর ব্যবস্থা ছিলো না। অনুরূপভাবে খৃষ্টান ধর্মে ‘দিয়্যাত’ এর বিধান ছিলো, বিকল্প হিসেবে ‘কিসাস’ এর ব্যবস্থা ছিলো না। অপরদিকে ইসলামে ‘কিসাস’ এবং ‘দিয়্যাত’ উভয়ের বিধান রাখা হয়েছে। “একমাত্র ইসলাম হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা” এটা হলো তার আরেকটি প্রমাণ। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১০৮) ।

৪। ‘কিসাস’ এর বিধান কার্যকর করবেন দেশের সরকার ও বিচার বিভাগ। অর্থাৎ: হত্যা সংঘটিত হলে নিহতের পরিবার বাদী হয়ে বিচার বিভাগের ধারস্থ হবে, বিচারক আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন। নিহতের পরিবারের জন্য বিচার হাতে তুলে নেয়া জায়েজ নেই, কারণ এতে ফিতনা ছড়িয়ে পরবে। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ২/২৪৫) ।

৫। কিসাসের বিধান:

DO NOT COPY

(ক) অধিকাংশ ওলামাদের মতে, 'কিসাস' বাস্তবায়নের মূল শর্ত হলো: স্বাধীন ও মুসলিম হওয়ার দৃষ্টিতে সমান হওয়া, সুতরাং মুসলিম অমুসলিমকে এবং মনিব দাসকে হত্যা করলে কিসাস এর বিধান কার্যকর হবে না, এক্ষেত্রে 'দিয়্যাত' এর বিধান কার্যকর হবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (র.) এ মতের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন নি।

(খ) অধিকাংশ ওলামাদের মতে, পিতা পুত্রকে হত্যা করলে কিসাস এর বিধান কার্যকর করা যাবে না, তার উপর 'দিয়্যাত' এর বিধান আসবে। তবে মালিক (র.) এ মতের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন নি।

(গ) চার ইমাম একমত যে, একদল মিলে একজনকে হত্যা করলে একদলের উপর 'কিসাস' কার্যকর করা যাবে। দলীল হলো: ইয়ামেনের 'সানয়া' তে সাতজন মিলে একজনকে হত্যা করেছিলো, ওমর (রা.) সাতজনের উপরই 'কিসাস' কার্যকর করে ঘোষণা দিয়েছিলেন: "সকল 'সানয়া' বাসী মিলে যদি তাকে হত্যা করতো, তাহলে সকলের উপর 'কিসাস' কার্যকর করা হতো" (সুনান আল-দার কুতনী)।

(ঘ) ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) এর মতে, নিহতকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে ঠিক সেভাবে হত্যাকারীকে হত্যার মাধ্যমে 'কিসাস' কার্যকর করতে হবে। তবে ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ (র.) মনে করেন, কিসাসের ক্ষেত্রে হত্যা পদ্ধতি অনুসরণ জরুরী না।

(ঙ) চার ইমামের মতকে সমন্বয়পূর্বক একথা বলা যায় যে, নিহতের পরিবার ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর পরিবারের সাথে সমাযোতা করে 'কিসাস' এর পরিবর্তে 'দিয়্যাত' নিতে পারবে। (তাফসীর আল-কুরতুবী, ২/২৪৪-২৫৫, আইসার আল-তাফাসীর, ১/১৫৭, আল-মুনীর, ২/১১২-১১৫) ।

৬। 'দিয়্যাত' পরিশোধ যাতে নিরাপদ ও সুন্দরভাবে হয়, তা বিচার বিভাগকে নিশ্চিত করতে হবে।

৭। 'কিসাস' ও 'দিয়্যাত' এর বিধান চালু করার পিছনে অন্যতম রহস্য হলো: জীবন রক্ষার মাধ্যমে সমাজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (١٨٢)﴾ [البقرة: ١٨٠-١٨٢].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** অসিয়তের বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ১৮০ | (হে মুমিনগণ!) তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, | যখন তোমাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, |
| | كُتِبَ عَلَيْكُمْ | إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (এবং) যদি | সে রেখে যায় | সম্পদ, | (তবে) অসিয়ত করা | পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য |
| إِنْ | تَرَكَ | خَيْرًا | الْوَصِيَّةُ | لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ন্যায়সঙ্গতভাবে, | (এটি) মুত্তাকীদের দায়িত্ব। | ১৮১ | অতএব যে তা (অসিয়ত) পরিবর্তন করবে |
| بِالْمَعْرُوفِ | حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ | | فَمَنْ بَدَّلَهُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| শুনে নেয়ার পর, | তবে এর গুনাহ | তাদের উপর বর্তাবে, যারা | তা পরিবর্তন করবে, | নিশ্চয় |
| بَعْدَمَا سَمِعَهُ | فَإِنَّمَا إِثْمُهُ | عَلَى الَّذِينَ | يُبَدِّلُونَهُ | إِنَّ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আল্লাহ | সর্বশ্রোতা | সর্বজ্ঞানী। | ১৮২ | তবে যে | আশংকা করবে | অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে |
| اللَّهَ | سَمِيعٌ | عَلِيمٌ | | فَمَنْ | خَافَ | مِنْ مُوصٍ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| পক্ষপাতিত্ব | অথবা | পাপের, | অতপর মীমাংসা করবে | তাদের মাঝে, | তাহলে বর্তাবে না |
| جَنَفًا | أَوْ | إِثْمًا | فَأَصْلَحَ | بَيْنَهُمْ | فَلَا |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তার উপর কোনো পাপ; | নিশ্চয় | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | পরম দয়ালু। | |
| إِثْمَ عَلَيْهِ | إِنَّ | اللَّهَ | غَفُورٌ | رَحِيمٌ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৮০) হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো কাছে সম্পদ থাকা অবস্থায় যখন সে মৃত্যুর সন্নিকটে উপস্থিত হয়, তখন পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে তার সম্পদের একাংশ অসিয়ত করা তার উপর ফরজ। আল্লাহকে যারা ভয় করে, এটা তাদের দায়িত্ব।

(১৮১) অতএব, যারা অসিয়ত শুনে তার মৃত্যুর পর তা পালনে গড়িমসি করে অথবা পরিবর্তন করে ফেলে, তাহলে যারা পরিবর্তন করবে তারা গুণাহগার হবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অসিয়তকারী এবং পালনকারী সকলের অবস্থা সম্পর্কে জানেন ও শুনেন।

DO NOT COPY

(১৮২) কিন্তু অসিয়তের মধ্যে যদি কোন ধরণের পক্ষপাতিত্ব বা পাপের আশংকা করা হয়, তাহলে তাদের মীমাংসা করতে গিয়ে সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্ধন হলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (আল-মোয়াস্‌সার, ১/২৭-২৮) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْمَوْتُ﴾ 'মৃত্যু' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'মৃত্যুসয্যা' বা "এমন রোগ যা থেকে আরোগ্য পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ"।

﴿خَيْرًا﴾ 'সম্পদ' দ্বারা "প্রচলিত নিয়মে মানুষ যে পরিমানকে বেশী সম্পদ বলে থাকে" সেটাকে বুঝানো হয়েছে। হাসান বসরী (র.) বলেন: ১০০০ দিনার, যার বর্তমান মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।

(*তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, আল-কাওয়ারী, ২/১৮০) ।

﴿خَافَ﴾ 'যে আশংকা করবে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- 'যে বুঝতে পারবে'। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১১৮) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। অসিয়ত হলো: "মৃত্যুর পরে বাস্তবায়িত হওয়ার শর্তে, একজন ব্যক্তি কর্তৃক তার জীবদ্দশায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু দান করা"। (*আল-তায়ারীফ আল-ফিকহিয়্যাহ*, আল-বারাকাতী, ২৩৭) ।

২। জামহুর ফুকাহা এবং অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে, অসিয়তের বিধান ওয়াজিব ছিলো, অবশেষে মিরাসের আয়াত এবং রাসূল (সা.) এর হাদীস "আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক হকদারকে হক দিয়েছেন, সুতরাং ওয়ারিসদের জন্য অসিয়তের বিধান নেই" দ্বারা তা মানসুখ হয়েছে।

ইবনু কাসীর (র.) বলেন: "অসিয়তের বিধান মানসুখ হওয়ার ব্যাপারে সকল ওলামা একমত হয়েছেন", তবে মানসুখ হওয়ার ধরণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন:

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, হাসান বসরী এবং মাসরুক (রা.) এর মতে: এমন 'নিকটাত্মীয় যারা মীরাসের অধিকারী' এবং এমন 'নিকটাত্মীয় যারা মীরাসের অধিকারী নয়' সবার জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব ছিলো। মীরাসের আয়াত দ্বারা 'নিকটাত্মীয় যারা মীরাসের অধিকারী' রহিত হয়েছে, কিন্তু 'নিকটাত্মীয় যারা মীরাসের অধিকারী নয়' তারা স্বস্থানে বহাল আছে।

অর্থাৎ: সম্পদশালী ব্যক্তির মৃত্যুর পর যারা তার ওয়ারিস হবে তাদের জন্য 'অসিয়ত' না করে তার নিকটাত্মীয় যারা তার মৃত্যুর পর ওয়ারিস হবে না তাদের জন্য তার সম্পদের সর্বোচ্চ একতৃতীয়াংশ পরিমান তার জীবদ্দশায় 'অসিয়ত' করে যাওয়া ওয়াজিব।

(খ) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আবু মুসা আল-আশআরী এবং সাইদ ইবনু মুসাইয়্যেব (রা.) এর মতে, অসিয়তের বিধান পরিপূর্ণভাবে রহিত হয়েছে, সুতরাং তা আর কারো জন্যই ওয়াজিব নয়, তবে ওয়ারিস নয় এমন নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করা মুস্তাহাব হিসেবে বাকী আছে।

DO NOT COPY

(গ) অসীয়াতের বিধান মীরাসের বিধান দ্বারা রহিত হয়নি, বরং মীরাসের বিধান অসিয়তের বিধানের ব্যাখ্যা। মীরাস হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদীয়া এবং অসিয়ত হলো যিনি মৃত্যুবরণ করবেন তার পক্ষ থেকে হাদীয়া। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ২/২৫৭-২৫৮, *আইসার*, ১/১৫৮, *আল-মুনীর*, ২/১২১-১২২) ।

৩। জমহুর ওলামাদের মতে অসিয়তের বিধান:

(ক) অসিয়ত করা মোস্তাহাব, তবে সঠিক পন্থায় কৃত অসিয়ত কার্যকর করা উত্তরসূরীর উপর ওয়াজিব।

(ক) ওয়ারিস থাকা অবস্থায় সর্বোচ্চ একতৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করা যাবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর ভাষ্যানুযায়ী ওয়ারিস না থাকলে পুরো সম্পদ অসিয়ত করতে পারবে।

(খ) 'নিকটাত্মীয় কিন্তু মীরাসের অধিকারী নয়' এমন লোকদের জন্য অসিয়ত করতে হবে। হাসান বসরী (র.) বলেন: কেউ এদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য অসিয়ত করলে তা সংশোধন করে নিকটাত্মীয়দের দিকে ফিরিয়ে কার্যকর করতে হবে।

(গ) অসিয়াতকারী তার সম্পদ থেকে ঋণ শোধ করার অসিয়ত করলে তার উত্তরসূরী যারা অসিয়ত শুনেছে তারা অসিয়ত পালন না করলেও অসিয়তকারী ঋণ থেকে দায়মুক্ত হবে, কিন্তু তার উত্তরসূরীরা গুনাহগার হবে। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ২/২৫৭-২৫৯, *আল-মুনীর*, ২/১২৩-১২৭) ।

৪। সঠিক পন্থায় যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পরিবর্তন করা হারাম।

৫। কেউ ভুল অসিয়ত করলে, তা শোধরিয়ে কার্যকর করা জায়েজ। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/১৫৯) ।

৬। ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, দাদার জীবদ্দশায় বাবা অথবা নানার জীবদ্দশায় মা মৃত্যুবরণ করলে নাতী/নাতনী সাধারণত দাদা-নানার সম্পদের অংশ পায়না, এ অবস্থায় নাতী/নাতনীর অসহায়ত্বের দিকে তাকিয়ে তাদের জন্য অসিয়ত করা দাদা-নানার উপর ওয়াজিব। (ইসলাম সুয়াল-জওয়াব)।

৭। মীরাসের আয়াত অবতীর্ণের পূর্বে পুরো সম্পদ নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসিয়াত করা ওয়াজিব ছিলো, কিন্তু মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পরিমান ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়াত করা মোস্তাহাব রাখা হয়েছে। কারণ, তখন মৃতের সম্পদ বন্টনের জন্য ওসিয়াত ছাড়া অন্য কোন বিধান ছিলো না। যদি এমন হয় যে মীরাসের আয়াত অবতীর্ণের পূর্বেও এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়াত করার বিধান ছিলো, তাহলে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, বাকী দুই তৃতীয়াংশের সম্পদের বন্টন নীতি কি ছিলো? (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (١٨٤)﴾ [سورة البقرة: ١٨٣-١٨٤].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** সিয়াম (রোযা) ফরয হওয়া প্রসঙ্গে।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৩ | হে মুমিনগণ, | তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, | যেভাবে ফরয করা হয়েছিলো |
| | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ | كَمَا كُتِبَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তোমাদের পূর্ববতীদের উপর, | যাতে তোমরা মোত্তাকী হতে পারো। | ১৮৪ | নির্দিষ্ট কয়েক দিন |
| عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ | لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ | | أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ |

| | | |
|---|---|---|
| (এর জন্য); তবে তোমাদের মধ্যে যে (ব্যক্তি) | (এ দিনগুলোতে) অসুস্থ থাকবে | অথবা সফরে থাকবে, |
| فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ | مَرِيضًا | أَوْ عَلَى سَفَرٍ |

| | |
|---|---|
| তাহলে, অন্য দিনে (অসুস্থ এবং সফরকালীন সিয়ামগুলো) পূর্ণ করে নিবে, | আর যারা (সিয়াম পালনে) অক্ষম |
| فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ | وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ |

| | |
|---|---|
| তারা (প্রতি সিয়ামের জন্য) একজন মিসকীনের খাবার ফিদয়া দিবে; | তবে কেউ স্বেচ্ছায় বেশী দিতে চাইলে, |
| فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ | فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সেটা তার জন্য ভালো, | আর সিয়াম পালনই | তোমাদের জন্য উত্তম | যদি তোমরা জানতে। |
| فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ | وَأَنْ تَصُومُوا | خَيْرٌ لَكُمْ | إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৮৩) হে মুমিনগণ! সমাজ সংশোধন ও পরিবার সংরক্ষণের জন্য তোমাদের উপর যেমন কিসাসের বিধান এবং ওসিয়াত ফরজ করা হয়েছে, তেমনিভাবে আত্মশুদ্ধির জন্য পূর্ববতীদের মতো তোমাদের উপরও সওম পালন ফরজ করা হয়েছে, যাতে তোমরা মোত্তাকী হতে পারো।

(১৮৪) সওম পালন করতে হবে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্য, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ এ সময়ে অসুস্থ থাকলে অথবা সফরে থাকলে পরবর্তী সময়ে এ সওমগুলো পূর্ণ করে নিলেই চলবে। আর যারা সওম পালনে অক্ষম যেমন: অতিবৃদ্ধ এবং এমন অসুস্থ যাদের আরোগ্যের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, তারা প্রতি সওমের জন্য একজন মিসকীনের খাবার ফিদয়া দিবে, তবে কেউ বেশী দিতে চাইলে, সেটা তার জন্য ভালো। আর মনে রেখো, ফিদয়া দেওয়ার চেয়ে কষ্ট করে হলেও সওম পালন করাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা এর হাকীকাত সম্পর্কে জানতে, তাহলে বঝতে পারতে। (আল-মোন্তাখাব, ৪১, আল-মোয়াস্‌সার, ১/২৮)।

DO NOT COPY

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:** ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ 'নির্দিষ্ট কয়েক দিন' দ্বারা রমাযানের ২৯/৩০ দিনকে বুঝানো হয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৬০)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:** মুজাহিদ (র.) বলেন: "আর যারা সিয়াম পালনে অক্ষম তারা একজন মিসকীনকে খাবার ফিদয়া দিবে" এ আয়াতাংশ আমার মুনীব কায়েস ইবনু সায়েব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, এরপর থেকে তিনি সিয়াম পালন না করে প্রতি সিয়ামের জন্য একজন মিসকীনকে খাবার ফিদয়া দিতেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ূতী, ৩৪)।

**আয়াতের শিক্ষা:**

১। রমাযানে সিয়াম পালন করা ফরয। তবে এ সময়ে অসুস্থ অথবা সফরে থাকলে, পরবর্তীতে হিসাব করে সমান সংখ্যক সিয়াম পালন করার সুযোগ আছে। বার্ধক্যের কারণে সিয়াম পালন না করে মৃত্যুবরণ করলে, প্রতি সিয়ামের জন্য একজন মিসকীনকে এক বেলার খাবার ফিদয়া দিলেই চলবে। আর সিয়ামের অন্যতম শিক্ষা হলো: তাকওয়া অর্জন করা।

২। আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম সর্বদা মানুষের সুবিধার দিক প্রধান্য দিয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৬১)।

DO NOT COPY

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)﴾ [سورة البقرة: ١٨٥].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** সিয়াম (রোযা) ফরয হওয়া প্রসঙ্গে।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৫ | (সিয়াম পালনের নির্দিষ্ট দিনগুলো হলো) রমযান মাস, | যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন |
| | شَهْرُ رَمَضَانَ | الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ |

| | | |
|---|---|---|
| মানুষের জন্য হেদায়েতস্বরূপ | এবং হেদায়েতের সুস্পষ্ট নির্দশন | ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে; |
| هُدًى لِلنَّاسِ | وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى | وَالْفُرْقَانِ |
| অতএব তোমাদের মধ্যে যে (ব্যক্তি) উপস্থিত হবে | এ মাসে | সে যেনো তাতে সিয়াম পালন করে; |
| فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ | الشَّهْرَ | فَلْيَصُمْهُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আর যে | অসুস্থ হবে | অথবা সফরে থাকবে, | তাহলে অন্য দিনে সংখ্যা পূর্ণ করে নিবে, |
| وَمَنْ كَانَ | مَرِيضًا | أَوْ عَلَى سَفَرٍ | فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ |

| | | |
|---|---|---|
| আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান | এবং কঠিন চান না, | এবং যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করো, |
| يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ | وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ | وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ |
| এবং যাতে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করো | তোমাদেরকে যে হেদায়েত দিয়েছেন তার ভিত্তিতে | এবং যাতে শোকর করো। |
| وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ | عَلَى مَا هَدَاكُمْ | وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৮৪) সওম পালনের নির্দিষ্ট দিনগুলো হলো: রমযান মাস, যে মাসের ক্বদর রাত্রিতে মানুষের দিশারী, সৎপথের স্পষ্ট নির্দশন এবং সত্য-অসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবতীর্ণ করা শুরু হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় এ মাসে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে দিনের বেলায় সওম পালন করে। অপরদিকে যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকে, সে এ অবস্থায় সওম পালন না করে অন্য দিনে সমান সংখ্যা পূর্ণ করলে চলবে। আল্লাহ তাঁর শরিয়াতে সর্বদা তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না; যেন তোমরা সওমের নির্ধারিত সংখ্যা (২৯/৩০) পূর্ণ করতে পারো, তিনি যে তোমাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন তার জন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠের মাধ্যমে ঈদুল ফিতর উজ্জাপন করতে পারো এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারো।

(*আল-মুয়াস্সার*, ১/২৮)।

DO NOT COPY

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। (১৮৩-১৮৪) নাম্বার আয়াতে, 'সিয়াম' এর মতো কঠিন ইবাদাতকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার সামনে এমন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন যেন বান্দা এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। প্রথমত: তিনি 'হে মুমিনগণ' বলে আদরের ভঙ্গিতে সম্বোধন করেছেন, দ্বিতীয়ত: 'সিয়াম' শব্দটিকে পরে উল্লেখ করেছেন, তৃতীয়ত: আশ্বস্ত করার জন্যে বলেছেন: সিয়াম পূর্ববতী জাতির উপরও ফরজ ছিলো, চতুর্থত: বান্দা যেন ভেঙ্গে না পরে সেজন্য বলেছেন: মাত্র কয়েকদিনের জন্য সিয়াম পালন করতে হবে এবং পঞ্চমত: সিয়াম ফরয হওয়ার প্রথম বছর নিয়ম ছিলো কেউ ফিদয়া দিলে তার জন্য সিয়াম পালনের দরকার নেই। অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, সুস্থ, বালেগ, মুসলিম এবং মুকীম এর উপর পুরো রমযান মাস সিয়াম পালন করা ফরয। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ২/১২৮-১৩৫)।

২। আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা কঠিন বিষয়কে সহজে উপস্থাপন করার চারটি কারণ রয়েছে: (ক) আল্লাহ তায়ালা বান্দার সহজ চান, কঠিন চান না, (খ) বান্দা সহজে সিয়াম পালন করবে, (গ) তারা আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করবে এবং (ঘ) তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে।

৩। ইসলামের দায়ীদের উচিৎ সহজ ভাষায় মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং কোন বিষয়কে মানুষের জন্য কঠিন না করে শরিয়াতের গন্ডিতে থেকে যতটা সহজ করা যায়, সে জন্য চেষ্টা করা। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)﴾ [سورة البقرة: ١٨٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে দুরত্ব।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| ১৮৬ | (হে নবী,) যখন | তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে | আমার বান্দাগণ | আমার সম্পর্কে, |
|---|---|---|---|---|
| | وَإِذَا | سَأَلَكَ | عِبَادِي | عَنِّي |
| (তখন বলে দাও) নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটে আছি; | | আমি সাড়া দেই | দোয়াকারীর দোয়ায়, | |
| فَإِنِّي قَرِيبٌ | | أُجِيبُ | دَعْوَةَ الدَّاعِ | |
| যখন সে আমার কাছে দোয়া করে, | অতএব তাদেরও উচিৎ আমার ডাকে সাড়া দেওয়া | | | |
| إِذَا دَعَانِ | فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي | | | |
| এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, | আশা করা যায় | তারা সঠিক পথে চলবে। | | |
| وَلْيُؤْمِنُوا بِي | لَعَلَّهُمْ | يَرْشُدُونَ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৮৬) হে আল্লাহর নবী! আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন বলে দিন: নিশ্চয় আমি তাদের নিকটে আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার কাছে দোয়া করে, তখন আমি তার দোয়ায় সাড়া দেই। অতএব, তাদেরও উচিৎ আমার আদেশের অনুসরণ করা ও যে বিষয়ে নিষেধ করেছি তা বর্জন করা এবং আমার প্রতি ঈমান গ্রহণ করা। তাহলে আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/২৮)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ 'নিশ্চয় আমি নিকটে আছি' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'নিশ্চয় আমি জানা, দেখা এবং শোনার দৃষ্টিকোন থেকে তাদের নিকটে আছি'। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ২/১৫১)।

﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ 'অতএব তাদেরও উচিৎ আমার ডাকে সাড়া দেয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসারী হওয়া'। (*আল-মুন্তাখাব*, আল-আযহার ওলামা পরিষদ, ৪১)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতীম (র.) বর্ণনা করেন: "এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ কি আমাদের এতই কাছে যে তাঁর কাছে চুপিচুপি দোয়া করলেই চলবে, নাকি তিনি আমাদের থেকে এতটা দুরে যে তাঁকে উঁচু আওয়াজে ডাকতে হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ রইলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন"। (*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী, ৩৪)।

DO NOT COPY

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। রমযান মাসে আল্লাহর কাছে বেশীবেশী দোয়া করা। "ন্যায়পরায়ণ শাসক, সায়িম বা রোযাদার এবং অত্যাচারিত এ তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ ফিরায়ে দেন না" [সুনান আল-তিরমিযী]। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১৫২) ।

২। জানা, দেখা এবং শোনার দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহ তায়ালা বান্দার খুবই কাছে।

৩। সকল কাজে সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করলে দোয়া কবুলের রাস্তা খোলা থাকে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৬৫) ।

৪। আল্লাহ তায়ালা বান্দার অতিনিকটে থাকার কারণে কাউকে মাধ্যম না বানিয়ে সরাসরি আল্লাহর কাছে দোয়া করা। অত্র সুরার ৪৫ নাম্বার আয়াতে দোয়ার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫। আমাদের সমাজে একটি প্রচলন রয়েছে, নিজেকে পাপি মনে হলে তার প্রয়োজনীয় দোয়া ভালো মানুষ দিয়ে করিয়ে কিছু হাদিয়া দিলেই মনে করে দোয়া কবুল হয়ে গেছে। এটা আল্লাহর সাথে এক ধরণের তামাশা। মূলকথা হলো: দোয়া কবুল হওয়ার জন্য যে শর্ত রয়েছে, (যেমন: হালাল রিযক ভোগ করা) তা যার জন্য দোয়া হচ্ছে তার মধ্যে পাওয়া না গেলে সে দোয়া কবুল হবে না, যা রাসূল (সা.) অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমানিত। তবে কোনো বুজুর্গ মানুষ তার নিজের থেকে যদি কারো জন্য হেদায়েতের দোয়া করে সে দোয়া আল্লাহ কবুল করতে পারেন (আল্লাহ ভালো জানেন) ।

## কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কবুলযোগ্য দোয়ার পদ্ধতি:

নিম্নের বিষয়গুলো দোয়ার মধ্যে ধারাবাহিক অন্তর্ভুক্ত থাকলে আশা করা যায় দোয়াটি কবুলযোগ্য হবে: (ইনশাআল্লাহ) ।

(ক) সর্বক্ষেত্রে হালাল পন্থায় উপার্জিত রিযিক ভোগ করা।

(খ) সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা। এর মাধ্যমে দোয়া কবুলের রাস্তা খোলা থাকে।

(গ) সর্বদা নিজের ও অন্যের জন্য দোয়া করার মাধ্যমে দোয়া নামক ইবাদাতটি চালু রাখা।

(ঘ) আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, রাতের শেষাংশ, জুমুয়ার খুতবার সময়, জুমুয়ার দিন আছর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়, সফর অবস্থায়, সালাতে সালামের পূর্ববর্তী সময় এবং ইফতারের সময়ে দোয়া করা।

(ঙ) দোয়ার পূর্বে যে কোনো ধরনের ভালো কাজ করা এবং আল্লাহর গুন বর্ণনা করা।

(চ) নিষ্ঠার সাথে সালাতে দাঁড়িয়ে সাজদারত অবস্থায় প্রয়োজনের কথা আল্লাহর কাছে বলা।

(ছ) দোয়ার শব্দ বহুবচন হওয়া উত্তম। নিজের প্রয়োজনটি অন্যের জন্য চাওয়া, কারণ অন্যের জন্য দোয়া করলে ফেরেশতা ঐ দোয়কারীর জন্য দোয়া করেন।

(জ) দোয়ার রেজাল্ট পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করে ধৈর্যধারণ করা।

DO NOT COPY

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)﴾ [سورة البقرة: ١٨٧].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** সিয়াম ও ই'তিকাফের বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৭ | তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে | সিয়ামের রাতে | যৌনমিলনকে | তোমাদের স্ত্রীর সাথে, |
| | أُحِلَّ لَكُمْ | لَيْلَةَ الصِّيَامِ | الرَّفَثُ | إِلَى نِسَائِكُمْ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তারা | তোমাদের জন্য পোশাক | এবং তোমরাও | তাদের জন্য পোশাক; | আল্লাহ জেনেছেন যে, |
| هُنَّ | لِبَاسٌ لَكُمْ | وَأَنْتُمْ | لِبَاسٌ لَهُنَّ | عَلِمَ اللَّهُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| নিশ্চয় তোমরা | খিয়ানত করেছিলে | তোমাদের নিজেদের সাথে, | অতঃপর তিনি তাওবা কবুল করেছেন |
| أَنَّكُمْ | كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ | أَنْفُسَكُمْ | فَتَابَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তোমাদের | এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন; | অতএব, এখন | তাদের সাথে সহবাস করো |
| عَلَيْكُمْ | وَعَفَا عَنْكُمْ | فَالْآنَ | بَاشِرُوهُنَّ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং তালাশ করো | আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন; | আর আহার | এবং পান করো |
| وَابْتَغُوا | مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ | وَكُلُوا | وَاشْرَبُوا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যতক্ষণ না স্পষ্ট হয় | তোমাদের কাছে | (ফজরের) সাদা রেখা | ফজরের কালো রেখা থেকে, |
| حَتَّى يَتَبَيَّنَ | لَكُمُ | الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ | مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অতঃপর | সিয়াম পূর্ণ করো | রাত পর্যন্ত; | তবে তাদের সাথে সহবাস করোনা | এ অবস্থায় যে |
| ثُمَّ | أَتِمُّوا الصِّيَامَ | إِلَى اللَّيْلِ | وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ | وَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তোমরা | মসজিদে ই'তেকাফে আছো; | এটা | অল্লাহর সীমারেখা, | তোমারা তার নিকটেও যেওনা; |
| أَنْتُمْ | عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ | تِلْكَ | حُدُودُ اللَّهِ | فَلَا تَقْرَبُوهَا |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| এভাবে | আল্লাহ বর্ণনা করেন | তাঁর আয়াত | মানুষের জন্য, | যাতে তারা | মোত্তাকী হতে পারে। |
| كَذَلِكَ | يُبَيِّنُ اللَّهُ | آيَاتِهِ | لِلنَّاسِ | لَعَلَّهُمْ | يَتَّقُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৮৭) হে ঈমানদারগণ! সওমের রাতে স্ত্রীদের সাথে যৌনমিলনকে তোমাদের জন্য জায়েজ করা হয়েছে। তারা তোমাদের ইজ্জতের হেফাজতকারী এবং তোমরাও তাদের ইজ্জতের

DO NOT COPY

হেফাজতকারী। তোমরা সওমের রাতে স্ত্রীসহবাসের মাধ্যমে নিজেদের সাথে যে খেয়ানত করেছিলে আল্লাহ তায়ালা তা জানার পর তোমাদের তাওবা কবুল করে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি থেকে যা লিখে রেখেছেন এখন থেকে সওমের রাতে স্ত্রীসহবাস করে তা অন্বেষণ করাতে কোন দোষ নেই। এবং সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করো। এরপর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সওম পালন করো। তবে তোমরা যদি ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদে থাকো, তাহলে দিনে রাতে কখনো স্ত্রীসহবাস করতে পারবে না, কারণ এর মাধ্যমে তোমার ইতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটাই সওমের ব্যাপারে আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা এ সীমারেখাকে উপেক্ষা করো না। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিদর্শনসমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করে দেন, যাতে তারা মোত্তাকী হতে পারে। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/২৯) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الرَّفَثُ﴾ 'যৌনতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'স্ত্রী সহবাস'।

﴿لِبَاسٌ﴾ 'পোশাক' দ্বারা "সিয়াম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সহাবস্থান" কে বোঝানো হয়েছে।

﴿مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'সন্তান'।

﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ "ফজরের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত" দ্বারা 'সুবহে সাদিক' কে বুঝানো হয়েছে। (*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ৬৯, *আইসার*, ১/১৬৬) ।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

মুয়াজ ইবনু যাবাল (রা.) বলেন: সিয়াম ফরয হওয়ার প্রথম দিকে নিয়ম ছিলো: "ইফতারের পরে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আহার, পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস সেরে নিয়ে ঘুমের মাধ্যমে পরবর্তী দিনের সিয়াম শুরু করা"। যার কারণে রাতের যে কোনো অংশে ঘুমিয়ে গেলে, ঘুম থেকে উঠে আহার, পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করার সুযোগ ছিলো না। একদিন কায়েস ইবনু সারামা নামক আনসারী সাহাবী সারাদিন সিয়াম রাখার পর ইফতারের সময় পরিশ্রান্ত শরীরে বাসায় ফিরে কোনো খাবার না পেয়ে সামান্য পানি দিয়ে ইফতার করে ঘুমিয়ে গেলেন। তার স্ত্রী খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসলেও তৎকালীন বিধানানুযায়ী খাবার খাওয়ার সুযোগ ছিলো না। ফলে, শরীরে খাদ্য ঘাটতির কারণে দুর্বল হয়ে গভীর রাতে বেহুশ হয়ে পরেছেন। আরেকদিনের ঘটনা, হযরত ওমর (রা.) রাতে ঘুমানোর পর সজাগ হয়ে স্ত্রী সহবাসে জড়িয়ে পরেন। এছাড়াও আরো অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে। এ সংবাদগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে পৌছলে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের শুরু থেকে ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।

ক্বাতাদাহ (রা.) বর্ণনা করেন: সাহাবাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বাসায় গিয়ে প্রয়োজন সারতেন এমনকি স্ত্রী সহবাসেও লিপ্ত হতেন, এ খবর

DO NOT COPY

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে পৌছলে ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ আয়াতাংশ অবতীর্ণ হয়। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ূতী, ৩৫-৩৭) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) অত্র আয়াতের শিক্ষায় যা বলেছেন, তা হলো:
(ক) রমযান মাসে সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত আহার, পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস জায়েজ।
(খ) সিয়ামের সময়কাল হলো: সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
(গ) সিয়াম অবস্থায় বর্জনীয় কাজ হলো: পানাহার ও স্ত্রী সহবাস।
(ঘ) রমযানে ই'তিকাফ পালন করা সুন্নত এবং ই'তেকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম।
(ঙ) লজ্জা, ভয় অথবা ফেতনা হওয়ার আশংকায় কোনো বিষয় স্পষ্টভাবে না বলে, ইঙ্গিতে বলা জায়েজ। যেমন: অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ﴿الْوَطْءُ﴾ বা সঙ্গম না বলে ﴿المُبَاشَرَةُ﴾ বা সহবাস বলেছেন।
(চ) শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা হারাম এবং এ সীমার ভিতর থাকতে পারা 'তাকওয়ার' নিদর্শন। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৬৮) ।
২। ইমাম কুরতুবী (রা.) ই'তেকাফ বিষয়ে কয়েকটি মাসয়ালা উল্লেখ করেছেন:
(ক) সকল আলেম একমত যে ই'তেকাফ ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাহ।
(খ) সকল আলেম একমত যে ইতেকাফের জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত। পাঞ্জেগানা মসজিদেও জায়েজ আছে, তবে জুমুয়ার মসজিদ হওয়া উত্তম।
(গ) ই'তেকাফকারী কবীরা গুনাহ করলে তার ই'তেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (*তাফসীরে কুরতুবী*, ২/৩৩৫-৩৩৭)।
৩। জমহুর ফুকাহাদের মতে, নারীপুরুষ সবার ক্ষেত্রে ই'তেকাফের জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর পুরাতন মতানুযায়ী এবং ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে, মহিলারা ঘরের যে জায়গা সালাতের জন্য ব্যবহার করে সেখানে তারা ই'তেকাফ করতে পারবে। (*ইসলাম ওয়ানলাইন পেইজ থেকে*) ।

## রমযান মাসে করণীয়:

**১. রমযানকে স্বাগত জানানো:** রমযান আসার সুসংবাদ অন্যের কাছে পৌঁছানো, রমযানে সিয়াম রাখার তাওফিক কামনায় আল্লাহর কাছে দোয়া করা ও শা'বান মাসে বেশী বেশী সিয়াম রাখার মাধ্যমে রমযান মাসকে স্বাগত জানানো উত্তম বা সুন্নাহ। (*তিবরানী*,৩৯৩৯, *নিদাউর রাইয়্যান*,১/১৯) ।
**২. রমযানে সিয়াম পালন করা:** সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশকে পরিপূর্ণভাবে মান্য করা। "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম (রোজা) ফরয করা

DO NOT COPY

হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারো"। (*আল বাকারা*, ১৮৩)।

**৩. রাতে ইবাদত করা:** তারাবীহের সালাত (১১/২৩/৩৯/৪৩/অগনিত রাকায়াত), তাহাজ্জুদ সালাত, আল্লাহর জিক্‌র, কোরান তিলাওয়াত, পূর্ববর্তী বছরের গুনাহের কথা স্মরণ করে ইস্তিগফার ও তাওবা করা, জান্নাত প্রার্থনা করা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া এবং সাহুর গ্রহণ করা। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৩৬৭৯)।

**৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা:** সকল আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করা। (*সহীহ মুসলিম*,১৩)।

**৫. আত্মা, জিহ্বা, কান ও চক্ষুর সিয়াম সাধন করা:** "নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তর সবাই কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে" (*সুরাতু আল-ইসরা*: ৩৬)। "যখন তোমাদের কেহ সিয়াম রাখবে, তখন তার কান, চক্ষু ও জিহ্বাও যেন অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকে" (*ওযায়িফে রমাযান*, ২১)। যে ব্যক্তি সিয়াম রাখলো অথচ মিথ্যা ও মূর্খতা ছাড়লো না, তার খাবার ও পানীয় বর্জন আল্লাহর কাছে মূল্যহীন। (*সহীহ আল-বুখারী*, ১৯০৩)।

**৬. রমযানে ধৈর্য্যের শিক্ষা গ্রহণ করা:** "হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার"। (*সুরাতু আলে-ইমরান*: ২০০)। রাসূলুল্লাহ (সা.) রমযান মাসকে ধৈর্য্যের মাস আখ্যা দিয়ে বলেছেন: "তোমরা ধৈর্য্যের মাসে সিয়াম রাখ"। (*সুনান আল-নাসাই*, ২৩৬৬)।

**৭. রমযানে বেশীবেশী কোরান তিলাওয়াত ও দান-সদকা করা:** "রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিব্রীল (আ.) তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিব্রীল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা পরস্পর কোরান তিলাওয়াত করে শুনাতেন। নিশ্চই রাসূলুল্লাহ (সা.) রহমাতের বাতাস থেকেও অধীক দানশীল ছিলেন"। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৬)।

**৮. যথাসময়ে ইফতার গ্রহণ করা:** "ইফতারের সময় হয়েছে" নিশ্চিত হওয়া মাত্রই কোন ধরনের বিলম্ব না করে ইফতার গ্রহণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যখন রাত আগমণ করে, দিন চলে যায় এবং সূর্য অস্ত যায় ঠিক তখনই যেন রোজাদার ইফতার করে" (সহীহ আল-বুখারী: ১৯৫৬, সহীহ মুসলিম, ১১০০)। উল্লেখ্য যে, মাগরিবের আযানের সাথে ইফতারের কোন সম্পর্ক নেই। ইফতারের সময় হয়েছে কিন্তু আযান হয়নি ইফতার করে ফেলবে, অপর দিকে আযান হয়েছে কিন্তু ইফতারের সময় হয়নি ইফতারের সময় হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে।

**৯. অন্যকে ইফতার করানো:** "যে ব্যক্তি অন্য রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তার সিয়ামের সমপরিমান সওয়াব ইফতার প্রদান কারীকে দেয়া হবে" (*শুয়াবুল ঈমান, আল-বায়হাক্বী*: ৩৩৩৬)। সামষ্টিক ভাবে ইফতারের আয়োজন করা হলে, অন্যকে ইফতার করানোর সওয়াব অর্জন সহজ হয়, যা আরব বিশ্বে এবং ঢাকার শহরে হয়ে থাকে। আমরা এ কাজটি সমাজে চালু করতে পারি।

DO NOT COPY

**১০. সুস্বাস্থের জন্য সাহরী ও ইফতারে খাবার/পানীয় নিয়ন্ত্রনে রাখা:** ভাজা-পোড়া অথবা তৈলাক্ত খাবার 'তালিকায়' না রাখার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ সবারই জানা। খাবারের অপচয় কোন অবস্থাতেই করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) খেজুর, যবের মন্ড, দুধ, পানি অথবা আগুনে তাপ দেয়া হয়নি এমন খাবার দিয়ে ইফতার করতেন। অনুরূপভাবে, সাহরীতে রুটি ও খেজুরের সাথে এমন খাবার খেতেন যাকে স্টমাক সহজে গ্রহণ করতে পারে, (*সুনান আবি দাউদ*: ২৩৫৬, *সুনান আত-তিরমিযী*: ৬৯৬)। "সিয়াম ঢাল স্বরূপ" (*হাদীস কুদসী, আল-বুখারী*:৭৪৯২) ।

**১১. ইতিকাফের মাধ্যমে ক্বদরের রাত্রকে অন্বেষণ করা:** রমযানের শেষ দশ রাত্রে ইতিকাফ করার মাধ্যমে ক্বদরের রাত্রকে তালাশ করা। যা রাসূলুল্লাহ (সা.) করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা ক্বদরের রাত্রকে রমযানের শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাত্রে তালাশ কর" (*সহীহ আল-বুখারী*: ২০২০) । নির্দিষ্ট রাত্রের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। সুতরাং ক্বদরের রাত্র হলো- ২১, ২৩, ২৫, ২৭ এবং ২৯ রমযান। ৫ রাত্রই ইবাদত করা উচিত।

## সিয়াম সম্পর্কিত জরুরী মাসয়ালা:

১। সিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে সিয়ামের কোন সমস্যা হয় না।

২। সিয়াম অবস্থায় ভুলে কিছু আহার অথবা পান করলে সিয়ামের কোনো সমস্যা হয় না। এবং ভুলে কিছু খাওয়ার পর সিয়াম ভঙ্গ হয়েছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে আহার অথবা পান করলে তাতেও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। তবে এ অবস্থায় কারো থেকে মাসয়ালা জানার পরে কিছু খেলে সিয়াম ভঙ্গ হবে।

৩। সিয়াম অবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে 'দার আল-ইফতা মিশর' এর ফতোয়া হলো:

(ক) ইনজেকশন গ্রহণ করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না; কারণ তা পেটে যায় না। তবে ক্ষুধা নিবারণের জন্য ইনজেকশন গ্রহণ করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(খ) শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য এমন অক্সিজেন গ্রহণ করলে যা নিছক বাতাস, সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু অক্সিজেনের সাথে এমন পদার্থ থাকলে যা পেটে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(গ) নাক কিংবা কানের ড্রপ গ্রহণ করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। তবে ড্রপ মস্তিষ্কে অথবা কণ্ঠনালীতে পৌঁছে গেলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৪। 'হেমোডায়ালাইসিস' গ্রহণ করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। তবে সাউদী ওলামায়ে কেরামের মতে, সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৫। **সিয়াম ভঙ্গের কারণ:** (ক) ইচ্ছাকৃতভাবে আহার করা, (খ) ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা, (গ) ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করা, (গ) জেনেবুঝে ঔষধ শেবণ করা, (ঘ) ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভর্তি বমী করা, (ঙ) হস্তমৈথুন করে মনী বের করা, (চ) অযুতে নাকে পানি ঢুকাতে বা গড়গড়া করতে গিয়ে ভিতরে পানি চলে গেলে, (ছ) ধুমপান করা, (জ) ইচ্ছাকৃতভাবে থুতু জমিয়ে গিলে ফেলা, এবং (ঝ) কোনো জিনিষ পেটে চলে গেলে, চাই তা খাবার হোক বা না হোক। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১৪৫) ।

DO NOT COPY

৬। ইমাম আহমদ ও শাফেয়ী (র.) এর মতে, সিয়াম ভঙ্গের যে কোনো একটি কারণ ইচ্ছকৃতভাবে সংঘটিত হলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর কাযা আদায় করা ওয়াজিব হবে। তবে স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।
ইমাম মালিক ও আবু হানীফা (র.) এর মতে, ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস এবং আহার-পানাহার করলে তার উপর কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে এবং বাকী কারণগুলোর ক্ষেত্রে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১৪৫) ।
৭। ওলামা আল-আযহার এবং ইবনু বায (র.) বলেন: "সাহুর দেরী করে খাওয়া উত্তম, তবে তা ফজর আজান (সুবহে সাদিক) শুরু হওয়ার আগে শেষ করতেই হবে। ফজরের আজান শুরু হওয়ার পরে আহার করতে থাকলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তা কাযা করতে হবে"।
উল্লেখ্য যে, মাসজিদ কমিটির উচিৎ সাধারণ মানুষের সুবিধার দিকে তাকিয়ে ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা যাচাইবাছাই করে সুবহে সাদিক ও সূর্যাস্তের সময়ের সাথে মিলিয়ে রমযান মাসের ফজর ও মাগরিবের আজানের সময় নির্ধারন করে দেয়া।

## সিয়ামের উপকারিতা:

১। ডা. সারফারাজ আহমাদ নুর বলেন: অপরিমিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরে যে অতিরিক্ত মেদ জমে থাকে তা সিয়াম পালনের ফলে দূরীভূত হয়। স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের শরীরে এইচডিএল এবং এলডিএল থাকে। প্রথম প্রকার এমন ফ্যাট যা মানুষকে বহু রোগ থেকে রক্ষা করে এবং এটা বৃদ্ধি পাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকারক নয় বরং ভালো। সিয়াম পালনের ফলে এর পরিমান বেড়ে যায়। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ: এলডিএল এটা মানুষের স্বাস্থের জন্য চরম ক্ষতিকারক। সিয়াম রাখার ফলে এটা হ্রাস পেতে থাকে। এছাড়াও সিয়াম পালন রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে অস্বাভাকিত্ব এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো বিভিন্ন রোগ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে।
২। সিয়াম পালন মানুষের যৌন চাহিদার তীব্রতাকে কমিয়ে দেয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা বিবাহ করতে না পারলে সিয়াম পালন করো, তা তোমার যৌন চাহিদাকে কমিয়ে দিবে" (*সহীহ আল-বুখারী*, ১৯০৫) ।
৩। সিয়াম পালনে দরীদ্র মানুষের কষ্ট বুঝে তাদেরকে সহযোগিতা করার পথ সুগম হয়।
(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১৩১) ।
৪। সিয়াম মুমিনকে মোত্তাকী বানায়। "যাতে তোমরা মোত্তাকী হতে পারো" (আল-বাকারা: ১৮৩)।
৫। "সিয়াম তার সাথীকে বা পালনকারীকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে" (*মুসনাদে আহমাদ*, ৬৬২৬) ।

DO NOT COPY

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ [سورة البقرة: ١٨٨].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৮ | আর তোমরা আত্মসাৎ করো না | তোমাদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ | অবৈধভাবে, | এবং তা নিয়ে যেও না |
| | وَلَا تَأْكُلُوا | أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ | بِالْبَاطِلِ | وَتُدْلُوا بِهَا |

| | | |
|---|---|---|
| বিচারকদের কাছে | যাতে তোমরা আত্মসাৎ করতে পারো | মানুষের সম্পদের একটি অংশ |
| إِلَى الْحُكَّامِ | لِتَأْكُلُوا | فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অন্যায়ভাবে; | অথচ তোমরা (এ কাজ হারাম হওয়ার বিষয়) | (ভালোভাবেই) জানো। | |
| بِالْإِثْمِ | وَأَنْتُمْ | تَعْلَمُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৮৮) আর তোমরা একে অন্যের সম্পদ মিথ্যা শপথ, ছিনতাই, চুরি, ঘুষ, সুদ ইত্যাদির মাধ্যমে অবৈধভাবে আত্মসাৎ করো না এবং অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য তা বিচারিক আদালতে তুলে মিথ্যা সাক্ষী ও দলীল পেশ করো না। অথচ তোমরা এ কাজ হারাম হওয়ার বিষয়ে ভালোভাবেই জানো। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/২৯) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ 'এটা নিয়ে বিচারক পর্যন্ত গড়াইয়ো না' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'মিথ্যা স্বাক্ষ্য, ঘুষ প্রদান, মিথ্যা শপথ এবং বিচারকের উপর প্রভাব খাটিয়ে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার পক্ষে রায় আদায় করার জন্য বিচারকের কাছে যেও না।

﴿بِالْإِثْمِ﴾ 'অন্যায়ভাবে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: "ঘুষ প্রদান, মিথ্যা স্বাক্ষ্য এবং মিথ্যা শপথ"।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৬৯) ।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

সাঈদ ইবনু জুবাইর (রা.) বলেন: 'ইমরুল কাইস ইবনু আবিস' এবং 'আবদান ইবনু আশয়া আল-হাদরামী' এক টুকরা জমি নিয়ে ঝগড়া করতেছিলো, একপর্যায়ে 'ইমরুল কাইস' শপথ করে বলতে চাইলো জমির মালিক সে, কিন্তু জমির প্রকৃত মালিক হলো 'আবদান ইবনু আশয়া', তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী, ৩৭) ।

**আয়াতের শিক্ষা:**

DO NOT COPY

১। বিচারকের রায়ের মাধ্যমে হারাম বস্তু হালাল হয় না এবং হালাল বস্তু হারাম হয়ে যায় না; কারণ বিচারক রায় প্রদান করেন স্বাক্ষীর মাধ্যমে যা প্রকাশ পেয়েছে তার আলোকে। আর বিচারক ভুল রায় দিলে, যার পক্ষে রায় গিয়েছে সে যদি জেনেবুঝে ভুল রায়ের ভিত্তিতে হারাম ভোগ করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। তবে বিচারক যদি জেনে থাকেন স্বাক্ষী মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিয়েছে এবং সে আলোকে রায় দেন, তাহলে সেও গুনাহগার হবে।

২। অবৈধভাবে অন্যের মাল ভক্ষণ করা হারাম, অনুরূপভাবে বিচারককে ঘুষ দিয়ে অথবা তার উপর প্রভাব খাটিয়ে অন্যের সম্পদের অবৈধ দখল নেয়ার পক্ষে রায় আদায় করা জঘন্য হারাম। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১৬৬) ।

৩। ঘুষ প্রদান এবং গ্রহণ উভয়ই শরিয়তে হারাম। বিশেষকরে বিচার ব্যাবস্থায় এটা জঘন্য হারাম। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৭০) ।

৪। ইবনু কাছীর (র.) বলেন: "এখানে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যার কাছে অপরের কোন প্রাপ্য থাকে, কিন্তু প্রাপকের কাছে তার প্রাপ্য অধিকারের কোন প্রমাণ থাকে না, ফলে এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে সে আদালতের আশ্রয় নিয়ে বিচারকের মাধ্যমে নিজের পক্ষে ফয়সালা করিয়ে নেয় এবং এভাবে সে প্রাপকের অধিকার হরণ করে। এটা যুলম ও হারাম। আদালতের রায় যুলম ও হারামকে বৈধ ও হালাল করতে পারে না। এই অত্যাচারী আল্লাহর নিকট অপরাধী বিবেচিত হবে"। (*ইবনু কাছীর*, ১/৫২১) ।

DO NOT COPY

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)﴾ [سورة البقرة: ١٨٩].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** চন্দ্র মাসের হিসাব এবং প্রকৃত সওয়াবের কাজ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৯ | তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে | নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে, | (হে নবী,) তুমি বলো: | |
| | يَسْأَلُونَكَ | عَنِ الْأَهِلَّةِ | قُلْ | |
| (মুলত) তা হচ্ছে: | সময় নির্ধারক | মানুষের ও হজ্জের জন্য; | আর সওয়াবের কাজ এটা নয় যে, | |
| هِيَ | مَوَاقِيتُ | لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ | وَلَيْسَ الْبِرُّ | |
| তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে | তার পিছনের দিক থেকে, | বরং | (আসল) সওয়াবের কাজ হলো: | |
| بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ | مِنْ ظُهُورِهَا | وَلَكِنَّ | الْبِرَّ | |
| যে তাকওয়া অবলম্বন করে; | আর তোমরা ঘরে প্রবেশ করো | তার দরজা দিয়ে, | এবং ভয় করো | |
| مَنِ اتَّقَى | وَأْتُوا الْبُيُوتَ | مِنْ أَبْوَابِهَا | وَاتَّقُوا | |
| (একমাত্র) আল্লাহকে, | যাতে তোমরা | সফল হতে পারো। | | |
| اللَّهَ | لَعَلَّكُمْ | تُفْلِحُونَ | | |

DO NOT COPY

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৮৯) হে আল্লাহর নবী! তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলুন: মূলতঃ তা হচ্ছে: মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এবং ইবাদত-বন্দেগী যেমন: হজ্জ, সালাত, সিয়াম ইত্যাদির সময় নির্ধারক। আর জাহেলী প্রথা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত প্রথা যেমন: হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বেধে পিছনের দিকে ঘরে প্রবেশ করা সওয়াবের কাজ নয়, বরং আসল সওয়াবের কাজ হলো: তাকওয়া অবলম্বন করা। সুতরাং তোমারা হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বেধে ঘরের সম্মুখ দিক দিয়ে প্রবেশ করো এবং সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তোমরা দুনিয়া-আখিরাতে সফল হতে পারবে।

(*আল-মোয়াস্সার*, ১/২৯)।

**পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্ক:**

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের মাধ্যমে সিয়ামের আলোচনার ইতি টেনেছেন; কারণ সিয়ামের শুরু এবং শেষ নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১৭০)।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: মুয়ায ইবনু জাবাল এবং সা΄লাবা ইবনু গনামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নতুন চাঁদ কেনো সূতার মতো সুক্ষ্মতা দিয়ে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। অতঃপর আবার ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসে? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের প্রথমাংশ অবতীর্ণ করেন।

কায়েস ইবনু হাবতার (রা.) বলেন: ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিয়ম ছিলো হাজ্জ ও ওমরার জন্য ইহরাম বাধা অবস্থায় বাগান কিংবা ঘরে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো। কিন্তু হামস্ তথা কোরাইশ, কেনানা, খাজায়া ইত্যাদি গোত্রের জনগণ এর উল্টা করতো। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) বাগানে সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আবার ঐ দরজা দিয়ে বের হলেন। সাথে রিফায়াহ ইবনু তাবুত তাকে অনুসরণ করলেন, অথচ তিনি হামস এর অধিবাসী ছিলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলা হলো রিফায়াহ মোনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাকে কিসে এ কাজের প্রতি উৎসাহিত করলো? সে বললো: আপনাকে অনুসরণ করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমিতো হামসের অধিবাসী। লোকটি জবাবে বললো: আমরাতো একই ধর্মের অনুসারী। তখন আল্লাহ তায়ালা ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ﴾ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। (*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ুতী, ৩৭-৩৮) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। চন্দ্রের আবর্তন এবং বড়ছোট হওয়ার হিকমাত হলো:

(ক) মানুষ যেন চন্দ্র বৎসর ক্যালেন্ডারের হিসেবে দৈনন্দিন জীবন সাজাতে পারে।

(খ) ইবাদাত-বন্দেগীর সময়সূচী চন্দ্র বছর ক্যালেন্ডারের আলোকে সাজানো হয়েছে।

২। সকল ধরনের সামাজিক প্রচলন ভালো কাজ নয়, বরং কিছুকিছু প্রথা পাপের কারণ হতে পারে। এজন্য সামাজিক প্রথাকে কুরআন-সুন্নাহের মানদন্ডে বিচার করতে হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সামাজিক নিয়ম ছিলো হাজ্জ এবং ওমরার জন্য ইহরাম বাধা অবস্থায় বাগান কিংবা ঘরে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা। সয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) এ প্রথার সাথে অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন এ কাজে কল্যাণ নেই, বরং কল্যাণকর কাজ হলো তাকওয়া অবলম্বন করা।

৩। ইসলাম যখনই কোনো সামাজিক কুসংস্কারকে রহিত করেছে, তখনই তার পরিবর্তে অন্য একটিকে প্রতিস্থাপন করেছেন। যেমন: অত্র আয়াতের শেষাংশে দেখতে পাই ইহরাম অবস্থায় ঘর বা বাগানের পিছনের গেইট দিয়ে প্রবেশের পরিবর্তে সামনের গেইট দিয়ে প্রবেশকে প্রতিস্থাপন করেছেন। এজন্য মুসলিম ওলামাদের উচিৎ ইসলামের এ মহৎ নিয়ম অনুসরণ করা। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১৭১-১৭৪) ।

DO NOT COPY

৪। প্রশ্নকারীর উচিৎ আলেমদেরকে এমন বিষয় প্রশ্ন করা যা তার উপকারে আসবে এবং আলেমদেরও উচিৎ এমন প্রশ্নের উত্তর দেয়া যার মাধ্যমে প্রশ্নকারী লাভবান হবে, অথবা প্রশ্নের ধরণ পরিবর্তন করে তার উত্তর দেয়া।

৫। বিদ'য়াত হারাম, যদিও তা দ্বীন অনুসরণের আগ্রহ থেকে হয়ে থাকে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৭১) ।

৬। অত্র আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্যোতির্বিদ্যাএ পারদর্শী ছিলেন, এজন্য সাহাবীরা তাকে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

৭। মানব জীবনে সফলতার অন্যতম কারণ হলো: তাকওয়া অবলম্বন করা।

(আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ
الْكَافِرِينَ (١٩١)﴾ [سورة البقرة: ١٩٠-١٩١].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আল্লাহর পথে যুদ্ধের মূলনীতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯০ | আর তোমরা যুদ্ধ করো | আল্লাহর পথে | তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, |
| | وَقَاتِلُوا | فِي سَبِيلِ اللَّهِ | الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| এবং সীমালঙ্ঘন করো না, | নিশ্চয় আল্লাহ | সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। | ১৯১ | আর |
| وَلَا تَعْتَدُوا | إِنَّ اللَّهَ | لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ | | وَ |

| | | |
|---|---|---|
| (যুদ্ধের ময়দানে) তাদেরকে কতল করো | যেখানেই তাদেরকে পাবে | এবং তাদেরকে বের করে দাও |
| اقْتُلُوهُمْ | حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ | وَأَخْرِجُوهُمْ |

| | |
|---|---|
| এমন স্থান থেকে, যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছিলো, | আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা |
| مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ | وَالْفِتْنَةُ |

| | | |
|---|---|---|
| কতলের চেয়ে বড়ো অপরাধ; | এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না | মাসজিদুল হারামের নিকট |
| أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ | وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ | عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ |

| | |
|---|---|
| যতক্ষণ না সেখানে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে; | তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, |
| حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ | فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ |

| | | |
|---|---|---|
| তাহলে তোমরা তাদেরকে কতল করো; | এটাই কাফিরদের প্রতিদান। | |
| فَاقْتُلُوهُمْ | كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৯০) হে ঈমানদারগণ! দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে যুদ্ধের ময়দানে নারী-শিশু ও বৃদ্ধ-অসহায়কে হত্যা এবং ফসলী জমী ও ফলমূল নষ্ট করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করো না, কারণ আল্লাহ তায়ালা সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার অপচেষ্টা চালায় তাদেরকে মোটেই পছন্দ করেন না।

(১৯১) যুদ্ধের ময়দানে মোশরেকদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করো এবং তারা তোমাদেরকে মক্কা থেকে বের করেছিলো তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও। মনে রেখো,

DO NOT COPY

কুফর, শিরকে লিপ্ত হয়ে ইসলামের পথে বাধা দেওয়া কতলের চেয়ে বড় অপরাধ। তাদের বিরুদ্ধে মসজিদুল হারামে যুদ্ধ করো না, তবে তারা সেখানে যুদ্ধ বাধালে তাদেরকে ছেড়ে দিও না। আর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়লে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে লড়ো। এটাই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৩০) ।

## পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্ক:

১৮৯ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: সকল ইবাদাত-বন্দেগী চন্দ্র বৎসরের ক্যালেন্ডারে সাজানো হয়েছে, বিশেষকরে হাজ্জের জন্য কয়েকটি মাস নির্ধারণ রয়েছে, যে মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিলো। আর এখানে (১৯০-১৯৫) নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা হারাম মাসসমূহে ইহরাম অবস্থায় কাফের-মুশরিক দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা পাল্টা আক্রমন করতে পারবে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট।

(*নাজম আল-দুরার*, আল-বাকায়ী, ৩/১০৫) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ "যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছিলো" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মক্কা মুকাররমা।

﴿الْفِتْنَةُ﴾ ইবনু কুতাইবা (র.) বলেন: ﴿الْفِتْنَةُ﴾ দ্বারা 'শিরক' কে বোঝানো হয়েছে। কামিলা আল-কাওয়ারী বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'আল্লাহর পথে বাঁধা দেয়া'।

(*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবা, ৭১, *গরীব আল-কুরআন*, কাওয়ারী, ২/১৯১) ।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: অত্র আয়াত হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদেরকে নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে চাইলে মক্কার মুশরিকরা তাদেরকে বাধা দেয় এবং উভয় দলের সম্মতিতে তাদের মাঝে এ মর্মে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে, এ বছর তারা ওমরা না করে মদীনায় ফিরে যাবে, চাইলে আগামী বছর ওমরা করতে পারবে। পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদেরকে নিয়ে কাযা ওমরা পালনের প্রস্তুতি নেন। তবে তারা আশংকা করেন এ বছরও মুশরিকরা তাদেরকে বাধা দিয়ে যুদ্ধে জড়াতে পারে। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম ইহরাম অবস্থায় হারাম মাসে যুদ্ধে জড়াতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ূতী, ৩৮) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। সকল মুফাস্‌সির, মুহাদ্দীস এবং ফহীহ এর ঐকত্যের ভিত্তিতে, 'জিহাদ' এবং 'কিতাল' এর মধ্যে পার্থক্য হলো: "দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল ধরনের প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলে" (*আল-তারিফাত*, আল-জুরজানী, ১০৭), যেমন: দাওয়াতী কাজের জন্য দানসদকা করা, বই লেখা, গবেষণা করা, বক্তৃতা করা, স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

DO NOT COPY

ইত্যাদি। আর 'কিতাল' হলো: "দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টাকে কেউ বুখে দিতে চাইলে অথবা মুসলমানদের উপর চড়াও হলে তার বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করার নাম" ((*আল-তারিফাত*, আল-জুরজানী, ২২০) । তাই বলা যায়: 'জিহাদ' শব্দটি আরবী ভাষায় 'আম' বা ব্যাপকার্থে ব্যবহার হয়, আর 'কিতাল' শব্দটি 'খাস' বা বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষী মুর্খরা 'কিতাল' ও 'জিহাদ' কে একই জিনিষ বানিয়ে মানুষের মাঝে অপপ্রচারের মাধ্যমে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার পায়তারা চালাচ্ছে।

২। মক্কা জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা.) 'জিহাদ' করেছেন, 'কিতাল' করেননি; কারণ তখন 'কিতাল' জায়েজ ছিলো না। মূলত: মদীনা জীবনে যখন কাফির, মুশরিক এবং ইহুদীরা সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের উপর চড়াও হতে শুরু করলো এবং মুসলমানদের শক্তিও বাড়তে লাগলো, তখন 'কিতাল' এর অনুমতি দেয়া হয়েছে, (*সুরাতু আল-হাজ্জ*: ৩৯)।

(তাফসীর আল-কুরতুবী, ২/৩৪৭, *তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১৭৮) ।

৩। আয়াতে বর্ণিত যুদ্ধের মুলনীতি:

(ক) যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব।

(খ) যুদ্ধের নামে দুর্বল শিশু, বৃদ্ধ ও নারী হত্যা এবং ঘরবাড়ি, গাছপালা ও শস্যক্ষেত্র ধংস করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করা হারাম।

(গ) মাসজিদুল হারামের ভিতরে যুদ্ধ করা হারাম, তবে কাফির মুশরিকরা হারামের ভিতরে যুদ্ধ বাধালে তা ঠেকাতে যুদ্ধ করা যাবে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৭৩) ।

৪। ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ এ আয়াতাংশ রহিত হয়ে গেছে নাকি এর হুকুম এখনও বাকী? ইমাম মুজাহিদ বলেন: এ আয়াতাংশ রহিত হয় নাই, এর হুকুম এখনও বাকী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "এ ভূখন্ডকে আল্লাহ সৃষ্টির শুরু থেকে পবিত্র হিসেবে সংরক্ষণ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন। আমার পূর্বে মাসজিদুল হারামে যুদ্ধবিগ্রহ হালাল ছিলো না এবং আমার পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হালাল হবে না"।

ইমাম ক্বাতাদাহ বলেন: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [সুরা আল-তাওবা, আয়াত: ৫] দ্বারা এ আয়াতাংশের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। সুরা আল-বাক্বারা অবতীর্ণ হয়েছে সুরা আল-তাওবা এর দুই বছর পূর্বে। সুতরাং মাসজিদুল হারামের ভিতরে মুশরিকরা যুদ্ধ না বাধালেও মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে।

ইমাম কুরতুবী (র.) প্রথম মত অর্থাৎ: মুজাহিদের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ২/৩৫১-৩৫৩) ।

DO NOT COPY

﴿فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)﴾ [سورة البقرة: ١٩٢-١٩٣].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আল্লাহর পথে যুদ্ধের মূলনীতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৯২ | আর যদি তারা (যুদ্ধ থেকে) বিরত থাকে, | তবে নিশ্চয় আল্লাহ | ক্ষমাশীল, | পরম দয়ালু। |
| | فَإِنِ انْتَهَوْا | فَإِنَّ اللَّهَ | غَفُورٌ | رَحِيمٌ |
| ১৯৩ | এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো | যে পর্যন্ত না ফিতনা নিপাত হয়ে যায় | এবং দ্বীন হয়ে যায় | |
| | وَقَاتِلُوهُمْ | حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ | وَيَكُونَ الدِّينُ | |
| একমাত্র আল্লাহর জন্য; | সুতরাং তারা যদি (যুদ্ধ থেকে) বিরত থাকে, | তাহলে তাদের সাথে নেই | | |
| لِلَّهِ | فَإِنِ انْتَهَوْا | فَلَا | | |
| কোনো ধরণের কঠোরতা, | অবশ্য যারা যালিম তাদের কথা আলাদা। | | | |
| عُدْوَانَ | إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৯২) আর যদি তারা শিরক-কুফর ছেড়ে দেয়, মসজিদুল হারামে যুদ্ধ থেকে বিরত থেকে এবং আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর বান্দার প্রতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(১৯৩) হে মুমিনগণ! সমাজ থেকে শিরক-কুফরী নিপাত গিয়ে সেখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত অত্যাচারী মোশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো। সুতরাং তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নেই, তবে যারা যালেম তাদের কথা আলাদা।

(আল-মোয়াস্‌সার, ১/৩০)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:** ﴿فِتْنَةٌ﴾ 'ফিতনা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'শিরক এবং কুফরী'। ﴿عُدْوَانَ﴾ 'শত্রুতা বা যুলম' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'পরিনাম'। অর্থাৎ: 'যুলমের পরিনাম কেবল যালেমের জন্য'। (*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ৭১)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। আল্লাহর পথে যুদ্ধের আরো কিছু মূলনীতি:

(ক) ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে যারা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ তাদের পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। এ সম্পর্কে সুরা আল-আনফালের ৩৮ নাম্বার আয়াতেও বর্ণনা রয়েছে।

DO NOT COPY

(খ) যারা জিযিয়া প্রদানের স্বীকৃতি দিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ নেই। তবে যারা যুলম থেকে ফিরে আসবে না, তারা যুলমের শাস্তি পাবে। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ২/৩৫৩-৩৫৪) ।

(গ) সমাজে শিরক ও কুফরীর উপর ইসলামের বিজয় না আসা পর্যন্ত যুদ্ধের নিয়ম চালু থাকবে।

২। ১৯২ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৭৩) ।

৩। ১৯৩ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যে,আল্লাহর সুন্নাত হলো: তিনি যখন অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তখন অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলের উপর ঢালাওভাবে গযব দেন। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো: তারা কেবল অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারবে, কোন অবস্থায় নিরপরাধী এবং দুর্বলদের উপর যুলম করতে পারবে না, চাই তা যুদ্ধাবস্থায় হোক অথবা যুদ্ধের বাহিরে হোক।

DO NOT COPY

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)﴾ [سورة البقرة: ١٩٤-١٩٥].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** আল্লাহর পথে যুদ্ধের মূলনীতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| ১৯৪ | হারাম মাস | হারাম মাসের বদলে | এবং পবিত্র বিষয়সমূহ | কিসাসের অন্তর্ভুক্ত, | সুতরাং যে |
|---|---|---|---|---|---|
| | الشَّهْرُ الْحَرَامُ | بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ | وَالْحُرُمَاتُ | قِصَاصٌ | فَمَنِ |

| তোমাদের উপর আক্রমণ করে, | তোমরা তার উপর আক্রমণ করো | যেরূপ সে আক্রমণ করে |
|---|---|---|
| اعْتَدَى عَلَيْكُمْ | فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ | بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى |

| তোমাদের উপর; | আর আল্লাহকে ভয় করো, | এবং জেনে রেখো: | নিশ্চয় আল্লাহ | মোত্তাকীদের সাথে। |
|---|---|---|---|---|
| عَلَيْكُمْ | وَاتَّقُوا اللَّهَ | وَاعْلَمُوا | أَنَّ اللَّهَ | مَعَ الْمُتَّقِينَ |

| ১৯৫ | আর তোমরা ব্যয় করো | আল্লাহর পথে, | এবং তোমরা (নিজেদেরকে) ঠেলে দিও না নিজ হাতে |
|---|---|---|---|
| | وَأَنْفِقُوا | فِي سَبِيلِ اللَّهِ | وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ |

| ধ্বংসের দিকে, | এবং ইহসান করো, | নিশ্চয় আল্লাহ | মোহসেনদেরকে ভালো বাসেন। | |
|---|---|---|---|---|
| إِلَى التَّهْلُكَةِ | وَأَحْسِنُوا | إِنَّ اللَّهَ | يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৯৪) হে মুমিনগণ! হারাম মাসে তোমাদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের যুদ্ধের বদলে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ এবং পবিত্র বিষয়সমূহ কিসাসের অন্তভুক্ত। সুতরাং যারা হারাম মাসসমূহে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তোমরাও তাদের উপর আক্রমণ করো যেভাবে তারা আক্রমণ করেছে। আল্লাহকে ভয় করো, আর জেনে রেখো আল্লাহ তায়ালা মোত্তাকীদের সাথে আছেন।
(১৯৫) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদেরকে নিজ হাতে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। অন্যের প্রতি ইহসান করো, নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালো বাসেন।
(*আল-মোয়াস্সার*, ১/৩০)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ ‘হারাম মাস’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘হারাম মাসে যুদ্ধ করা’। আর ‘হারাম মাস’ বলতে “যিল-ক্বা’দাহ, যিল-হিজ্জাহ, মুহাররম এবং রজব” এ চার মাসকে বুঝায়।

DO NOT COPY

﴿وَالْحُرُمَاتُ﴾ 'পবিত্র বিষয়সমূহ' দ্বারা যেকোনো মহৎ বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন: পবিত্র মাস, পবিত্র স্থান, ইহরাম ইত্যাদি।

(*তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, কামিলাহ আল-কাওয়ারী, ২/১৯৪) ।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ক্বাতাদাহ (র.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদেরকে নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে হুদায়বিয়ায় পৌঁছলে মুশরিকরা তাদেরকে বাধা দেয় এবং উভয় দলের সম্মতিতে তাদের মাঝে এ মর্মে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে, এ বছর তারা ওমরা না করে মদীনায় ফিরে যাবে, চাইলে আগামী বছর ওমরা পালন করতে পারবে। পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদেরকে নিয়ে কাযা ওমরা পালনের জন্য যিল-ক্বা'দাহ মাসে মক্কায় পৌঁছে ৩দিন অবস্থান করেন। মুশরিকরা গতবছর তাদেরকে বাধা দিতে পেরে গর্ববোধ করলে আল্লাহ ১৯৪ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী, ৩৯) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আল্লাহর পথে যুদ্ধের আরো কিছু মূলনীতি:

(ক) ইসলামের শত্রুরা যখনই যুদ্ধ বাধাবে, তখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানো যাবে, চাই তা হারাম মাসে হোক, অথবা মাসজিদুল হারামের ভিতর হোক, অথবা ইহরাম অবস্থায় হোক। আল্লাহর ভাষায় যাকে বলা হয়েছে 'আল-হুরুমাতু কিসাস'।

(খ) যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যাচার, ব্যাবিচার, জেনা, বেহায়াপনা ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা।

(গ) একটি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যাবতীয় খরচ বহন করা সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব।

(ঘ) যুদ্ধের ময়দানে প্রতিটা আচরণে এমনকি শত্রুকে আঘাত দেয়ার ক্ষেত্রেও ইহসান পরিলক্ষিত হতে হবে। কারণ ইসলাম কাউকে আঘাত করা বা হত্যা করাকে কখনও সমর্থন করে না, কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে এ কাজ করতে কাফিররা মুসলমানদেরকে বাধ্য করেছে, তারা ব্যক্তিগত ক্রোধ ও রাগের কারণে যুদ্ধের ময়দানে বের হয় নাই, বরং আল্লাহর নির্দেশে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য বের হয়েছে, সুতরাং প্রতিটা ক্ষেত্রে তাঁকেই ভয় করে এবং ইহসান তথা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করে লড়তে হবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৭৪) ।

২। ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ অর্থাৎ: "সুতরাং যে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরা তার উপর সীমালঙ্ঘন করো যেরূপ সে করে" এ আয়াতাংশে দুইটি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়:

(ক) 'কিসাস' কায়েমের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো: অপরাধী যে পন্থা অবলম্বন করেছে ঠিক সে পন্থায় তাকে শাস্তি প্রদান করা।

DO NOT COPY

(খ) কেউ কারো থেকে ছোটোখাটো খিয়ানত, হক নষ্ট এবং যেকোনো ধরণের আঘাতের সম্মুখীন হলে, পরবর্তী সময় সুযোগ পেয়ে তার অজান্তে সমপরিমান প্রতিশোধ গ্রহণ করলে গুনাহ হবে না। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ২/৩৫৫,৩৫৮)।

৩। ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ অর্থাৎ: “আর আল্লাহকে ভয় করো, জেনে রেখো আল্লাহ মোত্তাকীদের সাথে থাকেন” এ আয়াতাংশে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ প্রদত্ব মূলনীতিগুলো অনুসরণের মাধ্যমে তাঁকে ভয় করার প্রতি তাগীদ দেওয়া হয়েছে। ওমর (রা.) কোনো অভিযানে বাহিনী পাঠানোর সময় বলে দিতেন “যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহকে ভয় করো, তোমাদের এবং শত্রু বাহিনীর মধ্যে পার্থক্য হলো: তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর কাফির বাহিনী আল্লাহকে ভয় করে না। এটাই তোমাদের বিজয় অর্জনের বড় হাতিয়ার”। কোরআনের অন্য আয়াতে এসেছে:

﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٠٤].

৩। ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ অর্থাৎ: “তোমরা নিজেদেরকে নিজহাতে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা” এ আয়াতাংশে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসলমানরা যদি দান করে অস্ত্র ও যুদ্ধের সারঞ্জামাদী ক্রয় করার মাধ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, তাহলে ইসলামের দুশমনরা যুদ্ধ করতে আসবেনা, ফলে মুসলমানরা সংরক্ষিত থাকবে। অপরদিকে মুসলমানরা যদি যুদ্ধের জন্য সম্পদ দান না করে এবং টাকার অভাবে কোনো ধরণের প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে দুশমনরা যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংশ করে দিবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজায়িরী, ১/১৭৫)। এজন্য আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফাল এর ষাট নাম্বার আয়াতে শত্রুদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানদেরকে বিভিন্ন অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [سورة الأنفال: ٦٠].

অর্থাৎ: “আর তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথসাধ্য শক্তি ও সুসজ্জিত অস্ত্র প্রস্তুত রাখ, যাতে তোমরা এর দ্বারা আল্লাহর দুশমণ তথা তোমাদের দুশমণ কে ভয় দেখাতে পার এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করা হবে না” (সূরা আনফাল, ৬০)।

DO NOT COPY

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)﴾ [سورة البقرة: ١٩٦].

**আয়াতের আলোচ্য বিষয়:** হজ্জে তামাত্তু এবং ওমরার পদ্ধতি।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৬ | এবং তোমরা পূর্ণ করো | হজ্জ | এবং ওমরা | আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; | অতঃপর যদি তোমাদেরকে |
| | وَأَتِمُّوا | الْحَجَّ | وَالْعُمْرَةَ | لِلَّهِ | فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ |

| | | |
|---|---|---|
| (পথে) আটকিয়ে দেয়া হয়, | তাহলে সহজলভ্য একটি পশু যবেহ করে দাও; | আর মুন্ডন করো না |
| | فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ | وَلَا تَحْلِقُوا |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তোমাদের মাথা | যতক্ষণ না পৌঁছে | পশু | তার যথাস্থানে; | সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে |
| رُءُوسَكُمْ | حَتَّى يَبْلُغَ | الْهَدْيُ | مَحِلَّهُ | فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| অথবা | রোগ হবে | তার মাথায়, | তাহলে ফিদয়া দিবে | সিয়াম | কিংবা সাদাকা প্রদান |
| أَوْ | بِهِ أَذًى | مِنْ رَأْسِهِ | فَفِدْيَةٌ | مِنْ صِيَامٍ | أَوْ صَدَقَةٍ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অথবা পশু যবেহ এর মাধ্যমে। | আর যখন | তোমরা নিরাপদ থাকবে, | তখন যে তামাত্তু করবে |
| أَوْ نُسُكٍ | فَإِذَا | أَمِنْتُمْ | فَمَنْ تَمَتَّعَ |

| | | |
|---|---|---|
| হজ্জের সাথে ওমরা করার মাধ্যমে, | তাহলে সে সহজলভ্য একটি পশু যবেহ করে দিবে; | আর যে |
| بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ | فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ | فَمَنْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (যবেহের পশু) পায় না, | সে সিয়াম পালন করবে | হজ্জের সময় তিন দিন | এবং সাত দিন |
| لَمْ يَجِدْ | فَصِيَامُ | ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ | وَسَبْعَةٍ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যখন (দেশে) ফিরে যাবে, | এভাবে ১০টি পূর্ণ করবে; | এ (বিধান) তাদের জন্য | যারা আহ্‌ল নয় |
| إِذَا رَجَعْتُمْ | تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ | ذَلِكَ لِمَنْ | لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মাসজিদুল হারামের অধিবাসী। | এবং আল্লাহকে ভয় করো | এবং জেনে রেখো: | নিশ্চয় আল্লাহ |
| حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ | وَاتَّقُوا اللَّهَ | وَاعْلَمُوا | أَنَّ اللَّهَ |

| | |
|---|---|
| কঠিন শাস্তিদাতা। | |
| شَدِيدُ الْعِقَابِ | |

DO NOT COPY

## আয়াতের ভাবার্থ:

(১৯৬) তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ এবং ওমরা পূর্ণ করো। ইহরাম বাধার পর যদি শত্রুর বাধা, রোগ অথবা অন্য যে কোনো কারণে তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তাহলে ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য তোমাদের উপর ওয়াজিব হলো: উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির মধ্যে সহজলভ্য যে কোন একটি যবেহ করা। তবে যবেহের যন্তু বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার স্থানে না পৌছা পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করা যাবে না, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) হুদায়বিয়ার বছর ওমরা পালনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর যবেহের যন্তু ঐ স্থানে না পৌছা পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করেননি। আর স্বাভাবিক অবস্থায় ঈদের দিন এবং আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিন হারামে কোরবানী করবে।
আর যদি তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত অথবা মাথা ব্যাথার কারণে ইহরাম অবস্থায় মাথা মুন্ডন করতে বাধ্য হয়, তাহলে সে তিনটির যে কোন এক পদ্ধতিতে ফিদয়া দিবে: (ক) তিন দিন সওম রাখা, অথবা (খ) ৬জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' পরিমান খাবার প্রদান করা, অথবা (গ) হারামে অবস্থানকৃত ফকীরদের জন্য একটি ছাগল যবেহ করা।
আর নিরাপদ এবং সুস্থ অবস্থায় যে ব্যক্তি হজ্জে তামাত্তো পালন করতে চায়, তাহলে তার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। আর যদি কোরবানীর পশু না পায়, তাহলে হজ্জের মাসে মক্কায় অবস্থানকালে তিনটি সওম পালন করবে এবং পরিবারের কাছে ফেরার পর ৭টি সওম পালনের মাধ্যমে ১০টি সওম পূর্ণ করবে। এ বিধান তাদের জন্য যারা মক্কার অধিবাসী নয়, আর মক্কার অধিবাসী হলে তামাত্তো হজ্জের জন্য তার উপর কোনো কোরবানী নেই।
আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রেখো আল্লাহর বিধানের অবাধ্য হলে তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। (*আল-মোন্তাখাব*, ৪৫, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৩০) ।

## পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্ক:

অত্র সুরার (১৮৩-১৮৯) আয়াতে সিয়ামের বিধান এবং (১৯০-১৯৫) আয়াতে মাসজিদুল হারাম এবং হারাম মাসে যুদ্ধের বিধান সম্পর্কে আলোচনার পর অত্র আয়াত সহ পরবর্তী ৭টি আয়াত অর্থাৎ: (১৯৬-২০৩) আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হাজ্জ এবং ওমরার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুতরাং পূর্বের আয়াতসূহের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট।
(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১৯৬) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْهَدْيِ﴾ 'আল-হাদয়ু' বলা হয় ছাগল, ভেড়া বা অন্য এমন পশুকে যা হাজ্জী এবং ওমরা আদায়কারী যবেহ করার জন্য হারামে পাঠিয়ে থাকে।
﴿مَحِلَّهُ﴾ 'তার যথাস্থান' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (র.) এর মতানুযায়ী যেখানে হাজ্জী বা ওমরা আদায়কারীকে বাধা দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতানুযায়ী 'মাহিল্লাহ' হলো: হারাম শরীফ।

﴿أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ 'তার মাথার কষ্ট' হলো: মাথায় বেশী উকুন হওয়া অথবা প্রচন্ড মাথা ব্যাথা হওয়া।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/১৯৩)।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি সুগন্ধি লাগিয়ে জুব্বা পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা কিভাবে 'ওমরা' পালন করবো? তখন তার প্রশ্নের জবাবে ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ আয়াতাংশ অবতীর্ণ হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকটিকে ডেকে ওমরার পদ্ধতি বলে দিলেন।

কা'ব ইবনু আজওয়া (রা.) বলেন: আমরা হুদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে ওমরার ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় মক্কার মুশরিকরা হারামে ঢুকতে বাধা দেয়াতে ওখানেই অবস্থান করতে হয়েছিলো। আমার মাথার চুল বড় হওয়াতে মাথা থেকে উকুন কপাল বেয়ে নামছিলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) তা দেখে বললেন: তোমার মাথায় কি পোকায় কষ্ট দিচ্ছে? অতপর আমাকে মাথার চুল মুন্ডন করতে বললেন।
তখন ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ এ আয়াতাংশ অবতীর্ণ হয়। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ৪১)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। হাজ্জ তিন প্রকার:
(ক) আল-ইফরাদ: শুধু হজ্জের ইহরাম বেধে তা সম্পন্ন করার পর ওমরার ইহরাম বাধা।
(খ) আল-তামাত্তু: মীকাত থেকে শুধু ওমরার ইহরাম বেধে তা সম্পন্ন করার পর হাজ্জের ইহরাম বেধে তাও যথারীতি সম্পন্ন করা। এ প্রকার হাজ্জে কোরবানী করা ওয়াজিব।
(গ) আল-কিরান: হাজ্জ এবং ওমরার ইহরাম একত্রে বাধা। এ প্রকারেও কোরবানী ওয়াজিব।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২০৩)।

ইবনু বায এর মতে, সর্বোত্তম হাজ্জ হলো: তামাত্তু, এরপর কিরান, এরপর ইফরাদ।

২। উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত হাজ্জ এবং ওমরার বিধান:
(ক) মীকাত থেকে ইহরাম বেধে হাজ্জ অথবা ওমরা শুরু করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব, চাই তা নফল হাজ্জ অথবা নফল ওমরা হোক। দলীল হলো: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ "এবং তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হাজ্জ এবং ওমরা পূর্ণ করো"। ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করো, আর তোমাদের আমল নষ্ট করো না" [সুরা মোহাম্মদ: ৩৩]।

DO NOT COPY

(খ) ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ হাজ্জ বা ওমরার ইহরাম বাধার পর তা পালনে বাধাগ্রস্ত হলে তার উপর ওয়াজিব হলো একটি দম বা পশু যবেহ করে মাথা মুন্ডন করে হালাল হয়ে যাওয়া। এরপর যদি সম্ভব হয় পরবর্তী বছর কাযা করে নিবে; কারণ রাসূল (সা.) ও তার সাহাবায়ে কিরাম হুদায়বিয়ার বছর মুশরিকের বাধার কারণে ওমরা না করতে পেরে তা পরবর্তী বছর কাযা করেছিলেন।

(গ) ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ এ আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহরাম অবস্থায় করা বৈধ নয় এমন কাজ যদি করে ফেলে তবে তার উপর ফিদয়া দেয়া ওয়াজিব, আর ফিদয়া হলো: সিয়াম পালন, অথবা মিসকিনকে খাওয়ানো, অথবা দম দেয়া।

(ঘ) অত্র আয়াতের বাকী অংশ থেকে বুঝা যায় যে, মক্কার অধিবাসী নয় এমন কেউ তামাত্তু হাজ্জ পালন করতে চাইলে তার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। অসচ্ছলতার কারণে কোরবানী না করতে পারলে, মক্কায় থাকা কালে ৩টি এবং দেশে ফিরে ৭টি মোট ১০টি সিয়াম পালন করবে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৭৭-১৭৮) ।

৩। আয়াতের শেষাংশ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহকে ভয় করা ওয়াজিব। এবং তাঁকে ভয় করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কঠিন শাস্তি প্রদানে সক্ষম। সুতরাং শাস্তির ভয়ে তাঁকে ভয় করা যাবে। (আল্লাহ ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)﴾ [سورة البقرة: ١٩٧].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** হজ্জের রশদ সংগ্রহ এবং ইহরাম অবস্থায় বর্জনীয় কাজ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ১৯৭ | হজ্জের (সময়) হলো নির্দিষ্ট মাসসমূহ, | সুতরাং যে এ মাসসমূহে হজ্জের সংকল্প করবে, |
| | الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ | فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তাহলে নেই কোনো অশ্লীলতা, | এবং নেই কোনো পাপ | এবং নেই কোনো ঝগড়া | হজ্জের সময়ে। |
| فَلَا رَفَثَ | وَلَا فُسُوقَ | وَلَا جِدَالَ | فِي الْحَجِّ |

| | | |
|---|---|---|
| আর তোমরা যা ভালো কাজ করো | আল্লাহ তা জানেন, | এবং পাথেয় যোগাড় করে নিও; |
| وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ | يَعْلَمْهُ اللَّهُ | وَتَزَوَّدُوا |

| | | |
|---|---|---|
| নিশ্চয় উত্তম পাথেয় হলো: | তাকওয়া, | আর হে বিবেক সম্পন্নগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো। |
| فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ | التَّقْوَى | وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৯৭) হজ্জের সময় হলো: শাওয়াল, যিলহাজ্জ এবং যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০দিন। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সময়ে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন স্ত্রীসহবাস, ফাহেসা কথাবার্তা, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং ঝগড়ায় না জড়ায়। আর তোমাদের ভালো কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন, এবং সে অনুযায়ী তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন। তোমরা সফরের জন্য রশদ যোগাড় করে নিবে। জেনে রেখো, উত্তম পাথেয় হলো: তাকওয়া। হে বিবেক সম্পন্নগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো। (*আল-মোন্তাখাব*, ৪৫, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৩১)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ 'নির্দিষ্ট মাসসমূহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'শাওয়াল, যুল-কা'দাহ এবং যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম ১০ দিন'।

﴿رَفَثَ﴾ 'যৌনতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'স্ত্রী সহবাস এবং এর আনুষঙ্গিকতা'। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৭৯)।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: ইয়ামানবাসীরা কোনো রকম পাথেয় গ্রহণ করা ছাড়া হজ্জ করতে এসে বলতো: "আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি"। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ এ আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ুতী, ৪২) ।

## আয়াতের শিক্ষা:

১। হজ্জের বিধান:

(ক) শাওয়াল, যিল-কা'দাহ এবং যিল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম ১০ দিনকে হজ্জের মাস বলা হয়। এর বাহিরে অন্য মাসে হজ্জের ইহরাম বাধা যায় না।

(খ) ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস, পাপকাজ এবং ঝগড়াবিবাদ করা হারাম।

(গ) একজন হাজ্জী তার হজ্জকে কবুলযোগ্য করার জন্য হজ্জের বিধিবিধান পালনের সাথে অন্যান্য ভালো কাজ, যেমন: দানসদকা, অন্যকে খাবার খাওয়ানো, আল্লাহর জিক্‌র ইত্যাদি কাজ করা মোস্তাহাব।

(ঘ) পাথেয়, যেমন: খাবারদাবার, টাকাকড়ি ইত্যাদি সাথে রাখা ওয়াজিব, যেন অন্যের কাছে হাত পাততে না হয়।

(ঙ) অত্র আয়াতে বলা হয়েছে উত্তম পাথেয় হলো: তাকওয়া এবং তাকওয়া দ্বারা এখানে আল্লাহর ভয় উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো: হজ্জে এসে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকা; কারণ আল্লাহর ভয়ের কথা পরের অংশে বলা হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৮০) ।

২। ইমাম নসাফী (র.) বলেন: "হজ্জকে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাসের সাথে খাস করার কারণ হলো: এ মাসসমূহের বাহিরে হজ্জের কোনো কার্যক্রম পালন করা যাবে না"।

(*তাফসীর আল-নাসাফী*, ১/১৬৯) ।

DO NOT COPY

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)﴾ [سورة البقرة: ١٩٨-١٩٩].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** আরাফা ও মুজদালিফায় অবস্থান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ১৯৮ | তোমাদের কোনো পাপ হবে না | (হজ্জের সময় ব্যবসার মাধ্যমে) রিযক তালাশ করাতে |
| | لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ | أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا |

| | | |
|---|---|---|
| (যা) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে; | সুতরাং যখন তোমরা বের হবে | আরাফা থেকে |
| مِنْ رَبِّكُمْ | فَإِذَا أَفَضْتُمْ | مِنْ عَرَفَاتٍ |
| তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো | মাশআরে হারামের নিকট | এবং তাকে স্মরণ করো |
| فَاذْكُرُوا اللَّهَ | عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ | وَاذْكُرُوهُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যেভাবে | তিনি তোমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, | যদিও তোমরা ছিলে | ইতিপূর্বে |
| كَمَا | هَدَاكُمْ | وَإِنْ كُنْتُمْ | مِنْ قَبْلِهِ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। | ১৯৯ | অতঃপর | তোমরা ফিরে এসো | যেখান থেকে | মানুষরা ফিরে আসে, |
| لَمِنَ الضَّالِّينَ | | ثُمَّ | أَفِيضُوا | مِنْ حَيْثُ | أَفَاضَ النَّاسُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, | নিশ্চয় আল্লাহ | ক্ষমাশীল | পরম দয়ালু। |
| وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ | إِنَّ اللَّهَ | غَفُورٌ | رَحِيمٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(১৯৮) হজ্জের সময়ে ব্যবসার মাধ্যমে তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রদত্ত রিযক তালাশ করাতে কোনো পাপ নেই। সুতরাং সূর্যাস্তের পর আরাফার ময়দান থেকে ফেরার পর কোরবানীর রাতে মুযদালেফায় অবস্থানকালে তাসবীহ, তালবিয়াহ এবং দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর যিকর করো। তবে যিকর হতে হবে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে, যদিও তোমরা ইতিপূর্বে গোমরাহীর মধ্যে থাকার কারণে খেয়ালখুশী মতো কাজ করতে।

(১৯৯) মুযাদালিফার উদ্দেশ্যে ফিরে আসাটা যেন আরাফার ময়দান থেকে হয়, যেখান থেকে ইব্রাহীম (আ.) মোযাদালিফার উদ্দেশ্যে গমণ করেছিলেন। জাহেলিয়াত যুগে আরফার ময়দানে অবস্থানকে অস্বীকার করা হতো। এখানে আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করো। নিশ্চয় আল্লাহ দয়াময় পরম দয়ালু। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/৩১)।

DO NOT COPY

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿فَضۡلًا﴾ 'অনুগ্রহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'রিযক'।

﴿الۡمَشۡعَرِ الۡحَرَامِ﴾ 'মাশআরে হারাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'মুযদালিফা'।
(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৭৯)।

﴿النَّاسُ﴾ 'মানুষ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ইব্রাহীম (আ.)। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/৩১)।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং আসমা বিনতু আবি বকর (রা.) বলেন: হজ্জের জন্য কোরাইশরা আরাফায় অবস্থান না করে মুযদালিফায় অবস্থান করতো বাকী সকল আরব আরাফাতে অবস্থান করতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা ১৯৯ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন হজ্জের জন্য মুযদালিফায় নয় বরং আরাফায় অবস্থান করে সেখান থেকে মুযদালিফায় ফিরে আসতে হবে। (*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী, ৪৩)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কায় গিয়ে ব্যবসাকে মূল উদ্দেশ্য না বানিয়ে রিযক অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ব্যবসা করা জায়েজ, তবে হজ্জ অবস্থায় ব্যবসা না করা উত্তম।

২। ৯ই যিলহজ্জ সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ফরয এবং আরাফা থেকে ফিরার পথে কোরবানীর রাত্রে মধ্যরাত থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। তবে অসুস্থ এবং দুর্বলদের জন্য মধ্যরাতের পর মুযদালিফা ত্যাগ করা জায়েজ আছে।

৩। মুযদালিফা এবং আরাফায় অবস্থানকালে তালবিয়াহ, যিকর, দোয়া, তাকবীর, তাহলীল এবং ইস্তেগফার পড়া মোস্তাহাব।
(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৮০-১৮১)।

৪। ১৯৭ এবং ১৯৮ নাম্বার আয়াতের মধ্যে সমন্বয় করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা হজ্জ অবস্থায় ব্যবসার অনুমতি দিয়েছেন ঐ সকল হাজ্জীদের জন্য যাদের কাছে চলার মতো পর্যাপ্ত রশদ নেই, তারা মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে হজ্জের বিধান ঠিকরেখে ছোটোখাটো ব্যবসা করতে পারলে তাতে কোনো গুনাহ নেই। কারণ, ১৯৭ নাম্বার আয়াতে ইয়ামান থেকে যারা রশদ ছাড়া হজ্জ করতে এসে বলেছিলো আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি, অতপর ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িয়েছিল, তাদেরকে বলা হয়েছে: তোমরা পাথেয় নিয়ে হজ্জে এসো, এরপর ১৯৮ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: তবে অভাব কাটাতে ছোটোখাটো ব্যবসা করলে কোনো গুনাহ নেই। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢)﴾ [البقرة: ٢٠٠-٢٠٢].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** মীনায় অবস্থানকালে জিক্‌র-আজকার।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২০০ | অতঃপর যখন শেষ করবে | তোমাদের হজ্জের কাজসমূহ, | তখন আল্লাহকে স্মরণ করো |
| | فَإِذَا قَضَيْتُم | مَّنَاسِكَكُمْ | فَاذْكُرُوا اللَّهَ |

| | | |
|---|---|---|
| যেভাবে স্মরণ করো তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে, | অথবা তার চেয়ে বেশী স্মরণ করো; | সুতরাং মানুষের মধ্যে |
| كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ | أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا | فَمِنَ النَّاسِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (এমন লোকও আছে) যারা বলে: | হে আমাদের রব! | আমাদেরকে শুধু দুনিয়ায় দাও, | তাদের জন্য নেই |
| مَن يَقُولُ | رَبَّنَا | آتِنَا فِي الدُّنْيَا | وَمَا لَهُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আখেরাতে | কোনো অংশ। | ২০১ | এবং তাদের মধ্যে (আরো কিছু লোক আছে), | যারা বলে: |
| فِي الْآخِرَةِ | مِنْ خَلَاقٍ | | وَمِنْهُم | مَّن يَقُولُ |

| | | |
|---|---|---|
| হে আমাদের রব! | আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যান দিন | এবং আখিরাতেও কল্যান (দিন), |
| رَبَّنَا | آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً | وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন | জাহান্নামের শাস্তি থেকে। | ২০২ | তাদের জন্য রয়েছে | অংশ |
| وَقِنَا | عَذَابَ النَّارِ | | أُولَٰئِكَ لَهُمْ | نَصِيبٌ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যা তারা অর্জন করেছে (তার), | এবং আল্লাহ হচ্ছেন | দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। | |
| مِّمَّا كَسَبُوا | وَاللَّهُ | سَرِيعُ الْحِسَابِ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২০০) অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কওে যেভাবে স্মরণ করো তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে, বরং তার চেয়ে বেশী স্মরণ করো। মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা দুনিয়া চেয়ে বলে: হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় ধনসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দাও। জেনে রেখো, আখিরাতের প্রতি অনীহার কারণে তাদের জন্য সেখানে কোনো অংশ থাকবে না।

(২০১) এবং তাদের মধ্যে আরো কিছু লোক আছে, যারা দোয়ার মধ্যে বলে: হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় সব ধরণের কল্যান দিন এবং আখিরাতে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাত দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন ।

DO NOT COPY

(২০২) তারা দুনিয়াতে যে আমলে সালিহ করেছে, তার জন্য আখিরাতে মহা পুরস্কার রয়েছে, এবং আল্লাহ হচ্ছেন দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৩১)।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: ইসলামের পূর্বযুগে হাজীরা আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান, জামারায় পাথর মেরে কোরবানী, তাওয়াফে জিয়ারত এবং মাথা মুন্ডন শেষে মীনায় এবং জামারায় পাথর নিক্ষেপের সময় তাদের পূর্বপুরুষদের বড়ত্ব, বীরত্ব, মহত্ব এবং উদারতা নিয়ে আলোচনা করতো। আল্লাহ তায়ালা ২০০ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন: হজ্জের সময় স্মরণ করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নাম অন্য কারো প্রশংসা নিয়ে ব্যাস্ত থাকা যাবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) আরো বলেন: আরবের গ্রাম অঞ্চল থেকে বেদুইনরা হজ্জে এসে আরাফার ময়দানে শুধুই দুনিয়াবী বিষয় আল্লাহর কাছে দোয়া করতো, যেমন: আল্লাহ! এ বছরকে জমির উর্বরতা ও ফসলের জন্য কবুল করে নাও ইত্যাদি, আখিরাতের জন্য কোনো দোয়া করতো না। তখন আল্লাহ ২০০ নাম্বার আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ৪৩)।

### আয়াতের শিক্ষা:

১। মীনায় অবস্থানকালে গালগল্প ছেড়ে আল্লাহ তায়ালার যিক্‌র, দোয়া, তাকবীর, তাহলীল এবং ইস্তেগফারে থাকা এবং যামারায় পাথর নিক্ষেপকালে প্রতিটি পাথরে 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নত।

২। হজ্জের সময় বা হজ্জের বাহিরে দোয়া করার সময় দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যান প্রার্থনা করা।

৩। বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সময় ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ অর্থাৎ: "হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়া-আখিরাতে কল্যান দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন" এ দোয়া পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাওয়াফের সময় এ দোয়া পড়তেন।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৮৩)।

৪। অত্র আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হয় তিনি তাই দেন, কেউ দুনিয়া চাইলে তাকে দুনিয়া দেন, কেউ আখিরাত চাইলে তাকে আখিরাত দেন এবং কেউ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় চাইলে আল্লাহ তাকে উভয়ই দেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২১৬)।

৫। দোয়ার মধ্যে আল্লাহর কাছে চাওয়ার তিনটি অবস্থা:

(ক) যারা দুনিয়া চায়, তারা দুনিয়া পায় আখিরাত পায় না।

(খ) যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় চায়, তারা দুইটাই পায়।

(গ) যারা আখিরাত চায়, তারা দুনিয়া ও আখিরাত দুইটাই পায়; কারণ আখিরাতের মুল্য দুনিয়ার চেয়ে বেশী, আর বেশী মূল্যের জিনিসের মধ্যে কম মুল্যের জিনিস স্বাভাবিকভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)﴾ [سورة البقرة: ٢٠٣].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** মীনায় অবস্থান ও যিক্‌র আযকার।

## আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২০৩ | আর আল্লাহকে স্মরণ করো | নির্দিষ্ট দিনসমূহে; | অতএব যে তাড়াহুড়া করে (ফিরে আসবে) |
| | وَاذْكُرُوا اللَّهَ | فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ | فَمَنْ تَعَجَّلَ |
| দুই দিনের মধ্যে, | তার কোনো গুনাহ হবে না; | আর যে বিলম্বে ফিরবে, | তারও পাপ হবে না; |
| فِي يَوْمَيْنِ | فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ | وَمَنْ تَأَخَّرَ | فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ |
| (এ বিধান) তার জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে, | আর আল্লাহকেই ভয় করো | এবং জেনে রাখো | |
| لِمَنِ اتَّقَى | وَاتَّقُوا اللَّهَ | وَاعْلَمُوا | |
| অবশ্যই তোমাদেরকে | তাঁরই কাছে | একত্র করা হবে। | |
| أَنَّكُمْ | إِلَيْهِ | تُحْشَرُونَ | |

## আয়াতের ভাবার্থ:

(২০৩) আর ১১, ১২ এবং ১৩ই যিলহাজ্জ মীনায় অবস্থন করে তাকবীর, তাসবীহ, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করো। অতএব যে তাড়াহুড়া করে ১২ই যিলহাজ্জ তারিখ সূর্যাস্তের পূবে মীনা থেকে ফিরে আসবে, তার কোনো গুনাহ হবে না। অনুরুপভাবে যে ব্যক্তি বিলম্ব করে ১৩ই যিলহাজ্জ তারিখে ফিরবে, তারও পাপ হবে না। এ বিধান তার জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে। আর আল্লাহকেই ভয় করো এবং জেনে রাখো অবশ্যই তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্র করা হবে। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৩২)।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ 'নির্দিষ্ট দিনসমূহ' হলো: 'তাশরীকের তিন দিন: ১১, ১২ এবং ১৩ই যিলহজ্ব'।

﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ 'দু'দিনে' দ্বারা ১১ এবং ১২ই যিলহজ্বে মীনায় অবস্থান করাকে বুঝানো হয়েছে।

﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ﴾ 'এবং যে বিলম্ব করবে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ১৩ই যিলহজ্ব মীনায় অবস্থান করা।

(*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ১/৭৩, *আইসার*, ১/১৮২)।

## আয়াতের শিক্ষা:

১। তাশরিকের ৩দিন: ১১, ১২ এবং ১৩ই যিলহজ্ব অথবা ১১ এবং ১২ই যিলহজ্ব মীনায় অবস্থান করে যামারায় কংকর নিক্ষেপের সময় এবং ফরজ সালাতের পরে তাকবীর ও তাহলীল পড়া আর সর্বক্ষণ যিক্‌র, দোয়া, কুরআন তিলাওয়াত, ইস্তেগফার ইত্যাদি করা।

DO NOT COPY

২। আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ প্রদানের পর, হাশরে হিসাব গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, আখিরাতের স্মরণ অন্তরে আল্লাহ ভীতি বাড়িয়ে দেয়।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৮৩)।

৩। ১৯৬ থেকে ২০৩ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত হজ্জের আলোচনায় পাঁচ বার 'তাকওয়া' শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এভাবে সকল ইবাদাতবন্দেগীর মূল উদ্দেশ্য হলো: তাকওয়া অর্জন করা। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

**কুরআন-সুন্নাহের আলোকে এক নজরে হজ্জের কার্যক্রম:**

তামাত্তু আদায়কারী: ওমরার ইহারাম বেধে তা সমাপ্ত করে হালাল হয়ে হজ্জের ইহরাম বাধা।
কিরান আদায়কারী: ওমরা ও হজ্জের ইহরাম একত্রে বেধে তাওয়াফ এবং সায়ী করা।
ইফরাদ আদায়কারী: তাওয়াফে কুদুম করা, সম্ভব হলে সাথে সায়ী করে নেয়া।
উল্লেখিত কার্যাবলী সম্পন্ন করার পর--

**৮ই জিলহাজ্জ:**

১। ফজরের পরে মীনার উদ্দেশে রওয়ানা দেয়া। (সুন্নাত)
২। মীনায় অবস্থান করে জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং ফজর নামায আদায় করা। (সুন্নাত)
৩। ইহরাম বাধা থেকে আরম্ভ করে ১০ তারিখে বড় জামারাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়াহ *((লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক))* পড়া। (সুন্নাত)

**৯ই জিলহাজ্জ:**

১। ফজরের নামাযের পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়া।
২। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। (ফরজ)
৩। আরাফায় অবস্থানকালে *((লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু, লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হাম্‌দু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর))* পড়া। এবং নিজ ভাষায় মনের সকল ভালো দোয়া করা।

**১০ই জিলহাজ্জ:**

১। সূর্যাস্তের পর আরাফার ময়দান থেকে মুজদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়না দেয়া।
২। মুজদালিফায় মধ্যরাত থেকে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করা। (ওয়াজিব)
৩। মুজদালিফায় অবস্থানকালে বেশী-বেশী আল্লাহর জিক্‌র *((সুবহানাল্লাহ, ওয়াল-হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম))* পাঠ করা ও দোয়া করা।

DO NOT COPY

৪। মুজদালিফা থেকে ৭০ টি কঙ্কর সংগ্রহ করা।
৫। সূর্য উদয়ের পূর্বে মীনার উদ্দেশে রওয়ানা দেয়া।
৬। মীনায় বড় জামারাতে *((আল্লাহু আকবার))* বলে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। (ওয়াজিব)
৭। কুরবানী নিশ্চিত করা, তামাত্তু এবং কিরান আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । (ওয়াজিব)
৮। মাথা মুন্ডন করে আংশিক হালাল হওয়া। (ওয়াজিব)
৯। হারামে এসে তাওয়াফে জিয়ারত করে পূর্ণ হালাল হওয়া। (ফরজ)
১০। সাঈ করা। (ওয়াজিব)
১১। সাঈ করা কালে *((লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু, লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হাম্দু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ, ওয়ানজাযা ওয়া'দাহ, ওয়ানাসারা 'আবদাহ, ওয়াহাজামাল আহযাবা ওয়াহদাহ))* এ জিক্র করা।
১২। তাকবীরাতুত তাশরীক*((আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ))* আজ জোহর থেকে ১৩ই জিলহাজ্জ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাজে সালাম ফিরানোর পর পড়া।

**১১ই জিলহাজ্জ:**
১। রাতে মীনায় অবস্থান করা। (সুন্নাত)
২। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ছোট, মেঝো ও বড় জামারাহ কে *((আল্লাহু আকবার))* বলে ৭টা করে মোট ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। (ওয়াজিব)
৩। দশ তারিখে তাওয়াফে জিয়ারত ও সাঈ না করে থাকলে, আদায় করে নেয়া। (ফরজ)

**১২ই জিলহাজ্জ:**
১। রাতে মীনায় অবস্থান করা। (ওয়াজিব/সুন্নাহ)
২। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ছোট, মেঝো ও বড় জামারাহ কে *((আল্লাহু আকবার))* বলে ৭টা করে মোট ২১ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করার মাধ্যমে আজ যারা হাজ্জের কার্যক্রম শেষ করতে চায় সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ করা। (ওয়াজিব)
৩। এগার তারিখে তাওয়াফে জিয়ারত ও সাঈ না করে থাকলে, সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় করে নেয়া, (ফরজ)। আজ তাওয়াফে জিয়ারত না করতে পারলে ১টি দম দিতে হবে। তবে কতিপয় আলেম বলেছেন: ১২ তারিখের পরেও তাওয়াফে জিয়ারত করা যাবে।

**১৩ই জিলহাজ্জ:**
১। রাতে মীনায় অবস্থান করা। এটা তাদের জন্য যারা বিলম্ব করে মীনা ত্যাগ করতে চান।

DO NOT COPY

২। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ছোট, মেঝো ও বড় জামারাহ কে *((আল্লাহু আকবার))* বলে ৭টা করে মোট ২১ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা। (ওয়াজিব)

১৩ই জিলহাজ্জের পর দেশে ফেরার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা। (ওয়াজিব)

***স্মরণীয় যে,*** *ওয়াজিব এবং ফরজ কাজ ছুটে গেলে দম দিতে হবে। তবে আরাফায় অবস্থান না করতে পারলে হজ্জ হবেনা। পরবর্তী সময়ে আবার হজ্জ করতে হবে। ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ১ম ও ২য় জামারাহে কঙ্কর নিক্ষেপের পর কিবলমুখী হয়ে সংক্ষিপ্ত দোয়া করা।*

DO NOT COPY

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ
لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧)﴾ [سورة البقرة: ٢٠٤-٢٠٧].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** মানুষ হয়তো মোনাফিক না হয় একনিষ্ঠ মুমিন হয়।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২০৪ | মানুষের মধ্যে কিছু (এমন লোকও) আছে, | পার্থিব বিষয়ে যার কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করবে | | |
| | وَمِنَ النَّاسِ | مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا | | |
| এবং আল্লাহকে স্বাক্ষী রাখবে | তার অন্তরের বিষয়ে; | অথচ সে হলো চরম ঝগড়াটে (ব্যক্তি)। | | |
| وَيُشْهِدُ اللَّهَ | عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ | وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ | | |
| ২০৫ | আর যখন সে (তোমরা কাছ থেকে) ফিরে যায়, | তখন সে চেষ্টা করে | যমীনে বিশৃংখলা করতে | |
| | وَإِذَا تَوَلَّى | سَعَى | فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا | |
| এবং ধ্বংস করতে | শস্য | এবং প্রানী; | আর আল্লাহ | বিশৃংখলা সৃষ্টি করাকে পছন্দ করেন না। |
| وَيُهْلِكَ | الْحَرْثَ | وَالنَّسْلَ | وَاللَّهُ | لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ |
| ২০৬ | আর যখন তাকে বলা হয়: | আল্লহকে ভয় করো, | তখন অহংকার তাকে উৎসাহিত করে | |
| | وَإِذَا قِيلَ لَهُ | اتَّقِ اللَّهَ | أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ | |
| পাপ কাজের প্রতি, | সুতরাং জাহান্নাম তার জন্য যথেষ্ট | এবং তা নিকৃষ্টতম ঠিকানা। | ২০৭ | আর |
| بِالْإِثْمِ | فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ | وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ | | وَ |
| মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে, | যারা বিক্রি করে দেয় | নিজেকে | আল্লহর সন্তুষ্টির অন্বেষণে, | |
| مِنَ النَّاسِ | مَنْ يَشْرِي | نَفْسَهُ | ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ | |
| আর আল্লাহ | বড়ই অনুগ্রহশীল | (তাঁর) বান্দাদের প্রতি। | | |
| وَاللَّهُ | رَءُوفٌ | بِالْعِبَادِ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২০৪) হে আল্লাহর নবী! মানুষের মধ্যে এমন কিছু মোনাফেক লোকও আছে, পার্থিব বিষয়ে যার কথাবার্তা আপনাকে মুগ্ধ করে এবং তার অন্তরের বিষয়ে আল্লাহকে স্বাক্ষী রাখে যে সে আন্তরিভাবে ইসলামকে ভালোবাসে; কিন্তু বাস্তবে সে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করে।

DO NOT COPY

(১০৫) আর যখন সে আপনার কাছ থেকে ফিরে যায়, তখন সে যমীনে বিশৃংখলা করতে এবং শস্য ও প্রানী ধ্বংস করতে চেষ্টা করে; আর আল্লাহ বিশৃংখলা সৃষ্টি করাকে পছন্দ করেন না।
(১০৬) আর যখন ঐ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মুনাফিককে নসীহাত করা হয়: আল্লহকে ভয় করো, তখন অহংকার তাকে উৎসাহিত করে পাপ কাজের প্রতি, সুতরাং জাহান্নাম তার জন্য যথেষ্ট এবং তা নিকৃষ্টতম ঠিকানা।
(১০৭) আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়, আর আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল তাঁর বান্দাদের প্রতি।

(*আল-মোয়াস্সার*, ১/৩২) ।

### অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতসমুহে আল্লাহ দুই প্রকার হাজী নিয়ে আলোচনা করেছেন, একদল যারা শুধু দুনিয়া চায় এবং আরেকদল যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই চায়। এছাড়াও বলা হয়েছে: সকল ইবাদাতের মুল উদ্দেশ্য হলো: তাকওয়া অবলম্বন করা, আর তাকওয়ার স্থান হলো: অন্তর। অত্র আয়াতে তাকওয়ার মানদন্ডে আরো দুই প্রকার মানুষের কথা বলা হয়েছে, এক: মোনাফিক, যারা শুধু বলে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না, দুই: একনিষ্ঠ মুমিন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতসমূহের সম্পর্ক স্পষ্ট। (*নাযম আল-দুরার*, ১/৩৮৩) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ﴾ শব্দটি ২০৫ নাম্বার আয়াতে দুইটি অর্থ বহন করে: (ক) যখন সে ফিরে যায় এবং (খ) যখন সে নেতৃত্ব গ্রহণ করে।
﴿الْعِزَّةُ﴾ 'সম্মান' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'অহংকার'।

(আইসার আল তাফাসীর, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৮৪)।

﴿يَشْرِي﴾ 'সে বিক্রয় করে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'সে উৎসর্গ করে'।

(*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ১/৭৪) ।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: কোনো এক যুদ্ধে আসেম এবং মারসাদ (রা) সহ আরো অনেকে শহীদ হলে দুই মুনাফিক বলতে লাগলো: আহ! তারা নিহত হলো অথচ পরিবারের কাছে থেকে একটু শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাষ ত্যাগ করতে পারলো না এবং বন্ধুদের কেও শেষ বিদায় জানাতে পারলো না। তখন আল্লাহ তায়ালা ২০৪ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন।
ইমাম সুদ্দী (র.) বলেন: আখনাস ইবনু সুরাইক নামক মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণের দাবী করে আরো অনেক চাঞ্চল্যকর কথা বলেছিলো, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে

DO NOT COPY

মুগ্ধ করেছিলো। অতপর সে তার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে মুসলমানদের ফসলের যমীন পুড়িয়ে দিলো। তার সম্পর্কে আল্লাহ ২০৪ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যেব (র.) বলেন: সুহাইব ইবনু সিনান (রা.) মদীনায় হিযরাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কুরাইশের একটি দল তাকে ধরার জন্য তার পদাঙ্কানুসরণ করলো। এক পর্যায়ে তাকে ধরে ফেললে, বাহন থেকে নেমে খাপ খুলে তরবারী বের করে বললো: হে কোরাইশ সম্প্রদায় আমি তীরন্দাজ হিসেবে কেমন তা তোমরা ভালোভাবে জানো। তোমরা আমার কাছে এসো না, তাহলে আমি তোমাদের উপর আমার থলেতে থাকা সকল তীর নিক্ষেপ করবো, পরে তোমরা যা পারো করিও। মক্কার কোথায় কত সম্পদ আছে বলে দিচ্ছি তারপরেও তোমরা আমাকে মদীনায় যাওয়ার সুযোগ দাও। এতে কোরাইশরা সম্মত হয়ে সম্পদের তথ্য জেনে তাকে ছেড়ে দিলো। মদীনায় রাসূল (সা.) এর কাছে পৌঁছে এ ঘটনা বর্ণনা করলে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন: "তুমি ব্যবসায় লাভবান হয়েছো, হে আবু ইয়াহইয়া, তুমি ব্যবসায় লাভবান হয়েছো, হে আবু ইয়াহইয়া"। তখন আল্লাহ তায়ালা ২০৭ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ুতী, ৪৪) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। বাকপটুতা দিয়ে অন্যকে প্রতারিত করা এবং বকধার্মিক সেজে ধর্মীয় কথা বলা পাপের কাজ।

২। অর্জিত সকল সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা অপচয় নয়, কারণ সম্পদ পাপের কাজে ব্যয় করলে অপচয় হয়, ভালো কাজে ব্যয় করলে তাকে অপচয় বলা হয় না। যেমন: আবুবকর (রা.) এবং সুহাইব ইবনু সিনান (রা.) এর উদাহরণ।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৮৬) ।

৩। উল্লেখিত আয়াতসমূহে দুই প্রকার মানুষের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, **প্রথম প্রকার হলো: মুনাফিক**, তারা জাহান্নামী। তাদের পাঁচটি স্বভাব হলো:

(ক) মুনাফিক মন গলানো কথা বলে।

(খ) মিথ্যা দাবীকে সাব্যস্ত করতে আল্লাহর কসম করে এবং তাঁকে স্বাক্ষী বানায়।

(গ) মুনাফিক বেশীবেশী ঝগড়া করে।

(ঘ) মুনাফিক ক্ষমতা পেলে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং অসহায় মানুষকে অত্যাচার করে।

(ঙ) কেউ আল্লাহভীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে অহংকারবশত তার সাথে ক্রোধ করে।

এবং **দ্বিতীয় প্রকার হলো: একনিষ্ঠ মুমিন**, তারা জান্নাতী। তাদের বৈশিষ্ট্য হলো:

(ক) সকল কাজ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করে।

DO NOT COPY

(খ) তারা সর্বদা সত্য কথা বলে।

(গ) প্রয়োজন ছাড়া আল্লাহর কসম করে না।

(ঘ) সবসময় ঝগড়া এড়িয়ে চলে।

(ঙ) ক্ষমতা পেলে সমাজে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করে।

(চ) কেউ আল্লাহভীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, রাগ বা অহংকার না করে নিজের পিছনের গুনাহের কথা স্বীকারপূর্বক তাওবা করে তাকওয়ার পথে ফিরে আসে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২২৮-২২৯)।

৪। মানুষ সাধারণত ধর্মের কাছে দুর্বল। যার কারণে অন্যের সামনে নিজেকে ধার্মিক সাজাতে খুবই ভালো বাসে। বেনামাজী চায় সবাই তাকে নামাযী মনে করুক, যে অন্যের অধিকার কেরে খায় সে চায় সবাই তাকে নির্দোষ মনে করুক, ঘুষখোর চায় কেউ তাকে ঘুষখোর না বলুক, শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসী চায় কেউ তাকে সন্ত্রাসী না বলুক এমনকি যালিম সরকার সেও চায় কেউ তাকে যালিম না বলুক। নিজেকে ধার্মিক প্রমাণ করতে যে যার মতো কৌশল অবলম্বন করে। এমনকি একটি স্থানে দশ জন লোক একত্র হলে সবাইকে ধার্মিক মনে হয়। আল্লাহ এ ধরনের সুবিধবাদী মৌখিক ধার্মিক চান না, রবং তিনি চান সকল মানুষ উপরোল্লেখিত একনিষ্ঠ মুমিনের বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসরনে প্রকৃত ধার্মিক হয়ে জান্নাতি হয়ে যাক। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
(٢٠٨) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٠٩) هَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
(٢١٠)﴾ [سورة البقرة: ٢٠٨-٢١٠].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশের আহবান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০৮ | হে মুমিনগণ! | তোমরা প্রবেশ করো | ইসলামে | পরিপূর্ণভাবে, | এবং অনুসরণ করো না |
| | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | ادْخُلُوا | فِي السِّلْمِ | كَافَّةً | وَلَا تَتَّبِعُوا |
| শয়তানের পদাংক, | নিশ্চয় সে | তোমাদের | প্রকাশ্য শত্রু। | ২০৯ | অতঃপর তোমরা যদি পদস্খলিত হও |
| خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ | إِنَّهُ | لَكُمْ | عَدُوٌّ مُبِينٌ | | فَإِنْ زَلَلْتُمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর; | তবে জেনে রেখো যে, | নিশ্চয় আল্লাহ | পরাক্রমশালী |
| مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ | فَاعْلَمُوا | أَنَّ اللَّهَ | عَزِيزٌ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রজ্ঞাময়। | ২১০ | তারা কি অপেক্ষা করতেছে যে, | আল্লাহ তাদের কাছে আসবে | মেঘের ছায়ায় |
| حَكِيمٌ | | هَلْ يَنْظُرُونَ | إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ | فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ |

| | | |
|---|---|---|
| এবং ফেরেশতারাও? | অথচ সব বিষয়ের সমাধান হয়ে গেছে | এবং সব কিছু আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে। |
| وَالْمَلَائِكَةُ | وَقُضِيَ الْأَمْرُ | وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২০৮) হে মুমিনগণ! ঝগড়া-বিবেধ এবং জাহেলী গোড়ামী ছেড়ে তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, যা ঝগড়া-বিবেধের দিকে নিয়ে যায়। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(২০৯) তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর যদি তোমরা সৎপথ থেকে পদস্খলিত হও, তাহলে জেনে রেখো পদস্খলিত হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়নতার ভিত্তিতে তোমাদের প্রাপ্য শাস্তি দিতে সক্ষম।

(২১০) ইসলাম বিদ্বেষীরা কি অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাগণ তাদের কাছে মেঘের ছাঁয়ায় এসে তাদের পক্ষে সব কিছুর সমাধান দিবে? অথচ আল্লাহর সমাধান তাদের আশা-প্রত্যাশাকে ছিন্ন করে দিবে, কারণ সেদিন সব বিষয় আল্লাহর কব্জায় থাকবে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা হস্তক্ষেপ করবেন।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৪৭-৪৮, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৩২)।

DO NOT COPY

### অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতসমূহে মুনাফিক এবং মুমিন, দুই প্রকার মানুষ এর কথা বর্ণনা করার পর অত্র আয়াত সমূহে মুমিনের কিছু করণীয় বিষয় উল্লেখ করেছেন। (*নাযম আল-দুরার*, আল-বাকায়ী, ১/৩৮৬) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿السِّلْمِ﴾ 'আল-সিলমু' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'ইসলাম'।

(*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ১/৭৪) ।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইকরামাহ (রা.) বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম ও তার সাথীরা (সালাবা, ইবনু ইয়ামিন, আসাদ, উসাইদ, সাঈদ ইবনু আমর এবং কাইস ইবনু আমর) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললো: ইয়া রাসুলাল্লাহ শনিবার ফযিলতপূর্ণ দিন, আমাদেরকে এ দিন পালনের সুযোগ দেন এবং তাওরাত আল্লাহর কিতাব, আমাদেরকে কিয়ামুল লাইলে তাওরাত পড়ার সুযোগ দেন। তখন আল্লাহ ২০৮ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ৪৫) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ইসলাম একটি অখন্ড জিনিস, একে খন্ড করা যায় না। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে, তার উপর ওয়াজিব হলো: পরিপূর্ণ ইসলামকে অনুসরণ করা। সুতরাং নিম্নের তিনটি রুপ:

(ক) সুবিধামতো ইসলামের একটু অনুসরণ করে আরেকটু ছেড়ে দেয়া।

(খ) ইসলামের একটু এবং অন্যধর্মের একটু মিশ্রণ করে পালন করা।

(গ) বিশেষ দিনে ইসলাম অনুসরণ করে বাকী দিনগুলোতে তার অনুসরণ ছেড়ে দেয়া।

এগুলোকে ইসলামের অনুসরণ বলা হয় না, বরং এগুলোকে শয়তানের অনুসরণ বলা হয়েছে। এজন্য একজন সত্যিকার মুমিন সর্বদা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রুপকে অনুসরণ করে।

২। ২০৯ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জেনেবুঝে অপরাধ করা, না বুঝে অপরাধ করার চেয়ে ভয়াবহ এবং যার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছেনি সে ইসলামী শরিয়াহকে পালন না করলে কাফির হয়ে যায় না।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৪০) ।

৩। ২১০ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

৪। হারামকে হালাল করার চেষ্টা এবং ওয়াজিবকে তরক করা শয়তানের অনুসরণ।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৮৮) ।

DO NOT COPY

৫। অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট থেকে বুঝা যায় যে, একজন মুসলিমের জন্য অন্য কোনো ধর্মের ধর্মীয় দিনকে উৎযাপন করা এবং অন্য ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থকে ভালোবেসে বা সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক অধ্যায়ন করা জায়েজ নেই। কারন, এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে অপূর্ণাঙ্গ মনে হয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা সুরা আল মায়িদাহ এর তিন নাম্বার আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, “ইসলাম হলো: পরিপূর্ণ জীবন ব্যাবস্থা”। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٢١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٢)﴾ [سورة البقرة: ٢١١-٢١٢].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা প্রদান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২১১ | বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করো, | আমি তাদেরকে কত সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি; | |
| | سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ | كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ | |
| আর যে বদলে দিবে | আল্লাহর নিয়ামতকে | তার কাছে আসার পর, | তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ |
| وَمَنْ يُبَدِّلْ | نِعْمَةَ اللَّهِ | مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ | فَإِنَّ اللَّهَ |
| শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। | ২১২ | কাফেরদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে | পার্থিব জীবনকে, |
| شَدِيدُ الْعِقَابِ | | زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا | الْحَيَاةُ الدُّنْيَا |
| আর তারা মুমিনদেরকে নিয়ে উপহাস করে; | আর যারা মোত্তাকী, | তারা তাদের উপর থাকবে | |
| وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا | وَالَّذِينَ اتَّقَوْا | فَوْقَهُمْ | |
| কিয়ামতের দিন, | আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন | অপরিমিতভাবে। | |
| يَوْمَ الْقِيَامَةِ | وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ | بِغَيْرِ حِسَابٍ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২১১) হে আল্লাহর নবী! বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার রাসূল হওয়ার সত্যতা প্রমাণের জন্য আমি তাদেরকে কত সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি? অতঃপর তারা সৎপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। জেনে রেখো, আল্লাহর নেয়ামত পাবার পর যারা তা বদলে দিবে, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

(২১২) পার্থিব জীবন কাফেরদের জন্য সুশোভিত হওয়ার কারণে তারা দরিদ্র মুমিন যারা আখিরাতমুখী জীবন গড়ে তাদেরকে নিয়ে উপহাস করে। আর আখিরাতে আল্লাহ মোত্তাকীদেরকে কাফিরদের উপর মর্যাদাবান করবেন। দুনিয়াতে কাফিরদের সম্পদশালী হওয়া তাদের মর্যাদা বহণ করে না, কারণ দুনিয়াতে ঈমান-কুফরের বিচারে তিনি সম্পদ প্রদান করেন না, বরং তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত সম্পদ দান করেন।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৪৮, *আল-মোয়াস্সার*, ১/৩৩)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। আল্লাহ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রথম শান্তনা: ইহুদীরা যখন তাকে অস্বীকার করে চলছিলো, তখন তাকে শান্তনা প্রদানের জন্য আল্লাহ তায়ালা বললেন: তুমি তাদের সাথে একটি

DO NOT COPY

সংলাপের ব্যবস্থা করো। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো তাদের নবীদেরকে প্রদান করা হয়েছিলো এমন অসংখ্য দলীলকে তারা অস্বীকার করেছিলো কিনা? তারা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করছে না, বরং তাদের স্বগোত্রীয় নবীদেরকেও অস্বীকার করেছিলো। হে রাসূল, জেনে রেখো, যারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামাতকে দুনিয়াবী স্বার্থ দিয়ে পরিবর্তন করে তাদের জন্য অবশ্যই জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

আল্লাহ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দ্বিতীয় শান্তনা: যখন তারা গরীব মুসলিমদেরকে নিয়ে উপহাস করতে লাগলো, তখন আল্লাহ তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন: তারা আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ার প্রতি অধিক আসক্ত হওয়ার কারণে ক্ষণিকের জন্য তাদেরকে দুনিয়া প্রদান করা হয়েছে। স্থায়ী ঠিকানা আখিরাতে মুমিন ও মোত্তকীদের মর্যাদা তাদের উপরে থাকবে। তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে লাঞ্চিত হবে আর মুমিনরা স্থায়ী জান্নাত লাভে ধন্য হবে।

(*আইসার*, ১/১৭৯, *তাফসীর আল-মুনীর*, ২/২৩৭-২৩৮) ।

২। বর্তমানেও কাফিরমুশরিকদেরকে প্রভাবশালী এবং সম্পদশালী দেখে অনেক দুর্বল ঈমানদাররা সন্দেহে পতিত হয়। মুলত আল্লাহ তায়ালা তাদের পাপের কারণে মাছির ডানা মুল্যের দুনিয়া প্রদান করে স্থায়ী আখিরাত থেকে তাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছেন, যাতে আখিরাতে পরিপূর্ণ শাস্তি পেতে পারে। যার বর্ণনা সুরা আলে-ইমরানের (১৯৬-১৯৮) আয়াত সহ কোরআনের অসংখ্য আয়াতে রয়েছে। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢١٣)﴾ [سورة البقرة: ٢١٣].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** নবী-রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২১৩ | (এক সময়) মানুষ ছিলো | এক উম্মত; | অতঃপর আল্লাহ নবীদেরকে পাঠালেন | সুসংবাদদাতা |
| | كَانَ النَّاسُ | أُمَّةً وَاحِدَةً | فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ | مُبَشِّرِينَ |
| ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে | এবং তাদের কাছে কিতাব নাযিল করলেন | সত্য (দ্বীন) সহ, | যেন ফয়সালা করেন | |
| وَمُنْذِرِينَ | وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ | بِالْحَقِّ | لِيَحْكُمَ | |
| মানুষের মধ্যে | এমন বিষয়ে যা নিয়ে তারা ইখতেলাফ করতো; | তারা ইখতেলাফ করতো | | |
| بَيْنَ النَّاسِ | فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ | وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ | | |
| তাদের কাছে স্পষ্ট দলীল আসার পর | নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষবশত; | অতঃপর আল্লাহ হিদায়াত দিলেন | | |
| إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ | بَغْيًا بَيْنَهُمْ | فَهَدَى اللَّهُ | | |
| ঈমানদারদেরকে | যা নিয়ে তারা ইখতেলাফ করেছিলো | তাঁর নিজ ইচ্ছায়; | আর আল্লাহ | |
| الَّذِينَ آمَنُوا | لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ | مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ | وَاللَّهُ | |
| যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন | সঠিক পথের। | | | |
| يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ | إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২১৩) এক সময় মানুষ ছিলো একত্ববাদী আল্লাহতে বিশ্বাসী এক উম্মত, অতঃপর তারা সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তায়ালা সত্য দ্বীন সহ জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নামের ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে নবী-রাসূলদেরকে পাঠালেন এবং তাদের কাছে কিতাব নাযিল করলেন, যেন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন যা নিয়ে তারা ইখতেলাফ করতো। ইহুদীরা বিদ্বেষবশত মোহাম্মদের রিসালাত নিয়ে ইখতেলাফ করতো তাওরাতে তাদের কাছে স্পষ্ট দলীল আসার পর। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হিদায়াত দিলেন যা নিয়ে তারা ইখতেলাফ করেছিলো। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথের দিশা দেন। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/৩৩)।

DO NOT COPY

### এ আয়াতের সাথে পুর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে এবং ইসলামকে অখন্ড রেখে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর অত্র আয়াত ও এর পরবতী ১১৪ নাম্বার আয়াতে মানবজাতির জন্য নবী-রাসূলের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের দাওয়াত গ্রহণ করলে যে অত্যাচার আসবে তাতে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট। (*নাযম আল-দুরার*, আল-বাকায়ী, ১/৩৯৩) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ 'এক উম্মত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: "এক ধর্মের অনুসারী আর তা হলো: ইসলাম"।

(*তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, কামিলাহ আল-কাওয়ারী, ২/২১৩) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আদিপিতা আদম (আ.) থেকে সায়্যেদুনা নূহ (আ.) পর্যন্ত সময়ে মানুষ তাওহীদ ছাড়া আর কিছু বুঝতো না। এজন্য তাদের মধ্যে কোনো ইখতেলাফ ছিলো না। একপর্যায়ে মানুষ শিরক, কুফর এবং বিদয়াতে জড়িয়ে নানাবিধ ইখতেলাফ এবং গোমরাহীতে নিমজ্জিত হওয়া শুরু করলে, তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা নূহ (আ.) কে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। এভাবে ইখতেলাফ ও গোমরাহী থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। মুসা এবং ঈসা (আ.) কেও পাঠিয়েছেন তাদের কওমকে হিদায়েতের জন্য, কিন্তু তারা তাদের হিংসা ও ক্ষমতার লোভের কারণে তাদের আনিত শরিয়ত নিয়ে ইখতেলাফে পতিত হয়েছে। অবশেষে, মোহাম্মদ (সা.) কে পাঠিয়ে সেই মতোবিরোধের পতন ঘটিয়েছেন। সুতরাং পথহারা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে নবী-রাসূলের প্রয়োজনীয়তা অনেক। নিম্নে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের মতবিরোধের অন্যতম বিষয়গুলো ও তার সমাধান যা আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে দিয়েছেন তা উল্লেখ করা হলো:

| বিষয় | ইহুদী ধর্মে | খৃষ্টান ধর্মে | সমাধান/ইসলাম ধর্মে |
|---|---|---|---|
| ঈসা (আ.) | প্রেরিত রাসূল নয়। | আল্লাহর পুত্র। | আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। |
| সর্বোত্তম দিন | শনিবার। | রবিবার। | শুক্রবার/ জুমাবার। |
| কিবলা | বায়তুল মাকদাস। | সূর্যোদয়ের স্থান। | কা'বা/ মাসজিদুল হারাম। |
| ইব্রাহীম (আ.) | ইহুদী ছিলেন। | খৃষ্টান ছিলেন। | একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। |

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৯১-১৯২) ।

২। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে,

(ক) তাওহীদই হলো মূল, আর শিরক, কুফর এবং বিদয়াত উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

(খ) একজন দায়ী এর মূল দায়িত্ব হলো: যারা তাকওয়া অবলম্ভন করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলে, তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া এবং যারা উল্টো পথে চলে, তাদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখানো।

DO NOT COPY

(গ) একটি জাতি পতনের মূল কারণ হলো: কোনো বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বেশীবেশী ইখতেলাফে নিমজ্জিত হওয়া। যেমন: বনীইসরাঈলদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিলো এবং বর্তমান মুসলিম উম্মাহের মধ্যে যা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

(গ) মুসলিম উম্মাহ হলো: যারা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক আক্বীদা এবং ইবাদাত গড়ে। তাদের ক্ষেত্রেই আল্লাহ বলেছেন: “অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হিদায়াত দিলেন যে বিষয়ে আহলে কিতাব ইখতেলাফ করেছিলো”।

(ঘ) হিদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, সুতরাং তা কেবল তাঁর কাছেই প্রার্থণা করতে হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (٢١٤)﴾
[سورة البقرة: ٢١٤].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** হক পথের দাওয়াতী কাজে নিপীড়ন আসবেই।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২১৪ | তোমরা কি মনে করেছো যে, | জান্নাতে প্রবেশ করবে; | অথচ এখনো তোমাদের কাছে আসেনি |
| | أَمْ حَسِبْتُمْ | أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ | وَلَمَّا يَأْتِكُمْ |

| | | |
|---|---|---|
| তাদের অবস্থা যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে? | তাদেরকে স্পর্শ করেছিলো | দুঃখ-দারিদ্র্য, |
| مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ | مَسَّتْهُمُ | الْبَأْسَاءُ |
| রোগ-বালা | এবং (কঠিন নিপীড়নে) তারা প্রকম্পিত হয়েছিলো; | এমনকি রাসূল বলে উঠেছিলো |
| وَالضَّرَّاءُ | وَزُلْزِلُوا | حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ |
| এবং তার সাথে থাকা ঈমানদারগণও (বলেছিলো): | “আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?” | জেনে রাখো, |
| وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ | مَتَى نَصْرُ اللَّهِ | أَلَا |
| নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য | অতি নিকটে। | |
| إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ | قَرِيبٌ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২১৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা মনে করছো যে খুব সহজে জান্নাতে প্রবেশ করবে! অথচ এখনও তোমাদের কাছে তাদের অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে? তাদেরকে রোগ-বালা, দুঃখ-দারিদ্র্য স্পর্শ করেছিলো এবং শত্রু কর্তৃক কঠিন নিপীড়নে তারা প্রকম্পিত হয়েছিলো। এমনকি যুলমের এক পর্যায়ে রাসূল ও ঈমানদারগণ বলতে বাধ্য হয়েছিলো যে, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? জেনে রেখো আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

(*আল-মোয়স্সার*, ১/৩৩)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ ‘তোমরা কি মনে করো’ দ্বারা মোহাম্মদ (সা.) এবং সাহাবাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

﴿وَزُلْزِلُوا﴾ ‘তারা প্রকম্পিত হয়েছিলো’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘অত্যাচারে তারা প্রকম্পিত হয়েছিলো’।

(*তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, কামিলাহ আল-কাওয়ারী, ২/২১৪)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

কাতাদাহ (রা.) বলেন: এ আয়াত খন্দকের যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়, যেদিন মোহাম্মদ (সা.) এবং তার সাহাবীগণ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন এবং কাফিরদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পরেন।

(*লুবাব আল-নুকূল*, সুয়ূতী, ৪৫)।

DO NOT COPY

'আতা (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবয়ে কিরাম তাদের সকল ধনসম্পদ মক্কায় ফেলে রেখে শুণ্য হাতে মদীনায় হিজরত করেন। এদিকে মদীনার ইহুদীদের চরম শত্রুতা এবং মদীনার প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য শ্রেনীর দ্বিমুখী আচরণে যখন তারা অসহায় হয়ে পরেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শান্তনা দেয়ার জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*আসবাব আল-নুযূল*, আল-ওয়াহেদী, ৬৭) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে জান্নাত দিতে চান, তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-বালা এবং ইসলামের দুশমন কর্তৃক জেল-যুলম দিয়ে পরীক্ষা করেন।

২। অত্র আয়াতে ভালোকাজ পালন এবং তাতে ধৈর্য ধারন করতে পূর্ববতী যুগের সৎলোকের অনুসরণ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩। মানুষ হিসেবে নবী-রাসূলরাও কষ্ট, দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-বালা এবং যালিমের যুলমকে ভয় পান, এমনকি কোন কোন সময় তাদের ক্ষেত্রেও ধৈর্যের বিচ্যুতি ঘটেছে, কারণ এগুলো মানবীয় গুণ। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৯৪) ।

৪। যারা মুর্খতাবশত মনে করে ইসলাম শুধু মসজিদে বসে কিছু ইবাদাতবন্দেগীর নাম, তাতে কোন পরীক্ষা নেই, নেই কোনো কষ্ট ও যুলম তাদের জন্য এ আয়াতে শিক্ষা রয়েছে। এছাড়া সুরা বাকারা এর ১৫৫, সুরা আনকাবুত এর ১ থেকে ৩ নাম্বার আয়াত, সুরা আলে ইমরানের ১৪২ নাম্বার আয়াত এবং সুরা আল-বুরূজ এর ৪ থেকে ৮ নাম্বার আয়াতেও এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৪৯-২৫০) ।

৫। আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন নিয়ম হলো: তিনি তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে মর্তবা বাড়ান। এজন্য ঈমানী পরিক্ষায় সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হন তাঁর প্রিয় বান্দারা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) "নিশ্চয় সবচেয়ে বেশী মুসিবতগ্রস্ত হয় নবী-রাসূলগণ, এরপর মানের দিক থেকে যারা তাদের নিকটবর্তী, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, এর পর যারা তাদের নিকটবর্তী" (*মুসনাদে আহমাদ*, ২৭০৭৯) । কিছু সুযোগ সন্ধানী যারা নিজেদেরকে আলেম দাবী করেন, তারা কিছু দল বা ওলামাদের উপর যুলম দেখে মুর্খতাবশত ধারনা করে তারা হকপন্থী হলে নির্যাতিত হবে কেন। এমনকি নিজেরা নিরাপদে থাকাকে কারামত এবং হকের উপর আছে আখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজেদের দলকে ভারি করে। অথচ আল্লাহর বাণী এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যারা হকের উপর থাকবে এবং হকের দিকে অন্যকে দাওয়াত দিবে তাদের উপর বাতিলের নিপীড়ন আসবেই। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)﴾ [سورة البقرة: ٢١٥].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** দান-সাদাকা প্রদানের খাতসমূহ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২১৫ | (হে নবী!) তারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, | তারা কি ব্যয় করবে? | বলো: | তোমরা যা ব্যয় করবে | |
| | يَسْأَلُونَكَ | مَاذَا يُنْفِقُونَ | قُلْ | مَا أَنْفَقْتُمْ | |
| সম্পদ থেকে | তা পিতা-মাতা, | আত্মীয়-স্বজন, | এতিম, | মিসকীন | এবং পথিকের জন্য; |
| مِنْ خَيْرٍ | فَلِلْوَالِدَيْنِ | وَالْأَقْرَبِينَ | وَالْيَتَامَى | وَالْمَسَاكِينِ | وَابْنِ السَّبِيلِ |
| আর তোমরা যে কোনো ভালো কাজ করো, | তা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন। | | | | |
| وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ | فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ | | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২১৫) হে নবী! সাহাবীরা আপনাকে প্রশ্ন করে যে তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন: তোমরা ব্যয় করবে তোমাদের সম্পদ থেকে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন এবং পথিকের জন্য। আর তোমরা যে কোনো ভালো কাজ করো, তা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৩৩)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আবু হাইয়্যান (র.) বলেন: আমর ইবনু আল-জামুহ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করবো? রাসূলুল্লাহ (সা.) এ জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে চুপ রইলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ প্রশ্নের জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ূতী, ৪৬)।

**আয়াতের শিক্ষা:**

১। অত্র আয়াতে নফল দান-সদাকার কথা বলা হয়েছে, যাকাতের কথা বলা হয়নি।
২। অভাবী পিতা-মাতার দায়িত্ব নেয়া সন্তানের উপর ওয়াজিব।
৩। নফল দান-সদাকা নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করা মোস্তাহাব।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৫৬)।

৪। ইসলামী বিধান জানার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা ওয়াজিব। "তোমরা না জানলে জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করো" [সুরা আল-নাহল: ৪৩]।
৫। আয়াতে বর্ণিত খাতে দান-সাদাকা করা উত্তম।
৬। আয়াতে ভালো কাজ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

DO NOT COPY

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৯৫) ।

৭। দান-সাদাকা করার ৫টি খাত হলো: (ক) পিতা-মাতা, (খ) আত্মীয়-স্বজন, (গ) এতিম, (ঘ) মিসকীন এবং (ঙ) পথিক (মুসাফির)। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦)﴾ [سورة البقرة: ٢١٦].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** যুদ্ধের বিধান ফরজকরণ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ২১৬ | তোমাদের উপর যুদ্ধকে ফরজ করা হয়েছে, | অথচ এটা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়; |
| | كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ | وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ |

| | |
|---|---|
| (হাকীকাত হলো:) কিছু বিষয় তোমাদের ভালো লাগে না, | অথচ সেটা তোমাদের জন্য কল্যানকর; |
| وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا | وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ |

| | | |
|---|---|---|
| আবার কিছু বিষয় তোমাদের ভালো লাগে, | অথচ সেটা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর; | আর আল্লাহ তায়ালাই |
| وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا | وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ | وَاللَّهُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (মূল হাকীকাত) জানেন | এবং তোমরা (তা) | জানো না। | |
| يَعْلَمُ | وَأَنْتُمْ | لَا تَعْلَمُونَ | |

আয়াতের ভাবার্থ:

(২১৬) তোমাদের কাছে অপছন্দের হওয়া সত্বেও যুদ্ধকে তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। হাকীকাত হলো: কিছু বিষয় তোমাদের ভালো লাগে না, অথচ সেটা তোমাদের জন্য কল্যানকর। আবার কিছু বিষয় তোমাদের ভালো লাগে, অথচ সেটা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। মূলতঃ আল্লাহ তায়ালা হাকীকাত জানেন, যা তোমরা জানো না।

(*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৩৪)।

**অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:**

দান-সাদাকা এবং যুদ্ধের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকার করণে দান-সদাকার পর যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকগুলো সম্পর্কের মধ্যে একটি সম্পর্ক হলো: যুদ্ধে সাধারণত মানুষের আত্মা ও মাল দুইটাই ব্যয় হয়, সুতরাং মাল হলো আত্মার সঙ্গী। এছাড়া সম্পদ ব্যয়ে মালের জিহাদ হয়। সুতরাং পূর্বের আয়াতে আংশিক জিহাদের পর, অত্র আয়াতে পূর্ণাঙ্গ জিহাদের বর্ণনা করা হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৬০)।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: যুদ্ধের বিধান ফরজ করা হলে, কতিপয় মুসলিমের প্রতি তা কষ্টকর মনে হয় এবং তা অপছন্দ করতে লাগলো। তখন আল্লাহ তায়ালা ২১৬ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৫৮)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। সমাজ থেকে শিরক বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করা ওয়াজিব।

২। মানুষ ভবিষ্যাৎ পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে অনেক সময় ভালো পরিণতি হবে এমন কাজকে অপছন্দ করে এবং অনেক সময় খারাপ পরিণতি হবে এমন কাজকে পছন্দ করে। সেজন্য আল্লাহ তায়ালার যেকোনো বিধানকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৩। ইসলাম যা ভালো বলেছে তা ভালো এবং যা খারাপ বলেছে তাই খারাপ। সুতরাং ইসলাম যা করতে বলেছে তা পালন করা এবং যা ছাড়তে বলেছে তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৯৭)।

DO NOT COPY

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)﴾ [سورة البقرة: ٢١٧].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** হারাম মাসে যুদ্ধ করা সাংঘাতিক অপরাধ, তবে অবস্থা বিবেচনায় এ মাসেও যুদ্ধ করা বৈধ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| ২১৭ | তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে | হারাম মাস সম্পর্কে | তাতে যুদ্ধ করার বিষয়ে, | তুমি বলো: |
|---|---|---|---|---|
| | يَسْأَلُونَكَ | عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ | قِتَالٍ فِيهِ | قُلْ |

| তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ; | কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করা, | তাঁর (আল্লাহর) সাথে কুফরী করা, |
|---|---|---|
| قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ | وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ | وَكُفْرٌ بِهِ |

| মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেওয়া | এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া |
|---|---|
| وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ | وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ |

| আল্লাহর কাছে তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; | আর ফিতনা (শিরক) এর (গুনাহ) হত্যার চেয়েও বড়; |
|---|---|
| أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ | وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ |

| আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতেই থাকবে, | যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে ফিরাতে পারবে |
|---|---|
| وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ | حَتَّى يَرُدُّوكُمْ |

| তোমাদের দ্বীন থেকে, | যদি তারা সক্ষম হয়; | আর তোমাদের মধ্যে যে তার দ্বীন থেকে মোরতাদ হবে, |
|---|---|---|
| عَنْ دِينِكُمْ | إِنِ اسْتَطَاعُوا | وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ |

| অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, | তাহলে তাদের দুনিয়া-আখিরাতের আমল নষ্ট হয়ে যাবে; |
|---|---|
| فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ | فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ |

| এবং তারা জাহান্নামী হবে, | তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। | |
|---|---|---|
| وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ | هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২১৭) হে আল্লাহর নবী! মোশরেকরা আপনার কাছে হারাম মাসে যুদ্ধ করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলবে। তখন তাদেরকে বলে দিন: হারাম মাসে যুদ্ধ করা মহাপাপ। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করা, তাঁকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা প্রদান করা এবং সেখানকার অধিবাসী রাসূলুল্লাহ ও তার সাহাবীদেরকে তথা থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহর কাছে হারাম

DO NOT COPY

মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও বড় পাপ। এছাড়া তোমরা যে শিরকে জড়িয়ে আছো তাও হারাম মাসে যুদ্ধ করার চেয়ে ভয়ঙ্কর। হে ঈমানদারগণ, সাবধান! তারা যদি সক্ষম হয়, তাহলে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে বের না করা পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। তাদের চাপে তোমাদের মধ্যে যারা দ্বীন থেকে বেড়িয়ে যাবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের দুনিয়া-আখিরাতের সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে তারা জাহান্নামী হয়ে সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৩৪) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْفِتْنَةُ﴾ 'ফিতনা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- 'শিরক'।

(*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ১/৭৬) ।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

জুনদুব ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) একদল সাহাবীকে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহাস এর নেতৃত্বে কোনো এক অভিযানে পাঠালেন। পথিমধ্যে তারা আমর ইবনু হাজরামী নামক মুশরিককে পেয়ে হত্যা করলো, তারা সন্দিহান ছিলো মাসটি 'রজব' নাকি 'জামাদিউল উলা'। এদিকে মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বলতে শুরু করলো তোমরা হারাম মাসে হত্যা করেছো। তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ৪৬) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। এ আয়াত দ্বারা পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ হারাম হওয়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) হাওয়াজেন ও বনী সাকীব গোত্রদ্বয়ের সাথে 'সাওয়াল' ও 'যুলকা'দ' মাসে যুদ্ধ করেছিলেন।

২। অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের গোপন তথ্য ফাস করেছেন, তারা কেবল মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বের করার জন্যই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

৩। জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, মোরতাদকে হত্যা করা ওয়াজিব। তবে হত্যার আগে তাকে তাওবা করার সুযোগ দেয়া যাবে, যদি তাওবা করে ফিরে আসে তাহলে হত্যা করা যাবে না, অন্যথায় হত্যা করতে হবে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৯৯) ।

৪। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরজ করার মূল কারণ হলো: তারা সর্বদা মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বের করে কাফির অথবা মুশরিক বানাতে চায়। যেমন: আম্মার ইবনু ইয়াসির ও তার পরিবার, বেলাল, খাব্বাব এবং সুহাইব (রা.) থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত অসংখ্য দুর্বল মুসলমানদের সাথে করা হচ্ছে। যা যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে হত্যা করার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৬৫) ।

৫। আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কাফেররা মুসলমানদের সাথে যে কাজগুলো করে, যেমন: আল্লাহর পথে বাধা দেয়া, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদে যেতে বাধা দেয়া, মুসলমানদেরকে তাদের জায়গাজমি থেকে বের করে দেওয়া এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে বেশী জঘন্য। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের এ কাজগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান চালু রেখেছেন।

৬। আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম থেকে কেউ বেড়িয়ে গেলে তার সকল কর্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং সে স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হয়ে যায়। (আল্লাহই ভালোই জানেন)।

DO NOT COPY

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢١٨)﴾ [سورة البقرة: ٢١٨].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** আল্লাহর রহমত প্রত্যাশী কারা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২১৮ | নিশ্চয় | যারা | ঈমান গ্রহণ করে, | হিজরত করে | এবং জিহাদ করে | আল্লাহর পথে, |
| | إِنَّ | الَّذِينَ | آمَنُوا | وَالَّذِينَ هَاجَرُوا | وَجَاهَدُوا | فِي سَبِيلِ اللَّهِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (কেবল) তারাই | আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে; | আর আল্লাহ | ক্ষমাশীল | পরম দয়ালু। |
| أُولَئِكَ | يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ | وَاللَّهُ | غَفُورٌ | رَحِيمٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২১৮) নিশ্চয় যারা ঈমান গ্রহণ করে, ঈমান রক্ষার তাগীদে দেশ ত্যাগ করে এবং ঈমান রক্ষার জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করে, কেবল তারাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করতে পারে। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার গুনাহ মাফের ব্যাপারে ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(*আল-মোয়াস্সার*, ১/৩৪)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু জাহাস (রা.) এর কাফেলা ভুলক্রমে পবিত্র মাসে একজন মুশরিককে হত্যা করার পর কতিপয় মুসলিম সন্দেহ পোষণ করে বলতে লাগলো যে, তারা আল্লাহর কাছে সওয়াব পাবে না, বরং গুনাহগার হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবে ২১৮ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ৪৬)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। নিম্নের তিনটি কাজ যারা করে, তারা আল্লাহর কাছে রহমত প্রত্যাশা করতে পারবে:

(ক) যারা ঈমান গ্রহণ করে।
(খ) শিরক থেকে বাঁচার জন্য হিজরত করে।
(গ) আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৬২)।

২। আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) বলেন: অত্র আয়াতে ঈমান, হিজরত এবং জিহাদের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/১৯৯)।

৩। কেউ কারো পক্ষ থেকে বারবার অত্যাচারের স্বীকার হলে, কোনো ইস্যুতে অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর সাথে অন্যায় করলে সেটা ক্ষমাযোগ্য। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)﴾

[سورة البقرة: ٢١٩].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** মদ-জুয়ার বিধান এবং ব্যয় করার যোগ্য সম্পদ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২১৯ | তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে | মদ ও জুয়া সম্পর্কে; | তুমি (তাদেরকে) বলো: | উভয়ের মধ্যেই রয়েছে |
| | يَسْأَلُونَكَ | عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ | قُلْ | فِيهِمَا |
| মহাপাপ, | এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও রয়েছে; | | তবে উভয়ের পাপ | অধিক বড় |
| إِثْمٌ كَبِيرٌ | وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ | | وَإِثْمُهُمَا | أَكْبَرُ |
| তাদের (অর্ন্তনিহিত) উপকারের চেয়ে। | | এবং তারা তোমাকে (আরো) জিজ্ঞাসা করে | | তারা কি ব্যয় করবে? |
| مِنْ نَفْعِهِمَا | | وَيَسْأَلُونَكَ | | مَاذَا يُنْفِقُونَ |
| তুমি বলো: ‘যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত’; | | এভাবে | অল্লাহ বর্ণনা করেন | তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ, |
| قُلِ الْعَفْوَ | | كَذَلِكَ | يُبَيِّنُ اللَّهُ | لَكُمُ الْآيَاتِ |
| যাতে তোমরা | চিন্তা (গবেষণা) করো। | | | |
| لَعَلَّكُمْ | تَتَفَكَّرُونَ | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২১৯) হে আল্লাহর নবী! মুসলমানরা আপনাকে মদ ও জুয়াতে দুনিয়া-আখিরাতের ক্ষতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাদেরকে বলুন: দইটাই মহা পাপ। তবে তাতে মানুষের জন্য কিছু অর্থনৈতিক উপকার থাকলেও গুনাহের পরিমানটাই বেশী।

তারা আপনাকে আরো জিজ্ঞাসা করবে সদাকা কি পরিমান সম্পদ থেকে প্রদান করতে হবে? আপনি বলুন: প্রয়োজনের অতিরক্তি সম্পদ থেকে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমদের জন্য আয়াতসমূহ বর্ণনা করে দেন, যাতে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করে দুনিয়া-আখিরাতের উপকারী বিষয়গুলো বের করে নিতে পারো। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৩৪)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿الْعَفْوَ﴾ ‘ক্ষমা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ’। (*আইসার*, ১/২০০)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

ওমর ইবনু আল-খাত্তাব, মুয়াজ ইবনু জাবাল এবং একদল আনসারী সাহাবী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) মদ মানুষের আকলকে বিকল

DO NOT COPY

করে দেয় এবং জুয়া তাদের সম্পদকে নষ্ট করে দেয়। ইসলামে এদুইটির হুকুম কি? তাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতের প্রথমাংশ অবতীর্ণ করেন। (*আল-বাহর আল-মুহীত*, আবু হাইয়্যান আল-আনদালুসী, ২/১৫৬)।
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: যখন সাহাবাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হলো, তখন একদল সাহাবা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললেন: আমাদের পরিবার-পরিজন এবং দাস-দাসী রয়েছে আমরা বুঝতেছি না কিভাবে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করবো? তখন আল্লাহ আয়াতের দ্বিতীয়াংশ অবতীর্ণ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে ব্যয় করতে বললেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ৪৭)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। মদকে সবাই হালাল জানতেন, এমনকি সাহাবায়ে কিরামও মদ পান করতেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা চারটি ধাপে তা হারাম করেছেন:
(ক) মদ হারাম হওয়ার প্রথম ধাপে আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, খেজুর ও আংগুর থেকে হালালের পাশাপাশি হারাম রেযেকও বের হয়। যেমন: সূরা আল-নাহল এ এসেছে: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ অর্থাৎ: "খেজুর এবং আংগুর ফলের মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তা থেকে তোমরা যেমন নেশাকর জিনিস গ্রহণ করছো, তেমনি তা থেকে তোমরা উত্তম রেযেকও লাভ করছো" [আল-নাহল, ৬৮]।
(খ) দ্বিতীয় ধাপে, সুরা আল-বাকারা এর ২১৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিলেন যে, মদে উপকার ও ক্ষতি দুইটাই রয়েছে, তবে ক্ষতির মাত্রা বেশী।
(গ) তৃতীয় ধাপে, আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, মদ্যপায়ী মাতাল অবস্থায় সালাত আদায় করতে পারবে না, যেমন: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ অর্থাৎ: "তোমরা নেশা করে মাতলামি অবস্থায় সালাতের নিকটবতী হয়ো না" [সূরা আল-নিসা, ৪৩]।
(ঘ) চতুর্থ ধাপে, সুরা আল-মায়িদাহ এর ৯০ ও ৯১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিলেন যে, মদ্যপান ঘৃণ্য এবং শয়তানী কাজ। সুতরাং এটাকে পরিপূর্ণভাবে বর্জন করো। (*তাফসীর ইবনু কাসীর*, ১/৫৭৮)।

২। 'মদ' এর মধ্যে নিহিত উপকারিতা এবং ক্ষতি:
উপকারিতাগুলো হলো: (ক) ব্যবসা করা, (খ) উপভোগ করা, (গ) পরমানন্দ করা, (ঘ) তাৎক্ষনিক শক্তি যোগায় এবং (ঙ) কৃপণের হাতকে সম্প্রসারিত করে।
এবং ক্ষতিগুলো হলো: (ক) মানুষকে কষ্ট দেয়, (খ) ক্রোধ বাড়ায়, (গ) শত্রুতা বাড়ায়, (ঘ) আকল বিগড়িয়ে দেয়, (ঙ) ইবাদত করা যায় না এবং (চ) মানুষের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে।



DO NOT COPY

মদ্যপানে উল্লেখিত উপকারিতা ও ক্ষতিগুলো মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, উপকারিতাগুলো নিজের সাথে খাস। আর ক্ষতিগুলো নিজের এবং অন্যের অধিকারের সাথে আম। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: উপকারের চেয়ে ক্ষতির মাত্রা বেশী। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৭৩) ।

৩। কোন প্রকার 'মদ' হারাম করা হয়েছে?

**প্রথম মত:** ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং আহলে ইরাকের নিকট 'মদ' বা 'খমর' হলো: আংগুরের রস থেকে তৈরি একটি নেশাজাত দ্রব্য। অন্য কিছু থেকে তৈরি নেশাজাত দ্রব্যকে 'নাবিজ' বলা হয়, এটাকে 'মদ' বলা হয় না। আয়াত দ্বারা সকল প্রকার 'মদ' হারাম করা হয়েছে, তাতে নেশার পরিমান কম হোক বা বেশী হোক। অপরদিকে 'নাবিজ'এ নেশার পরিমান কম হলে তা হালাল, আর তাতে নেশার পরিমান বেশী হলে তা হাদীস দ্বারা হারাম হয়েছে।

**দ্বিতীয় মত:** ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আহলে হিজাজ এবং মুহাদ্দিসীনের মতে, 'খমর' বা 'মদ' হলো: আংগুর বা অন্য যে কোনো বস্তু থেকে তৈরি নেশাজাত দ্রব্য, চাই তাতে নেশার পরিমান কম হোক বা বেশী হোক।

এ দুই দলের স্বপক্ষেই দলীল থাকা সত্যেও তিন কারণে দ্বিতীয় মতকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে:

(ক) বেশী সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেছেন।

(খ) এ মতের স্বপক্ষে দলীল বেশী এবং অধিক বিশুদ্ধ।

(গ) সাহাবায়ে কিরাম 'মদ' বা 'খমর' বলতে সকল প্রকার নেশাজাত দ্রব্যকে বুঝতেন।

(তাফসীর আল-মুনীর, আল-জুহাইলী, ২/২৭৩-২৭৬) ।

৪। আবুল বাকা আল-হানাফী (র.) বলেন: "জুয়া হলো এমন খেলা যাতে বিজয়ী ব্যক্তি পরাজিত ব্যক্তি থেকে অর্থ গ্রহণ করে" [কুল্লিয়্যাত, ৭০২] । সকল ওলামায়ে কিরাম একমত যে, অত্র আয়াতের মাধ্যমে 'জুয়া' হারাম করা হয়েছে।

এর মধ্যে নিহিত উপকারিতা এবং ক্ষতি:

উপকারিতাগুলো হলো: (ক) একপক্ষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়, (খ) দান করার সুযোগ হয়।

এবং ক্ষতিগুলো হলো: (ক) একপক্ষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, (খ) ক্রোধ ও শত্রুতা বাড়ে, (গ) অন্যের প্রতি যুলম হয়, (ঘ) সময়ের অপচয় হয় এবং (ঙ) সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।

'জুয়া' খেলায় উল্লেখিত উপকারিতা ও ক্ষতিগুলো মধ্যে তুলনা করলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, জুয়া খেলার মধ্যে উপকারিতার চেয়ে ক্ষতি বেশী। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

DO NOT COPY

"তাতে উপকারের চেয়ে ক্ষতির মাত্রা বেশী"। (আইসার আল-তাফাসীর, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২০১)।

৫। অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কোন জিনিসের মধ্যে উপকারিতার চেয়ে ক্ষতির পরিমান বেশী হলে ইসলামে তা বর্জনীয়। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

৬। **মদ্যপান হারাম করার মুল রহস্য:** ড. মাহমুদ হাসান বলেন: 'মদ' মানব দেহের যে কোনো অঙ্গকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মদের নিষেধাজ্ঞা ছিলো শ্বাসযন্ত্রের জন্য একটি সুরক্ষা, যা মানবজাতির জন্য জীবন দানকারী ব্যবস্থা। এটি শরীরের অঙ্গগুলিকে অক্সিজেন সরবরাহের পথে প্রধান ও একমাত্র বাধা। এটার কারণে যে কোনো ক্ষতি মানুষের স্বাস্থ্যকে বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। এমনকি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, 'মদ' মানুষের শ্বাসযন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি করে। শ্বাসকষ্ট সাধারণ রোগ নয়, এটা মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। 'মদ' পানে যতগুলো ক্ষতি হয় শ্বাসকষ্ট তার মধ্যে সবচেয়ে হালকা ক্ষতি। 'মদ' ফুসফুসের ভিতরে কাশি জমা করে, যার ফলে অবিরাম কাশি হয়, যা প্রায়শই রক্তের সাথে থাকে। এর ফলে 'মদ' পানকারীর বুক সরু হয়ে যায় এবং তার শ্বাস নেয়ার ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। (লিমাজা? পেইজ থেকে)। এছাড়াও ইবনু বা'য (র.) সুরা আল-মায়িদার ৯০ এবং ৯১ নাম্বার আয়াতের আলোকে মদ্যপানে ৭টি ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন: মদ নাপাক, মদ্যপান শয়তানী কাজ, ক্রোধ ছড়ায়, ইবাদতে বাধা দেয় ইত্যাদি ক্ষতিকারক জিনিস থেকে মানুষকে সুরক্ষা দিতেই আল্লাহ তায়ালা মদ্যপানকে হারাম করেছেন।

(ইবনু বা'য পেইজ থেকে)।

৭। **জুয়া হারাম করার মুল রহস্য:** সামাজিক বিশৃংখলা, চারিত্রিক পদস্খলন, অমানবিক কার্যক্রম, শত্রুতা ও ক্রোধের বিস্তৃতিকরণ, সময়ের অবমূল্যায়ন থেকে মানবজাতিকে সুরক্ষা দিতেই আল্লাহ তায়ালা জুয়াকে হারাম করেছেন।

(*কাযায়া আল-লাহয়ি ওয়া আল-তারফিয়াহ*, ৩৮৮)।

৮। আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন নিয়ে গবেষণা করা মোস্তাহাব।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২০৩)।

৯। আল্লাহর পথে দান এর তিনটি স্তর: (ক) 'আল-সাখা' বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় করা, যা তার মালিকানায় থাকা সম্পদের তুলনায় খুবই নগন্য, (খ) 'আল-জুদ' বা স্বল্প সম্পদের মধ্য থেকে বেশীর ভাগ অন্যকে দান করা এবং (গ) 'আল-

DO NOT COPY

ইছার' বা সম্পদ যা আছে তা নিজের প্রয়োজন থাকা সত্যেও অন্যকে প্রাধান্য দিয়ে দান করে দেওয়া।

উল্লেখিত স্তরসমূহের মধ্যে প্রথম স্তরটি মানের দিক দিয়ে সর্বনিম্ন স্তর, দ্বিতীয়টি মধ্যম মানের এবং তৃতীয় স্তরটি হলো সর্বোত্তম স্তর। আনসারী সাহাবীরা দানের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের অধিকারী ছিলেন। তবে অত্র আয়াতে প্রথম স্তরকে বোঝানো হয়েছে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)﴾ [سورة البقرة: ٢٢٠].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** এতিমের সম্পদে অভিভাবকের কর্তৃত্ব।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২২০ | দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে (চিন্তা করো); | আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে | এতিম সম্পর্কে, |
| | فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ | وَيَسْأَلُونَكَ | عَنِ الْيَتَامَى |

| | | |
|---|---|---|
| তুমি বলো: | সংশোধন করা তাদের জন্য উত্তম, | আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলে-মিশে থাকো |
| قُلْ | إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ | وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ |

| | | |
|---|---|---|
| তবে তারা তোমাদেরই ভাই, | আর আল্লাহ জানেন | কে ফাসাদকারী এবং কে ইসলাহকারী, |
| فَإِخْوَانُكُمْ | وَاللَّهُ يَعْلَمُ | الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আর আল্লাহ চাইলে | তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন, | নিশ্চয় আল্লাহ | পরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময়। |
| وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ | لَأَعْنَتَكُمْ | إِنَّ اللَّهَ | عَزِيزٌ | حَكِيمٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২২০) হে আল্লাহর নবী! মুসলমানরা আপনাকে এতিমদের সাথে একত্রে বসবাস এবং তাদের সম্পদে অভিভাবকের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলুন: তাদের ব্যাপারে কল্যানকামী হওয়া উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে একত্রে থাকো, তাহলে মনে রাখবে তারা তোমাদের ভাইয়ের মতো। আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কে ফাসাদকারী এবং কে কল্যানকামী। তিনি চাইলে এতিমের সাথে একত্রে থাকাকে হারাম করার মাধ্যমে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতার দিক থেকে পরাক্রমশালী এবং বিধান প্রনয়ণে প্রজ্ঞাময়। (*আল-মোয়স্সার*, ১/৩৫)।

**পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক:**

পূর্বের আয়াতে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করা সম্পর্কে আলোচনার পর, অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ সম্পদ এতিমদের লালন-পালনে ব্যয় করা উত্তম। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৮৬)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ‘দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে’ এ আয়াতাংশ পূর্বের আয়াতের অংশ বিশেষ। আয়াতের পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো: ﴿تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ‘যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে গবেষণা করতে পারো’। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৮৪)।

﴿الْمُفْسِدَ﴾ ‘ফাসাদকারী’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘এতিমের মালের খিয়ানাতকারী’।

DO NOT COPY

﴿الْمُصْلِحِ﴾ 'ইসলাহকারী' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'এতিমের মালের আমানাত রক্ষাকারী।
(*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ১/৭৭) ।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: সুরা আল-নিসা এর ১০ নাম্বার আয়াত এবং সুরা আল-আনআম এর ১৫২ নাম্বার আয়াতে এতিমের মালের খিয়ানতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হলে, যাদের কাছে এতিম ছিলো, তারা এতিমদের বাসস্থান, সম্পদ, খাবার, পানীয় ইত্যাদি আলাদা করে দিতে লাগলো। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, সুয়ুতী, ৪৭) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। খিয়ানাত না করার শর্তে অভিভাবক এতিমের সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এমনকি এতিমের সম্পদ অভিভাবক তার সম্পদের সাথে একত্রে ব্যবসায়িক কাজে লাগাতে পারবে। ইমাম জাস্‌সাস (র.) বলেন: উভয়ের মাল একত্রে মিশানো, এতিমের বিবাহ-শাদির দায়িত্বভার গ্রহণ করা, এতিমের সাথে নিজের মেয়েকে বিবাহ দেওয়া, মেয়ে এতিমকে নিজের ছেলের সাথে বিবাহ দেয়া অথবা নিজে বিবাহ করার মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক করা জায়েজ আছে।
(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৮৭) ।

২। "সংশোধন করা তাদের জন্য উত্তম" এ আয়াতাংশ থেকে বুঝা যায় যে, এতিমকে তারবিয়াত শিক্ষা দেওয়া অভিভাবকের উপর ওয়াজিব নয়, বরং মোস্তাহাব। অভিভাবক যদি চায় তাকে দুনিয়া-আখিরাতের বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে বিনিময় গ্রহণ করবে, তাহলে তা জায়েজ আছে।
৩। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র.) এর মতে, এতিমকে বিবাহ করা বা তার সম্পদ টাকা দিয়ে ক্রয় করা অভিভাবকের জন্য জায়েজ আছে, কারণ এটাও তাদের জন্য এক ধরনের 'ইসলাহ', তবে শর্ত হলো এতিমের হক যেন নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত রাখা। তবে ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) মনে করেন, এতিম বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ করা এবং তার সম্পদ ক্রয় করা 'ইসলাহ' নয়। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ৩/৬৪) ।

৪। ইমাম জাস্‌সাস (র.) বলেন: আবিষ্কৃত নুতন বিষয়ের বিধান নির্ধারণ করতে গবেষণা করা জায়েজ; কারণ আয়াতে বর্ণিত 'ইসলাহ' বা সংশোধন এমন একটি শব্দ, যা চিন্তা-গবেষণা ছাড়া কল্পনা করা যায় না। (*আহকাম আল-কুরআন, আল-জাস্‌সাস*, ২/১৩) ।

৫। আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী (র.) বলেন: এতিমের সম্পদ নষ্ট করা বা খিয়ানত করার নিয়্যাতে অভিভাবক তার সম্পদে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নেই।
(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২০৩) ।

DO NOT COPY

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)﴾ [سورة البقرة: ٢٢١].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** মুশরিক এবং মুসলিমের মধ্যে বিবাহে ইসলামের বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২২১ | আর তোমরা মুশরিক নারীদের নিকাহ করো না, | যতক্ষণ না তারা (ইসলাম ধর্মে) ঈমান আনে; | |
| | وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ | حَتَّى يُؤْمِنَّ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং অবশ্যই মুমিন দাসী | মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম, | যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে; | আর নিকাহ দিয়ো না |
| وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ | خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ | وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ | وَلَا تُنْكِحُوا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মুশরিকদের সাথে, | যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে; | অবশ্যই একজন মুমিন দাস | একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, |
| الْمُشْرِكِينَ | حَتَّى يُؤْمِنُوا | وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ | خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে; | তারা | আহবান করে | জাহান্নামের দিকে, | আর আল্লাহ |
| وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ | أُولَئِكَ | يَدْعُونَ | إِلَى النَّارِ | وَاللَّهُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আহবান করে | জান্নাত এবং মাগফিরাতের দিকে | নিজ ইচ্ছায় | এবং বর্ণনা করে দেন | তাঁর আয়াতসমূহ |
| يَدْعُو | إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ | بِإِذْنِهِ | وَيُبَيِّنُ | آيَاتِهِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মানুষের জন্য | যাতে তারা | উপদেশ গ্রহণ করে। | |
| لِلنَّاسِ | لَعَلَّهُمْ | يَتَذَكَّرُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২২১) মুশরিক নারী ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, কারণ মুসলিম নারী মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম যদিও তোমরা তাদের প্রতি দুর্বল। অনুরুপভাবে মুশরিক পুরুষ ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে মুসলিম নারীকে বিবাহ দিও না, কারন মুসলিম পুরুষ মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম যদিও তোমরা তাদের প্রতি দুর্বল। মুশরিক নর-নারীরা আহবান করে জাহান্নামের দিকে এবং আল্লাহ তায়ালা নিজ ইচ্ছায় ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে আহবান করেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (*আল-মোয়াস্সার*, ১/৩৫) ।

DO NOT COPY

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইমাম মুকাতিল (র.) বলেন: ইবনু আবি মারসাদ আল-গানাউই (রা.) 'আনাক' নামক সুন্দরী ও সম্পদশালী মুশরিক মহিলাকে বিবাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে, তার সম্পর্কে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। (*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ূতী, ৪৮)।

অন্য এক রেওয়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইবনু আবি মারসাদ আল-গানাউই (রা.) কে মক্কার মুসলিমদেরকে উদ্ধার করার জন্য তথায় পাঠালেন। হিজরাতের পূর্বে জাহেলিয়াতের সময় তিনি 'আনাক' নামক এক মহিলাকে পছন্দ করতেন। সে তার সাথে সাক্ষাত করে বললো: চলো আমরা বিবাহের কাজ সেরে ফেলি। ইবনু আবি মারসাদ উত্তরে বললেন: আমি মুসলিম আর তুমি মুশরিকা, তোমার সাথে আমার বিবাহ হয় না। তবে রাসূল (সা.) এর কাছে অনুমতি চাইবো, তিনি অনুমতি দিলে তোমাকে বিবাহ করবো। মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করে বিবাহ করতে বারণ করেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহালী, ২/২৯০)।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। মুশরিকের সাথে মুমিনের বিবাহ হারাম। তবে সুরা আল-মায়িদার ৫ নাম্বার আয়াতে মুশরিক কিন্তু আহলে কিতাব এমন ব্যক্তির সাথে বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অপরদিকে সুরা আল-মোমতাহিনা এর ১০ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে: কাফির মুশরিক হোক বা আহলে কিতাব হোক তার সাথে কোন অবস্থাতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ নেই।

২। "তোমরা নিকাহ দিও না" দ্বারা বুঝা যায়: বিবাহের ক্ষেত্রে নারী পক্ষের অবিভাবক থাকা শর্ত। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন।

৩। অত্র আয়াতে কাফির-মুশরিকদের থেকে দুরে থাকার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২০৪)।

৪। চার মাজহাবের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুর্তি পুজক, অগ্নি পুজক ইত্যাদি এবং কাফেরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। তাদের মধ্যকার মিলামিশা জিনা হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদের থেকে যে সন্তান আসবে তা জারজ সন্তান হিসেবে ধর্তব্য হবে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহালী, ২/২৯৫)।

৫। অত্র আয়াতের আলোকে কাফির এবং মুশরিকের সাথে বন্ধুত্ব ও বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার অন্যতম কারণ হলো: তাদের সংস্পর্শে থাকলে একজন মুসলিম মুশরিক ও কাফির হয়ে যেতে পারে এবং সন্তানের উপর এর প্রভাব পড়তে পারে। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
(٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)﴾ [سورة البقرة: ٢٢٢-٢٢٣].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** স্ত্রীসংগম এবং হায়েজের বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২২২ আর তারা তোমাকে হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; | | তাদেরকে বলো: | তা কষ্ট (নাপাক); |
| وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ | | قُلْ | هُوَ أَذًى |
| সুতরাং তোমরা দূরে থাকো | স্ত্রীদের থেকে | হায়েজের সময়ে, | আর তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ো না |
| فَاعْتَزِلُوا | النِّسَاءَ | فِي الْمَحِيضِ | وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ |
| যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়; | অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে, | তখন তোমরা তাদের কাছে আসো | |
| حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ | فَإِذَا تَطَهَّرْنَ | فَأْتُوهُنَّ | |
| যেভাবে | আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন; | নিশ্চয় আল্লাহ | তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন |
| مِنْ حَيْثُ | أَمَرَكُمُ اللَّهُ | إِنَّ اللَّهَ | يُحِبُّ التَّوَّابِينَ |
| এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকেও। | ২২৩ | তোমাদের স্ত্রী | তোমাদের শস্যক্ষেত্র, |
| وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ | | نِسَاؤُكُمْ | حَرْثٌ لَكُمْ |
| সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে গমণ করো | যেভাবে চাও; | তোমরা আগেই পাথেয় প্রেরণ করো | |
| فَأْتُوا حَرْثَكُمْ | أَنَّىٰ شِئْتُمْ | وَقَدِّمُوا | |
| তোমাদের নিজেদের (মুক্তির) জন্য; | আর আল্লাহকে ভয় করো, | এবং জেনে রেখো | নিশ্চয় তোমরা |
| لِأَنْفُسِكُمْ | وَاتَّقُوا اللَّهَ | وَاعْلَمُوا | أَنَّكُمْ |
| তাঁরই সাক্ষাতে এগিয়ে চলছো; | এবং (হে রাসূল!) তুমি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও। | | |
| مُلَاقُوهُ | وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ | | |

DO NOT COPY

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২২২) হে আল্লাহর নবী! মুসলমানমানরা আপনাকে মহিলাদের হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাদের উত্তরে বলুন: তা এক ধরণের রক্ত, যা নারীদের জরায়ু থেকে বের হয় এবং এ সময় তাদের সাথে সংগমে লিপ্ত হলে তাদের কষ্ট হয়। সুতরাং হায়েজের সময় তোমরা স্ত্রীসহবাস থেকে দূরে থাকো। রক্ত বন্ধ হওয়ার পর তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সংগম করতে যেও না। সুতরাং যখন তারা হায়েজ থেকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র হবে, তখন

তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মেনে তাদের সাথে সহবাস করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অধিক তাওবাকারী এবং অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালো বাসেন।

(২২৩) তোমাদের স্ত্রী তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে প্রবেশস্থল ঠিক রেখে যেভাবে ইচ্ছা গমণ করো। তবে নিজেদের মুক্তির জন্য আগের ভাগে পাথেয় প্রেরণ করো আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় জেনে রেখো, তোমরা কিয়ামতের দিন বিচারের সম্মুখিন হওয়ার জন্যে তাঁর সাক্ষাতে এগিয়ে চলছো। হে আল্লাহর নবী আপনি মুমিনদেরকে আখিরাতের পুরস্কারের সুসংবাদ দিন। (*আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৩৫) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ "সুতরাং তোমরা হায়েজের সময় স্ত্রীদের থেকে দুরে থাকো" এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে: "তোমরা স্ত্রীসংগম থেকে বিরত থাকো"।

﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ "তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ো না" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: "তোমরা স্ত্রীসংগমের উদ্দেশ্যে তাদের নিকটবর্তী হয়ো না"।

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ "অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: "হায়েজ থেকে মুক্ত হয়ে যখন তারা গোসল করবে"। (আইসার আল-তাফাসীর, ১/২০৫, *তাফসীর গরীব আল-কুরআন*, ২/২২২) ।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আনাস (রা.) বলেন: ইহুদী ধর্মের প্রথানুযায়ী কোনো মহিলার হায়েজ হলে তাকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে দিতো। তার সাথে একত্রে বসে খাওয়াদাওয়া করা এবং একই ঘরে বসবাস করা ইত্যাদিকে তারা দোষের মনে করতো। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ তায়ালা ২২২ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন যে, হায়েজ অবস্থায় সহবাস ছাড়া সবকিছু তাদের সাথে করা যাবে। (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু ওমারকে আল্লাহ মাফ করুন, সে ধারনা করে বলতো: বর্তমান আনসারীরা একসময় পৌত্তলিক ছিলো এবং তারা ইহুদীদের সংস্কৃতি বেশী অনুসরণ করতো। ইহুদীরা স্ত্রীসংগমের সময় শায়িত অবস্থায় এক পাশ থেকে ব্যবহার করতো, আনসারী গোত্ররাও এটাকে অনুসরণ করতো। অপরদিকে মক্কার কোরাইশরা তাদের স্ত্রীকে সামনে এবং পিছনের দিক থেকে ব্যবহার করতো। অতঃপর মুহাজিররা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে আসলে এক মুহাজির আনসারী গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে তাদের অভ্যাসানুযায়ী পিছনের দিক থেকে সহবাস করতে চাইলে স্ত্রী তা অপছন্দ করে বললো: আমাদের সংস্কৃতিতে শায়িত অবস্থায় স্ত্রীর পাশ থেকে ব্যবহার করা হয়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে পৌছলে আল্লাহ তায়ালা ২২৩ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে

DO NOT COPY

দিলেন যে, সন্তান প্রসাবের জায়গা ঠিক রেখে স্ত্রীকে সামনে, পিছনে, পাশে, শায়িত অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা যাবে। (আবু দাউদ)

(*লুবাব আল- নুকুল*, আল-সুয়ূতী, ৪৯-৫০) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। মক্কার মুশরিক এবং মদীনার ইহুদীরা হায়েজপ্রাপ্ত নারীদেরকে নাপাক মনে করে হায়েজ চলাকালীন সময়ে তাদের সাথে উঠা-বসা, খানাপিনা, রাত্রিযাপন এবং সহাবস্থান থেকে বিরত থাকতো। এমনকি এ সময়ের জন্য তাদেরকে আলাদা ঘরে অবস্থান করতে হতো। অপরদিকে খৃষ্টানরা এ সময়ে তাদের সাথে সংগম সহ অন্যান্য আচরণ স্বাভাবিক রাখতো। সাহাবায়ে কেরাম হায়েজপ্রাপ্ত নারীদের সাথে ইহুদীদের এ কট্টর নীতি এবং খৃষ্টানদের অধিক শিথিলতা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হায়েজের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ তায়ালা ২২২ নাম্বার আয়াতের মাধ্যমে তাদের সাথে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ হায়েজপ্রাপ্ত নারীদেরকে হায়েজ চলাকালীন সময়ে সম্পূর্ণ আলাদা করা যাবে না এবং তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহারও করা যাবে না। বরং স্ত্রীসংগম ছাড়া বাকী সবকিছু তাদের সাথে স্বাভাবিক রাখা যাবে। ২২২ নাম্বার আয়াতের শেষাংশে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদি কেউ হায়েজাবস্থায় সহবাস করে থাকে তাহলে তার জন্য তাওবা করার সুযোগ রয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকরীদেরকে ভালো বাসেন। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২০৬-২০৭, *তাফসীর আল-মুনীর*, ২/২৯৯) ।

২। ২২৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরেকটি যুগোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো- নিজ স্ত্রীর সাথে পিছনের দিক দিয়ে সংগম করা যাবে কি? এর উত্তরে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিলেন যে, স্ত্রী হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ সুতরাং তোমরা তাকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারো, কিন্তু শর্ত হলো পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাতে হবে একমাত্র সন্তান প্রসব করার ছিদ্র দিয়ে। পিছনের রাস্তা দিয়ে সংগম করা হারাম এবং এটা স্ত্রীর জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ ব্যাপারে কুরআনে এবং সহীহ সুন্নাহে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২০৭) ।

৩। হায়েজাবস্থায় স্ত্রীসংগম হারাম, শরীয়ার এ বিধান মেডিকেল সাইন্স সমর্থন দিয়েছে এবং প্রমাণ করেছে যে, এ অবস্থায় সহবাসের ফলে স্ত্রীর প্রজনন অঙ্গে প্রচন্ড ব্যাথা এবং পুরুষাঙ্গের ছিদ্রে রক্ত ঢুকে গনোরিয়াতে পুজের মতো সংক্রমণ হতে পারে। এটা দ্বারা পুরুষ সংক্রমিত হলে সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা হারানোর এবং স্ত্রী সংক্রমিত হলে স্থায়ীভাবে বন্ধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/২৯৯) ।

৪। ২২৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী বিষয় আলোকপাত করেছেন যে, বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর জন্য উত্তম হলো প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সৎসন্তান তালাশ করে নেওয়া, অপেক্ষা করলে এ সুযোগ তাদের হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে;

DO NOT COPY

কারণ তারাতো আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে, যেকোন সময় তাদেরকে তলব করা হতে পারে। এ আয়াতাংশে যারা বিবাহের পর সন্তান নিতে গড়িমশি করে তাদের জন্য হিদায়াত রয়েছে। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

### স্ত্রীসংগমের আদব:

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির জন্য স্ত্রীসংগমকে শুধু উপভোগ্য হিসেবে নির্বাচন করেননি, যেমনটা অন্যান্য প্রানীর ক্ষেত্রে করা হয়েছে। বরং স্ত্রীসংগমের পিছনে তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে: (ক) প্রজনন পরিক্রমা ঠিক রাখা, (খ) সুস্থতার জন্য শরীরে জমানো অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়া এবং (গ) আল্লাহর নিয়ামত উপভোগ করা। (*তিব্ব আল-নাবাউই*, ইবন আল-কইউম আল-জাওজ্বী, ২৪৯)। এ কাজের জন্য কিছু আদব রয়েছে, যা অনুসরণ করা প্রত্যেক মুমিনের উপর কর্তব্য।

**স্ত্রীসংগমের পূর্বের আদব:**

১। উল্লেখিত তিনটি উদ্দেশ্যের আলোকে নিয়্যাতকে পরিশুদ্ধ করা, স্ত্রীকে শুধু ভোগ্য বস্তু হিসেবে বিবেচনা না করা। কারণ, নিয়্যাত পরিশুদ্ধ হলে উভয়ের আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা কি দেখ না হারাম জায়গা ব্যবহার করলে গুনাহ হয়, তাহলে হালাল জায়গা ব্যবহার করলে কেন সওয়াব হবে না?" [মুসনাদে আহমাদ, ২১৪৭৩]।

২। নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে পরনারী থেকে চক্ষু সংবরণ করা।

৩। তড়িগড়ি করে মূল কাজে না গিয়ে স্ত্রীর সাথে ভালোবাসা বিনিময় করা, সংগম পূর্ববর্তী ভূমিকাগুলো এপ্লাই করা, নিজের আগ্রহের কথা শেয়ার করে স্ত্রীকে উত্তেজিত করা ইত্যাদির পর একটি পর্যায়ে মূল কাজে অগ্রসর হওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা স্ত্রীদের সাথে সারাদিন দাসসুলভ আচরণ করে দিন শেষে তাদের সাথে শুইতে যেওনা" [বুখারী, ৫২০৪]। অন্য হাদীসে এসেছে- "তোমরা কেন কম বয়সী মেয়ে বিবাহ করো না? তোমরা তাদের সাথে রংতামাশা করবে, তারাও তোমাদের সাথে রংতামাশা করবে" [বুখারী, ২০৯৭]। প্রত্যেক পুরুষের উচিৎ তার স্ত্রীর সাথে কোমল হৃদয়ের হওয়া।

৪। স্ত্রীসংগমের জন্য উভয়ের উপযোগী সময় নির্বাচন করা।

৫। সহবাসের পূর্বে নিম্নের দোয়া পাঠ করা, (بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)। এই দোয়া পড়ে স্ত্রীসংগম করলে শয়তান সন্তানকে ক্ষতি করতে পারেনা। (বুখারী, ১৪১)।

DO NOT COPY

**স্ত্রীসংগম অবস্থার আদব:**

১। কেবল সন্তান প্রসবের রাস্তা দিয়ে সহবাস করা। পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করা হারাম। উল্লেখ্য যে, সন্তান প্রসবের রাস্তা ঠিক রেখে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, সামনের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে এবং পাশ থেকে যেভাবে ইচ্ছা সহবাস করতে পারবে।

২। একবার সহবাস করার পর দ্বিতীবার করতে চাইলে প্রথম বারের পর অযু করে নেওয়া।

৩। স্বামী-স্ত্রী উভয় উভয়কে তৃপ্ত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

(ড. রেদা আব্দুল মাজীদ, আলুকা পেইজ থেকে) ।

**স্ত্রীসংগমের পরের আদব:**

স্মরণীয় যে, বিবাহ ব্যাবস্থা শুধু দৈহিক চাহিদা পূরণের জন্য নয়। এর আড়ালে তিনটি উদ্দেশ্যের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। একজন মুমিনের প্রত্যেকটি কাজ ইবাদতে পরিণত হয়, যখন সে কাজগুলো ইসলামের নিয়মানুযায়ী একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পন্ন করে থাকে। স্ত্রীসংগমের পূর্বে ও পরের মতো তার পরেও কিছু আদব রয়েছে, যা পালন করলে পুরো সহবাসটি ইবাদাতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং যা দাম্পত্য জীবনকে আরো সুখময় করে।

১। সহবাসের পরে স্ত্রীর প্রতি প্রবল ভালোবাসা দেখানো: সাধারণত এ কাজের পরে স্ত্রীরা অসহায়ত্ব অনুভব করে; কারণ প্রকৃতিগতভাবে তারা মনে করে স্বামী তার সর্বস্ব নিয়ে গেছে। অপরদিকে পুরুষরা সৃষ্টিগতভাবে এ কাজের পর কিছুক্ষণের জন্য সহবাসের প্রতি অনীহা চলে আসে। এজন্য স্বামীর উচিৎ স্ত্রীর অসহায়াত্ব মুচতে তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।

২। স্ত্রীসংগমের পর যত দ্রুত সম্ভব গোসল করে নেওয়া। তবে এ কাজের পর ঘুমাতে চাইলে অযু করে ঘুমানো উত্তম। হযরত ওমর ফারুক (রা.) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে অযু করতে বলেছিলেন। (*সহীহ আল-বুখারী*, ২৮৭) ।

৩। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যকার একান্ত সময়ের বিষয়গুলো মঝার ছলে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে শেয়ার না করা। যারা এ বিষয়গুলো অন্যদের সাথে বলে বেড়ায় তাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃন্য হিসেবে উঠানো হবে। (*সহীহ মুসলিম*, ৩৬১৫) ।

ইমাম নওয়াবী (র.) বলেন: এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার একান্ত সময়ের বিষয়গুলো কারো সাথে শেয়ার করা হারাম।

উল্লেখ্য যে, স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যকার একান্ত সময়ের বিষয়গুলো অন্যদের কাছে প্রকাশ করা তাদের উভয়ের জন্য হারাম।

**স্ত্রীসংগম এবং হায়েজের ব্যাপারে জরুরী কিছু মাসয়ালা:**

**প্রশ্ন:** স্বামী-স্ত্রী একে অপরের লজ্জাস্থানে চুমু খাওয়া বা চোষার ব্যাপারে শরিয়াতের হুকুম কি?

**উত্তর:** মাসয়ালাটি আধুনিক হওয়ার কারণে এ বিষয়ে ওলামায়ে সালাফ এর খুব বেশী মতামত পাওয়া যায় না। তবে আধুনিক ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে দুই দলে বিভক্ত হয়েছেন:

**এক দল আলেম** এটাকে জায়েজ মনে করেন, কারণ কোনো জিনিষ হারাম হওয়ার জন্য শরীয়ার দলীল প্রয়োজন, যেমন: হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় স্ত্রীসংগম হারাম, পিছনের রাস্তায় স্ত্রীসহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু লজ্জাস্থানে চুমু খাওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোরআন এবং সহীহ সুন্নাহ থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

**আরেক দল আলেম** এটাকে নিম্নবর্ণিত কারণে মাকরুহ বলেন। কারণগুলো হলো:

(ক) এটা পাশ্চাত্য কাফির-মুশরিকদের সংস্কৃতি। "যারা যে জাতির অনুসরণ করবে, তারা কিয়ামতের দিন তাদের দলভুক্ত হবে"। (*সুনান আবু দাউদ*, ৪০৩১) ।

(খ) লজ্জাস্থান থেকে অপবিত্র ও ক্ষতিকারক বস্তু পেটে গিয়ে রোগের সম্ভাবনা থাকে। "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না" [*সুরা আল-বাকারা*, আয়াত: ১৯৫]।

(গ) যে মুখ দিয়ে কোরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তা দিয়ে নাপাক স্থান স্পর্শ করা তার শানের খেলাপ।

তবে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র.) মনে করেন, সহবাসের পুর্বে চুমু খাওয়া যাবে, সহবাসের মধ্যে অথবা পরে চুমু খাওয়া যাবে না, কারণ সহবাসের পুর্বে লজ্জাস্থান সাধারণত পরিচ্ছন্ন থাকে কিন্তু সহবাসের মধ্যখানে অথবা পরে কদর্য হয়ে যায়। (ইবনু বায, জিয়াদাহ পেইজ থেকে/ ইসলাম ওয়েব নেট থেকে)।

এখানে দ্বিতীয় মতটি প্রধান্য পাবে, অর্থাৎ- লজ্জস্থানে চুমু খাওয়া মাকরুহ বা এটা না করা উত্তম; কারণ হারাম হওয়ার দলীল পাওয়া না গেলেও মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য দলীল রয়েছে।

**প্রশ্ন:** রামযানে পূর্ণ সিয়াম পালনের জন্য, হজ্জের মৌসুমে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য যে কোনো প্রয়োজনে ঔষধ গ্রহণের মাধ্যমে হায়েজকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করে রাখার হুকুম কি?

উত্তর: ইবনু বায (র.) বলেন: রমযানের সিয়াম পালন এবং হজ্জের মাসে হজ্জ পালনের জন্য নিম্নোল্লেখিত শর্তের ভিত্তিতে ঔষধ গ্রহণ পূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হায়েজ বন্ধ রাখা জায়েজ:

(ক) একজন মুসলিম ডাক্তার এ মর্মে সার্টিফাই করবেন যে, হায়েজ বন্ধ রাখার এ প্রক্রিয়া তার জন্য ক্ষতিকারক নয়।

(খ) বিবাহিতা হলে স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে। (আল-ইমাম ইবনু বায পেইজ থেকে) ।

তবে দার আল-ইফতা, ওমান এর ফতোয়া হলো: হায়েজ বন্ধের এ প্রক্রিয়া জায়েজ, তবে এটাকে আল্লাহ প্রদত্ব নিয়মের উপর ছেড়ে দেওয়া উত্তম। কারণ, স্বাভাবিক অবস্থায় সিয়াম ও



DO NOT COPY

হজ্জ পালন করলে আল্লাাহ যেমন তাকে সওয়াব দেন, অনুরুপভাবে হায়েজ অবস্থায় পালন করতে না পারলেও আল্লাহ তাকে সওয়াব দেন। (দার আল-ইফতা পেইজ থেকে) ।

**প্রশ্ন:** কারো যদি সারা মাসই বিরাম দিয়ে দিয়ে রক্ত দেখা যায় সে ক্ষেত্রে করনীয় কি?
**উত্তর:** এ সমস্যা আসার আগে যে তারিখে হায়েজ শুরু হতো, ঐ তারিখকে হায়েজের প্রথম দিন ধরে জামহুরুল ওলামা এর মতে ১৫ দিনকে হায়েজ হিসেবে গণনা করবে, যে দিনগুলোতে সালাত, সিয়াম ও কোরআন তিলাওয়াত করা যাবে না। আর পরের ১৫ দিন ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে, যে দিনগুলোতে সালাত, সিয়াম ও কোরআন তিলাওয়াত স্বাভাবিক থাকবে। তবে তাকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের দারস্থ হতে হবে। (ইসলাম ওয়েব পেইজ থেকে) ।

**প্রশ্ন:** কারো যদি স্বাভাবিক অভ্যাসের বিপরীত কিছু দেখা যায়, যেমন: সাধারণত তার হায়েজ হয় ৫দিন, কিন্তু হঠাৎ কোনো মাসে দেখা গেলো তার হায়েজের রক্ত ৭দিন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, সে অবস্থায় কি করবে?
**উত্তর:** এ অবস্থায় প্রথম ৫দিন হায়েজ হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং বাকী ২দিন ইস্তেহাজা হিসেবে গন্য হবে। অর্থাৎ- শেষের ২দিন সকল ইবাদত-বন্দেগী স্বাভাবিকভাবে পালন করবে। তবে পরের মাসগুলোতেও এরকম হলে বুঝতে হবে অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ৭দিনই হায়েজ হিসেবে গণনা করতে হবে। (আসসুননান আদদুররিয়্যাহ পেইজ থেকে)।

DO NOT COPY

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥)﴾ [سورة البقرة: ٢٢٤-٢٢٥].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** শপথের বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ২২৪ | আল্লাহর (নাম) কে ঢাল বানিয়ো না | তোমাদের এমন শপথের জন্য (যার মাধ্যমে তোমরা চাও) |
| | وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً | لِأَيْمَانِكُمْ |
| ভালো কাজ (না) করতে, | আল্লাহকে ভয় (না) করতে | এবং মানুষের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় (না) রাখতে; |
| أَنْ تَبَرُّوا | وَتَتَّقُوا | وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ |
| আর আল্লাহ | সর্বশ্রোতা | সর্বজ্ঞ। |
| وَاللَّهُ | سَمِيعٌ | عَلِيمٌ |
| ২২৫ | আল্লাহ কখনো তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না | |
| | لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ | |
| তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য, | কিন্তু | তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন (সে সব শপথের জন্য) |
| بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ | وَلَكِنْ | يُؤَاخِذُكُمْ |
| যা তোমরা মনের সংকল্পের সাথে সম্পন্ন করো, | আর আল্লাহ | পরম ক্ষমাশীল | বড় সহিষ্ণু। |
| بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ | وَاللَّهُ | غَفُورٌ | حَلِيمٌ |

**আয়াতদ্বয়ের ভাবার্থ:**

(২২৪) হে মুসলিম! তোমরা ভালো কাজ, আল্লাহ ভীতি এবং মানুষের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করো না। এবং একথা বলে ভালো কাজ থেকে বিরত থেকো না যে, আমি না করার জন্য আল্লাহর শপথ করেছি, বরং তোমরা এ ধরনের কসম করে থাকলে তা থেকে ফিরে আসো। আল্লাহ তোমাদের কথা শুনেন এবং তোমাদের অবস্থা জানেন।

(২২৫) আর মনে রেখো, তোমরা অনিচ্ছায় অর্থহীন যে সকল কসম করো, সেজন্য তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না এবং কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে, অন্তরের সংকল্পে যে সকল কসম করো তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে, অন্যথায় তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে । কেউ এ কাজ করার পর অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।

(*আল-তাফসীর আল-মুইয়াস্সার*, সাউদী নির্বাচিত মুফাসসিরগণ, ১/৩৬) ।

DO NOT COPY

### পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ ভীতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতে আল্লাহর নাম ব্যবহার করে তাকওয়া থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল- জুহাইলী, ২/৩০৮) ।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু জুরাইজ (র.) বলেন: ইফকের ঘটনায় আবু বকর (রা.) এর নিকটাত্মীয় মিসতাহ ইবনু আসাসাহ মুনাফিকদের পক্ষে কথা বললে আবু বকর (রা.) রেগে গিয়ে তাকে আর কোনো ধরণের সহযোগিতা করবেন না মর্মে আল্লাহর শপথ করেন, তখন আল্লাহ ২২৪ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন ভালো কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করো না।

(*লুবাব আল-নুকূল*, আল-সুয়ূতী, ৫০) ।

ইমাম ক্বালবী (র.) বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.) তার বোনের জামাই বাশীর ইবনু নুমানকে কোনো ধরণের সহযোগিতা না করার শপথ করেন। বাশীরকে সহযোগিতা করতে বলা হলে তিনি বললেন: আমি আল্লাহর নামে কসম করে ফেলেছি, এ কাজ আর করতে পারবো না। তখন আল্লাহ ২২৪ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*আল-বাহর আল-মুহীত*, আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী, ২/১৭৬) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ভালো কাজ না করার জন্য আল্লাহর শপথ করা মাকরুহ। কেউ এ ধরণের শপথ করলে তা প্রত্যাহার করে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে; কারণ ২২৪ নাম্বার আয়াতে এ ইঙ্গিত রয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “তোমাদের কেউ কোনো বিষয়ে শপথ করার পর যদি দেখে শপথকৃত বিষয়ের চেয়ে উত্তম কাজ রয়েছে, তাহলে সে যেন শপথ প্রত্যাহার করে উত্তম কাজটি করে এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করে”। (*সহীহ মুসলিম*, ৪৩৬০)।

২। অনর্থক শপথ যা মানুষ কথাবর্তার মধ্যে বলে থাকে। এ ধরণের শপথ আরব বিশ্বে খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। যেমন: আল্লাহর কসম এটা এরকম হবে না, আল্লাহর কসম এরকম হবে, আল্লাহর কসম আমার পকেটে টাকা নেই ইত্যাদি। এ ধরণের শপথ ভঙ্গ হলে কাফ্ফারা দিতে হবে না এবং আল্লাহর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিতও হবে না। যা ২২৫ নাম্বার আয়াতের এ অংশ দ্বারা বুঝা যায়: (তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ কখনো তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না)।

৩। সংকল্পিতভাবে দুনিয়াবী উপকার অর্জনের জন্য শপথ করা। এ ধরণের শপথ ভঙ্গ করলে তাকে কাফ্ফারা প্রদান করতে হবে এবং কাফ্ফারা না দিলে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে। যা

DO NOT COPY

২২৫ নাম্বার আয়াতের এ অংশ দ্বারা বুঝা যায়: (কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন ঐ সকল শপথের জন্য যা তোমরা সংকল্পের সাথে করে থাকো)।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২১০) ।

৪। ২২৫ নাম্বার আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যে, শপথ বিষয়ে কেউ ভুল করে তাওবা করলে আল্লাহকে ক্ষমাশীল হিসেবে পাবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

**শপথ বা কসম এর বিধান:**

কেবল আল্লাহর, তাঁর নামের এবং তাঁর গুনেরই শপথ করা যাবে, অন্য কিছুর শপথ করা যাবে না। যেমন: তাঁর শপথ যার হাতে আমার প্রান, আল্লাহর শপথ, রহমানের শপথ, আল্লাহর ইজ্জতের শপথ ইত্যাদি শব্দ কসমে ব্যবহার করা যাবে।

নবী-রাসূল, ফেরেশতা, বুজুর্গ ব্যক্তি, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, নিজের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ইত্যাদির নামে কসম করা জায়েজ নেই। যেমন: মোহাম্মদের কসম, আমার সন্তান ছুঁয়ে বলছি, বুকে হাত দিয়ে বলছি ইত্যাদি শব্দ কসমে ব্যবহার করা যাবে না। (*শারহু আল-সুন্নাহ*, আল-বাগায়ী, ১০/৩) ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ) অর্থাৎ- "আল্লাহ তোমাদেরকে পিতৃপুরুষের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেনো আল্লাহর নামে শপথ করে, না হয় শপথ করা থেকে বিরত থাকে"। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৬১০৮, *সহীহ মুসলিম*, ৪৩৪৬) ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করলো, সে শিরক করলো"। (*সুনান আল-তিরমিজী*, ১৫৩৫) । ইমাম ইবনু কুদামা বলেন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করলে তাকে আল্লাহর সমান ইজ্জত দেয়া হয়। এজন্য গাইরুল্লাহর নামে কসম করা শিরক। (আল-মুগনী, ইবনু কুদামা, ১৩/৪৩৮) ।

গাইরুল্লাহর নামে শপথ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে না; কারণ শপথ সংগঠিত হয় নাই, তবে এ ধরণের শপথ থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে।

**শপথ এর প্রকারভেদ ও তাদের হুকুম:** শপথ বা কসম তিন প্রকার:

(ক) ইয়ামিন আল-লাগউই বা অনর্থক শপথ, যা কথাবার্তায় অনিচ্ছকৃতভাবে করা হয়। ২২৫ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, এ প্রকার কসম অনর্থক হওয়ার কারণে তাতে কোন কাফ্ফারা নেই। এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া।

(খ) ইয়ামিন আল-মুনআকিদ বা ইচ্ছাকৃতভাবে সংগঠিত শপথ, কোন মোবাহ কাজ করা বা না করার জন্য কসম করা। এ প্রকার কসম পূর্ণ করা ওয়াজিব, ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে। সুরা আল-মায়িদাহ এর ৮৯ নাম্বার আয়াতের আলোকে কাফ্ফারার পরিমান হলো: ১০জন মিসকীনকে ১বেলা খাবার খাওয়ানো, অথবা তাদেরকে কাপড় পড়ানো, অথবা একজন দাস আজাদ করে দেওয়া, অথবা উল্লেখিত কোনটিতে সক্ষম না হলে ৩দিন সিয়াম পালন করা।

DO NOT COPY

(গ) ইয়ামিন আল-গামুস/ মিথ্যা শপথ, অন্যের হক অন্যায়ভাবে দখল করার জন্য মিথ্যা কসম করা। সুরা আল-নাহল এর ৯৪ নাম্বার আয়াত এবং সহীহ আল-বুখারীর ৬৬৭৫ নাম্বার হাদীসের আলোকে বলা যায় এ প্রকার শপথ কবীরা গুনাহ। এ প্রকার শপথ থেকে প্রথমত: তাওবা করে ফিরে আসতে হবে, দ্বিতীয়ত: শপথ ভঙ্গ করার জন্য কাফ্ফারা প্রদান করতে হবে। (আলুকা পেইজ থেকে) ।

তবে হানাফী মাযহাবে, উক্ত শপথ ভঙ্গ করলে পরকালীন শাস্তি আছে তবে দুনিয়াবী কোনো কাফফারা নেই।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহর ক্ষেত্রে শপথের বিধান কি? এর উত্তর হলো: আল্লাহর ক্ষেত্রে কোনো বিধান প্রজোয্য নয়। তবে কোরআন-সুন্নাহ থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তায়ালা সাধারণত যে বিষয় কথা বলতে চান, তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে শপথ করেন।

DO NOT COPY

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)﴾ [سورة البقرة: ٢٢٦-٢٢٧].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** ‘ঈলা’ বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সাথে শপথ এর বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১২৬ | তাদের জন্য, | –যারা ঈলা (কসম) করে | তাদের স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকার–(বিধান হলো): |
| | لِلَّذِينَ | يُؤْلُونَ | مِنْ نِسَائِهِمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (তারা) ৪মাস অপেক্ষা করবে; | অতঃপর যদি | তারা ফিরিয়ে নেয়, | তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ |
| تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ | فَإِنْ | فَاءُوا | فَإِنَّ اللَّهَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক্ষমাশীল | পরম দয়ালু। | ২২৭ | আর যদি | তারা তালাক দিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়, |
| غَفُورٌ | رَحِيمٌ | | وَإِنْ | عَزَمُوا الطَّلَاقَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তবে নিশ্চয় | আল্লাহ | সর্বশ্রোতা | মহাজ্ঞানী। | |
| فَإِنَّ | اللَّهَ | سَمِيعٌ | عَلِيمٌ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২২৬) যে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত না হওয়ার জন্য কসম করে, তাকে ৪মাসের সুযোগ দেয়া হবে। অতঃপর সে যদি এ সময়ের ভিতরে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, তাহলে তাদের বিবাহ ঠিক থাকবে। কিন্তু কসম ভঙ্গ করার দায়ে কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। (*আল-মুন্তাখাব*, আল-আযহার মুফাসসির পরিষদ, ৫২) ।

(২২৭) আর যদি এ সময়ের মধ্যে তার সাথে মিলিত না হয়ে শপথের উপর অটল থাকে, তাহলে কাজী তাকে স্ত্রীর দিকে ফিরে আসতে আহবান করবে। সে অস্বীকৃতি জানালে, তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দিবে। এবং আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদেরকে যথাযথ প্রতিদান দিবেন। (*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২০৯) ।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: জাহিলিয়াত যুগে ‘ঈলা’ ছিলো- ১/২ বছর বা তার চেয়ে বেশী, ইসলাম এসে চার মাসে সীমাবদ্ধ করেছে। চার মাসের কম সময়ের মধ্যে সমাধান হয়ে গেলে তাকে ‘ঈলা’ বলা হয় না।

DO NOT COPY

সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যেব (র.) বলেন: জাহিলিয়াত যুগে 'ঈলা' মানবতার জন্য ক্ষতির কারণ ছিলো। যখন কেউ তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করতো বা তাকে অপছন্দ করতো, তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সরাসরি তালাক না দিয়ে 'ঈলা' এর মাধ্যমে ঝুলিয়ে রাখতো। এরফলে সে অন্য জায়গায় বিয়ে বসতে পারতো না। এ ধরণের অমানবিক কাজ থেকে স্ত্রীদেরকে রক্ষা করতে আল্লাহ তায়ালা ২২৬ এবং ২২৭ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে 'ঈলা' এর জন্য ৪মাস নির্ধারণ করে দিলেন। (*আল-বাহর আল-মুহীত*, আবু হাইয়্যান আল-আন্দলুসী, ২/১৮০)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। 'ঈলা' বলা হয় "স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে স্বামী এই মর্মে আল্লাহর নামে শপথ করে যে, সে তার সাথে চার মাসের বেশী সময় সহবাস করবে না, অতঃপর এ শপথের উপর চার মাসের বেশী সময় অতিক্রম করে"। (মিনহাজ আল-মুসলিম, আল-জাজ্বায়িরী, ৩২৭)।

অথবা, "স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে স্বামী এ মর্মে আল্লাহর নামে শপথ করে যে, সে তার সাথে আর কোনো দিন সহবাস করবে না, অতঃপর এর উপর চার মাসের বেশী সময় অতিক্রম করে"।

উল্লেখ্য যে, 'ঈলা' সংগঠিত হওয়ার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(ক) স্ত্রীসংগম না করতে আল্লাহর নামে কসম করা। সুতরাং অন্য যে কোনো বিষয়ে স্ত্রীর সাথে কসম করলে 'ঈলা' সংগঠিত হবে না।

(খ) শপথ করার দিন থেকে চার মাস অতিক্রম হওয়া। সুতরাং চার মাসের ভিতর তাদের মধ্যে মিলমিশ হয়ে গেলে তাকে 'ঈলা' বলা যাবে না।

(গ) রাগান্বিত অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করবে না মর্মে আল্লাহর নামে শপথ করা। সুতরাং বিদেশ সফর, চাকরী বা অন্য কোনো পারিপার্শিক কারণে চার মাসের অধিক সময় স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত না হলে তাতে 'ঈলা' সংগঠিত হবে না।

(ঘ) শপথ কেবল আল্লাহর নামে হতে হবে। (তাফসীর আল-কুরতুবী, ৩/১০৩-১০৬)।

২। স্ত্রীর সাথে শপথ যখন 'ঈলা' এর পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন জমহুর ওলামা এর মতে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোর্ট এর ধারস্থ হয়ে তার মাধ্যমে স্বামীর থেকে তালাকের আবেদন করবে। এরপরে স্বামী তালাক দিলে, তখন তালাক সংগঠিত হবে। আর স্বামী তালাক দিতে না চাইলে কোর্ট এর কাজী স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক দিলেই হবে।

তবে ইমাম আবু হানিফা (র.) মনে করেন, শপথ করার পর যখন চার মাস অতিক্রম হওয়ার মাধ্যমে 'ঈলা' এর পর্যায়ে পৌছে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবে এক তালাক বায়িন সংগঠিত হবে, কোর্ট এর ধারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

DO NOT COPY

এখানে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত; কারণ আল্লাহ তায়ালা যে উদ্দেশ্যে 'ঈলা' কে চার মাস অতিক্রম করার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন, দ্বিতীয় মতের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন হওয়া সহজ। জাহিলিয়াত যুগে স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলিত না হওয়ার শপথ করলে, স্ত্রীকে বছর-বছর অপেক্ষা করতে হতো, অন্য কোথাও বিবাহ বসার সুযোগ ছিলো না। নিরবে নিবৃত্তে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে হতো। ইসলাম মুলত স্বামীর এ রকম অত্যাচার থেকে স্ত্রীকে বাঁচাতেই স্বামীকে চার মাস সুযোগ দিয়েছে, এ সময়ের মধ্যে সে ইচ্ছা করলে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর চার মাস অতিক্রম হলে স্ত্রী অটো তালাক হয়ে যাবে। সে ইদ্দত পূর্ণ করে অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারবে। (তাফসীর আল-কুরতুবী, ৩/১০৮) ।

৩। চার ইমামের ঐক্যমতে, স্ত্রীর সাথে সংগম না করার জন্য শপথ করার পর ৪ মাসের মধ্যে স্বামী তার কসম থেকে ফিরে আসলে কসম ভঙ্গ করার দায়ে কাফ্ফারা দিতে হবে।

৪। কসম থেকে ফিরে আসার জন্য স্বশরীরে স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে হবে, তবে প্রবাসে থাকা, জেলে থাকা ইত্যাদি ওজরের কারণে স্বশরীরে আসতে না পারলে টেলিফোনে তার অবস্থান জানালেও চলবে। (*কুরতুবী:* ৩/১০৭, *তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী: ২/৩১৬) ।

DO NOT COPY

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾ [سورة البقرة: ٢٢٨].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত এবং তাদের অধিকার।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২২৮ | আর তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ | তিন কুরু পরিমান অপেক্ষা করবে | এবং তাদের জন্য বৈধ নয় |
| | وَالْمُطَلَّقَاتُ | يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ | وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ |
| গোপন করা | আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন | তাদের গর্ভে, | যদি তারা ঈমান এনে থাকে |
| أَنْ يَكْتُمْنَ | مَا خَلَقَ اللَّهُ | فِي أَرْحَامِهِنَّ | إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ |
| আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি; | আর তাদের স্বামীরা | অধিক হকদার | তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে |
| بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ | وَبُعُولَتُهُنَّ | أَحَقُّ | بِرَدِّهِنَّ |
| ঐ (সময়ের) মধ্যে, | যদি তারা সংশোধন চায়; | আর নারীদের জন্য রয়েছে অধিকার | |
| فِي ذَلِكَ | إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا | وَلَهُنَّ | |
| যেমন রয়েছে | তাদের উপর | (পুরুষদের) সদাচরণ পাওয়ার অধিকার; | এবং পুরুষদের জন্য |
| مِثْلُ الَّذِي | عَلَيْهِنَّ | بِالْمَعْرُوفِ | وَلِلرِّجَالِ |
| তাদের উপর থাকবে | বিশেষ মর্যাদা; | আর আল্লাহ | পরাক্রমশালী, | প্রজ্ঞাময়। |
| عَلَيْهِنَّ | دَرَجَةٌ | وَاللَّهُ | عَزِيزٌ | حَكِيمٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২২৮) এমন তালাকপ্রাপ্তা নারী বার্ধক্যের কারণে যার হায়েজ বন্ধ হয় নাই, অথবা যার সাথে স্বামীর সহবাস হয়েছে, অথবা যে গর্ভবতী নয়, তার ইদ্দত হলো তিন হায়েজাবস্থা বা তিন পবিত্রাবস্থা। এ সময়ের মধ্যে সে অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। এ সময়ে বিশেষ উদ্দেশ্যে নারীর জন্য হায়েজ অথবা গর্ভ নিয়ে লুকোচুরি করা জায়েজ নাই। তাছাড়া এ সময়ে স্বামী তাকে ভালোবেসে তার কল্যাণের দিকে তাকিয়ে ফেরত নিতে চাইলে, সেক্ষেত্রে তার পূর্ণাঙ্গ অধিকার থাকবে। সদাচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের মতো নারীরও অধিকার রয়েছে। তবে প্রকৃতিগত শক্তি, জিহাদের অনুমতি, দ্বিগুন মীরাস পাওয়া, অবিভাকত্ব-কর্তৃত্ব, স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ও ফিরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য

DO NOT COPY

নারীর উপর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর নীতি নির্ধারণে আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, সাউদী মুফাসসির পরিষদ, ৩৬) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ 'তিন কুরূ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'তিন হায়েজাবস্থা', অথবা 'তিন পবিত্রাবস্থা'।

(*গরীব আল-কুরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ৭৮) ।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আসমা বিনতু ইয়াজিদ ইবনু সাকান আল-আনসারিয়্যাহ (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়া হলে তাদের জন্য 'ইদ্দত' পালনের কোনো বিধান ছিলো না, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ২২৮ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য তিন 'কুরূ' 'ইদ্দত' পালন আবশ্যক করেন। (*লুবাব আল-নুকূল*, আল-সুয়ূতী, ৫১) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

**১। ইদ্দতের পাঁচটি ধরণ:**

(ক) তিন 'কুরূ' বা তিন 'হায়েজাবস্থা' অথবা তিন 'পবিত্রাবস্থা': এমন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত যার সাথে স্বামীর মিলন হয়েছে, যে গর্ভবতী নয় এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা অতি বার্ধক্যের কারণে হায়েজ বন্ধ হয় নাই। অত্র আয়াতে এ প্রকার ইদ্দত নিয়ে কথা বলা হয়েছে।

(খ) ইদ্দত এর প্রয়োজন নেই: এমন তালাকপ্রাপ্তা নারী যার সাথে স্বামী সহবাস করে নাই অথবা একান্তে মিলিত হয় নাই। আল্লাহ তায়ালা সুরা আল-আহযাব এর ৪৯ নাম্বার আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

(গ) গর্ভপাত হওয়া: এমন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত যে গর্ভবতী। আল্লাহ তায়ালা সুরা আল-তালাক এর চার নাম্বার আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

(ঘ) তিন মাস: এমন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত যার হায়েজ অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা অতি বার্ধক্যের কারণে বন্ধ হয়ে আছে। আল্লাহ তায়ালা সুরা আল-তালাক এর চার নাম্বার আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

(ঙ) চার মাস দশ দিন: এমন নারীর ইদ্দত যার স্বামী মারা গেছে। সুরা বাকারা এর ২৩৪ নাম্বার আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ৩/১১২, *তাফসীর আল-মুনীর*, ২/৩১৮-৩১৯) ।

**২। 'তালাক' সম্পর্কে ইসলামী কনসেপ্ট:**

আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় মোবাহ কাজ হলো 'তালাক', যা শয়তানের কাছে সবচেয়ে পছন্দের। কারণ এর মাধ্যমে একটি সাজানো পরিবার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং

ভেঙ্গে পরে পারিবারিক বন্ধন। এজন্যে, আল্লাহ তায়ালা 'তালাক' সংগঠিত হওয়ার জন্য অনেকগুলো ধাপ নির্ধারণ করেছেন, যেই ধাপগুলো সম্পন্ন করে 'তালাক' নামক দরজায় নক করা যাবে। ইসলাম তখনই 'তালাক' এর অনুমতি দিয়েছে, যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবিভাবক তাদের মধ্যে সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতাকে কল্যাণকর মনে করবেন। অপরদিকে শয়তান এ কাজের জন্য বিশেষ বাহিনী গঠন করে রেখেছে, যাদের কাজই হলো স্বামী-স্ত্রীর গভীর সম্পর্ককে ছিন্ন করে একটি পরিবারকে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করা। যে একটি পরিবাবের মধ্যে তালাক সংগঠিত করতে পারবে ইবলিস তার জন্য বিশেষ পুরস্কার বরাদ্দ রেখেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে 'তালাক' এর পদ্ধতি:

**(ক) 'তালাক' এর পুর্বে করণীয়:** 'তালাক' এর সিদ্ধান্তে পৌছার পূর্বে করণীয় ধাপগুলো হলো:

(১) স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর অবাধ্যতা দেখা দিলে স্বামী স্ত্রীকে নসিহত করবে।

(২) নসিহতে কাজ না হলে, স্বামী ভালোবাসা বিনিময় থেকে বিরত থাকবে।

(৩) তাতেও সংশোধন না হলে, মৃদু প্রহারের মাধ্যমে শাসন করবে।

এ তিনটি বিষয় স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে। এতে স্ত্রী স্বামীর অনুগত হলে, স্বামী সামনে কোনো পদক্ষেপ নিবে না। আর এতেও স্ত্রীর ভিতর কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা না গেলে, বিষয়টি অভিভাবক পর্যন্ত গড়াবে।

(৪) স্বামী পক্ষের একজন বিচারক এবং স্ত্রী পক্ষের একজন বিচারক নির্ধারণ করা হবে। তারা তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রেখে সমাধান করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। এতেও কাজ না হলে, সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে তাদের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বিবাহ বিচ্ছিন্নের সিদ্ধান্ত দিবে। [*সুরা আন-নিসা*, ৩৪-৩৫] ।

**(খ) 'তালাক' প্রক্রিয়া:** কুরআন এবং সহীহ সুন্নাহের আলোকে 'তালাক' প্রক্রিয়া হলো-

(১) স্ত্রীর পবিত্রবস্থায় প্রথম 'তালাক' দিবে যে সময়ে স্ত্রীসংগম করা হয় নাই। স্বামী ইচ্ছা করলে প্রথম 'তালাক' এর পর স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে।

(২) দ্বিতীয় মাসে স্ত্রীর পবিত্রাবস্থায় দ্বিতীয় তালাক দিবে। দ্বিতীয় 'তালাক' এর পরও নুতনকরে চিন্তা করার সুযোগ আছে। স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে।

(৩) তৃতীয় মাসে স্ত্রীর পবিত্রাবস্থায় তৃতীয় তালাক দিবে। তৃতীয় 'তালাক' এর পর স্ত্রীকে গ্রহণ করার আর কোনো সুযোগ নেই। তবে, স্ত্রীর যদি অন্য কোথাও বিবাহ হয় এবং সেখান থেকে কোনো কারণে 'তালাক' হয়, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে নুতনভাবে বিবাহ করা জায়েজ আছে। উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজের 'হিলা' পদ্ধতি এক ধরণের জাহিলিয়াত।

DO NOT COPY

উল্লেখিত পদ্ধতির বাহিরে অন্য কোনো পদ্ধতিতে স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে তালাক সংঘটিত হবে। তবে, সেটা জাহিলিয়াত যুগের পদ্ধতি অনুসরণ করে তালাক দেয়ার শামিল। এ ভুল পদ্ধতিতে তালাক দেওয়ার জন্য সে গুনাহগার হবে।

উল্লেখ্য যে, (ক) ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক এর একক মালিক হলো: স্বামী। এজন্য কোরআনে তালাকের আয়াতগুলোতে স্বামীকে সম্বোধন করা হয়েছে। (খ) হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

**৩। আল্লাহ তায়ালা ২২৮ নাম্বার আয়াতে চারটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন:**

**(ক) তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত:** তালাকপ্রাপ্তা নারীর উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব। তাদের ইদ্দত হবে তিন কুরু, আরবী ভাষা অনুযায়ী তিন পবিত্রাবস্থা, অথবা তিন হায়েজাবস্থা। জমহুরুল ওলামা এর মতে, 'তিন কুরু' হলো: তিন পবিত্রাবস্থা, তাদের মতানুযায়ী ইদ্দত পালনের চিত্র হলো:

- **প্রথম পবিত্রাবস্থা** যেখানে প্রথম তালাক হয়েছে, এরপর **প্রথম হায়েজাবস্থা** থেকে মুক্ত হয়ে দ্বিতীয় পবিত্রাবস্থায় পদার্পণ।
- **দ্বিতীয় পবিত্রাবস্থা** যেখানে দ্বিতীয় তালাক হয়েছে, এরপর **দ্বিতীয় হায়েজাবস্থা** থেকে মুক্ত হয়ে তৃতীয় পবিত্রাবস্থায় পদার্পণ।
- **তৃতীয় পবিত্রাবস্থা** যেখানে তৃতীয় তালাক হয়েছে, এরপর **তৃতীয় হায়েজের** রক্ত দেখলে ইদ্দত পূর্ণ হবে। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ৩/১১৬) ।

ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে, 'তিন কুরু' হলো: তিন হায়েজাবস্থা। উপরোক্ত চিত্রানুযায়ী তৃতীয় হায়েজের রক্ত দেখে ইদ্দত পূর্ণ না করে, তৃতীয় হায়েজাবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ করলে আবু হানীফা এর মতানুযায়ী তিন হায়েজ পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমেও ইদ্দত পূর্ণ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রথম পবিত্রাবস্থা থেকে তৃতীয় হায়েজাবস্থা পাড় হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করলে, আল্লাহর কথা 'তিন কুরু' এর হক পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়।

**(খ) তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য হায়েজ ও গর্ভের বিষয়ে লুকোচুরি করার হুকুম:** স্বামীকে ধোকা দেওয়ার জন্য হায়েজ নিয়ে লুকোচুরি করা হারাম। (*আইসার*, ১/২১২) । যেমন: স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায় কিন্তু স্ত্রী যেতে চায় না, এমতাবস্থায় সে বললো: তার হায়েজ হয়েছে, অথচ তার হায়েজ হয় নাই। এরমাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেলো। এ ধরণের লুকোচুরি হারাম হওয়ার কারণ হলো: এর মাধ্যমে স্বামীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

DO NOT COPY

অথবা, স্বামীর থেকে অন্যায়ভাবে ভরণপোষণ আদায় করার জন্যে বললো: তার এখনও হায়েজ হয় নাই, অথচ তার হায়েজ হয়েছে, তার মিথ্যাচারের কারণে স্বামীর উপর এখনও তার ভরনপোষণের দায়িত্ব রয়ে যায়, আসলে হায়েজের মাধ্যমে স্বামীর উপর থেকে স্ত্রীর ভরনপোষণের দায়িত্ব চলে গেছে। (*তাফসীর কুরতুবী*, ৩/১১৮) ।
অনুরূপভাবে গর্ভের বিষয়ে লুকোচুরি করাও হারাম। (*আইসার*, ১/২১২)। যেমন: ইদ্দত তাড়াতাড়ি শেষ করে অন্যত্র বিবাহ বসার জন্য বললো: সে গর্ভবতী নয়, আসলে সে গর্ভবতী। এ ধরণের লুকোচুরি হারাম হওয়ার কারণ হলো: এর মাধ্যমে গর্ভবতী অবস্থায় অন্যত্র বিবাহ হলে, বংশে মিশ্রন ঘটবে। বীর্য হবে প্রথম স্বামীর কিন্তু সন্তান সম্পর্কিত হবে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে, আর এটা বড় ধরণের গুনাহ। (*তাফসীর কুরতুবী*, ৩/১১৮) । এ ধরণের লুকোচুরি থেকে আল্লাহ তায়ালা কঠিনভাবে সতর্ক করে বলেছেন: "যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে থাকে, তাহলে হায়েজ ও গর্ভ গোপন করবে না"।

**(গ) স্বামী ইদ্দতের সময়ে তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে:** সুরা আল-তালাক এর ২নাম্বার আয়াতের ভিত্তিতে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, স্বামী চাইলে ইদ্দতের মধ্যে দুইজন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে তাদের দাম্পত্য জীবনের কল্যাণের কথা ভেবে স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে।
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফেরত নেওয়ার পদ্ধতি হলো: তৃতীয় পবিত্রাবস্থায় তৃতীয় তালাক দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার সুযোগ আছে। তৃতীয় তালাক দিয়ে দিলে আর ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকে না। এ জন্যে, তৃতীয় তালাকটি তৃতীয় পবিত্রাবস্থার শেষের দিকে দেওয়া উত্তম। এতে স্বামী-স্ত্রী চিন্তা করার সময় একটু বেশী পাবে। স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে ফিরিয়ে নেওয়ার মৌখিক স্বীকারোক্তী, অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা বিনিময়, অথবা একে অপরকে চুম্বন, অথবা স্ত্রীসংগম সংঘঠিত হলেই স্ত্রীকে ফেরত নেওয়া হয়ে যাবে, চাই তা ফেরত নেওয়ার নিয়্যাতে হোক বা অনিচ্ছায় হোক। ইদ্দত পার হওয়ার পরে স্বামী যদি বলে: আমি তাকে ফেরত নেওয়ার জন্যে এ কাজগুলো করিনি, অথবা যদি বলে: ইদ্দত অবস্থায় গোপনে তার সাথে মিলিত হয়েছি ফেরত নেওয়ার ইচ্ছায়, তাহলে স্ত্রীর স্বীকারোক্তি ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য হবে না।
উল্লেখ্য যে, ইদ্দত চলাকালীন সময়ে স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে কোন ধরণের ইনজয় করতে পারবে না। যদি ফেরত নেওয়ার ইচ্ছায় হয় তা আলাদা কথা। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ৩/১১৯-১২৩) ।

**(ঘ) দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তির জন্যে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের অধিকার সমান, তবে কিছু ক্ষেত্রে নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য থাকে:** ইসলামে বিবাহ ব্যবস্থাতে কেউ কারো দাস বা মালিক

হয়ে যায় না। বরং এটা এক ধরণের চুক্তি যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমতার ভিত্তিতে কিছু অধিকার থাকে, যা পূরণ করার মাধ্যমে তারা একটি সুখময় দাম্পত্য জীবন উপহার পায়। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হলো:

(ক) বৈবাহিক অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী উভয় সমান। যেমন: উত্তম সহচর্য, সদয় সহবাস, ক্ষতি এড়িয়ে চলা, আখিরাতকে ভয় করা এবং একে অপরের জন্য শোভিত করা।

(খ) স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই একে অপরকে তুষ্ট করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা যাতে তারা পরপুরুষ বা বেগানা নারীর দিকে তাকানো থেকে অমুখাপেক্ষী থাকে, সংগমের জন্য উভয়ের উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা যাতে উভয়ই আনন্দ পায় এবং কারো ভিতর দুর্বলতা দেখা দিলে উভয়ের সহযোগিতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

(গ) স্ত্রী-সন্তানের উপর অভিভাবকত্ব এবং পারিবারিক বিষয়গুলো ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব স্বামীর হাতে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর স্বামীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং স্ত্রী তার আনুগত্য করবে। সুরা আন-নিসা এর ৩৪ নাম্বার আয়াতে স্বামীকে কর্তৃত্ব প্রদানের দুইটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে: (ক) পুরুষকে সৃষ্টিগতভাবে মেধা, অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম, বোঝা বহন এবং কাজের ক্ষেত্রে নারীদের দিগুণ যোগ্যতা সম্পন্ন করে তৈরি করা হয়েছে। (খ) মহিলার ভরনপোষণের ব্যয়ভার বহন করা পুরুষের উপর আবশ্যক করা হয়েছে। যেমন: মহর, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা সরবরাহ করা। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৩২৮-৩২৯)। এ ধরণের মৌলিক বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ স্বামীর জন্য একদিকে যেমন বড় এক চ্যালেঞ্জ অন্যদিকে একটি অপরিচিত মেয়ের জন্য জীবনের সকল অর্জন বিলিয়ে দেওয়া বড় একটি ত্যাগ। এ করণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “আমি যদি কাউকে কোনো মানুষের সাজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে বলতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে” [*মুসনাদে আহমাদ*, ১৯৪০৩]।

DO NOT COPY

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)﴾ [سورة الطلاق: ٢٢٩].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** দুই তালাকের বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| ২২৯ | তালাক | দুইবার, | অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিসম্মতভাবে রাখবে | কিংবা বিদায় দিবে |
|---|---|---|---|---|
| | الطَّلَاقُ | مَرَّتَانِ | فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ | أَوْ تَسْرِيحٌ |

| সুন্দরভাবে; | আর তোমাদের জন্য হালাল নয় | ফেরৎ নেওয়া | যা তাদেরকে দিয়েছো তা হতে কোনো কিছু, |
|---|---|---|---|
| بِإِحْسَانٍ | وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ | أَنْ تَأْخُذُوا | مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا |

| তবে যদি তাদের উভয়ের অশংকা হয় যে, | তারা আল্লাহর হুদুদ রক্ষা করে চলতে পারবে না; |
|---|---|
| إِلَّا أَنْ يَخَافَا | أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ |

| সুতরাং তোমরা যদি আশংকা করো | তারা (আসলেই) আল্লাহর হুদুদ রক্ষা করতে পারছে না, |
|---|---|
| فَإِنْ خِفْتُمْ | أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ |

| তাহলে স্ত্রী কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে, তাতে তাদের উভয়ের কোনো গুনাহ নেই; |
|---|
| فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ |

| এটা আল্লাহর হুদুদ, | অতএব তোমরা তা লঙ্ঘন করো না, | যারা লঙ্ঘন করবে | আল্লাহর হুদুদ |
|---|---|---|---|
| تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ | فَلَا تَعْتَدُوهَا | وَمَنْ يَتَعَدَّ | حُدُودَ اللَّهِ |

| তারাই হলো | যালিম। | |
|---|---|---|
| فَأُولَئِكَ هُمُ | الظَّالِمُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২২৯) যে তালাকে স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে তার সংখ্যা হলো দুই। প্রথম তালাকের পর এবং দ্বিতীয় তালাকের পর। সুতরাং আল্লাহর বিধান হলো: এ সময়ে হয় স্ত্রীকে বিধিসম্মতভাবে ফিরিয়ে নিবে, না হয় তৃতীয় পবিত্রাবস্থায় তৃতীয় তালাকের মাধ্যমে তাকে সুন্দরভাবে বিদায় দিবে। হে স্বামীরা! স্ত্রীদেরকে মহর এবং অন্যান্য যাকিছু দিয়েছো তা ফেরৎ চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে স্বামী-স্ত্রী যদি আশংকা করে যে, তারা বৈবাহিক জীবনের অধিকারগুলো পালন করে দাম্পত্য জীবন যাপন করে চলতে পারবে না, তাহলে

DO NOT COPY

বিষয়টি তাদের অভিভাবককে জানাবে। অতঃপর অভিভাবকরা যদি দেখে আসলেই তারা মিলেমিশে থাকতে পারছে না, তাহলে স্ত্রী সেচ্ছায় কিছু দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে গুনাহ হবে না। তালাকের ব্যাপারে এটা হলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং যারা এ সীমাকে লঙ্ঘন করে তারাই বড় যালিম। (*আল-মুন্তাতাখাব*, আল-আযহার মুফাসসির পরিষধ, ৫৩) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ “বিদায় দিবে সুন্দরভাবে” দ্বারা ‘তৃতীয় তালাক’ কে বুঝানো হয়েছে।

(গরীব আল-কুরআন, ইবনু কুতাইবাহ, ৮০) ।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

জাহেলিয়াত যুগে আরব সমাজে তালাকের জন্য কোনো সংখ্যা ও সীমা নির্ধারণ না থাকায় যে যার সুবিধা মতো তালাক দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতো, এভাবে একটি অনিয়মের উপর চলতেছিলো। আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন: এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতো আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতো, এমনকি সে তার স্ত্রীকে একশত বার বা তার চেয়ে বেশী বার তালাক দিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছে। একদিন ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বললো: আমি তোমাকে যত তালাকই দেইনা কেন তাতে তোমার “বায়িন তালাক” হবে না এবং আমি তোমাকে আশ্রয় দিবো না, এমনটা হবে না। স্ত্রী বললো: কিভাবে সম্ভব? স্বামী উত্তরে বললো: আমি তোমাকে তালাক দিবো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময় তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। মহিলা বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অবহিত করলে আল্লাহ তায়ালা ২২৯ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর মহরের সম্পদ ভোগ করতো, যাকে সে গুনাহের কাজ মনে করতো না। তার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ এ আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ুতী, ৫১-৫২) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা “তালাক রাজ`য়ী” এবং “খাল`য়া তালাক” সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

**প্রথমত: “রাজ`য়ী তালাক”**, এ প্রকার তালাকের শরয়ী পদ্ধতি হলো: স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়, তাহলে ‘প্রথম পবিত্রাবস্থায়’ স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না এবং এ অবস্থায় এক তালাক দিবে। এরপর যেকোনো সময় ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে। ‘দ্বিতীয় পবিত্রাবস্থায়’ দ্বিতীয় তালাক দিবে। এরপরও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে। প্রথম তালাককে বলা

DO NOT COPY

হয় "এক তালাক রাজ'য়ী" এবং দ্বিতীয় তালাককে বলা হয় "দুই তালাক রাজ'য়ী"। সকল মুফাসসির একমত যে, অত্র আয়াতে ﴿তালাক দুইবার﴾ দ্বারা "দুই তালাক রাজ'য়ী" কে বুঝানো হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৩৩৯-৩৪০) ।

একই মাজলিসে দুই তালাক বা তিন তালাক দেওয়া যাবে কিনা? এ বিষয়ে আলোচনা পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ: ২৩০ নাম্বার আয়াতে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

**দ্বিতীয়ত: "খাল'য়া তালাক"**, তালাকের সময় স্ত্রীকে মহর এবং অন্যান্য খরচ বাবদ যা কিছু দিয়েছে তা ফেরৎ চাওয়া স্বামীর জন্য জায়েজ নেই। তবে স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে সংসার করতে না চায় এবং তার পক্ষ থেকে যদি টাকার বিনিময়ে স্বামী থেকে তালাক চায়, তাহলে স্বামী নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক দিলে জায়েজ হবে। এই প্রকার তালাক কে "খাল'য়া তালাক" বলে। জমহুর ওলামাদের মতে, "খাল'য়া" দ্বারা "বায়িন তালাক" সংগঠিত হবে।

(*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ৩/১৪৩, *আইসার*, ১/২১৫) ।

DO NOT COPY

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)﴾ [سورة البقرة: ٢٣٠].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** তৃতীয় তালাকের বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৩০ | অতঃপর যদি সে তাকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, | তাহলে তারপর উক্ত স্ত্রী (ফেরৎ আনা) তার জন্য বৈধ থাকবে না, | |
| | فَإِنْ طَلَّقَهَا | فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ | |
| যে পর্যন্ত না সে বিবাহ বসবে | অন্য স্বামীর সাথে; | অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, | |
| حَتَّىٰ تَنْكِحَ | زَوْجًا غَيْرَهُ | فَإِنْ طَلَّقَهَا | |
| তবে তাদের উভয়ের কোনো গুনাহ হবে না | ফেরৎ আসতে, | যদি তারা মনে করে যে, | |
| فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا | أَنْ يَتَرَاجَعَا | إِنْ ظَنَّا | |
| আল্লাহর হুদুদ রক্ষা করে চলতে পারবে; | আর এটা আল্লাহর হুদুদ | যা তিনি বর্ণনা করেন | |
| أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ | وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ | يُبَيِّنُهَا | |
| জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য। | | | |
| لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৩০) অতঃপর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দেয়, তবে তাকে ফেরৎ নেওয়া বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য কারো প্রতি আসক্ত হয়ে সঠিক পন্থায় দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে, যেখানে হিলা করা উদ্দেশ্য থাকে না। এভাবে তার সাথে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন কাটানোর এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে সম্পর্কের ঘাটতি হয়ে তালাক হয় অথবা দ্বিতীয় স্বামী মৃত্যুবরণ করে। এরপর স্ত্রী যথারীতি ইদ্দতের সময় পূর্ণ করে। অতঃপর স্ত্রী ও প্রথম স্বামী যদি মনে করে তারা আল্লাহর বিধান মেনে দাম্পত্য জীবন চালাতে পারবে, তাহলে তাদের মধ্যে পুনরায় নুতনভাবে নুতন মহর নির্ধারণ করে বিবাহ হওয়াতে কোনো গুনাহ হবে না। এটাই তৃতীয় তালাকের পরে আল্লাহ প্রদত্ব বিধান। তিনি জ্ঞানবান জাতির জন্য এগুলো বর্ণনা করে দেন যাতে তারা তা মেনে চলতে পারে। (*আল-তাফসীর আল-মুয়াসসার*, সউদী মুফাসসির পরিষদ, ১/৩৬)।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

মুকাতিল (র.) বলেন: আয়েশা বিনতু আব্দির রহমান ইবনু আতীক এর বিবাহ হয় তার কাকার ছেলে রিফায়াহ ইবনু ওয়াহাব ইবনু আতীক এর সাথে। অতঃপর রিফায়াহ তাকে তিন তালাক দিলে সে আব্দুর রহমান ইবনু জুবাইর আল-কুরাজী এর সাথে বিবাহ বসে। অবশেষে আব্দুর রহমানও তাকে তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললো: আব্দুর রহমান আমাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দিয়েছে। আমি কি ইদ্দত পূর্ণ করে প্রথম স্বামীকে গ্রহণ করতে পরবো? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: না, স্পর্শ না করা পর্যন্ত পারবে না। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ূতী, ৫২)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

২৩০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আলোচনা করেছেন যে, তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে তিনটি শর্তে:
(ক) বৈধ পন্থায় অন্য কাউকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা, সহবাস করা এবং দাম্পত্য জীবন শুরু করে দেয়া। অর্থাৎ- উভয়ে স্বেচ্ছায় একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিবাহের যাবতীয় শর্তাবলী ও আরকান এর আলোকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বৈবাহিক জীবন আরম্ভ করা।
(খ) দ্বিতীয় স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেওয়া, অথবা দ্বিতীয় স্বামী মৃত্যুবরণ করা।
(গ) স্ত্রী ও প্রথম স্বামীর প্রবল ধারণা থাকা যে, তারা আল্লাহর সীমা রেখার মধ্যে থেকে ভবিষ্যত দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। (*আইসার*, আল-জাজ্বায়েরী, ১/২১৬) ।

### তালাক সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা:

**প্রশ্ন:** ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে আমাদের সমাজে প্রচলিত 'হিলা বিবাহ' এর হুকুম কি?
**উত্তর:** 'হিলা বিবাহ' বলা হয়: "তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী প্রথম স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের পর তালাক দেওয়ার শর্তে অন্য কারো সাথে বিবাহ বসা"। আবু বকার আল-জাজ্বায়িরী (র.) সহ অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম মনে করেন: এ ধরণের বিবাহ ইসলামী শরিয়াতে হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (হিলা বিবাহ যে ব্যক্তি করে এবং যার জন্যে করে, উভয়ের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত) [সুনান ইবনু মাজাহ, ১৯৩৬]। এছাড়া এ বিবাহে শর্তে ফাসেদ থাকার কারণে বিবাহই সংগঠিত হয় না। সুতরাং এ বিবাহের পরে তারা যে সহবাস করে তা স্পষ্ট জিনা। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২১৬)।

**প্রশ্ন:** আমরা কুরআন-সুন্নাহ পড়ে জানতে পারলাম তালাকের নিয়ম হলো: তিন তালাক তিন পবিত্রাবস্থায় প্রদান করা, এখন প্রশ্ন হলো: একই বৈঠকে স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে তার হুকুম কি? এতে কি তালাক সংগঠিত হবে? সংগঠিত হলে, কয় তালাক সংগঠিত হবে?

**উত্তর:** এ বিষয়ে অনেক মত রয়েছে, এবং প্রত্যেকের স্বপক্ষে দলীলও রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সালাফ এর আমল এবং জমহুরুল ওলামা এর মত প্রাধান্য পাবে। তাদের মতে, এক বৈঠকে তিন তালাক দেওয়া বিদয়াত এবং এক ধরণের জাহেলিয়াত। এর মাধ্যমে এক তালাক সংগঠিত হবে, কারণ এক পবিত্রাবস্থায় এক বৈঠকে এক তালাকের বেশী হয় না। (তাফসীর আল-কুরতুবী)।

**প্রশ্ন:** স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়ার হুকুম কি? এবং ইদ্দতকালে স্ত্রী কার দায়িত্বে থাকবে?
**উত্তর:** হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। ইদ্দতকালে স্ত্রীর থাকা, ভরণপোষণ, চিকিৎসা ইত্যাদি স্বামীর দায়িত্বে থাকবে। তবে সমঝোতার ভিত্তিতে স্ত্রীর অভিভাবকের দায়িত্বে থাকাতে কোনো সমস্যা নেই। উল্লেখ্য যে, তিন তালাক দেওয়ার উপর অটল থাকলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো ধরণের যৌন সম্পর্ক থাকতে পারবে না। (তাফসীর আল-কুরতুবী)

**তালাকের বিধান সম্পর্কে এক বাক্যে যা বলা যায়,** তা হলো: পুরো তালাক ব্যবস্থাটাই স্বামী-স্ত্রীর কল্যাণের জন্য। খন্ড ঘটনায় রাগের মাথায় তালাক দেওয়া এবং তাড়াহুড়া করে তালাকের সিদ্ধান্ত নেওয়া দুইটাই নির্বোধের পরিচয়। এ জন্য ইসলাম তালাক সংগঠিত হওয়ার পূর্বে কতগুলো ধাপ রেখেছে এরপর তালাক প্রক্রিয়ার ভিতরেও ২/৩ মাস চিন্তার জন্য সুযোগ রেখেছে শুধুই তালাকের ক্ষতি এড়াতে। (আল্লাহই ভালো জানেন)

DO NOT COPY

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١)﴾ [سورة البقرة: ٢٣١].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্যে স্বামীর করণীয়।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৩১ | আর যখন | তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে | অতঃপর তারা ইদ্দত পূর্ণ করবে |
| | وَإِذَا | طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ | فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ |
| তখন হয়তো তাদেরকে বিধি মোতাবেক রেখে দিবে | অথবা | সদ্ভাবে তাদেরকে বিদায় দিবে; | |
| فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ | أَوْ | سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ | |
| এবং তাদেরকে আটকে রেখো না | ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, | এবং যে ব্যক্তি এমনটা করবে | |
| وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ | ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا | وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ | |
| সে নিজেরই ক্ষতি করবে; | এবং গ্রহণ করো না | আল্লাহর আয়াতাবলীকে | উপহাসরূপে; |
| فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ | وَلَا تَتَّخِذُوا | آيَاتِ اللَّهِ | هُزُوًا |
| এবং স্মরণ করো | তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা | এবং তোমাদের উপর অবতারিত | |
| وَاذْكُرُوا | نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ | وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ | |
| কিতাব ও হিকমত | যা দিয়ে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; | আর আল্লাহকে ভয় করো; | |
| مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ | يَعِظُكُمْ بِهِ | وَاتَّقُوا اللَّهَ | |
| এবং জেনে রেখো | নিশ্চয় আল্লাহ | সকল বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। | |
| وَاعْلَمُوا | أَنَّ اللَّهَ | بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৩১) কোনো স্বামী যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিবে এবং তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন স্বামীর উপর পাঁচটি করণীয়:
(ক) তাকে বিধি মোতাবেক রেখে দিবে, না হয় সদ্ভাবে বিদায় দিবে।
(খ) তাকে ক্ষতি করার জন্য আটকিয়ে রাখবে না। এমনটা করলে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
(গ) আল্লাহ প্রদত্ব বিধানের সাথে উপহাস করবে না।
(ঘ) তার উপর আল্লাহর যাবতীয় নিয়ামতকে স্মরণ করবে।
(ঙ) আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর পরিচয় সম্পর্কে অবগত হবে। (*আল-মুন্তাখাব*, ৫৪)।

DO NOT COPY

## ২৩১ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: ইসলামের প্রাথমিক যুগে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাকে ক্ষতি করার জন্য ফেরৎ নিয়ে আবার তালাক দিতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা ২৩১ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন দুই তালাকের পরে স্ত্রীকে ক্ষতি করার জন্য ফেরৎ নেওয়া যাবে না।

আবু দারদা (রা.) বলেন: এক ব্যক্তি ছিলো, যে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বলতো: একটু তামাশা করেছি, অথবা দাসীকে স্বাধীন করে দেওয়ার পরে বলতো: তামাশা করেছি মাত্র। তখন আল্লাহ তায়ালা "তোমরা আল্লাহর বিধান নিয়ে উপহাস করো না" এ আয়াতাংশ অবতীর্ণ করে তাঁর বিধান নিয়ে তামাশা করতে নিষেধ করেছেন। (*লুবাব আল-নুকূল*, আল-সুয়ূতী, ৫২-৫৩) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রদানে অক্ষম হয়, সে ক্ষেত্রে জমহুর ওলামার মত হলো: স্ত্রী যদি স্বামী থেকে তালাক চায়, স্বামী তাকে তালাক দিতে বাধ্য থাকবে। স্বামী তালাক দিতে না চাইলে কোর্ট তাকে তালাক প্রদানে বাধ্য করবে। তাতেও কাজ না হলে কোর্ট স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক দিবে। তারা দলীল হিসেবে সহীহ বুখারীর ৫৩৫৫ নাম্বার হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় দলীল হলো- এতে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। আর আল্লাহ অত্র আয়াতে বলেছেন: "তোমরা ক্ষতি করার জন্য স্ত্রীদেরকে আটকে রেখো না"।

২। সকল আলেম একমত যে, খেল-তামাশার ছলে স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক সংগঠিত হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ﴿ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالرَّجْعَةُ﴾ অর্থাৎ: "তিনটি বিষয়ে কোনো তামাশা চলে না: বিবাহ, তালাক এবং তালাকে রাজইর পরে স্ত্রীকে ফেরৎ নেওয়া" (সুনান আবি দাউদ, ২১৯৪) । (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহইলী, ২/৩৫৩-৩৫৫) ।

৩। শরিয়াতের বিধান নিয়ে উপহাস করা হারাম।

৪। কথাবার্তা এবং কাজেকর্মে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব।

৫। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ হচ্ছেনা দেখেও স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তালাক না দিয়ে আটকিয়ে রাখা বৈধ নয়। এটা জাহেলিয়াত যুগের রীতি।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজায়িরী, ১/২১৮) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)﴾ [سورة البقرة: ٢٣٢].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অধিকার।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৩২ | আর যখন | তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও | অতঃপর তারা ইদ্দত পূর্ণ করে, | |
| | وَإِذَا | طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ | فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ | |
| তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিওনা | তারা তাদের স্বামীদেরকে বিবাহ করতে চাইলে | | | |
| فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ | أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ | | | |
| যখন বিধি মোতাবেক তোমরা পরস্পর সম্মত হও; | এর দ্বারা তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, | যে (ব্যক্তি) | | |
| إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ | ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ | مَنْ | | |
| তোমাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি | এবং আখিরাতের প্রতি; | এটা | তোমাদের জন্য শুদ্ধতম | |
| كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ | وَالْيَوْمِ الْآخِرِ | ذَٰلِكُمْ | أَزْكَىٰ لَكُمْ | |
| এবং পবিত্রতম; | আর আল্লাহ জানেন | এবং তোমরা | জানো না। | |
| وَأَطْهَرُ | وَاللَّهُ يَعْلَمُ | وَأَنْتُمْ | لَا تَعْلَمُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৩২) এক অথবা দুই তালাকপ্রাপ্তা নারী তার ইদ্দত পূর্ণ করার পর ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রথম স্বামীর কাছে নুতন বিবাহ ও মহর এর মাধ্যমে ফেরৎ যেতে চাইলে, অথবা অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তাতে যেনো অভিভাবকরা বাধা প্রদান না করে; কারণ এতে রয়েছে তাদের জন্য অত্মশুদ্ধিমূলক সামাজিক জীবনব্যবস্থা। তাদের জন্য কোনটি বেশী উপকারী তা তাদের অভিভাবকদের চেয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। যারা আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এ উপদেশ দিয়েছেন।

(*আল-মুন্তাখাব*, ৫৪, *আল-তাফসীর আল-মুয়াসসার*, ৩৭)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

মা`কাল ইবনু ইয়াসার তার বোনকে একজন মুসলিমের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। অতঃপর সে তাকে তালাক দিয়েছিলো এবং স্ত্রী ইদ্দত পূর্ণ করেছিলো। তারা একে অপরকে ভালোবাসার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উভয়ের সম্মতিতে ঐ ব্যক্তি পুনরায় তাকে বিবাহের প্রস্তাব

DO NOT COPY

দিলো। কিন্তু মা'কাল ইবনু ইয়াসার তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো: সে কখনও তার বোনকে তার কাছে বিবাহ দিবে না। তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ুতী, ৫৩) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। এক অথবা দুই তালাকপ্রাপ্তা নারী প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইলে অভিভাবক কর্তৃক বাধা দেওয়া হারাম। সুতরাং অভিভাবকরা তাদের তত্বাবধানে বিবাহের কাজ সম্পন্ন করবে।

২। বিবাহের ক্ষেত্রে বাকেরা বা সাইয়্যেবা নারীদের উপর অভিভাবকের কর্তৃত্ব থাকা ওয়াজিব। কারণ "তোমরা তাদেরকে বাধা দিওনা" আয়াতাংশে অভিভাবকদের সম্বোধন করা হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজায়িরী, ১/২২০) ।

**৪। এক নজরে ইসলামী তালাক ব্যবস্থা:**

| তালাকের প্রাথমিক স্টেপগুলো পাড় হওয়ার পরে, অত্র চিত্রটি অনুরসণ করবে। | | |
|---|---|---|
| **তালাকের ধরণ** | **পদ্ধতি** | **হুকুম** |
| এক তালাক রাজয়ী | যে পবিত্রাবস্থায় স্ত্রীসহবাস করা হয় নাই, এমন পবিত্রাবস্থায় প্রথম তালাক দেওয়া। | উক্ত পবিত্রাবস্থার মধ্যে স্বামী চাইলে ফেরৎ নিতে পারবে। |
| এক তালাক বায়িন | পবিত্রাবস্থার মধ্যে ফেরত না নেওয়া অবস্থায় হায়েজ এলে এক তালাক বায়িন হবে। | নুতন বিবাহ ও মহর ধার্য করে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। |
| দুই তালাক রাজয়ী | দ্বিতীয় পবিত্রাবস্থায় দ্বিতীয় তালাক দিলে এক তালাক বায়িনের সাথে আরেক তালাক রাজয়ী যোগ হবে। | নুতন বিবাহ ও মহর ধার্য করে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। |
| দুই তালাক বায়িন | এখনও ফেরৎ না নিয়ে থাকলে দুই তালাক বায়িন এ রুপান্তরিত হবে। | নুতন বিবাহ ও মহর ধার্য করে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। |
| তিন তালাক বায়িন/ মুগাল্লাজাহ | তৃতীয় পবিত্রাবস্থায় তৃতীয় তালাক দিলে তিন তালাক বায়িন/ মগাল্লাজাহ হবে। | স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ফেরৎ আনা যাবে না। |
| | | |
| বায়িন তালাক | ১। খাল'য়া তালাক<br>২। স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তালাক দেয়া | নুতন বিবাহ ও মহর ধার্য করে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। |

(*ইবনু বায পেইজ থেকে*)।

DO NOT COPY

**৪। অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নারীদের বিবাহ কি শুদ্ধ হবে?**

**উত্তর:** নারী বাকেরা হোক বা সাইয়্যেবা হোক অভিভাবক ছাড়া তাদের বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এ কথার স্বপক্ষে অসংখ্য দলীল রয়েছে:

(ক) অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অভিভাবাকদেরকে সম্বোধন করে তাদের কর্তৃত্বকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এখানে সাইয়্যেবার বিবাহের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

(খ) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ হয় না" (মুস্তাদরাক হাকীম, ২৭১০)।

(গ) অন্য বর্ণনায় এসেছে: "যে মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বসলো, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল" (*সুনান আল-আরবায়াহ*) ।

পিতা, দাদা, ছেলে, আপন ভাই, পিতার দিকের ভাই এবং যারা পর্যায়ক্রমে এদের নিকটবতী হবে, তারা মেয়েদের বিবাহের অভিভাবক হতে পারবে। তবে অভিভাবককে অবশ্যই কর্তৃত্বের দাপট না দেখিয়ে উল্লেখিত আয়াতের আলোকে নমনীয় হতে হবে। তাকে মহিলার পছন্দ ও মতামতের দিকে খেয়াল রেখে তাদের দাম্পত্ব জীবনে সার্বিক কল্যান হবে এমন সিদ্ধান্তের কথাই তাকে জানাতে হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾(٢٣٣) [سورة البقرة: ٢٣٣].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** শিশুকে দুগ্ধপানের বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৩৩ | আর জননীগণ | তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে | পূর্ণ দুই বছর; | এটা তার জন্য |
| | وَالْوَالِدَاتُ | يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ | حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ | لِمَنْ |

| | | |
|---|---|---|
| যে চায় | দুধ পান করানোর সময় পূর্ণ করতে। | এবং পিতার উপর দায়িত্ব হলো: |
| أَرَادَ | أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ | وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| জননীদেরকে রিযক | এবং পোষাক | যথারীতি প্রদান করা; | কাউকে দায়িত্ব দেওয় হয় না |
| رِزْقُهُنَّ | وَكِسْوَتُهُنَّ | بِالْمَعْرُوفِ | لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ |

| | | |
|---|---|---|
| তার সাধ্যের অতিরিক্ত; | কোনো মাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না | তার সন্তানের কারণে, |
| إِلَّا وُسْعَهَا | لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ | بِوَلَدِهَا |

| | | |
|---|---|---|
| এমনকি পিতাকেও কষ্ট দেওয়া যাবে না | তার সন্তানের জন্য; | ওয়ারিসের উপরও রয়েছে |
| وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ | بِوَلَدِهِ | وَعَلَى الْوَارِثِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অনুরূপ দায়িত্ব; | অতঃপর যদি তারা চায় | দুধ ছাড়াতে | তাদের উভয়ের সম্মতিতে |
| مِثْلُ ذَلِكَ | فَإِنْ أَرَادَا | فِصَالًا | عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا |

| | | |
|---|---|---|
| এবং পরামর্শক্রমে, | তাহলে তাদের কোনো গুনাহ হবে না। | আর যদি তোমরা চাও |
| وَتَشَاوُرٍ | فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا | وَإِنْ أَرَدْتُمْ |

| | |
|---|---|
| তোমাদের সন্তানদেরকে ধাত্রীর থেকে দুধ পান করাতে, | তাতেও তোমাদের গুনাহ হবে না, |
| أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ | فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ |

| | |
|---|---|
| যদি তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে নির্ধারিত ভাতা প্রদান করো; | এবং আল্লাহকে ভয় করো, |
| إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ | وَاتَّقُوا اللَّهَ |

| | | |
|---|---|---|
| আর জেনে রেখো | নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা করো, তা সম্পর্কে সাম্যক দ্রষ্টা। | |
| وَاعْلَمُوا | أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ | |

DO NOT COPY

### আয়াতের ভাবার্থ:

(২৩৩) পিতা-মাতা উভয় যদি দুগ্ধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়, তাহলে মা যেন সন্তানকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করান। মা তালাকপ্রাপ্তা হলে পিতা এ সময়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিবে। ইসলাম কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় না, এজন্য পিতা-মাতার কাউকে সন্তানের জন্য অসহনীয় চাপ নেওয়া যাবে না যা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। পিতার মৃত্যু হলে সন্তানের মীরাস থেকে এবং পিতা কিছু না রেখে গেলে পর্যায়ক্রমে নিকটাত্মীয়দের উপর সন্তানের দুগ্ধপানের দায়িত্ব বার্তাবে। তবে পিতা-মাতা যদি মনে করে, মেয়াদ পূর্ণ না করে দুগ্ধপান ক্ষান্ত করবে, তাতে তাদের কোনো গুনাহ হবে না। এছাড়াও তারা চাইলে নিজেদের ভিতর না রেখে অন্য কোনো ধাত্রী দিয়ে অর্থের বিনিময়ে দুধ পান করাতে পারে, তাতেও তাদের কোনো গুনাহ হবে না। পিতা-মাতা উভয়েরই এ বিধান পালনে আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ যিনি তাদের সকল কাজকর্ম দেখছেন। (*আল-মুন্তাখাব*, আল-আযহার ওলামা পরিষদ, ৫৫) ।

### অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াত সমূহে আল্লাহ তায়ালা বিবাহ এবং তালাকের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তালাকের ক্ষেত্রে দেখা যায় কখনও গর্ভাবস্থায় তালাক হয়। গর্ভপাতের মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ হলে স্বামী-স্ত্রী কারো উপর কারো কোনো দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু সন্তানের কি হবে? অনেক সময় এমনও হয় স্বামীর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে স্ত্রী তার সন্তানকে দুগ্ধপান করাতে অস্বীকার করে। তাই আল্লাহ তায়ালা তালাকের আলোচনার পরপরই দুগ্ধপানের বিধান সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে মাদেরকে সন্তানের প্রতি দয়াবান হয়ে দুগ্ধপান করানোর উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ২/৩৫৮) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'পিতা'। ﴿الْوَارِثِ﴾ দ্বারা 'সন্তান' কে বুঝানো হয়েছে।

﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'তালাকপ্রাপ্তা এবং স্ত্রী হিসেবে বহাল আছে এমন সকল মা'।

(*আইসার*, ১/২২১, আল-মুনীর, ২/৩৬৩) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

অত্র আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে,

১। সন্তানকে দুগ্ধপানের পূর্ণ মেয়াদ হলো দুই বছর, তবে পিতা-মাতা সন্তানের জন্য কল্যান মনে করলে দুই বছরের কম সময় দুগ্ধপান করালেও গুনাহ হবে না।

২। তালাকপ্রাপ্তা মাকে দিয়ে দুগ্ধপান করাতে চাইলে তাকে ভরণপোষণ দিতে হবে।

৩। সন্তানের ব্যাপারে পিতা-মাতা একে অপরকে অতিরিক্ত চাপে রাখা জায়েজ নেই।

৪। পিতার মৃতুতে সন্তানের মীরাস থেকে দুগ্ধপানের খরচ নেওয়া হবে এবং পিতা কিছু না রেখে গেলে নিকটাত্মীয়গণ খরচ বহন করবে।

DO NOT COPY

৫। পিতা-মাতা চাইলে অর্থের বিনিময়ে ধাত্রী দিয়ে সন্তানকে দুগ্ধপান করাতে পারবে।
(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২২২) ।

৬। কিছু কিছু সমাজে আড়াই বছর অথবা তিন বছর দুগ্ধপান করানোর একটি প্রচলন দেখা যায়। এটা অবশ্যই ভুল প্রচলন। কারণ, অত্র আয়াতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে দুগ্ধপান করানোর সময়সীমা হল দুই বছর বা তার চেয়ে কম। যদিও সূরা আহক্বাফ এর ১৫ নাম্বার আয়াতে ত্রিশ মাসের একটি হিসাব রয়েছে, যা বছর হিসেবে আড়াই বছর হয়। কিন্তু এ হিসাবটা দেওয়া হয়েছে মূলত মায়ের গর্ভ ধারণের সময় সহ। যেমন দেখতে পাই:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...﴾ [سورة الأحقاف: ١٥].

অর্থাৎ: "আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি যে, সে যেন নিজের পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে; কারণ তার মা তাকে অত্যন্ত কষ্ট করে পেটে ধারণ করেছে, অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে এবং ত্রিশটি মাস তাকে গর্ভে ধারণ এবং দুধ পান করানোর কষ্ট সহ্য করেছে" (সূরা আহক্বাফ: ১৫) । সুতরাং এ আয়াত থেকে খুবই স্পষ্ট যে, শিশুকে দুধ পান করানোর সময়সীমা আড়াই বছর বা তিন বছর নয় বরং দুই বছর। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)﴾

[سورة البقرة: ٢٣٤].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর ইদ্দত।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৩৪ | আর যারা | মারা যাবে | তোমাদের মধ্য থেকে | এবং রেখে যাবে | স্ত্রীদেরকে, |
| | وَالَّذِينَ | يُتَوَفَّوْنَ | مِنْكُمْ | وَيَذَرُونَ | أَزْوَاجًا |
| তারা অপেক্ষা করবে | চার মাস | এবং দশ দিন; | অতঃপর যখন | তারা ইদ্দত পূর্ণ করবে, | |
| يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ | أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ | وَعَشْرًا | فَإِذَا | بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ | |
| তখন তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না | তারা বিধি মোতাবেক নিজেদের জন্যে কিছু করলে; | | | | |
| فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ | فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ | | | | |
| আর আল্লাহ | তোমরা যা করো | সে ব্যাপারে সম্যক অবগত। | | | |
| وَاللَّهُ | بِمَا تَعْمَلُونَ | خَبِيرٌ | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৩৪) তোমাদের মধ্য থেকে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। তারা ইদ্দত পূর্ণ করার পর শরয়ী বিধান মোতাবেক কারো সাথে বিবাহ বসতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিওনা, কারণ এতে তোমাদের কোনো পাপ হয় না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন।

(*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, ১/৩৮)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। স্বামীর মৃত্যুকালে স্ত্রী গর্ভবতী না হলে তার ইদ্দত হবে চার মাস দশ দিন। আর গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত হবে গর্ভপাত পর্যন্ত (সুরা তালাক, ৪) । সুবাইয়াহ আল-আসলামিয়া নামক মহিলা সাহাবীর স্বামী সাদ ইবনু খাওলা এর মৃত্যুর ১৫দিন পরে গর্ভপাত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন: তুমি এখন ইদ্দত মুক্ত। (*আবু দাউদ*, ২৩০৬) । এছাড়াও সহবাস করা হয় নাই, কম বয়স বা বেশী বয়েসের কারণে হায়েজ নেই এমন স্ত্রীদের ইদ্দতও চার মাস দশ দিন।

২। জামহুর ওলামাদের মতে, এ প্রকার ইদ্দতে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব তার নিজের উপর।

৩। কারো মৃত্যুতে জীবিত স্ত্রীর শোক চার মাস দশ দিন এবং অন্যদের শোক তিন দিন। এ চার মাস দশ দিনে স্ত্রী একান্ত জরুরাত ছাড়া ঘরের বাহিরে যাবে না এবং ফেতনার আশংকা এড়াতে

DO NOT COPY

ইদ্দতকালে স্ত্রী সকল ধরনের সাজসজ্জা ও সুগন্ধি পরিত্যাগ করবে, (সহীহ আল-বুখারী, ৩১৩)।

৪। স্ত্রী ইদ্দত পূর্ণ করার পর শরীয়া মোতাবেক বিবাহ বসতে চাইলে অভিভাবকের অধিকার নেই তাকে বাধা দেওয়ার। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৩৭১-৩৭৫) ।

DO NOT COPY

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)﴾ [سورة البقرة: ٢٣٥].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** ইদ্দত পূর্ণ করার জন্য অপেক্ষমাণ নারীদেরকে বিবাহ প্রস্তাবের বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৩৫ | এবং তোমাদের গুনাহ হবে না | ইঙ্গিতে | উক্ত নারীদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে | |
| | وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ | فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ | مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ | |
| অথবা | অন্তরে তা গোপন রাখলে; | আল্লাহ জানেন | যে, তোমরা শীঘ্রই তাদেরকে বলবে; | |
| أَوْ | أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ | عَلِمَ اللَّهُ | أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ | |
| কিন্তু | তাদেরকে গোপনে কথা দিওনা, | তবে | বলতে পারবে | বিধিসম্মত কথাবার্তা; |
| وَلَكِنْ | لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا | إِلَّا | أَنْ تَقُولُوا | قَوْلًا مَعْرُوفًا |
| আর সংকল্প করো না | বিবাহকার্য সম্পন্ন করার | ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত; | জেনে রাখ | |
| وَلَا تَعْزِمُوا | عُقْدَةَ النِّكَاحِ | حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ | وَاعْلَمُوا | |
| নিশ্চয় আল্লাহ | তোমাদের মনোভাব জানেন, | অতএব তাকে ভয় করো; | আরো জেনে রাখ | |
| أَنَّ اللَّهَ | يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ | فَاحْذَرُوهُ | وَاعْلَمُوا | |
| নিশ্চয় আল্লাহ | পরম ক্ষমাশীল | বড় সহিষ্ণু। | | |
| أَنَّ اللَّهَ | غَفُورٌ | حَلِيمٌ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৩৫) বায়িন তালাকপ্রাপ্তা অথবা স্বামী হারা নারীদের মধ্য থেকে যারা ইদ্দত পূর্ণের জন্য অপেক্ষমাণ, আভাসে-ইঙ্গিতে তাদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া অথবা অন্তরে তা গোপন করাতে কোনো পাপ নেই। আল্লাহ জানেন তোমরা অচিরেই এ বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলবে এবং তিনি আরো জানেন তোমরা মানবিক দুর্বলতার কারণে ধৈর্য ধারণ করতে পারছো না। কিন্তু সাবধান! তাদেরকে গোপনে কথা দিওনা, পারলে বিধিসম্মত কথা বলবে। এবং ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ব্যভিচারে জড়িয়ে বা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করিও না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মনোভাব জানেন, সুতরাং তাকে ভয়

DO NOT COPY

করো, আরো জেনে রেখো আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল ও বড় সহিষ্ণু। (*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, ১/৩৮) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। সকল আলেম একমত যে, বায়িন তালাকপ্রাপ্তা নারী এবং স্বামী হারা নারীকে ইদ্দত চলাকালে ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া জায়েজ, যেমন: তুমি অনেক সুন্দরী, আল্লাহ যেনো তোমার মতো একজন চরিত্রবতীকে আমার স্ত্রী হিসেবে কবুল করেন, তুমি আসলেই স্বামী ভক্তা ইত্যাদি বাক্য তার সামনে বলা। কিন্তু প্রকাশ্যে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হারাম। অপরদিকে, রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহের জন্য আভাসে-ইঙ্গিতে এবং প্রকাশ্যে দুই ধরণের প্রস্তাব দেওয়াই হারাম। কারণ, রাজয়ী তালাকে তার উপর থেকে স্বামীর অধিকার চলে যায় না। তবে তাদেরকে হাদিয়া দেওয়াকে অনেক আলেম জায়েজ বলেছেন।

২। "আর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না" এ আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইদ্দত চলাকালে স্বামী হারা, রাজয়ী এবং বায়িন তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে বিবাহ বিষয়ে পাকাপোক্ত কথা বলা অথবা বিবাহ করা উভয়ই হারাম।

৩। এখন প্রশ্ন হতে পারে, না বুঝে কেউ কোনো নারীকে তার ইদ্দত চলাকালে বিবাহ করলে তার হুকুম কি?

জমহুর ওলামা মনে করেন, কেউ কোনো নারীকে ইদ্দত চলাকালে বিবাহ করলে, কোর্ট তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে। ইদ্দত পূর্ণ হলে তারা পুনরায় বিবাহ বসতে পারবে। যদিও ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.) মনে করেন কোর্ট তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ করে দিবে। কারণ, ওমর (রা.) অনুরূপ রায় দিয়েছিলেন, যেহেতু তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করার চেষ্ট করেছে। (*আইসার*, ১/২২৫, *তাফসীর আল-মুনীর*, ২/৩৭৭-৩৮২) ।

DO NOT COPY

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا
تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)﴾ [سورة البقرة: ٢٣٦-٢٣٧].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** সহবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্ত নারীদের মোহরানার বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৩৬ | তোমাদের গুনাহ হবে না | যদি | তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও (এ অবস্থায় যে,) | |
| | لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ | إِنْ | طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ | |
| তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি | কিংবা | নির্ধারণ করনি | তাদের জন্য | কোনো মোহর; |
| مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ | أَوْ | تَفْرِضُوا | لَهُنَّ | فَرِيضَةً |
| কিন্তু তাদেরকে উপযুক্ত খরচপত্র দাও, | ধনীর উপর | তার সাধ্যানুসারে | এবং গরীবের উপর | |
| وَمَتِّعُوهُنَّ | عَلَى الْمُوسِعِ | قَدَرُهُ | وَعَلَى الْمُقْتِرِ | |
| তার সামর্থ্যানুযায়ী | নিয়মমাফিক খরচপত্র প্রদান করা উচিৎ; | যা আবশ্যক | সৎকর্মশীলদের উপর। | |
| قَدَرُهُ | مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ | حَقًّا | عَلَى الْمُحْسِنِينَ | |
| ২৩৭ | আর যদি তাদেরকে তালাক দাও, | তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে | অথচ নির্ধারণ করেছো | |
| | وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ | مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ | وَقَدْ فَرَضْتُمْ | |
| তাদের জন্য | মোহর, | তাহলে (তাদেরকে প্রদান করবে) নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক, | তবে | |
| لَهُنَّ | فَرِيضَةً | فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ | إِلَّا | |
| স্ত্রীরা মাফ করে দিলে | কিংবা | যার হাতে বিবাহের বন্ধন সে মাফ করে দিলে (আলাদা কথা); | | |
| أَنْ يَعْفُونَ | أَوْ | يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ | | |
| তবে তোমাদের মাফ করে দেওয়া | তাকওয়ার অধিক নিকটতর, | তোমরা ভুলে যেওনা | | |
| وَأَنْ تَعْفُوا | أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى | وَلَا تَنْسَوُا | | |
| পরস্পরের মধ্যে অনুগ্রহ, | নিশ্চয় আল্লাহ | তোমরা যা করো তা সম্পর্কে | সম্যক দ্রষ্টা। | |
| الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ | إِنَّ اللَّهَ | بِمَا تَعْمَلُونَ | بَصِيرٌ | |

DO NOT COPY

## আয়াতের ভাবার্থ:

(২৩৬) বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই এবং বিবাহের মোহরও নির্ধারণ করা হয় নাই, এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে স্বামীর কোনো গুনাহ হবে না এমনকি মোহর দেওয়াও তার উপর বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু স্বামী যদি সত্যিকারে সৎকর্মশীল হয়ে থাকে, তাহলে সে যেন তার স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ক্ষতিপুরন হিসেবে স্ত্রীকে কিছু টাকাকরি দিয়ে সহযোগিতা করে। এ সহযোগিতার কারণে স্ত্রী তালাকের কষ্ট ভুলে যাবে এবং তার ব্যাপারে বিদ্বেষ ছড়াবে না।

(২৩৭) কিন্তু যদি এমন হয় যে, বিবাহকার্য সম্পন্ন করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করে নাই, তবে মোহর নির্ধারণ করে ফেলেছে এবং এ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, তাহলে স্বামীর উপর আবশ্যক হলো নির্ধরিত মোহরের অর্ধেক পরিমান স্ত্রীকে প্রদান করবে। তবে এক্ষেত্রে মহত্ব এবং তাকওয়ার পরিচয় হলো: স্ত্রী স্বামী থেকে কোনো সম্পদ গ্রহণ না করা অথবা স্বামী স্ত্রীকে পুরো মহর দিয়ে থাকলে তার থেকে অর্ধেক ফিরিয়ে না নেওয়া। তোমাদের মনে রাখা উচিৎ ভালো কাজ বেশী করা এবং সুন্দর ব্যবহার করার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে; কারণ এতে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা এবং সৌহার্দ বৃদ্ধি পায়। (*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, ৩৮, *আল-মুন্তাখাব*, ৫৬)।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ "যার হাতে বিবাহের বন্ধন" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: স্বামী, কেউ বলেছেন: স্ত্রীর অভিভাবক। তবে প্রথম অর্থটি অধিক যুক্তিযুক্ত। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, ২/২৩৭)।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

একজন আনাসারী সাহাবী মোহর নির্ধারণ করা ছাড়া এক মহিলাকে বিবাহ করে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে তালাক দিয়ে দেয়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহর (সা.) কাছে পৌছলে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান সহ ২৩৬ এবং ২৩৭ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করা হয়।

(*আল-বাহর আল-মুহীত*, আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী, ২/২৩১)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। মোহর নির্ধারণ ও স্ত্রীসংগম এর দৃষ্টিতে তালাকের তিনটি অবস্থা ও হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে:

(ক) মোহর নির্ধারণ করা হয় নাই এ অবস্থায় মিলনের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে স্বামীর স্বচ্ছলতা অনুযায়ী তাকে খরচপত্র প্রদান করা ওয়াজিব।

(খ) মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে এ অবস্থায় মিলনের পূর্বে তালাক দিলে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক স্ত্রীকে প্রদান করা ওয়াজিব। এ দুইটির বর্ণনা উল্লেখিত ২৩৬ এবং ২৩৭ নাম্বার আয়াতে রয়েছে।

(গ) মোহর নির্ধারণ করা হয় নাই এ অবস্থায় মিলনের পর তালাক দিলে মোহরে মিসাল প্রদান করতে হবে। এ প্রকারের বর্ণনা সুরা আল-নিসা এর ২৪ নাম্বার আয়াতে রয়েছে।

DO NOT COPY

এ বিধানের হিকমাত হলো: তালাকের কারণে স্ত্রীর যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, যার মাধ্যমে সে কিছুটা হলেও অসহায়ত্বের কষ্ট কাটিয়ে উঠতে পারবে।
২। স্বামী-স্ত্রী বিনয়ী হয়ে অর্থ গ্রহণ না করে একে অপরকে মাফ করে দেওয়া অধিক মহৎ কাজ। ইসলাম চায় তালাকের জের ধরে যেন দুই পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের অবনতি না হয়।

(আইসার আল-তাফাসীর, ১/২২৮, *তাফসীর আল-মুনীর*, ২/৩৮৬-৩৮৭)।

### ইসলামী তালাক ব্যবস্থায় কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য যা আমাদের সমাজ জানে না:

সুরা আল-বাকারার ২২৭-২৩৭ আয়াতসমূহে তালাক সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতসমূহ, এর সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের আমলের দিকে সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে ইসলামী তালাক ব্যবস্থায় যে অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রস্ফুটিত হয় তা হলো:

১। তালাকের বিধান সচরাচর ব্যবহারের জন্য নয়, বরং এটা জরুরী পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর কল্যাণে প্রয়োগের জন্য শরীয়াতভুক্ত করা হয়েছে। এটাকে সচরাচর ব্যবহার করলে শয়তান লাভবান হবে আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানুষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে তালাককে সচরাচর প্রয়োগ করার ফলে অসংখ্য পরিবার ধ্বংস হচ্ছে এবং অনেক নারী-শিশু ঠিকানা হারিয়ে অসহায় হয়ে পরছে।

২। ইসলাম তালাককে নিয়মতান্ত্রিক করেছেন। স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইসলাম প্রদত্ত নিয়ম অনুসরণ করে দিতে হবে। এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো: আমাদের সমাজে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসরণের ধারধারেনা। পান থেকে চুন খসতেই তিনটি শব্দ বলে দিয়ে নিজে পাগল হয় স্ত্রীকেও পাগল বানায় আর সন্তানগুলো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় বসে যায়।

৩। মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমতা, সৌহার্দ ইত্যাদি যেনো নষ্ট না হয়, সে জন্য তালাকের বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এটাকে আমাদের মাঝে শত্রুতা লালনের হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছি। তালাকের কথা শুনলে আমাদের জেহেনে ভেসে উঠে স্বামী ও স্ত্রীর দুই গোত্রের মধ্যে তুমুল শত্রুতা, উভয় পক্ষের রক্ত ঝরার কথা, দুই পক্ষের কারো সাথে সাক্ষাত হলে সালাম না দেওয়ার দৃশ্য ইত্যাদি।

৪। তালাকের ওজন বেশী হওয়ার কারণে ইসলাম একে নারীদের কাছে না দিয়ে পুরুষের কাছে রেখেছে; যাতে এটার যথার্থ প্রয়োগ হয়। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এটাকে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের হাতে তুলে দিয়ে আরেকটি ভুল করেছে। এর ফলে কারণে অকারণে তালাকের প্রয়োগ দিনদিন এতো বেড়ে যাচ্ছে যাকে কন্ট্রোল করতে প্রশাসন হিমসিম খাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এ সমস্যাগুলোর জন্য দায়ী কে এবং তা থেকে পরিত্রানের উপায় কি?

DO NOT COPY

এ সমস্যার জন্য মূল দায়ী হলো: দাম্পত্য জীবন, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, বিবাহ ও তালাকের বিধান ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা না থাকা। এ সমস্যা থেকে পরিত্রানের অন্যতম একটি উপায় হলো: যারা বিবাহ বয়েসে উপনিত হবে তাদের জন্য বিবাহ সম্পর্কিত ইসলামী কোর্সের আয়োজন করা এবং সেখানে অংশগ্রহণ করে মেরিজ কোর্স সার্টিফিকেট অর্জন করাকে সকলের উপর সরকারীভাবে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া। বিবাহ করতে চাইলে এ সার্টিফিকেট কাজী অফিসে পেশ করতে হবে। যা অনেক মুসলিম দেশ ইতিমধ্যে চালু করেছে। এর মাধ্যমে বিবাহ এবং তালাক সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যা কমে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

DO NOT COPY

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)﴾ [سورة البقرة: ٢٣٨-٢٣٩].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** সালাত সংরক্ষণের প্রতি তাগীদ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৩৮ | তোমরা যত্নবান হও | সালাতসমূহের প্রতি, | বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি; |
| | حَافِظُوا | عَلَى الصَّلَوَاتِ | وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আর আল্লাহর জন্য দাড়াও | বিনীতভাবে। | ২৩৯ | অতঃপর তোমরা যদি ভয় করো, | তাহলে |
| وَقُومُوا لِلَّهِ | قَانِتِينَ | | فَإِنْ خِفْتُمْ | فَـ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| পথচারী | অথবা | আরোহী অবস্থায় (সালাত আদায় করে নিবে), | এরপর যখন | নিরাপদ হও, |
| رِجَالًا | أَوْ | رُكْبَانًا | فَإِذَا | أَمِنْتُمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তখন আল্লাহকে স্মরণ করো; | যেভাবে | তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, | যা তোমরা জানতে না। |
| فَاذْكُرُوا اللَّهَ | كَمَا | عَلَّمَكُمْ | مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৩৮) তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত কায়েমের প্রতি সর্বদা যত্নবান হও, বিশেষকরে আসর সালাতের প্রতি। আর তোমরা সালাতের মধ্যে বিনীত এবং নম্রভাবে দাঁড়াও।

(২৩৯) তবে তোমরা যদি শত্রুদের থেকে ভয়ের আশংকা করো, তাহলে তোমরা সালাত তরক না করে পথচারী অবস্থায়, অথবা আরোহী অবস্থায়, অথবা যেভাবে তোমাদের জন্য সম্ভব সেভাবেই সালাত কায়েম করতে পারো। অতঃপর অবস্থা যখন স্বাভাবিক হবে, তখন তোমরা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সালাত আদায় করবে। অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করো, কারণ তোমাদেরকে তিনি ইবাদত-বন্দেগী শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা এক সময় জানতে না। (*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, সাউদী মুফাসসির পরিষদ, ১/৩৮-৩৯) ।

**অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:**

তালাকের পর সাধারণত দুই গ্রুপের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ এবং শত্রুতা জন্মানোর বেশী সম্ভাবনা থাকে। এটা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালা তালাকের বিধান নিয়ে লম্বা আলোচনার এক পর্যায় বিরতী নিয়ে ২৩৭ নাম্বার আয়াতে তাকওয়া এবং আল্লাহর জিকিরের কথা বলেছেন। অত্র আয়াতেও তিনি সালাতের প্রতি যত্নবান হতে তাগীদ দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে দৃঢ় করার নির্দেশ দিয়ে পরবর্তী আয়াত থেকে যথারীতি তালাকের আলোচনায় ফিরে গেছেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৩৯৩) ।

DO NOT COPY

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ “মধ্যবর্তী সালাত” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আসরের সালাত; কারণ এ সালাত দিনের দুই ওয়াক্ত (ফজর ও জোহর) এবং রাতের দুই ওয়াক্ত (মাগরিব ও ইশা) সালাতের মধ্যখানে। (*গরীব আল-কোরআন*, ইবনু কুতাইবাহ, ৭৮) ।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) জোহরের সালাত দ্বিপ্রহরে আদায় করতেন। যে কারণে, জোহরের সালাত আদায় করতে সাহাবায়ে কেরাম খুব কষ্ট অনুভব করতেন। একপর্যায়ে দেখা গেলো জোহরের সালাতে না এসে তারা বাসায় বিশ্রামে থাকতেন অথবা ব্যবসায়ী কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে রাসূলুল্লাহর পিছনে এক/দুই কাতারের বেশী মুসল্লী হতো না। তখন আল্লাহ তায়ালা ২৩৮ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

যায়েদ ইবনু আরকাম (রা.) বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহর (সা.) যুগে সালাত আদায়কালে একে অপরের সাথে কথা বলতাম। একজন মুসল্লী তার পাশের মুসল্লীর সাথে খোশালাপ করতো। তখন “আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাড়াও” এ আয়াতাংশ অবতীর্ণ করা হয়। এরপর থেকে আমাদেরকে সালাতে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

(*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ূতী, ৫৪) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া ওয়াজিব। বিশেষ করে আসরের সালাত। আসরের সালাত তরক করাকে আহল এবং মাল হারানো বলা হয়েছে, (বুখারী,৫৫২) ।

২। সালাতে বিনয়ী থাকা ওয়াজিব।

৪। আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। অকৃতজ্ঞের জন্য কঠিন শাস্তির ওয়াদা রয়েছে।

৩। ভয়ের আশংকা থাকলে পথচারী অবস্থায়, অথবা আরোহী অবস্থায়, অথবা যেভাবে সম্ভব সেভাবেই সালাত আদায় করা যাবে। জমহুর ওলামায়ে কেরাম মনে করেন, ভয় চলে গেলে উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২২৯, *তাফসীর আল-মুনীর*, ২/৩৯৯) ।

৪। কোনো অবস্থাতেই সালাত ত্যাগ করা জায়েজ নেই। শত্রুর মোকাবেলায়, যুদ্ধের ময়দানে এবং প্রবল অসুস্থতায়ও সালাত ত্যাগের সুযোগ ইসলাম রাখেনি। এক কথায় যতক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস আর জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাড়িয়ে না পারলে বসে, বসে না পরলে শুয়ে, হাত পা দিয়ে না পারলে চোখের ইশারায়, তাও না পারলে মনেমনে সালাতের খেয়াল করে তা সম্পন্ন করবে। (আল-বুখারী, ১১১৭)।

DO NOT COPY

৫। ইবনু আব্দুল বার (র.) বলেন: সকল ওলামা একমত যে, মাসয়ালা জেনে, সজ্ঞানে সালাতের মধ্যে অন্যের সাথে কথা বললে সালাত বাতিল হবে। তবে রোগের কারণে হলে সালাত নষ্ট হবে না।

৬। সকল আলেম একমত যে, সক্ষম ব্যক্তির জন্যে ফরজ সালাতে দাড়ানো ফরজ। দাঁড়াতে সক্ষম এমন ব্যক্তি বসে ফরজ সালাত আদায় করলে তার সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৩৯৬-৪০০) ।

DO NOT COPY

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢)﴾ [سورة البقرة: ٢٤٠-٢٤٢].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** স্বামী হারা স্ত্রীদের জন্য এক বছরের অসিয়তের বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৪০ | আর যারা | মারা যাবে | তোমাদের মধ্য থেকে | এবং রেখে যাবে | স্ত্রীদেরকে, |
| | وَالَّذِينَ | يُتَوَفَّوْنَ | مِنْكُمْ | وَيَذَرُونَ | أَزْوَاجًا |

| | | |
|---|---|---|
| (তারা) অসিয়ত করে যাবে যে | তাদের স্ত্রীদেরকে যেনো | এক বছর ভরণপোষণ দেওয়া হয় |
| وَصِيَّةً | لِأَزْوَاجِهِمْ | مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ |

| | |
|---|---|
| (এবং) তাদেরকে যেনো বের করে দেওয়া না হয়; | তবে তারা যদি (স্বেচ্ছায়) বেড়িয়ে যায়, |
| غَيْرَ إِخْرَاجٍ | فَإِنْ خَرَجْنَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তাহলে তোমাদের গুনাহ হবে না | সে ব্যাপারে যা তারা করবে | নিজেদের জন্য | নিয়ম মেনে, |
| فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ | فِي مَا فَعَلْنَ | فِي أَنْفُسِهِنَّ | مِنْ مَعْرُوفٍ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আর আল্লাহ | পরাক্রান্ত | প্রজ্ঞাময়। | ২৪১ | আর তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য থাকবে | ভরণপোষণ |
| وَاللَّهُ | عَزِيزٌ | حَكِيمٌ | | وَلِلْمُطَلَّقَاتِ | مَتَاعٌ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| নিয়ম মোতাবেক, | (যা) মোত্তাকীদের উপর আবশ্যক। | ২৪২ | এভাবে | আল্লাহ বর্ণনা করেন |
| بِالْمَعْرُوفِ | حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ | | كَذَلِكَ | يُبَيِّنُ اللَّهُ |

| | | |
|---|---|---|
| তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ, | যাতে তোমরা | বুঝতে পারো। |
| لَكُمْ آيَاتِهِ | لَعَلَّكُمْ | تَعْقِلُونَ |

DO NOT COPY

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৪০) স্ত্রীকে জীবিত রেখে স্বামী মারা গেলে, সে যেনো মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রীকে এক বছরের ভরণপোষণ দেওয়া এবং তাকে বাড়ি থেকে বের না করে দেওয়ার জন্য তার ওয়ারিসদেরকে অসিয়ত করে যান। এরপরেও স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় বের হতে চায়, তাহলে তারা শরিয়তের নিয়ম মেনে নিজেদের জন্য যা কিছু করে তাতে ওয়ারিসদের কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

(২৪১) তাছাড়া তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকবে, যা মোত্তাকীদের উপর আবশ্যক।

(২৪২) এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।

(*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, সউদী মুফাসসির পরিষদ, ১/৩৭-৩৯) ।

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

মোকাতিল ইবনু হাইয়্যান (র.) বলেন: তায়েফের এক ব্যক্তি তার স্ত্রী, পিতামাতা এবং সন্তানাদি নিয়ে মদীনায় হিজরাত করেছিলেন। অতঃপর মদীনায় সে মারা গেলো। এ খবর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে পৌঁছলে তিনি ঐ ব্যক্তির সম্পদ তার স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এবং তাদেরকে স্ত্রীর এক বছরের ভরণপোষণের দায়িত্ব দিলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ২৪০ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইবনু যায়েদ (রা.) বলেন: যখন সুরা আল-বাকারা এর ২৩৬ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন এক ব্যক্তি বললো: আমি যদি ইহসান করি তাহলে করবো, আর যদি তা না চাই তাহলে করবো না। তখন আল্লাহ তায়ালা ২৪১ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ূতী, ৫৫) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ২৪০ নাম্বার আয়াতটি রহিত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে দুইটি মত রয়েছে:

(ক) জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, অত্র আয়াতটি ২৩৪ নাম্বার আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ: ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বামী হারা নারীদের ইদ্দত ছিলো এক বছর, অতঃপর ২৩৪ নং আয়াতের মাধ্যমে এ বিধানকে রহিত করে ইদ্দত করা হয়েছে চার মাস দশ দিন।

(খ) ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন: অত্র আয়াতটি রহিত হয় নাই, তার হুকুম এখনও বাকী আছে। অর্থাৎ: স্বামী হারা নারীদের ইদ্দত চার মাস দশ দিন, তবে স্বামী চাইলে তার ওয়ারিশদেরকে মৃত্যুর পূর্বে এ মর্মে অসিয়ত করতে পারবে যে, তারা যেনো তার স্ত্রীকে এক বছরের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় এবং এক বছরের মধ্যে ঘর থেকে বের করে না দেয়।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ২/৪০৮-৪০৯) ।

এখানে দ্বিতীয় মতটি উত্তম। ইমাম তবারী (র.) এবং আবু বকর আল-জাজ্জায়িরী (র.) এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ এতে স্ত্রীর মাসলাহাত বেশী।

২। ইদ্দত পালনকারী নারীদের ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীদের উপর থাকবে। আর স্বামী হারা নারীদের ক্ষেত্রে, স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে ভরণপোষণের খরচ গ্রহণ করা হবে।

৩। কোরআনে ইসলামী বিধানকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এটা মানবজাতির জন্য একটি বড় ধরণের নেয়ামত। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৩০) ।

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)﴾ [سورة البقرة: ٢٤٣-٢٤٥].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** জাতি বাঁচে সাহস ও ব্যয়ে এবং পতন হয় কাপুরুষতা ও কৃপণতায়।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৪৩ | তুমি কি তাদেরকে দেখোনি | যারা বেড়িয়ে এসেছিলো | তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে? |
| | أَلَمْ تَرَ إِلَى | الَّذِينَ خَرَجُوا | مِنْ دِيَارِهِمْ |

| | |
|---|---|
| অথচ তারা ছিলো হাজার হাজার (জনতা) | (ভিটেমাটি ছাড়ার কারণ ছিলো) মৃত্যুর ভয়ে? |
| وَهُمْ أُلُوفٌ | حَذَرَ الْمَوْتِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন: | মরে যাও, | তারপর | তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন; |
| فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ | مُوتُوا | ثُمَّ | أَحْيَاهُمْ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নিশ্চয় আল্লাহ | অনুগ্রশীল | মানুষের প্রতি, | কিন্তু | অধিকাংশ মানুষ | শুকরিয়া আদায় করে না। |
| إِنَّ اللَّهَ | لَذُو فَضْلٍ | عَلَى النَّاسِ | وَلَكِنَّ | أَكْثَرَ النَّاسِ | لَا يَشْكُرُونَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৪৪ | আর তোমরা লড়াই করো | আল্লাহর পথে | এবং জেনে রেখো | নিশ্চয় আল্লাহ |
| | وَقَاتِلُوا | فِي سَبِيلِ اللَّهِ | وَاعْلَمُوا | أَنَّ اللَّهَ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| সর্বশ্রোতা | সর্বজ্ঞ। | ২৪৫ | কে আছে, যে | আল্লাহকে উত্তম কর্য দিবে | ফলে তিনি তা বাড়িয়ে দিবেন |
| سَمِيعٌ | عَلِيمٌ | | مَنْ ذَا الَّذِي | يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا | فَيُضَاعِفَهُ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তার জন্যে | বহু গুনে? | আর আল্লাহই | সংকীর্ণ ও | প্রসারিত করেন, | তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। |
| لَهُ | أَضْعَافًا كَثِيرَةً | وَاللَّهُ | يَقْبِضُ | وَيَبْسُطُ | وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৪৩) হে নবী! আপনি কি ঐ ঘটনা জানেন না যে, হাজার হাজার বনী ইসরাঈল মহামারী অথবা যুদ্ধে পতিত হয়ে মৃত্যু হওয়ার ভয়ে 'দাউরদান' জনপদ থেকে পলায়ন করেছিলো। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশ অমান্যের অপরাধে তাদের সবাইকে মেরে ফেললেন। এরপর তাদের নবী হিজিকইয়াল (আ.) এর দোয়ায় আল্লাহ তাঁর করুনায় তাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন। কিন্তু তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেনি।

(২৪৪) হে মুসলিম জাতি! তোমরা এখন জানতে পেরেছো যে, মৃত্যু থেকে পলায়ন মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। সুতরাং দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে শামিল হয়ে যুদ্ধ করো। জেনে রেখো, আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।

DON'T COPY

(২৪৫) আর তোমরা জানো একটি যুদ্ধ পরিচালনা করতে অনেক সম্পদের দরকার হয়। সুতরাং তোমরা সম্পদ নিয়ে এগিয়ে এসো। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করবে, আল্লাহ তার সম্পদকে বহুগুনে বাড়িয়ে দিবেন। সম্পদের কর্তৃত্ব এককভাবে আল্লাহর হাতে থাকার কারণে, তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদ বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন। জেনে রেখো, তোমরাতো তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করছো। (*আল-মুন্তাখাব*, আল-আযহার মুফাস্‌সির পরিষদ, ৫৮) ।

## অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

(ক) পূর্ববতী আয়াতসমূহ তথা (২২০-২৪২) নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পারিবারিক আইন নিয়ে কথা বলেছেন, যাতে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য ভালো হয় এবং পারিবারিক বন্ধন মজবুত হয়। আর অত্র আয়াতসমূহে মুসলমানদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে বহিরাগত আক্রমন থেকে রক্ষা করতে সামাজিক বিধান জিহাদ নিয়ে কথা বলেছেন। পরিবার ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট, কারণ সমাজ ভালো থাকলে পরিবার ভালো থাকে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৪১১) ।

(খ) ২১৬ নাম্বার আয়াতে জিহাদ ফরজ করার পর মুসলমানদের সাহস জোগাতে উল্লেখিত আয়াতাবলীতে জিহাদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الَّذِينَ خَرَجُوا﴾ ‘যারা বেড়িয়ে পড়েছিলো’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘বনী ইসরাঈল’।

﴿مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ ‘তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘দাউরদান’ জনপদ।

﴿يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ‘আল্লাহকে কর্য দেওয়া’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ‘আল্লাহর পথে ব্যয় করা’।

(*আইসার*, ১/২৩১, *তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, ২/২৪৩) ।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) বলেন: যখন সুরা আল-বাকারা এর ২৬১ নাম্বার আয়াত “যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হলো শষ্য দানার মতো..” অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতকে আরো বাড়িয়ে দাও। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা ২৪৫ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ুতী, ৫৫) ।

DO NOT COPY

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। হিজিকইয়াল (আ.) ইরাকের ওসিত শহরের কাছে অবস্থিত 'দাউরদান' জনপদে বনী ইসরাঈলদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান করলে তারা শত্রুর হাতে মৃত্যুর ভয়ে এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে। কিন্তু নবীর নির্দেশ অমান্য করার কারণে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শত্রুর হাতেই কতল করেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ৮ দিন পরে পুনরায় জীবিত করে তাদেরকে সহ পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দিলেন যে, জীবন-মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর হাতে, মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করে তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না, বরং বীরত্বের সাথে আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে মৃত্যুকে বরন করার মধ্যেই প্রকৃত সফলতা রয়েছে। যার মাধ্যমে বীরপুরুষের আত্মপ্রকাশ পায়, জাতির উত্থান হয় এবং অচেতন জাতিকে ঘুম থেকে জাগ্রত করা যায়।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৪১১-৪১৩)।

২। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: হিজিকইয়াল (আ.) তার জাতিকে মহামারী থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করেছিলেন। আর দাহ্হাক (র.) বলেন: তিনি তার উম্মতকে যুদ্ধ থেকে পালায়ন করতে নিষেধ করেছিলেন। জমহুর ওলামায়ে কিরাম ইবনু আব্বাস (রা.) এর মতকে গ্রহণ করলেও আয়াতের 'সাবিক লাহিক' বা আগে-পরের সম্পর্ক দ্বারা বুঝা যায় দ্বিতীয় মতটি যুক্তিযুক্ত; কারণ এ ঘটনা বর্ণনার পর ২৪৪ নাম্বার আয়াতে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

৩। ২৪৩ নাম্বার আয়াতে কাপুরুষতার ভয়াবহ পরিণতি, ২৪৪ নাম্বার আয়াতে বীরত্বের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা এবং ২৪৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ শিক্ষা দিচ্ছেন যে, একটি জাতির পতন হয় দুইটি কারণে: (ক) জনগোষ্ঠীর কাপুরুষতা এবং (খ) কৃপণতা। অপরদিকে তাদের উত্থান হয় বিপরীত দুইটি কারণে: (ক) বীরত্ব বা সাহসিকতা এবং (খ) মুক্ত হস্তে সম্পদ ব্যয়। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ২/৪১৪)।

৪। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের অনেককে অঢেল সম্পদ দেন, অনেককে সামান্য দেন এবং অনেককে মোটেই দেন না। আবু বকর আল-জাজ্বায়িরী এর দুইটি হিকমাত বর্ণনা করেন:

(ক) সম্পদ বেশী দিয়ে আল্লাহ দেখতে চান বান্দা শোকরগুজার হয় কিনা।

(খ) সম্পদ কম দিয়ে অথবা না দিয়ে তিনি দেখতে চান বান্দা ধৈর্যশীল হয় কিনা।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৩২)।

৫। ২১৬ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের পর অত্র আয়াত থেকে পরবর্তী ২৫২ নাম্বার পর্যন্ত আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী যুগের যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে উম্মতে মোহাম্মাদীর উপর যুদ্ধ ফরজ করার ভূমিকা হিসেবে। এ বর্ণনার মাধ্যমে জানান দিচ্ছেন যে, যুদ্ধ শুধু উম্মতে মোহাম্মাদীর জন্য খাস নয়। (আল-বাহর আল-মুহীত, ২/৪২১)।

৬। আয়াতসমূহ থেকে নির্গত বিধান:

(ক) কোন এলাকায় মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে বের হওয়া জায়েজ নেই।

(খ) আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা এবং কৃতজ্ঞতা পোষণ করা ওয়াজিব।

(গ) যুদ্ধের ঘোষণা আসলে তাতে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ করা ওয়াজিব।

(ঘ) আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা ওয়াজিব। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৩২)।

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٦)﴾ [سورة البقرة: ٢٤٦].

### আয়াতের আলোচ্যবিষয়:

শামবীল (আ.) এবং বনী ইসরাঈল নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ঘটনা।

### আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৪৬ | তুমি কি দেখোনি | বনী ইসরাঈল প্রধানদেরকে | মূসা এর পর; | যখন তারা বলেছিলো |
| | أَلَمْ تَرَ | إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ | مِنْ بَعْدِ مُوسَى | إِذْ قَالُوا |
| তাদের নবীকে: | আমাদের জন্য পাঠাও | একজন রাজা | যাতে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি, | |
| لِنَبِيٍّ لَهُمُ | ابْعَثْ لَنَا | مَلِكًا | نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ | |
| সে বললো: | এমন কি হবে যে, | যদি তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়, | তোমরা যুদ্ধ করবে না? | |
| قَالَ | هَلْ عَسَيْتُمْ | إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ | أَلَّا تُقَاتِلُوا | |
| তারা বললো: | আমরা কেন | লড়বো না | আল্লাহর পথে | অথচ আমাদেরকে বের করা হয়েছে |
| قَالُوا | وَمَا لَنَا | أَلَّا نُقَاتِلَ | فِي سَبِيلِ اللَّهِ | وَقَدْ أُخْرِجْنَا |
| আমাদের ঘর-বাড়ি | এবং সন্তান-সন্ততি থেকে? | অতঃপর যখন | তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হলো, | |
| مِنْ دِيَارِنَا | وَأَبْنَائِنَا | فَلَمَّا | كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ | |
| তখন বিমুখ হলো | তাদের স্বল্প সংখ্যক ছাড়া; | আর আল্লাহ | যালেমদের সম্পর্কে জানেন। | |
| تَوَلَّوْا | إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ | وَاللَّهُ | عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ | |

### আয়াতের ভাবার্থ:

(২৪৬) মূসা (আ.) পরবর্তী দাউদ (আ.) এর সমসাময়ীক শামবীল নবী এবং তৎকালীন বনী ইসরাঈল নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ঘটনা আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বর্ণনা করে শুনাচ্ছেন। বনী ইসরাঈলরা যখন শত্রু দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিলো তখন শামবীল নবীর কাছে এমন একজন যোগ্য নেতা চেয়েছিলো যার নেতৃত্বে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু শামবীল (আ.) তার অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তর দিলেন: আমার আশংকা হচ্ছে, তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হলে তোমরা ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করবে। তখন তারা বললো: যুদ্ধ ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না; কারণ ইতিমধ্যে আমাদেরকে ঘর-বাড়ি এবং সন্তান-সন্ততি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যুদ্ধ ফরজ করা হলে নগন্য সংখ্যক বনী ইসরাঈল ছাড়া সকলেই ভয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছিলো। আল্লাহ এসব যালেম সম্পর্কে ভালো জানেন। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ২/৪২১, *আল-মুন্তাখাব*, ১/৬৭)।

DO NOT COPY

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ 'বনী ইসরাঈলের দলটি', দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: বনী ইসরাঈলের নেতৃবৃন্দ। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ১/২৩৩)।

﴿وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا﴾ 'অথচ আমাদের ভিটেমাটি থেকে আমাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে', আয়াতাংশে কারা বনী ইসরাঈলকে বের করেছে? এ বিষয়ে তাফসীরকারকদের থেকে কয়েকটি মত পাওয়া যায়:

(ক) কাওমে জালূত যাদের অবস্থান ছিল ভূমধ্যসাগরের তীরে, মিশর ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে। (*আল-তাফসীর আল-কাবীর*: ৬/৫০৩)।

(খ) তারা হলো: ব্যাবিলিয়ান, রাবিল শহরের অধিবাসী, বাগদাদ থেকে ৮৫ কি:মি: দুরে 'ফুরাত' নদীর তীরে অবস্থিত। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ১/২৩৪)।

(গ) অমালিকা সম্প্রদায় (১৩০০ খ্রী: পূর্ব)।

## আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

(২৪৩-২৪৫) আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের ঘটনার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে। আর (২৪৬-২৫১) আয়াতসমূহে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত রূপ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৪২১)।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আল্লাহর পথে জিহাদ করতে মনস্তাত্বিক, শিক্ষাগত এবং বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতির পাশাপাশি অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, দক্ষতা, সাহস, আন্তরিক দৃঢ়তা, ত্যাগের মানুষিকতা এবং নিষ্ঠার দরকার। বনী ইসরাঈলের হারানো অধিকার ফিরে পাওয়া এবং অত্যাচারী শত্রুবাহিনীর কবল থেকে দেশ রক্ষার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্যেও উল্লেখিত গুণাবলীর কোনটিই বিদ্যমান না থাকায় তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছে। মূলত দুইটি মৌলিক কারণে বনী ইসরাঈলরা উপরোক্ত গুণাবলীর চাদর পড়তে ব্যার্থ হয়েছে:

(ক) বিদ্বেষ ও কলুষিত আত্মা।

(খ) ত্যাগ স্বীকারে অনীহা।

(তাফসীর আল-মুনীর, আল-জুহাইলী, ২/৪২৩)।

২। অত্র আয়াতে বনী ইসরাঈল নেতৃবৃন্দ তাদের নবীর কাছে গিয়ে একজন রাজা বা নেতা নির্বাচন করে দিতে বলেন, যার নেতৃত্বে তারা অত্যাচারী শত্রুদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মর্যাদার দিক থেকে নবীদের স্থান সামাজিক কার্যকলাপ

DO NOT COPY

পরিচালনাকারী নেতৃবৃন্দের উপরে। নবীরা সমাজের জন্য এমন নেতা নির্বাচন করবেন, যিনি নবুয়াতের চেতনায় সমাজ গড়বে। সুতরাং আয়াতের প্রত্যক্ষ শিক্ষা হলো: একটি দেশের শাসক নির্বাচিত হবে নবুয়াতের জ্ঞান বহনকারী আলেম-ওলামা কাউন্সিলের পরামর্শে এবং দেশ চালাবে তাদেরই নির্দেশনায়। (*তাফসীর শারাবী*, ২/১০৪২) ।

৩। যখন মানুষ আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্য হয়, তখন সে চরমভাবে নির্যাতিত হয়েও অত্যাচারী হিসেবে পরিগনিত হয়। যেমন: আয়াতে দেখা যায় বনী ইসরাঈলরা মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং স্ত্রী-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, এরপরেও আল্লাহ তাদেরকে অত্যাচারী বলেছেন; কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করেছে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧)﴾ [سورة البقرة: ٢٤٧].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** তালূতকে বনী ইসরাঈলের রাজা নির্ধারণ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ ও শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৪৭ | আর তাদেরকে তাদের নবী বললো: | নিশ্চয় আল্লাহ | পাঠিয়েছেন তোমাদের জন্য |
| | وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ | إِنَّ اللَّهَ | قَدْ بَعَثَ لَكُمْ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তালূতকে | রাজা হিসেবে, | তারা বললো: | কিভাবে হবে | তার রাজত্ব | আমাদের উপর, |
| طَالُوتَ | مَلِكًا | قَالُوا | أَنَّىٰ يَكُونُ | لَهُ الْمُلْكُ | عَلَيْنَا |

| | | |
|---|---|---|
| অথচ আমরা হলাম | রাজত্বের জন্য তার চেয়ে বেশী হকদার? | এবং তাকে দেওয়া হয়নি |
| وَنَحْنُ | أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ | وَلَمْ يُؤْتَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আর্থিক সচ্ছলতা; | নবী বললো: | নিশ্চয় আল্লাহ | তাকে তোমাদের উপর নির্বাচন করেছেন, |
| سَعَةً مِنَ الْمَالِ | قَالَ | إِنَّ اللَّهَ | اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং তিনি তাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন | জ্ঞানের প্রশস্ততা | ও দেহের (প্রশস্ততা); | আর আল্লাহ |
| وَزَادَهُ | بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ | وَالْجِسْمِ | وَاللَّهُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব প্রদান করেন , | এবং আল্লাহ | প্রাচুর্যময়, | সর্বজ্ঞ। |
| يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ | وَاللَّهُ | وَاسِعٌ | عَلِيمٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

শামভীল (আ.) বনী ইসরাঈলদেরকে বললেন: আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করে 'তালূত' কে তোমাদের রাজা হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এ কথা শুনে বনী ইসরাঈল নেতৃবৃন্দ তার সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু করে বললো: 'তালূত'! সে কিভাবে আমাদের উপর নেতৃত্ব দিবে? সে এ পদের জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ, সে একজন কৃষক ছিল, তার কোন বংশ মর্যাদা ছিল না, তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কোন নবী-রাসূল এবং রাজা-বাদশা ছিলো না। তাছাড়া রাজত্ব পরিচালনার জন্য তার যথেষ্ট পরিমান ধনসম্পদও নেই। আমরাইতো এ পদের জন্য অধিক উপযোগী। কারণ আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী। তাছাড়া আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে অসংখ্য নবী-রাসূল ও রাজাবাদশা ছিলো। তাদের এ কথা শুনে তিনি উত্তর দিলেন: আল্লাহ তায়ালা তাকে তোমাদের উপর নেতৃত্ব প্রদানের জন্য পছন্দ করেছেন; কারণ সে যুদ্ধের কৌশল জানে এবং শারিরীকভাবে খুবই শক্তিশালী। জেনে রেখো আল্লাহই রাজত্বের প্রকৃত মালিক, তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব পদান করেন। তিনি হলেন প্রাচুর্যময় এবং সর্বজ্ঞ।

DO NOT COPY

(*আল-মুয়াস্সার*, ১/৪০, *আল-মুন্তাখাব*, ৫৯) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। বাইবেলের ভাষ্যানুযায়ী 'শামভীল' (আ.) যাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন তার নাম হলো: 'শাভীল'। এ ঘটনা খৃষ্টপূর্ব ১০৯৫ সালে সংঘটিত হয়েছিলো। কোরআনে 'শাভীল' এর লকব 'তালূত' উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তার কওমে সবার চেয়ে লম্বা ছিলেন এজন্য তাকে 'তালূত' বলা হতো। তিনি কৃষক পরিবারের সন্তান ছিলো, যে কারণে বনী ইসরাঈল নেতৃবৃন্দ তার নেতৃত্বকে মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলো।

(*আল-তাহরীর ওয়াল-তানভীর*, ইবনু আশুর, ২/৪৮৯) ।

২। রাজ্য পরিচালনা বা শাসনকার্যের দায়িত্ব ধনসম্পদের প্রাচুর্য, বংশমর্যাদা এবং বংশপরিক্রমার আলোকে প্রদান করা হয় না, বরং যোগ্যতা, দক্ষতা, সৎচরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং দায়িত্বের প্রতি প্রবল আন্তরিকতার আলোকে দেওয়া হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) এর ভাষ্যানুযায়ী 'তালূত' এর মধ্যে নেতৃত্বের সবগুলো গুণ থাকার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে রাজত্ব পরিচালনার জন্য পছন্দ করেছেন। এছাড়া আল্লাহ তায়ালা নিজেই অত্র আয়াতে 'তালূত'কে দায়িত্ব দেওয়ার দুইটি কারণ উল্লেখ করেছেন: দক্ষতা এবং শারীরিক সক্ষমতা। অপরদিকে বনী ইসরাঈল নেতৃবৃন্দ ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী থাকা সত্যেও নেতৃত্বের গুণ পরিপূর্ণভাবে না থাকার কারণে আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে কাউকে রাজা হিসেবে নির্বাচন করেননি।

৩। "আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দেন" এ আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, এ বিশ্বের একক রাজত্ব আল্লাহর হাতে। সেখান থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা সামান্য পরিমান খানিক্ষণের জন্য প্রদান করেন। বাকীটা তাঁর কাছেই সংরক্ষিত থাকে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে সুরা আলে ইমরান এর ২৬ এবং ২৭ নাম্বার আয়াতে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ২/৪২৪) ।

৪। এ আয়াত থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল পূর্বের আয়াতে একজন নেতা চেয়েছিলো নেতৃত্বের প্রতি তাদের লোভ থেকে। তারা মূলত চাচ্ছিলো তারাই নেতা হবে, সেটা সরাসরি না বলে ইঙ্গিতে বলেছিলো। কিন্তু যখন দেখলো তারা নেতা হতে পারেনি, তখন বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিলো। মূলত: নেতৃত্ব মাইকিং, পোস্টারিং এবং নিজেকে জাহির করার মাধ্যমে পাওয়ার বস্তু নয়, এ পদের জন্য আল্লাহ যাকে চান তাকেই নির্বাচন করেন। আখিরাতে নেতাদের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি হাদীসে বলেছেন: "যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চেয়ে নেয়, যাবতীয় দায়িত্ব তার নিজের উপর বর্তায়। আর নিজের অনিচ্ছায় নেতৃত্ব আসলে আল্লাহ তাকে সহযোগিতা করেন"।

(*সহীহ আল-বুখারী*, ৬৬২২, *সহীহ মুসলিম*, ৪৩৭০) ।

DO NOT COPY

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ [سورة البقرة: ٢٤٨].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** ‘তালূত’ এর বাদশা হওয়ার প্রমান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৪৮ | আর তাদের নবী তাদেরকে আরো বললো: | নিশ্চয় | তার রাজত্বের প্রমান হলো এই যে, |
| | وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ | إِنَّ | آيَةَ مُلْكِهِ |
| তোমাদের কাছে তাবূত আসবে, | যাতে রয়েছে | তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রশান্তি | |
| أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ | فِيهِ | سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ | |
| এবং পরিত্যক্ত জিনিস | যা রেখে গেছে | মূসা (আ.) | এবং হারুন (আ.) এর বংশধরগণ, |
| وَبَقِيَّةٌ | مِمَّا تَرَكَ | آلُ مُوسَى | وَآلُ هَارُونَ |
| যা ফেরেশতাগণ বহণ করে আনবে; | নিশ্চয় এতে রয়েছে | তোমাদের জন্য নিদর্শন, | |
| تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ | إِنَّ فِي ذَلِكَ | لَآيَةً لَكُمْ | |
| যদি | তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। | | |
| إِنْ | كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

নবী ‘শামভীল’ তাদেরকে বললো: ‘তালূত’ কে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য রাজা হিসেবে পছন্দ করেছেন, এর স্বপক্ষে দলীল হলো: ফেরেশতা তোমাদের হারানো ‘তাবূত’ বা তাওরাতের সিন্দুক তোমাদের কাছে ফেরত নিয়ে আসবে, যার মধ্যে রয়েছে মূসা এবং হারুন (আ.) এর বংশধরদের রেখে যাওয়া স্মৃতি বিজড়িত কিছু জিনিসপত্র। শত্রু কর্তৃক ছিনিয়ে নেওয়া মূল্যবান ‘তাবূত’ ফেরত পেয়ে তোমরা আনন্দিত হবে। ‘তালূত’ যে আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত তোমাদের রাজা এটা তার বড় প্রমান। তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাকলে অবশ্যই বুঝবে। (*আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৪০, *আল-মুন্তাখাব*, ৫৯) ।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿نَبِيُّهُمْ﴾ ‘তাদের নবী’, দ্বারা ‘শামভীল’ (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। (*আইসার:* ১/২৩৫) ।

﴿التَّابُوتُ﴾ ‘তাবূত’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: একটি কাঠের বাক্স, যার মধ্যে মূসা এবং হারুন (আ.) এর বংশধরদের রেখে যাওয়া স্মৃতি বিজড়িত জিনিসপত্র (লাঠি, জুতা, পাগড়ী ইত্যাদি) রয়েছে। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৩৫, *তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, ২/২৪৮) ।

কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন: আল্লাহ তায়ালা ‘তাবূত’ প্রথমে আদম (আ.) কে দিয়েছিলেন। পরে বংশপরিক্রমায় ইয়াকুব (আ.) হয়ে বনী ইসরাঈলের হাতে পৌঁছে। তারা

DO NOT COPY

এটাকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করতো। যুদ্ধ চলাকালে তা থেকে আওয়াজ আসলে মনে করা হতো বিজয় তাদের পক্ষে আসবে। কোন এক যুদ্ধে অমালিকা গোত্র তাদের থেকে এটা ছিনিয়ে নেয়। (*আল-কাবীর*, ৬/৫০৬)।

﴿تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ 'ফেরেশতা তা বহণ করে আছে', এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ফেরেশতা 'তাবুত'কে আমালিকা থেকে বহণ করে এনে বনী ইসরাঈলের তাবুতে রেখেছিল। (*আইসার আল-তাফাসীর*: ১/২৩৬)।

## আয়াতের শিক্ষা:

১। কোন বিষয়ে জনশক্তিকে আশ্বস্ত করার জন্য এমন কিছু উপস্থাপন করা যা দ্বারা তারা আশ্বস্ত হবে।

DO NOT COPY

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩)﴾ [سورة البقرة: ٢٤٩].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** বাদশা ‘তালুত’ এর অনুসারীদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে বাঁচাই করা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| ২৪৯ | অতঃপর যখন | ‘তালুত’ বের হলো | সেনাবাহিনী নিয়ে, | তখন সে বললো: | নিশ্চয় |
|---|---|---|---|---|---|
| | فَلَمَّا | فَصَلَ طَالُوتُ | بِالْجُنُودِ | قَالَ | إِنَّ |

| আল্লাহ | তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন | একটি নদী দ্বারা। | অতএব, যে (ব্যক্তি) | পান করবে |
|---|---|---|---|---|
| اللَّهَ | مُبْتَلِيكُمْ | بِنَهَرٍ | فَمَنْ | شَرِبَ |

| তা থেকে, | সে আমার দলভুক্ত নয় | এবং যে | তা খাবে না, | নিশ্চয় সে আমার দলভুক্ত। |
|---|---|---|---|---|
| مِنْهُ | فَلَيْسَ مِنِّي | وَمَنْ | لَمْ يَطْعَمْهُ | فَإِنَّهُ مِنِّي |

| তবে | যে এক আজলা পরিমাণ খাবে | তার হাত দিয়ে (সেও আমার দলভুক্ত)। | অতঃপর |
|---|---|---|---|
| إِلَّا | مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً | بِيَدِهِ | فَ |

| তারা তা থেকে পান করলো | তাদের মধ্য থেকে স্বল্পসংখ্যক ছাড়া। | অতঃপর যখন |
|---|---|---|
| شَرِبُوا مِنْهُ | إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ | فَلَمَّا |

| সে তা অতিক্রম করলো | এবং তার সাথে ঈমানদারগণ, | তারা বললো: | আমাদের সাধ্য নেই |
|---|---|---|---|
| جَاوَزَهُ هُوَ | وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ | قَالُوا | لَا طَاقَةَ لَنَا |

| আজ | ‘জালুত’ | এবং তার বাহিনীর (বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো)। | যারা বিশ্বাস করে |
|---|---|---|---|
| الْيَوْمَ | بِجَالُوتَ | وَجُنُودِهِ | قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ |

| তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে (তারা বললো): | কত ছোট দল | পরাজিত করেছে |
|---|---|---|
| أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ | كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ | غَلَبَتْ |

| বড় দলকে | আল্লাহর ইচ্ছায়। | আর আল্লাহ | ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। | |
|---|---|---|---|---|
| فِئَةً كَثِيرَةً | بِإِذْنِ اللَّهِ | وَاللَّهُ | مَعَ الصَّابِرِينَ | |

DO NOT COPY

### আয়াতের ভাবার্থ:

(২৪৯) অতঃপর যখন বাদশা 'তালুত' আমালিকা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্য নিয়ে বের হলো, তখন সে তাদেরকে বললো: আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্য থেকে প্রকৃত মুমিনদেরকে আলাদা করতে এবং তোমাদের মধ্য থেকে কারা যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্যশীল ও আমার আনুগত্য করবে তাদেরকে বাঁচাই করার জন্যে এ নদীর মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে চান। সুতরাং যে ব্যক্তি এ নদী থেকে পানি পান করবে সে আমার দলভূক্ত নয় এবং আমার সাথে যুদ্ধে যেতে পারবে না। অপরদিকে যারা এ নদী থেকে পানি পান করবে না, তারা আমার দলভূক্ত এবং আমার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে হাত দিয়ে সর্বোচ্ছ এক আজলা পরিমান পানি পান করাতে কোনো ক্ষতি নেই।

অতঃপর তালুত যখন তাদেরকে নিয়ে নদী অতিক্রম করলো, তখন তাদের স্বল্প সংখ্যক বা তিন শতাধিক ছাড়া সকলেই অতি গরম এবং তৃষ্ণায় ধৈর্য হারা হয়ে পানি পান করে তার সাথে যুদ্ধে যাওয়ার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়লো। তিন শতের মধ্যে যারা দুর্বল চিত্তের ছিলো তারা 'জালুত' এর বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে ভয়ে বলতেছিলো: আমরা এতো কম সংখ্যক সৈন্য কিভাবে বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বো? তাদের উত্তরে প্রকৃত মুমিনরা বললো: ছোটো ধৈর্যশীল মুমিন দল বিশাল কাফির বাহিনীকে পরাজিত করেছে, এরকম অসংখ্য ইতিহাস রয়েছে। সুতরাং ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৫৯, *তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, ১/৪১) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ অর্থাৎ: 'তিনি তোমাদেরকে নদী দিয়ে পরীক্ষা করবেন' এ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিলো: এমন ধৈর্যশীল ও অনুগত বাহিনী বাঁচাই করা যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাবে না। তাছাড়া নদী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: প্রবল ধারনা মতে, বর্তমান জর্ডান নদী অথবা ফুরাত নদী। (*আইসার*, ১/২৩৭, *তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, ২/২৪৯) ।

﴿جَالُوتَ﴾ 'জালূত', 'আমালিকা' সম্প্রদায়ের একজন বীর যোদ্ধা ও বাদশা।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। কোনো যুদ্ধ বা অভিযান যাদেরকে দিয়ে পরিচালিত হবে, তাদেরকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষন প্রদান এবং কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে বাঁচাই করা।

২। কোনো যুদ্ধ, অভিযান এবং মিশন সফল হওয়ার জন্য সৈন্যের সংখ্যার গুরুত্বের চেয়ে তাদের ধৈর্যশীল ও অনুগত হওয়ার গুরুত্ব অনেক বেশী। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

DO NOT COPY

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
(٢٥٠) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ
اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٥١) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢٥٢)﴾ [سورة البقرة: ٢٥٠-٢٥٢].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** 'তালূত' ও 'জালূত' এর মধ্যকার যুদ্ধ এবং 'তালূত' এর বিজয়।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৫০ | আর যখন | তারা সম্মুখীন হলো | জালূত | এবং তার সৈন্যবাহিনীর, | তখন তারা বললো: |
| | وَلَمَّا | بَرَزُوا | لِجَالُوتَ | وَجُنُودِهِ | قَالُوا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| হে আমাদের রব! | আমাদেরকে ধৈর্য দান করো, | এবং আমাদের পা স্থির রাখো | এবং বিজয় দান করো |
| رَبَّنَا | أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا | وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا | وَانْصُرْنَا |

| | | | |
|---|---|---|---|
| কাফের সম্প্রদায়ের উপর। | ২৫১ | অতঃপর তারা তাদেরকে পরাজিত করলো | আল্লাহর হুকুমে |
| عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ | | فَهَزَمُوهُمْ | بِإِذْنِ اللَّهِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলো, | এবং আল্লাহ তাকে দান করলেন | রাজত্ব | ও প্রজ্ঞা |
| وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ | وَآتَاهُ اللَّهُ | الْمُلْكَ | وَالْحِكْمَةَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং তাকে শিক্ষা দিলেন | তাঁর ইচ্ছানুযায়ী, | আর যদি আল্লাহ দমন না করতেন | মানবজাতিকে |
| وَعَلَّمَهُ | مِمَّا يَشَاءُ | وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ | النَّاسَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তাদের একাংশকে | আরেকাংশ দ্বারা | তাহলে যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। | কিন্তু | আল্লাহ |
| بَعْضَهُمْ | بِبَعْضٍ | لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ | وَلَكِنَّ | اللَّهَ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| অনুগ্রহশীল | বিশ্ববাসীর প্রতি। | ২৫২ | এ গুলো | আল্লাহর আয়াত | যা আমি তিলাওয়াত করি |
| ذُو فَضْلٍ | عَلَى الْعَالَمِينَ | | تِلْكَ | آيَاتُ اللَّهِ | نَتْلُوهَا |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তোমার প্রতি | যথার্থভাবে, | আর নিশ্চয় তুমি | রাসূলগণের অন্যতম। | |
| عَلَيْكَ | بِالْحَقِّ | وَإِنَّكَ | لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৫০) জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তালূত মাত্র তিন শতাধিক মুসলিম সৈন্য নিয়ে বের হয়ে পরিস্থিতি কঠিন দেখে আল্লাহর কাছে দোয়া করলো হে আমাদের রব!

DO NOT COPY

আমাদেরকে ধৈর্য দান করো, শত্রুর মোকাবিলায় আমাদেরকে স্থির রাখো এবং কাফের সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করো।

(২৫১) অতঃপর তালুত বাহিনী আল্লাহর রহমতে জালুত বাহিনীর উপর বিজয়ী হয়েছে এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করে ফেলেছে। এর ফলে আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব ও নবুয়াত দান করেছেন এবং তাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা কারো ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে জিহাদের মাধ্যমে এক দলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত করেন, যাতে যমীনে শিরক ও কুফর প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে। এটা যমীন বাসীর প্রতি আল্লাহর দয়া।

(২৫২) অবশেষে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন: এ ঘটনাগুলো আমার নিদর্শন, যা আমি তোমাকে যথার্থভাবে তেলাওয়াত করে শুনাই। নিশ্চয় তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

(আইসার, ১/২৪০, *মোন্তাখাব*, ৫৮-৬০, *আল-মোয়াস্সার*, ৪১-৪৩)।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ﴾ "এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলো" এখানে দাউদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: নবী দাউদ (আ.)। তবে এ যুদ্ধে তিনি তালুতের একজন যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন। এ ঘনটা ছিলো তার নবুয়াত ও রাজত্ব প্রাপ্তির পূর্বে। নবী শামভীল (আ.) এবং বাদশা তালুতের মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে নবুয়াত ও রাজত্ব প্রদান করেছিলেন।

(*তাফসীর আল-মুনীর, আল-জুহাইলী*, ২/৪২৭)।

### আয়াতের শিক্ষা:

১। বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তালুত বাহিনীর সংখ্যা দাড়িয়েছিলো ৩১৪ জন। বাদশা তালুত তাদেরকে নিয়ে জালুতের বিশাল বহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বদর যুদ্ধকে এ যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৩৯৫৮)।

২। জিহাদকে শরিয়তভূক্ত করার মুল উদ্দেশ্য হলো: শিরক মুক্ত সমাজ গড়ার মাধ্যমে যমীনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৩৯,২৪০)।

৩। কোন ধরণের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলে করণীয় বিষয় সম্পর্কে ২৫০ নাম্বার আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। (ক) ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর কাছে ধৈর্যের তাওফীক চাওয়া, (খ) স্ব অবস্থায় স্থির থাকার তাওফীক চাওয়া এবং (গ) আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

### (২৪৩-২৫২) নাম্বার আয়াতে বর্ণিত ইতিহাসের শিক্ষা ও আমল:

(ক) মৃত্যু থেকে পালিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না।

DO NOT COPY

(খ) একটি জাতির পতন হয় দুইটি কারণে: (ক) কাপুরষতা এবং (খ) কৃপণতা।

(গ) সংগঠন বা যুদ্ধ পরিচালনার ব্যয়ভার সকলকে বহণ করতে হবে।

(ঘ) একটি দেশ চলবে আলিম সমাজ ও প্রশাসনের সমন্বয়ে। আলিম বিধান প্রনয়ণ করবে এবং প্রশাসন তা বাস্তবায়ন করবে।

(ঙ) নেতা হওয়ার মানদন্ড হলো দক্ষতা ও শারিরিক স্বক্ষমতা, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য নয়।

(চ) বিশেষ কোন পরীক্ষার মাধ্যমে অনুগত কর্মী বাছাই করা যাবে।

(ছ) সংখ্যা নয়, বরং গুণগত মান বিজয় অর্জনের জন্য শর্ত।

(জ) যুদ্ধের ময়দানে তিনটি করণীয়: (ক) ধৈয, (খ) স্থির থাকা এবং (গ) আল্লাহর দরবারে বিজয়ের প্রার্থণা করা।

DO NOT COPY

DO NOT COPY

# তৃতীয় পারা

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (٢٥٣)﴾ [سورة البقرة: ٢٥٣].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** রাসূলদের পদমর্যাদা এবং তাদের অনুসরণে মানুষের অবস্থা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৫৩ | ঐ | রাসূলগণ, | আমি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি | তাদের কাউকে | কারো উপর; |
| | تِلْكَ | الرُّسُلُ | فَضَّلْنَا | بَعْضَهُمْ | عَلَى بَعْضٍ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তাদের মধ্যে কারো সাথে | আল্লাহ কথা বলেছেন | এবং সমুন্নত করেছেন | তাদের কারো |
| مِنْهُمْ مَنْ | كَلَّمَ اللَّهُ | وَرَفَعَ | بَعْضَهُمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মর্যাদাকে; | আর ঈসা ইবনু মারইয়ামকে প্রদান করেছি | স্পষ্ট প্রমাণ | এবং তাকে শক্তিশালী করেছি |
| دَرَجَاتٍ | وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ | الْبَيِّنَاتِ | وَأَيَّدْنَاهُ |

| | | |
|---|---|---|
| রূহুল কুদুস এর মাধ্যমে; | আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন | তাদের পরবর্তীরা যুদ্ধ করতো না, |
| بِرُوحِ الْقُدُسِ | وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ | مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পর; | কিন্তু | তারা মতোবিরোধ করেছে। | যার ফলে |
| مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ | وَلَكِنِ | اخْتَلَفُوا | فَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তাদের মধ্যে | কেউ ঈমান এনেছে | এবং তাদের মধ্যে | কেউ কুফরী করেছে। | আর যদি |
| مِنْهُمْ | مَنْ آمَنَ | وَمِنْهُمْ | مَنْ كَفَرَ | وَلَوْ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আল্লাহ ইচ্ছা করতেন | তারা যুদ্ধ করতো না; | কিন্তু | আল্লাহ তাই | করেন | যা তিনি চান। |
| شَاءَ اللَّهُ | مَا اقْتَتَلُوا | وَلَكِنَّ | اللَّهَ | يَفْعَلُ | مَا يُرِيدُ |

DO NOT COPY

## আয়াতের ভাবার্থ:

(২৫৩) উল্লেখিত রাসূলদের কতিপয়কে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি। তাদের মধ্য থেকে কারো সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন, যেমন: মূসা (আ.)। আবার তাদের কতকের মর্যাদাকে অন্যদের উপর সমুন্নত করেছেন, যেমন: মোহাম্মদ (সা.), যার মাধ্যমে ইসলামী শরিয়াতের পূর্ণতা দিয়েছেন এবং রিসালাতের ইতি টেনেছেন। তাদের মধ্যে আরেকজন হলো: ঈসা (আ.) যাকে মোজেজা দিয়েছেন, যেমন: মৃত্যুকে জীবিত করা, কুষ্ট রোগীকে নিরাময় করা এবং জিব্রাইল (আ.) এর মাধ্যমে তার হাতকে শক্তিশালী করা। এছাড়াও আরো রাসূলগণ রয়েছেন যাদেরকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যেমন: ইব্রাহীম, দাউদ এবং সোলাইমান (আ.)। এ সকল নবী-রাসূল সত্য দ্বীন এবং হিদায়াত নিয়ে এসেছেন। সুতরাং মানুষ যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মতবিরোধ ছেড়ে তাদের উপর ঈমান আনবে এটাই হলো যৌক্তিক দাবী। কিন্তু তারা তা না করে বরং মতবিরোধে পতিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে কিছু ঈমানদার হয়েছে আবার কিছু বেঈমান হয়েছে, যদিও আল্লাহ চাইলে তারা কোনো ধরণের মতবিরোধে পতিত হতে পাড়তো না। আল্লাহ তাই করেন যা তিনি চান এবং যার অন্তরালে বিশেষ কোনো রহস্য থাকে। (*মোন্তাখাব*, ৬০, *আল-মুয়াস্‌সার*, ৪৩)।

## অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতসমূহে তালূত, জালূত এবং দাউদ সম্পর্কে আলোচনার পর মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রেরিত রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে; কারণ একজন রাসূল ছাড়া এ ঘটনাগুলো জানা অসম্ভব। অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আলোচনা করেছেন যে, সকল রাসূল একই মর্যাদার নয়, বরং তাদেরকে একে অপরের উপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতসমূহের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট।

(*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ইবনু আশুর, ৩/৫)।

## অত্র আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। নবুয়াত প্রাপ্তি, দাওয়াতী দায়িত্ব পালন এবং প্রেরণের উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সকল নবী-রাসূল সমান, তবে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব হয়ে থাকে তাদের অবস্থা, বৈচিত্র্য, মর্যাদা, আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ এবং বিভিন্ন অলৌকিকতার ভিন্নতার বিবেচনায়। যেমন: নবীদের উপর রাসূলদের মর্যাদা, আবার রাসূলদের মধ্য থেকে নুহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা এবং মোহাম্মদ (সা.) এ পাঁচ জনকে 'উলুল আযম' বলা হয়, তাদের মর্যাদা অন্য সকল রাসূলদের উপরে। অনুরূপভাবে এ পাঁচ জন এককে দৃষ্টিতে একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে। যেমন: প্রথম রাসূল হিসেবে নুহ (আ.) এর মর্যাদা অন্য সকলের উপর, আল্লাহর বন্ধু হওয়ার দৃষ্টিতে



DO NOT COPY

ইব্রাহীমের (আ.) শ্রেষ্ঠত্ব অন্যদের উপর। এভাবে মুসা (আ.) যার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন, অন্য কারো সাথে বলেননি, ঈসা (আ.) এর শ্রেষ্ঠত্ব মোযেযার দৃষ্টিকোণ থেকে। আর মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) সাধারণভাবে সকল নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (তাফসীর আল-মুনীর, আল-জুহাইলী, ৩/৯) ।

২। অত্র আয়াতের দ্বিতীয়াংশ দ্বারা বুঝা যায়, হিদায়াত গ্রহণকে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ চাইলে ঈমান গ্রহণ করবে, আর কেউ চাইলে কাফির হবে। কিন্তু আল্লাহ চাইলে সবাইকে ঈমানদার বানাতে পারতেন। আল্লাহ যদি শুধু একটু এদিক সেদিক করতেন তাহলেই দেখা যেত সবাই হেদায়াত গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। যেমন: মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য খাবার খেতে হয় অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয়, এগুলো ছাড়া বেঁচে থাকা কল্পনা করা যায় না। অনুরূপভাবে হেদায়েতকেও যদি আল্লাহ তায়ালা এমন একটি পদার্থ বানাতেন যা ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না, তাহলে দেখা যেত সবাই বাধ্য হয়ে হেদায়াতকে গ্রহণ করতো।

(*তাফসীর আল-মানার*, ৩/৭) ।

DO NOT COPY

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)﴾ [سورة البقرة: ٢٥٤].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** কিয়ামত আসার পূর্বে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের উপর উৎসাহ প্রদানের কারণ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৫৪ | হে ঈমানদারগণ! | ব্যয় করো | আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে, |
| | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | أَنْفِقُوا | مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ |
| এমন দিন আসার পূর্বে | যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকবে না, | থাকবে না কোন বন্ধুত্ব | |
| مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ | لَا بَيْعٌ فِيهِ | وَلَا خُلَّةٌ | |
| এবং না কোনো সুপারিশ, | আর কাফিররাই | যালিম। | |
| وَلَا شَفَاعَةٌ | وَالْكَافِرُونَ هُمُ | الظَّالِمُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

হে ঈমানদারগণ! তোমরা কিয়ামতের দিন আসার পূর্বে আল্লাহ প্রদত্ব সম্পদ থেকে যাকাত এবং সদকা প্রদান করো, যে দিন ক্রয়-বিক্রয় এবং দান-সদকার কোনো সুযোগ থাকবে না, সহযোগিতা করার মতো কোনো বন্ধু পাওয়া যাবে না এবং শাস্তি থেকে বাঁচাতে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ পাওয়া যাবে না। আর মনে রেখো কাফিররা যালিম, কারণ তারা তাদের সম্পদকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করে না। (*আল-মুয়াস্সার*, ১/৪২)।

**অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:**

পূর্বের আয়াতসমূহে 'জিহাদ বিন নাফস' বা জীবন দিয়ে জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, আর অত্র আয়াতে 'জিহাদ বিল মাল' বা সম্পদ দিয়ে জিহাদ এর কথা বলা হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/১১)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে তাঁর পথে ব্যয় করা ওয়াজিব। (*আইসার*, ১/২৪৩)।

২। মানুষ মুক্তির জন্য যে বিষয়গুলোর প্রত্যাশা করে থাকে তা হলো: (ক) সম্পদ দ্বারা বিনিময় প্রদান, (খ) বন্ধুর সহযোগিতা এবং (গ) ক্ষমতাধর কারো সুপারিশ। কিয়ামতের দিন এ তিনটা সুযোগই বন্ধ থাকবে। অত্র আয়াতে কিয়ামতের দিন আসার পূর্বে বিশেষভাবে আল্লাহর পথে দান করতে বলা হয়েছে। এর কারণ হলো: মানব জীবনের বিক্ষিপ্ত দানগুলো কিয়ামতের দিন

DO NOT COPY

উল্লেখিত তিনটি ভূমিকা পালন করে দানকারীকে বিপদ থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হবে। যেমন একটি হাদীসে এসেছে: (كلُّ امرئٍ في ظِلِّ صدقتِه حتَّى يُفصل بينَ النَّاسِ) অর্থাৎ: "মানুষের মাঝে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত মানুষ তার সদাকার ছায়ায় থাকবে" (মুসনাদে *আহমাদ*, ১৭৩৩৩) । অন্য একটি হাদীসে আছে হাশরের ময়দানে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে অপরিচিত কেউ রক্ষা করবে, পরে জানা যাবে ঐ অপরিচিত ব্যক্তিটি হলো তার কোন এক দিনের দান। আরো একটি হাদীসে রয়েছে: ৭জনকে আল্লাহ কিয়ামতে ছাঁয়ায় রাখবেন, তাদের একজন হলো: গোপন দানকারী।

DO NOT COPY

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥)﴾ [سورة البقرة: ٢٥٥].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** আয়াতুল কুরসী।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৫৫ | আল্লাহ, | তিনি ছাড়া কোনো সত্য মা´বুদ নেই, | তিনি চিরঞ্জীব, | চিরস্থায়ী (ধারক)। |
| | اللَّهُ | لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ | الْحَيُّ | الْقَيُّومُ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তাঁকে স্পর্শ করে না | তন্দ্রা | এবং নিদ্রা। | তাঁরই জন্য | যা রয়েছে আকাশে | এবং যা রয়েছে |
| لَا تَأْخُذُهُ | سِنَةٌ | وَلَا نَوْمٌ | لَهُ | مَا فِي السَّمَاوَاتِ | وَمَا |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| পৃথিবীতে। | কে আছে এমন | যে | সুপারিশ করবে | তাঁর কাছে | তাঁর অনুমতি ছাড়া? |
| فِي الْأَرْضِ | مَنْ ذَا | الَّذِي | يَشْفَعُ | عِنْدَهُ | إِلَّا بِإِذْنِهِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তিনি জানেন | যা আছে তাদের সামনে | এবং যা আছে তাদের পেছনে। | তারা আয়ত্ব করতে পারে না |
| يَعْلَمُ | مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ | وَمَا خَلْفَهُمْ | وَلَا يُحِيطُونَ |

| | | |
|---|---|---|
| তাঁর জ্ঞানের সামান্য অংশ, | তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। | তাঁর কুরসী পরিব্যাপ্ত করে আছে |
| بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ | إِلَّا بِمَا شَاءَ | وَسِعَ كُرْسِيُّهُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আকাশমন্ডলী | ও পৃথিবী | এবং এগুলোর সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। | তিনি | সুউচ্চ,মহান। |
| السَّمَاوَاتِ | وَالْأَرْضَ | وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا | وَهُوَ | الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ |

DO NOT COPY

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৫৫) আল্লাহ তায়ালা হলেন সত্য মা´বুদ এবং তিনি ছাড়া কোনো সত্য মা´বুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী ধারক, মৃত্যু কখনও যাকে গ্রাস করেনি এবং ভবিষ্যাতেও কখনও করবে না। তাঁকে কখনও ঘুম স্পর্শ করে না, এমনকি তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো সুপারিশ করতে পারবে না। সারা বিশ্বের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যাতের সকল বিষয়ে অবগত থাকার কারণে মানুষের সম্মুখ এবং পশ্চাতে যা কিছু ঘটে সবই তিনি জানেন। সৃষ্টিজগতকে তিনি যতটুকু জানিয়েছেন তার বাইরে তাঁর জ্ঞানের বিশালতার সামান্য অংশ কেউ আয়াত্ব করতে পারেনা। তাঁর কুরসী আকাশ-যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এগুলো প্রতিপালন ও সংরক্ষণে তাঁর সামান্যতম বেগ পোহাতে হয় না; কারণ তিনি সৃষ্টিজগতের সবার

উপরে, যার উপরে কেউ নেই এবং ক্ষমতায় এতই বিশাল যে তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। (*আইসার*, ১/২৪৫, *আল-মোন্তাখাব*, ৬১, *আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৪২)।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿كُرْسِيُّهُ﴾ 'তাঁর কুরসী বা চেয়ার' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো: আল্লাহর পা রাখার স্থান, তবে এর ধরণ সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, আল-কাওয়ারী, ২/২৫৫)। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) এ আয়াতাংশের তাফসীরে বলেন: "কুরসী হলো আল্লাহর পা রাখার জায়গা" (*আল-মু'জাম আল-কাবীর*, আত-তাবরানী, ১২৪০৪)। হাদীসটি মারফু হুকমী, এর মান: সহীহ। আয়াতটি মুতাশাবিহাত এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কোন ধরণের ব্যখ্যা, অথবা বিকৃতিকরণ, অথবা সাদৃশ্য স্থাপন, অথবা বিলুপ্তিকরণ ছাড়াই যেভাবে আছে সেভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া বিদআত। যেমন: ইমাম মালেক (র.) এর প্রশিদ্ধ একটি কথা রয়েছে: "বিষয়টি জানা, পদ্ধতি অজানা, বিশ্বাস করা ওয়াজিব এবং পদ্ধতি জানতে প্রশ্ন করা বিদআত"।

### অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

২৫৪ নাম্বার আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা তুলে ধরার পর অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের আসল পরিচয় তুলে ধরে জানিয়ে দিলেন তাঁর সম্পর্কে যারা স্বচ্ছ আকিদা পোষণ করে এবং কেবল তাঁরই এবাদত করে তারাই কিয়ামতের এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট। (*আইসার*, ১/২৪৪)।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আয়াতুল কুরসী কোরআন কারীমের সবচেয়ে মহৎ আয়াত, যাতে আল্লাহ তায়ালার নাম প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ১৮ বার এসেছে। এতে পঞ্চাশটি শব্দ রয়েছে, প্রতিটি শব্দই আল্লাহ তায়ালার একাত্ববাদ বা তিন প্রকার তাওহীদের কথা বলেছে। এখানে তাঁর স্বত্বাবাচক নাম উল্লেখের পর আটটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাঁর পরিপূর্ণতা এবং মহান ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। (*আইসার*, ১/২৪৫)।

২। আয়াতুল কুরসী রাতে পাঠ করে ঘুমালে শয়তান থেকে রক্ষা করতে একজন ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার গার্ডে থাকে এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে পাঠ করলে মৃত্যু হওয়া মাত্রই সে জান্নাতে চলে যাবে। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৩২৭৫, *সুনানুল কুবরা*, নাসায়ী, ৯৮৪৮)।

৩। কিয়ামতের দিন শাফায়াত সম্পর্কে দুইটি মাসআলা:

DO NOT COPY

**প্রশ্ন:** কিয়ামতের দিন কারা অন্যের জন্য শাফায়াত বা সুপারিশ করতে পারবে?

**উত্তর:** মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.), অন্যান্য নবী-রাসূলগণ, আল্লাহর পথে শহীদগণ, নেককার ও ঈমানদার বান্দাগণ এবং কোরআন নির্দিষ্ট সংখ্যক তাদের আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। (সহীহ আল-বুখারী, ৯৯/ সহীহ মুসলিম, ১৮৩/ মুসনাদে আহমাদ, ১৫ ও ১১০৮১, হাসান/ সহীহ ইবনু হিব্বান, ১১৬, সহীহ)।

**প্রশ্ন:** শাফায়াতের জন্য কি কোন শর্ত আছে?

**উত্তর:** হ্যা, তিনটি শর্ত আছে: (ক) আল্লাহর অনুমতি থাকতে হবে, (খ) শাফায়াতকারীর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকতে হবে (*ইতহাফুস সায়িল*, সালিহ আলে সাউদ, ২০৬) এবং (গ) যার জন্য শাফায়াত করবে তাকে ঈমানদার হতে হবে। (*সহীহ মুসলিম*, ১৮৩)।

DO NOT COPY

﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)﴾ [سورة البقرة: ٢٥٦].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৫৬ | কোনো বাড়াবাড়ি নেই | দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে; | নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে | হিদায়াত |
| | لا إِكْرَاهَ | فِي الدِّينِ | قَدْ تَبَيَّنَ | الرُّشْدُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভ্রষ্টতা থেকে; | অতএব, যে | তাগুতের প্রতি কুফরী করে | এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, |
| مِنَ الْغَيِّ | فَمَنْ | يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ | وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| অবশ্যই সে আঁকড়ে ধরে | মজবুত রশি, | যা ছিড়বার নয়; | আর আল্লাহ | সর্বশ্রোতা | মহাজ্ঞানী। |
| فَقَدِ اسْتَمْسَكَ | بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى | لا انْفِصَامَ لَهَا | وَاللَّهُ | سَمِيعٌ | عَلِيمٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

**(২৫৬)** ইসলামের জনশক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে কর প্রদানকারী বিধর্মীদেরকে ধর্মে প্রবেশ করাতে জোর-জবরদস্তি করার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনটি হক্ব কোনটি বাতিল এবং কোনটি হিদায়াত কোনটি গোমরাহি তা এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতের প্রতি কুফরী করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন এক পথকে ধারণ করলো যা তাকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কথা শুনেন এবং তাদের অন্তর্নিহিত সকল ইচ্ছা ও কর্ম সম্পর্কে জানেন। (*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, ১/৪২)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ ‘তাগুতের প্রতি কুফরী করে’ এখানে ‘তাগুত’ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন: “তাগুত হলো প্রত্যেক ঐ বস্তু যার কারণে বান্দা আল্লাহর ইবাদাত এবং অনুসরণের ক্ষেত্রে সীমাকে অতিক্রম করে ফেলে” (মাজমূ আল-ফাতাওয়া, ইবনু ওসাইমিন, ২/১৯৮)। এ সংজ্ঞার আলোকে কয়েক প্রকার ‘তাগুত’ এর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো: (ক) শয়তান, (খ) এমন ব্যক্তি, যাকে সম্মান দেখাতে গিয়ে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রদান করা হয় আর সে বাধা না দিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করে, (গ) এমন ব্যক্তি, যে চায় মানুষ তার ইবাদাত করুক, ফলে কিছু মানুষ তার ইবাদাত করে, (ঘ) এমন ব্যক্তি, যে অদৃশ্যের সংবাদ দেয় আর সাধারণ মানুষ তা মেনে নেয় এবং (ঙ) পেশাদার বিচারক, যারা

DO NOT COPY

আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধানের আলোকে রায় প্রদান করে। (*শারহে উসূলুস সালাসা*, খালিদ আব্দুল্লাহ, ৯/৯-১৩) ।

### অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরার পর অত্র আয়াতে তাঁর প্রতি ঈমান আনার পদ্ধতি এবং উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

### ২৫৬ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: সালিম উবনু আউফ গোত্রের হুসাইন নামে এক আনসারী সাহাবীর দুইটি খৃষ্টান সন্তান ছিলো, তারা খৃষ্ট ধর্ম ছাড়া বাকী সকল ধর্মকে অস্বীকার করতো, অথচ পিতা হলো একজন মুসলিম এবং আনাসারী সাহাবী। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন সে কি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারবেন? তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন যে, ধর্ম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

(*লুবাব আল-নুকুল*, আল-সুয়ূতী, ৫৬) ।

### অত্র আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। যে সকল অমুসলিম কর প্রদান করে তাদের ক্ষেত্রে এ আয়াত প্রযোজ্য। (কুরতুবী, ৩/২৮০)।

২। কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। কারণ, ঈমান দলীল এবং তৃপ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একজন বুঝে-শুনে ঈমান আনবে, এটা জোর করার বিষয় নয়। “তুমি মানুষকে ঈমানদার বানানোর জন্য জোর করতে পারো না” (সুরা ইউনুস, ৯৯) । হক্ব এবং বতিল দুইটাই স্পষ্ট, যে ইচ্ছা হক্ব গ্রহণ করবে এবং যে ইচ্ছা বাতিল গ্রহণ করবে, এটা একান্তই তাদের ইচ্ছা। তবে মুসলিম দেশে অমুসলিমরা জিজিয়া বা কর প্রদান করার মাধ্যমে নাগরিকত্বের অধিকার ভোগ করবে। যারা মনে করে ইসলাম তলোয়ার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ আয়াত তাদের এ ভ্রান্ত উক্তিকে খন্ডন করেছে। মুসলমানরা যতটা যুদ্ধে জড়িয়েছে, কোনো একটাতেও কেউ দেখাতে পারবে না তারা প্রথমে আক্রমন করেছে। সবগুলো যুদ্ধেই তারা কাফের-মুশরিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদেরকে প্রতিহত করেছে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ৩/২১) ।

৩। অত্র আয়াতে ‘ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: কেউ ঈমান বা ইসলাম গ্রহণ করতে না চাইলে তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে জোর-জবরদস্তি করা যায় না। কেউ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের বিধি-বিধান না মানতে চাইলে, তাকে ইসলামী বিধান মানতে বাধ্য করা হলে, তা ‘ধর্ম গ্রহণে বাড়াবাড়ি’ হিসেবে গন্য হবে না।

DO NOT COPY

যেমন: কেউ স্বেচ্ছায় মুসলিম হয়ে সালাত, সাওম, হাজ্জ এবং যাকাত পালন অস্বীকার করলে, তাকে এ কাজে বাধ্য করা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নয়। অথবা, মদ পান, জিনা, চুরি-ডাকাতী ইত্যাদি হারাম কাজে লিপ্ত হলে, তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নয়। (*তাফসীর আল-শারাভী*, ৭০৮-৭০৯) । বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে, আমাদের সমাজে বিভিন্ন সংগঠন দেখি, এ সংগঠনগুলো কাউকে তার কর্মী হতে বাধ্য করলে এটাকে সংগঠন গ্রহণে জোর-জবরদস্তি বলে থাকি। আর কেউ স্বেচ্ছায় বুঝে শুনে সংগঠনের কর্মী হওয়ার পর উক্ত সংগঠনের নিয়ম-নীতি মানতে না চাইলে, তাকে যদি নিয়ম-নীতি মানতে বাধ্য করা হয়, তখন এটাকে সংগঠন নিয়ে বাড়াবাড়ি বলি না। ইসলামের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

৪। সকল তাগুতকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করার মাধ্যমে অন্তরকে খালি করে সেখানে আল্লাহর প্রতি ঈমানকে সেটআপ দেওয়ার নাম ঈমান। যাকে আরবীতে বলা হয়: "التخلية قبل التحلية" অর্থাৎ: ‘গড়ার পূর্বে ভাঙ্গা’। আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাগুতকে ছাড়তে না পারলে অত্র আয়াতের আলোকে তাকে ঈমানদার বলা যায় না। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥٧)﴾ [سورة البقرة: ٢٥٧].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** ঈমানদারের অভিভাবক এবং কাফেরের অভিভাবক।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৫৭ | আল্লাহ | তাদের অভিভাবক যারা | ঈমান আনে। | তিনি তাদেরকে বের করে আনেন |
| | اللَّهُ | وَلِيُّ الَّذِينَ | آمَنُوا | يُخْرِجُهُمْ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অন্ধকার থেকে | আলোর দিকে। | আর যারা কাফির | তাদের অভিভাবক হলো: | তাগূত। |
| مِنَ الظُّلُمَاتِ | إِلَى النُّورِ | وَالَّذِينَ كَفَرُوا | أَوْلِيَاؤُهُمُ | الطَّاغُوتُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তারা তাদেরকে বের করে আনে | আলো থেকে | অন্ধকারের দিকে। | তারাই হলো |
| يُخْرِجُونَهُمْ | مِنَ النُّورِ | إِلَى الظُّلُمَاتِ | أُولَئِكَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| জাহান্নামের অধিবাসী, | তারা | সেখানে থাকবে | চিরকাল। | |
| أَصْحَابُ النَّارِ | هُمْ | فِيهَا | خَالِدُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৫৭) আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারগণের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে সাহায্য, ভালো কাজের তাওফীক প্রদান এবং বিপদ থেকে হেফাজত করার মাধ্যমে কুফরী ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে ঈমান এবং জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। অপরদিকে কাফিরদের অভিভাবক হলো তাগূত, যারা তাদের সামনে কুফরী, বেহায়াপনা এবং আল্লাহর অবাধ্যতাকে সাজিয়ে উপস্থাপন করার মাধ্যমে তাদেরকে ঈমানের আলো থেকে কুফরীর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, ১/৪৩)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

অত্র আয়াতে ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ 'অন্ধকার' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: কুফর এবং মূর্খতার অন্ধকার। এবং ﴿النُّورِ﴾ 'আলো' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ঈমান এবং জ্ঞানের আলো। (*আইসার*, ২৪৬)।

DO NOT COPY

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

উবাদাহ ইবনু আবি লুবাবাহ (রা.) বলেন: একটি সম্প্রদায় যারা ঈসা (আ.) এর প্রতি ঈমান এনেছিলো। অতঃপর মোহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব হলে তার উপরও ঈমান এনেছিলো। তাদের সম্পর্কে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। (*লুবাব আল-নুকুল*, ৫৬) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

ঈমানদারদের অভিভাবক আল্লাহ এবং কাফিরদের অভিভাবক শয়তান। আল্লাহ ঈমানদারদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর শয়তান কাফেরদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিয়ে যাবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨)﴾ [سورة البقرة: ٢٥٨].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** দ্বীনের দায়ীরা ধর্মদ্রোহীদের সাথে কৌশলে বিতর্ক করবে।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | |
|---|---|---|
| ২৫৮ | তুমি কি ভেবে দেখোনি | (ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে) যে ইব্রাহীমের সাথে তর্ক করেছিলো |
| | أَلَمْ تَرَ إِلَى | الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তার রবের ব্যাপারে? | এ মর্মে যে আল্লাহই তাকে রাজত্ব দিয়েছেন। | যখন | ইব্রাহীম বললো: |
| فِي رَبِّهِ | أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ | إِذْ | قَالَ إِبْرَاهِيمُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আমার রব এমন | যিনি জীবন দান করেন | ও মৃত্যু ঘটান। | সে বললো: | আমিও জীবন দান করি |
| رَبِّيَ | الَّذِي يُحْيِي | وَيُمِيتُ | قَالَ | أَنَا أُحْيِي |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| এবং মৃত্যু ঘটাই। | ইব্রাহীম বললো: | নিশ্চয় আল্লাহ | সূর্যকে উদিত করেন | পূর্ব দিক থেকে |
| وَأُمِيتُ | قَالَ إِبْرَاهِيمُ | فَإِنَّ اللَّهَ | يَأْتِي بِالشَّمْسِ | مِنَ الْمَشْرِقِ |

| | | |
|---|---|---|
| তুমি তা উদিত করে দেখাও | পশ্চিম দিক থেকে। | ফলে কাফের ব্যক্তি হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। |
| فَأْتِ بِهَا | مِنَ الْمَغْرِبِ | فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আর আল্লাহ | হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেন না | যালেম সম্প্রদায়কে। | |
| وَاللَّهُ | لَا يَهْدِي | الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৫৮) হে নবী! তুমি কি ঐ ব্যক্তির মত অবাক করার আর কাউকে দেখেছো? যেই আল্লাহ তাকে রাজ্যের সিংহাসনে বসালেন, সে তাঁর একাত্ববাদ এবং প্রভুত্ব নিয়ে ইব্রাহীমের সাথে তর্কে জড়িয়েছিলো। তর্কের এক পর্যায়ে সে ইব্রাহীমকে জিজ্ঞাসা করলো তোমার রব কে? ইব্রাহীম উত্তরে বললো: আমার রব হলেন তিনি, যিনি সৃষ্টিজগতকে জীবন দান করেন এবং যাকে যখন চান মৃত্যুর সাধ নিতে বাধ্য করেন। এ কাজ কেবল আমার রবই পারেন, অন্য কেউ পারে না। তখন সে বললো: আমিও জীবন-মরন দিতে পারি। কাউকে হত্যা করতে চাইলে,

DO NOT COPY

হত্যা করতে পারি এবং কাউকে জীবিত রাখতে চাইলে, হত্যা না করে জীবিত রাখতে পারি। তখন ইব্রাহীম বললো: ও সেই কথা! আমি যেই আল্লাহর ইবাদাত করি তিনি সূর্যকে পূর্বাকাশে উদিত করেন, তুমি পারলে সূর্যকে পশ্চিমাকাশে উদিত করে দেখাও। তখন সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো, আর কোনো যুক্তি দিতে পারলো না। মূলত সে একজন যালেম, আর আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে কখনও হেদায়েত দেন না। (*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্‌সার*, ৪৩) ।

### অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক তিনি তাদেরকে আলোর পথ দেখান, অপরদিকে কাফিরদের অভিভাবক হলো তাগূত সে তাদেরকে অন্ধকারের পথ দেখায়। অত্র আয়াতে একটি উদাহরণ পেশ করার মাধ্যমে উল্লেখিত বিষয়কে এভাবে প্রমানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ইব্রহীম (আ.) কে জ্ঞানের আলো দিয়েছেন যার মাধ্যমে সে যৌক্তিক এবং শক্তিশালী দলীল পেশ করে নমরুদকে বিশ্ববাসীর কাছে বোকা বানিয়ে দিয়েছেন। আর নমরুদের অভিভাবক শয়তান হওয়ার কারণে সে মুর্খতা এবং সন্দেহের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে ইব্রাহিম (আ.) এর প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে।

(*তাফসীর আল-বাহরুল মুহীত*, আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী, ২/২৮৬) ।

### আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা:

মূর্তি ভাঙ্গার অপরাধে হযরত ইব্রাহীমকে (আ.) আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। নমরুদ যখন দেখলো আগুন তাকে পোড়াতে পারছে না, তখন তাকে আগুন থেকে বের করে এনে বলা হলো: এখন বলো: তুমি কার ইবাদত করো? তিনি উত্তরে বললেন: আমি এমন রবের ইবাদত করি যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। নমরুদ বললো: আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। সে দুইজন ফাঁসির আসামীকে ডেকে এনে একজনকে ফাঁসি দিলো এবং অন্যজনকে মাফ করে দিয়ে বললো: দেখো ইব্রাহীম, আমি জীবন এবং মৃত্যুর মালিক। এবার ইব্রাহীম (আ.) বললেন: আমার রব এমন রব, যিনি সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি যদি সত্যই রব হবে তাহলে ঐ সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করে দেখাও। তখন সে হতবুদ্ধি হয়ে যুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলো, যা বিশ্ববাসীর কাছে ইতিহাস হয়ে আছে।

(*কাসাসুল আম্বিয়া*, ইবনু কাসীর, ১/১৮৭-১৮৮) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: অত্র আয়াতে বাদশা নমরুদকে বুঝানো হয়েছে, যে ইব্রাহীম (আ.) কে আগুনে পোড়ানোর চেষ্ট করেছিলো এবং যাকে ছোট মশা দিয়ে কতল করা হয়েছিলো। সে তৎকালীন বাবেলের বাদশা ছিলো, (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/২৭-২৮)। তার



DO NOT COPY

পূর্ণ নাম হলো: নমরুদ ইবনু কুশ ইবনু কিনআন ইবনু শাম ইবনু নুহ, (*তাফসীর ইবনু কাসীর*, ১/৩১৩)। তার নাম উল্লেখ না করে তাকে মানুষের কাছে তুচ্ছ করে উপস্থাপন করা হয়েছে; কারণ সে তার মনুষ্যত্বকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিয়ে মানুষের তালিকা থেকে নিজের নামকে মুছে ফেলেছে। (*আল-তাফসীর আল-কুরআনী*, আল-খতীব, ২/৩২২)।

২। ইমাম জাজ্বায়িরী (র.) অত্র আয়াতের চারটি শিক্ষা বর্ণনা করেছেন:

(ক) ক্ষমতাধর ব্যক্তি ঈমানদার না হলে সে অহংকারী ও অত্যাচারী হয়ে উঠে।

(খ) অত্যাচারী শাসক সর্বদা আল্লাহর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়।

(গ) তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য যৌক্তিক তর্ক জায়েজ আছে।

(ঘ) আল্লাহ সর্বদা ঈমানদারদের পাশে অভিভাবক হিসেবে থাকেন।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, আল-জাজ্বায়িরী, ১/২৪৯)।

DO NOT COPY

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ
عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا
لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩)﴾ [سورة البقرة: ٢٥٩].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** মৃত্যুর একশত বছর পর পুনর্জীবিত করার ঘটনা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৫৯ | অথবা (সেই ব্যক্তির কথা ভেবে দেখোনি?) | যে | গমণ করেছিলো | এমন গ্রাম দিয়ে, |
| | أَوْ | كَالَّذِي | مَرَّ | عَلَى قَرْيَةٍ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| এমতাবস্থায় যে তা | ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিলো? | সে বললো: | কিভাবে | আল্লাহ একে জীবিত করবেন |
| وَهِيَ | خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا | قَالَ | أَنَّى | يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তার মৃত্যুর পর? | তখন আল্লাহ তাকে মৃত রাখলেন | একশত বছর, | অতঃপর | তাকে পুনর্জীবিত করলেন, |
| بَعْدَ مَوْتِهَا | فَأَمَاتَهُ اللَّهُ | مِائَةَ عَامٍ | ثُمَّ | بَعَثَهُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তিনি (আল্লাহ) বললেন: | তুমি কতক্ষণ (মৃত্যু অবস্থায়) ছিলে? | সে বললো: | আমি ছিলাম |
| قَالَ | كَمْ لَبِثْتَ | قَالَ | لَبِثْتُ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| এক দিন | অথবা | এক দিনের কিছু অংশ। | তিনি বললেন: | বরং | তুমি অবস্থান করেছিলে |
| يَوْمًا | أَوْ | بَعْضَ يَوْمٍ | قَالَ | بَلْ | لَبِثْتَ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| একশত বছর। | সুতরাং তুমি তাকাও | তোমার খাবার | এবং পানীয়ের দিকে | যা নষ্ট হয়নি |
| مِائَةَ عَامٍ | فَانْظُرْ | إِلَى طَعَامِكَ | وَشَرَابِكَ | لَمْ يَتَسَنَّهْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং তুমি তাকাও | তোমার গাধাটির দিকে; | যাতে আমি তোমাকে বানাতে পারি | নিদর্শন |
| وَانْظُرْ | إِلَى حِمَارِكَ | وَلِنَجْعَلَكَ | آيَةً |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সমগ্র মানবজাতির জন্য | এবং তুমি তাকাও | হাড়গুলোর দিকে | কিভাবে | তা সংযুক্ত করি |
| لِلنَّاسِ | وَانْظُرْ | إِلَى الْعِظَامِ | كَيْفَ | نُنْشِزُهَا |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অতঃপর | তাকে আবৃত করি | গোস্ত দ্বারা। | অতঃপর (বিষয়টি) যখন | তার কাছে স্পষ্ট হলো, |
| ثُمَّ | نَكْسُوهَا | لَحْمًا | فَلَمَّا | تَبَيَّنَ لَهُ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তখন সে বলে উঠলো: | আমি জানি, | নিশ্চয় | আল্লাহ | সব কিছুর উপর | ক্ষমতাবান। |
| قَالَ | أَعْلَمُ | أَنَّ | اللَّهَ | عَلَى كُلِّ شَيْءٍ | قَدِيرٌ |

DO NOT COPY

### আয়াতের ভাবার্থ:

(২৫৯) ইব্রাহীম (আ.) এবং নমরুদের ঘটনা বর্ণনা করার পর এবার আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করে শুনাচ্ছেন। হে আল্লাহর নবী! আপনি কি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে ভেবে দেখেননি, যে একটি জনপদের ধ্বংসযজ্ঞের উপর দিয়ে গমন করার সময় বলতেছিলো: আল্লাহ তায়ালা কিভাবে এ এলাকাকে আবাদ করার মাধ্যমে পুনরায় জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাঁর কুদরাত দেখানোর জন্য তাকে মৃত্যু দিয়ে সে অবস্থায় একশত বছর রেখে পুনরায় জীবিত করে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কতক্ষণ মৃত্যু অবস্থায় ছিলে? সে উত্তরে বললো: আমি এক দিন বা দিনের একাংশ সাধারন অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমিয়েছি মাত্র। আল্লাহ বললেন: না, বরং তুমি একশত বছর মৃত ছিলে। তাহলে তাকিয়ে দেখো তোমার খাবার এবং পানীয়ের দিকে, তা একশত বছরেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। তোমার ব্যবহারকৃত গাধার দিকে তাকিয়ে দেখো তার হাড়গুলো কিভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পরে আছে। আমি এ ঘটনাকে বিশ্ববাসীর জন্য এক অনান্য দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে দিতে চাই। সুতরাং এবার খেয়াল করে তাকিয়ে দেখো গাধার হাড়গুলো কিভাবে ওঠে এসে একে অপরের সাথে জোড়া লেগে তার উপর গোস্ত আচ্ছাদিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ গাধা হয়ে যায়। সুতরাং যখন সে বিষয়টি বুঝতে পারলো, তখন বললো: আমি বুঝতে পেরেছি আল্লাহ সব কিছুর উপর মহা ক্ষমতাবান।

(*তাফসীর আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৪৩) ।

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿كَالَّذِي﴾ ‘যে ব্যক্তি’ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে অনেক মত থাকলেও ইমাম ওহাবা আল-জুহাইলী (র.) গ্রহণযোগ্য মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন ‘ওজাইর ইবনু শারখিয়া’ এর নাম।

﴿قَرْيَةٍ﴾ ‘গ্রাম’ বলতে কেউ কেউ ‘বায়তুল মাকদাস’কে বুঝিয়েছেন।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/৩৩) ।

### অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতে আল্লাহর অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পুনর্জীবিত করতে সক্ষম তা প্রমান করা হয়েছে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/৩৩) ।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। সত্য অনুসন্ধানের লক্ষ্যে অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন বিষয় প্রশ্ন তোলা যাবে।

২। মৃত্যুর পর সৃষ্টির সবাইকে পুনর্জীবিত করে তাদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ বিষয়।

DO NOT COPY

৩। কোনো মুমিন বান্দার অন্তরে অজ্ঞতার অন্ধকার থাকলে আল্লাহ অভিভাবক হিসেবে জ্ঞানের আলো দিয়ে তা দুর করে দেন। যেমন: অত্র আয়াতে 'ওজাইর' এর ক্ষেত্রে হয়েছে।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৫১) ।

৪। ইসলামী মানহাজ হলো: আল্লাহর পথের দায়ী, ক্ষমতা দিয়ে নয় বরং বিশুদ্ধ এবং বাস্তবভিত্তিক ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহর কুদরাতের ওয়াজ করবেন।

DO NOT COPY

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠)﴾ [سورة البقرة: ٢٦٠].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** জীবন প্রদান প্রক্রিয়া জানতে ইব্রাহীম (আ.) এর কৌতূহল।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৬০ | আরো (স্মরণ করো) যখন | ইব্রাহীম বলেছিলো: | হে আমার রব! | আমাকে দেখান | |
| | وَإِذْ | قَالَ إِبْرَاهِيمُ | رَبِّ | أَرِنِي | |
| কিভাবে | আপনি মাইয়্যেতকে জীবিত করেন? | তিনি বললেন: | তুমি কি বিশ্বাস করোনি? | | |
| كَيْفَ | تُحْيِي الْمَوْتَى | قَالَ | أَوَلَمْ تُؤْمِنْ | | |
| সে বললো: | হ্যা, অবশ্যই (বিশ্বাস করি), | কিন্তু | প্রশান্ত করার জন্য | আমার ক্বলবকে; | |
| قَالَ | بَلَى | وَلَكِنْ | لِيَطْمَئِنَّ | قَلْبِي | |
| তিনি বললেন: | তাহলে তুমি ধরো | চারটি পাখী | এবং সেগুলো তোমার পোষ মানাও? | | |
| قَالَ | فَخُذْ | أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ | فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ | | |
| অতঃপর | রেখে আসো | প্রতিটি পাহাড়ে | সেগুলোর টুকরো। | অতঃপর | সেগুলো ডাকো, |
| ثُمَّ | اجْعَلْ | عَلَى كُلِّ جَبَلٍ | مِنْهُنَّ جُزْءًا | ثُمَّ | ادْعُهُنَّ |
| তোমার কাছে আসবে | দ্রুত গতিতে। | জেনে রাখো | নিশ্চয় আল্লাহ | পরাক্রমশালী, | প্রজ্ঞাময়। |
| يَأْتِينَكَ | سَعْيًا | وَاعْلَمْ | أَنَّ اللَّهَ | عَزِيزٌ | حَكِيمٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৬০) আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের অভিভাবক হিসেবে তাদেরকে আলোর পথ দেখান, তার তৃতীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে আরেকটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহকে বললেন: হে আমার রব! আপনি কিভাবে সৃষ্টি করেন আমাকে একটু দেখাবেন? তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন: তুমি কি এটাকে বিশ্বাস করো না? ইব্রাহীম (আ.) বললেন: হ্যা, আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি। কিন্তু আমার ঈমানী প্রশান্তির জন্য বলেছি মাত্র।

DO NOT COPY

এবার আল্লাহ তায়ালা বললেন: তাহলে তুমি চার প্রকারের পাখী ধরে এনে পোষ মানিয়ে তোমার কাছে রাখো। অতঃপর সেগুলো জবাই করে টুকরোটুকরো করে প্রতিটি পাহাড়ে একটি করে টুকরো রেখে আসো। অতঃপর তুমি তাদের নাম ধরে ডাকো, দেখবে দ্রুত গতিতে তোমার কাছে উড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়। (আইসার, ১/২৫২, *আল-মোন্তাখাব*, ৬২) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ﴾ 'চারটি পাখী' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ তায়ালা এখানে পাখীর নাম নির্দিষ্ট করেননি। তবে ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: চারটি পাখী হলো: ময়ূর, ঈগল, কাক এবং মোরগ। ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন: ময়ূর, ঈগল, কবুতর এবং মোরগ।

(*আল-বাহ্‌র আল-মুহীত*, ২/৩১০) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর পরে সকলকে খুব সহজে পুনর্জীবিত করতে পারবেন তার আরেকটি প্রমাণ হলো এ ঘটনা। ইব্রাহীম (আ.) এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেননি, বরং তিনি 'ইলমুল ইয়াকিন' বা শুনে বিশ্বাস করার পর আত্মার প্রশান্তির জন্য 'আইনুল ইয়াকিন' বা দেখে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন।

২। যারা মনে করে, সৃষ্টি জগতের অগণিত প্রজাতির অসংখ্য প্রানী মরে যাওয়ার পর পচেগলে মাটির সাথে মিশে যাবে, এ অবস্থায় বিচারকার্যের জন্য পুনরায় জীবিত করা অসম্ভব। তাদের এ ধারণার প্রাকটিক্যাল উত্তর রয়েছে অত্র আয়াত, ২৫৮ এবং ২৫৯ নাম্বার আয়াতে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, আল-জুহাইলী, ৩/৩৮-৩৯) ।

৩। অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আ.)কে তাঁর আয়াত বা নিদর্শন দেখানোর মাধ্যমে তার আত্মাকে প্রশান্ত করেছেন।

৪। আল্লাহর নিদর্শন দুই প্রকার: (ক) কোরআনের আয়াত এবং (খ) সৃষ্টি জগত। মানুষ যখন এ দুই প্রকার নিদর্শনের দিকে গবেষণার নজরে তাকাবে, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

(*আইসার*, আল-জাজায়িরী, ১/২৫৩) ।

৫। আল্লাহর পথের দায়ী সর্বদা ধর্মদ্রোহীর সাথে কৌশলে তর্ক করবে এবং কথাবার্তায় আবেগী না হয়ে বাস্তবভিত্তিক চিন্তার আলোকে কথা বলবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣)﴾ [سورة البقرة: ٢٦١-٢٦٣].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** আল্লাহর পথে দানের সওয়াব এবং তার আদব

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৬১ | (তাদের) উপমা | যারা তাদের মাল ব্যয় করে | আল্লাহর পথে, | একটি বীজের মতো, | |
| | مَثَلُ | الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ | فِي سَبِيلِ اللَّهِ | كَمَثَلِ حَبَّةٍ | |
| যা উৎপন্ন করলো | সাতটি শীষ, | প্রতিটা শীষে রয়েছে | একশত শস্য-দানা, | আর আল্লাহ | |
| أَنْبَتَتْ | سَبْعَ سَنَابِلَ | فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ | مِائَةُ حَبَّةٍ | وَاللَّهُ | |
| (তার জন্য) বহুগুণে বাড়িয়ে দেন | যার জন্য তিনি চান, | আর আল্লাহ | প্রাচুর্যময় | সর্বজ্ঞ। | |
| يُضَاعِفُ | لِمَنْ يَشَاءُ | وَاللَّهُ | وَاسِعٌ | عَلِيمٌ | |
| ২৬২ | যারা | তাদের সম্পদ ব্যয় করে | আল্লাহর পথে, | অতঃপর যা ব্যয় করে তার পিছনে | |
| | الَّذِينَ | يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ | فِي سَبِيلِ اللَّهِ | ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا | |
| খোঁটা দেয় না | এবং কোনো কষ্টও দেয় না, | তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে | তাদের রবের কাছে, | | |
| مَنًّا | وَلَا أَذًى | لَهُمْ أَجْرُهُمْ | عِنْدَ رَبِّهِمْ | | |
| আর তাদের কোনো ভয় নেই | এবং তারা চিন্তিত হবে না। | ২৬৩ | সুন্দর কথা | এবং ক্ষমা করা | |
| وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ | وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ | | قَوْلٌ مَعْرُوفٌ | وَمَغْفِرَةٌ | |
| উত্তম | ঐ দানের চেয়ে | যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়, | আর আল্লাহ | অভাবমুক্ত | সহনশীল। |
| خَيْرٌ | مِنْ صَدَقَةٍ | يَتْبَعُهَا أَذًى | وَاللَّهُ | غَنِيٌّ | حَلِيمٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৬১) যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হলো একটি শস্য-বীজের মতো, যা উৎপাদন করে সাতটি শীষ এবং প্রতিটা শীষে রয়েছে একশত শস্য-দানা। বরং আল্লাহর

DO NOT COPY

দেওয়া সওয়াব এর চেয়ে আরো বেশী এবং তিনি যাকে ইচ্ছা বহুগুনে বাড়িয়ে দেন। তিনি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

(২৬২) দানকারী দানের পরে খোঁটা না দিলে এবং যাকে দান করেছে তাকে কোনো ধরণের কষ্ট না দিলে আল্লাহর কাছে তার জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে, তার জন্য দুনিয়াতে কোনো ভয় নেই এবং আখিরাতে সে চিন্তিত হবে না।

(২৬৩) যে দানের পরে খোঁটা দিয়ে কষ্ট দেওয়া হয় তার চেয়ে ভালো আচরণ করা অধিকরতর উত্তম। ঐ ধরণের দান থেকে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং তিনি শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেন না।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৬৩, *আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৪৪) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ 'সুন্দর কথা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়ার পর তাকে শান্তনামূলক বানী শুনানো। অথবা, ভিক্ষা দিতে না পারলে, তার সাথে কর্কশ ভাষায় কথা না বলে, ভিক্ষা না দিতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশমূলক কথা বলা। যেমন: আল্লাহ রিযিকের মালিক, তিনি আমাদের সবাইকে রিযিক দান করুন, ভিক্ষা না দিতে পেরে দুঃখিত ইত্যাদি। (আইসার আল-তাফাসীর, ১/২৫৪) । অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সাধারণভাবে সকলের সাথে হাসিমুখে ভালো কথা বলা। "تَبسمك في وجه أخيك لك صدقة" [سنن الترمذي: ١٩٥٦]. "তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার মৃদুহাসি তোমার জন্য সদকা" [আল-সুনান আল-তিরমিযী, ১৯৫৬], "ভালো কথা সদকা" [সহীহ আল-বুখারী, ৬০২৩]।

## অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের তিনটি আয়াতে পুনর্জীবনকে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যে জীবনে মানুষ অফুরন্ত পুরস্কারে ভূষিত হবে। আর অত্র আয়াতসমূহে পুরস্কার অর্জনের উপায় বাতলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/৪৩)।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

ইমাম ক্বালবী (র.) বলেন: আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.) চার হাজার দিরহাম সদকা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমি চার হাজার দিরহাম সদকা হিসেবে নিয়ে এসেছি এবং পরিবারের জন্য চার হাজার দিরহাম রেখে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "তুমি যা রেখে এসেছো এবং যা দিয়েছো সকল সম্পদে আল্লাহ বরকত দিন"। এরপর ওসমান (রা.) এসে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আমি তাবুক যুদ্ধের জন্য এক হাজার উট সজ্জিত করে দিবো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জন্য দোয় করেন: "হে

DO NOT COPY

আল্লাহ! আমি ওসমানের ব্যাপারে সন্তুষ্ট, তুমিও তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাও"। তাদের সম্পর্কে ২৬২ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ হয়। (*আসবাব আল-নুযুল*, ওয়াহিদী, ৮৭) ।

## আয়াতে উপমার ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো: অদৃশ্য বা অস্পষ্ট বিষয়কে দৃশ্যমান বা স্পষ্ট বিষয়ের সাথে উপমা দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া। লক্ষনীয় যে, বালাগাতের পরিভাষায় একটি উপমাতে চারটি বিষয় থাকে: (ক) যাকে উপমা দেওয়া হয়, (খ) যার সাথে উপমা দেওয়া হয়, (গ) উপমা দেওয়ার হরফ বা শব্দ এবং (ঘ) উপমার উদ্দেশ্য। অত্র আয়াতের উপমার বিবরণ নিম্নে:

- যাকে উপমা দেওয়া হয়েছে: আল্লাহর পথে দানকারীর দান।
- যার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে: কৃষকের রোপণকৃত বীজ।
- উপমা প্রদানের শব্দ: 'মাসালুড়কামাসালি' (মতো)।
- উপমা প্রদানের উদ্দেশ্য: বৃদ্ধি পাওয়া।

অর্থাৎ: বৃদ্ধি পাওয়ার দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহর পথে দানকারীর দান কৃষকের রোপণ করা বীজের মতো। কৃষক যেমন বীজ রোপণ করে একটি বীজের বিপরীতে শতশত শষ্যদানা উপার্জন করে, তেমনিভাবে আল্লাহর পথের দানকারীও এক টাকা দান করে তার বিপরীতে শতশত টাকা উপার্জন করে।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ইমাম আলুসী (র.) বলেন: (২৬১-২৭৫) নাম্বার আয়াতে দানসদাকা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, এটা কোন প্রকার দান তা সম্পর্কে তাফসীরকারকদের দুইটি মত পাওয়া যায়:
(ক) জিহাদে দানের ব্যাপারে কথা বলেছে।
(খ) জিহাদ ও অন্যান্য সকল দানকে বুঝানো হয়েছে। (আলুসী: ২/৩৪৭) ।
ইমাম আলুসী (র.) দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২। আল্লাহর পথে দান করলে তার প্রতিদান দশ গুণ থেকে সাতশত গুন হয়ে থাকে। এখানে একজন দানকারীকে কৃষকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। একজন কৃষক একটি বীজ রোপণ করলে তা থেকে সাতটি শীষ অঙ্কুরিত হয় এবং প্রতিটা শীষ থেকে একশত বীজ গজায়। সে একটি বীজ থেকে সাতশত বীজ অর্জন করে। অনুরুপভাবে একজন দানকারীও আল্লাহর পথে এক টাকা দান করে সাতশত টাকার সওয়াব অর্জন করে। বরং আল্লাহ চাইলে আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন, যা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

DO NOT COPY

২। দান কবুল হওয়ার জন্য দুইটি শিষ্টাচার বা শর্তের কথা বলা হয়েছে: (ক) দানের পর দানগ্রহণকারীর সাথে বিরোধ বাধলে খোটা না দেওয়া, (খ) দানগ্রহণকারীকে মানুষের সামনে ছোট করে বা দানের পর তার থেকে সম্মান প্রত্যাশা করে কষ্ট না দেওয়া।

৩। উল্লেখিত শর্তের আলোকে দান করলে দানকারীর জন্য তিনটি প্রতিদান রয়েছে: (ক) জান্নাত লাভে ভূষিত হবে, (খ) আখিরাতে ভয় পাবে না এবং (গ) দুনিয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়বে না।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/৪৬-৪৯) ।

৪। কাউকে দান করে খোটা দেওয়ার চেয়ে তাকে দান না করে তার সাথে হাসি মুখে ভালো কথা বলে বিদায় দেওয়া উত্তম। (আল্লাহই ভালো জানেন)

DO NOT COPY

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤)﴾ [سورة البقرة: ٢٦٤].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** দান করে খোটা দেওয়ার পরিণাম।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৬৪ | হে ঈমানদারগণ! | তোমাদের দানকে বাতিল করে দিও না | খোঁটা | এবং কষ্ট দিয়ে, |
| | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ | بِالْمَنِّ | وَالْأَذَى |

| | | |
|---|---|---|
| ঐ ব্যক্তির মতো যে মাল ব্যয় করে | লোক দেখানোর জন্যে | এবং সে ঈমান আনয়ন করে না |
| كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ | رِئَاءَ النَّاسِ | وَلَا يُؤْمِنُ |
| আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি। | অতএব, তার উদাহরণ হলো: | শক্ত মসৃণ পাথরের মতো, |
| بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ | فَمَثَلُهُ | كَمَثَلِ صَفْوَانٍ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যার উপর মাটি রয়েছে, | অতঃপর তাকে স্পর্শ করলো | প্রবল বৃষ্টি, | যা তাকে রেখে গেলো |
| عَلَيْهِ تُرَابٌ | فَأَصَابَهُ | وَابِلٌ | فَتَرَكَهُ |
| পরিষ্কার অবস্থায়; | তারা ক্ষমতা রাখে না | কোন কিছু করার | তারা যা অর্জন করেছে তা দিয়ে; |
| صَلْدًا | لَا يَقْدِرُونَ | عَلَى شَيْءٍ | مِمَّا كَسَبُوا |
| আর আল্লাহ | সৎপথে পরিচালিত করেন না | কাফের সম্প্রদায়কে। | |
| وَاللَّهُ | لَا يَهْدِي | الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৬৪) দানের ফযিলত এবং আদব বর্ণনার পর তার সওয়াব যেনো নষ্ট না হয় সেজন্য খোটা ও কষ্ট দেওয়া হতে মুমিনদেরকে সাবধান করে আল্লাহ তায়ালা বলেন: হে মুমিনগণ দানগ্রহণকারীদের সাথে বিরোধ বাধলে খোটা দিয়ে এবং তাদেরকে কোন ধরণের কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-সদকাগুলোকে তাদের দানের মতো বাতিল করে দিও না, যারা রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য দান করে এবং আল্লাহ ও আখিরাতকে অস্বীকার করে। মনে রেখো, খোটা দানকারী, কষ্টদানকারী, লোক প্রদর্শনকারী এবং কাফেরের দান-সদকার সওয়াবের উদাহরণ

DO NOT COPY

হলো শক্ত মসৃণ পাথরের উপর উর্বর মাটির মতো, যাকে প্রবল বৃষ্টি এসে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেওয়ার কারণে তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে খোটা, কষ্টপ্রদান, রিয়া এবং কুফরী তাদের দান-সদকাগুলোর সওয়াবকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয় যে দানকারীর জন্য কিয়ামতের দিন তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হবে না। এগুলো কাফেরদের স্বভাব, আর আল্লাহ তায়ালা কাফিরদেরকে কখনও হেদায়েত দান করেন না।

(*আইসার*, ১/২৫৬-২৫৭, মোন্তাখাব, ১/৭৩) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿وَالْأَذَىٰ﴾ 'কষ্ট দেওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: দানের ব্যাপারে অহংকার ও বড়াই করা।

অথবা, দান গ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রশংসা ও সম্মান প্রত্যাশা করা।

(*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ৩/৪৪) ।

অথবা, দান হস্তান্তরের ছবি ধারণ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা। যা দানগ্রহণকারী পরবর্তী সময়ে দেখে লজ্জা ও কষ্ট পায়।

## আয়াতে উল্লেখিত উপমার ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো: অদৃশ্য বা অস্পষ্ট বিষয়কে দৃশ্যমান বা স্পষ্ট বিষয়ের সাথে উপমা দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া। লক্ষনীয় যে, বালাগাতের পরিভাষায় একটি উপমাতে চারটি বিষয় থাকে: (ক) যাকে উপমা দেওয়া হয়, (খ) যার সাথে উপমা দেওয়া হয়, (গ) উপমা দেওয়ার হরফ এবং (ঘ) উপমার উদ্দেশ্য।

অত্র আয়াতে দুটি উপমা রয়েছে:

**প্রথম উপমা:**

- যাকে উপমা দেওয়া হয়েছে: এমন দান, যার পরে খোটা দেওয়া হয়।
- যার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে: এমন দান, যা লোক দেখানোর জন্য করা হয় এবং কাফেরের দান।
- উপমা প্রদানের হরফ: (كَ) 'কাফ' (মত)।
- উপমা প্রদানের উদ্দেশ্য: বাতিল হওয়া।

**অর্থাৎ:** যে দানের পরে খোটা দেওয়া হয় তা বাতিল হওয়ার দৃষ্টিকোন থেকে ঐ দানের মতো যা লোক দেখানোর জন্য করা হয় এবং যা কাফেরের দান। কাফের ও রিয়াকারীর দান যেমন বাতিল, তেমনিভাবে খোটাদানকারীর দানও বাতিল।

এবারে আল্লাহ তায়ালা "লোক দেখানো দান ও কাফেরের দান দিয়ে কিয়ামতে উপকার পাওয়া অসম্ভব" বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য অধিক স্পষ্ট জিনিসের সাথে উপমা দিয়েছেন।

DO NOT COPY

**দ্বিতীয় উপমা:**

- যাকে উপমা দেওয়া হয়েছে: রিয়াকারী ও কাফেরের দান দিয়ে কিয়ামতে উপকার পাওয়ার প্রত্যাশা।
- যার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে: মশৃণ পাথরের উপর উর্বর মাটি, যাকে প্রবল বৃষ্টি ধুয়ে নিয়ে শুধু পাথর রেখে যায় তার থেকে ফসল পাওয়ার প্রত্যাশা।
- উপমা প্রদানের হরফ: (كَمَثَلِ) 'কামাছালি' (মত)।
- উপমা প্রদানের উদ্দেশ্য: উপকার পাওয়ার অসম্ভবতা।

অর্থাৎ: উপকার পাওয়ার অসম্ভবতার দৃষ্টিকোন থেকে রিয়াকারী ও কাফেরের দান থেকে উপকার প্রত্যাশার উদাহরণ ঐ মশৃন পাথরের উপর মাটি থেকে ফসল পাওয়ার প্রত্যাশার মতো যাকে প্রবল বৃষ্টি ধুয়ে নিয়ে শুধু পাথর রেখে যায়। মশৃন পাথর উপর মাটি থেকে ফসল পাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনিভাবে রিয়াকারী ও কাফেরের দান থেকে কিয়ামতের দিন উপকার পাওয়া অসম্ভব। (তাফসীর সা'দী, ১১৩, মোক্তাখাব, ১/৭৩) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দান করার নির্দেশের পাশাপাশি এ দানের সওয়াব যেন নষ্ট না হয় সেজন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এভাবে ইসলাম মানবজাতিকে কেবল সৎআমলের নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেন নি, বরং সৎআমলের মাধ্যমে অর্জিত সওয়াবগুলো নষ্ট করে ফেলার মতো কিছু ভাইরাস রয়েছে, সেগুলো থেকে নিরাপদ দুরত্বে থাকার জন্যেও নির্দেশ দিয়েছেন। এ ভাইরাস গুলো কাউকে ধরে ফেললে সে যতই সৎআমল করুক, কিয়ামতের দিন তাকে খালি হাতে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে, (সুরাতু আল-ফুরকান, ২৩) । ভাইরাসগুলো হলো:

(ক) খোটা দেওয়া, কষ্ট দেওয়া, সম্মান প্রত্যাশা করা, লোক প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকা ইত্যাদি, যা দান-সদকা ও অন্যকে উপকারের সওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। অত্র আয়াত এর স্বপক্ষে দলীল।

(খ) কুফরী, যা সকল ভালো কাজের সওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। (সুরাতু আল-মায়িদা, ৫) ।

(গ) শিরক, যা সকল ভালো কাজের সওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। (সুরাতু আল-আনয়াম, ৮৮, সুরাতু আল-ঝুমার, ৬৫) ।

(ঘ) রিয়া বা লোকপ্রদর্শন, যা তার সাথীর কোন ভালো কাজ আখিরাতের জন্য বাকী রাখে না, সকল ভালো কাজ নষ্ট করে ফেলে। (*সুরাতু হুদ*, ১৫-১৬, মুসনাদে আহমাদ, ২৩৬৩০) ।

(ঘ) বিদআত, যার কারণে কোনো ভালো কাজ আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। (সুনানে ইবনু মাজাহ, ৫০) । তবে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।

(ঙ) হিংসা, যা ভালো কাজগুলোকে আগুনের মতো জ্বালিয়ে দেয়। (*সুনান আবি দাউদ*, ৪৯০৩)।

(চ) আসরের সালাত ছেড়ে দেওয়া, যা আমলকে নষ্ট করে দেয়। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৫৯৪)।

DO NOT COPY

২। আখিরাতকে অস্বীকারকারী কাফির-মুশরিক এবং নাস্তিকরা মনে করে দুনিয়াই সবকিছু, তাই তারা ভালো কাজ করে দুনিয়ায় নেতৃত্ব এবং সম্মান অর্জনের জন্য। যে কারণে, তাদের সকল সৎআমল হয়ে থাকে লোকপ্রদর্শন ভিত্তিক। যে যত বেশী মানুষের কাছে তার ভালো আমলের সংবাদ পৌছাতে পারে, সে ততো দুনিয়ার নেতৃত্ব এবং সম্মান অর্জনে এক ধাপ এগিয়ে থাকতে পারে। অপরদিকে একজন মুসলিম তার সকল সৎআমলকে ইনভেস্ট করে আখিরাত অর্জনের জন্য। এজন্য তার সৎআমল দুনিয়ার কাউকে খুশী করার জন্য নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের সৎআমলের প্রতিদান দুনিয়ায়ই দিয়ে দেন, তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। আর মুমিনের সৎআমল আখিরাতের জন্য জমা থাকে এবং দুনিয়াতে রিযিক দেন আল্লাহ ও তার রাসূলকে অনুসরণের বিনিময়ে। (সুরাতু আল-ফুরকান, ২৩) এবং রাসূল (সা.) বলেছেন:

(إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ)

অর্থাৎ: “কাফিরের সৎআমলের বিনিময়ে তাকে দুনিয়াতে খাওয়ানো হয়, আর মুমিনের সৎআমল আল্লাহ আখিরাতের জন্য জমা রাখেন এবং দুনিয়াতে রিযিক দেন তাঁর অনুসরণের বিনিময়ে”। (*সহীহ মুসলিম*, ৭২৬৮) ।

৩। ২৬৪ নাম্বার আয়াতের মাধ্যমে একটি সন্দেহের নিরশন করা হয়েছে, ২৬১ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় দানের পরে কষ্ট বা খোটা দিলেও এর এ দান বেড়ে ৭০০ গুন হবে। আর ২৬২ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যে দানের পরে খোটা বা কষ্ট না দিলে তার প্রতিদান জান্নাত, হাশরের ময়দানে নির্ভয় থাকার গ্রান্টি এবং দুনিয়াতে চিন্তামুক্ত থাকবে। অত্র আয়াতের মাধ্যমে এ সন্দেহের নিরশন করা হয়েছে এবং জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দানের পরে খোটা দিলে ঐ দান বাতিল বলে গণ্য হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦٥)﴾ [سورة البقرة: ٢٦٥].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান–সদকা করা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৬৫ | আর (তাদের) উদাহরণ | যারা | ব্যয় করে | তাদের সম্পদ | আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণে |
| | وَمَثَلُ | الَّذِينَ | يُنْفِقُونَ | أَمْوَالَهُمُ | ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ |
| এবং সুদৃঢ় রাখতে | তাদের নিজেদেরকে, | এমন একটি বাগানের মতো | যা উঁচু স্থানে অবস্থিত, | | |
| وَتَثْبِيتًا | مِنْ أَنْفُسِهِمْ | كَمَثَلِ جَنَّةٍ | بِرَبْوَةٍ | | |
| যাতে প্রবল বৃষ্টি পড়েছে; | ফলে, তা উৎপাদন করেছে | দিগুণ ফলমূল। | আর যদি নাও হয় | | |
| أَصَابَهَا وَابِلٌ | فَآتَتْ | أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ | فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا | | |
| প্রবল বৃষ্টি, | তবে হালকা বৃষ্টি (যথেষ্ট)। | বস্তুত আল্লাহ | তোমাদের আমলসমূহ | দেখেন। | |
| وَابِلٌ | فَطَلٌّ | وَاللَّهُ | بِمَا تَعْمَلُونَ | بَصِيرٌ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৬৫) আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য দান করে, তাদের উদাহরণ উঁচু স্থানে একটি উর্বর বাগানের মতো, যা ফলমূল উৎপাদন করা থেকে বিরত থাকে না। মুষলধারে বৃষ্টি হলে দ্বিগুন ফলমূল উৎপাদন করে আর হালকা বৃষ্টি হলে স্বাভাবিক ভাবে ফলমূল উৎপাদন করে। অনুরূপভাবে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করে, তারা কখনও দান করা থেকে বিরত থাকে না। সচ্ছলতার সময় বেশী দান করে এবং অভাব অনটনের সময় স্বক্ষমতা অনুযায়ী দান করে। তোমাদের মধ্যে কারা লোকদেখানোর জন্য আর কারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে তা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক দ্রষ্টা।

(*আইসার*, ১/২৫৮, *মুয়াস্‌সার*, ১/৪৫, *মোন্তাখাব*, ৬৩) ।

**অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:**

পূর্বের আয়াতে লোকদেখানো দানকারীদের পরিণাম ও উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা দান করে তাদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট।

DO NOT COPY

## আয়াতে উল্লেখিত উপমার ব্যাখ্যা:

- যাকে উপমা দেওয়া হয়েছে: আল্লাহর সন্তুষ্টি ও হকের উপর অটল থাকার জন্য দানকারী।
- যার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে: উঁচু স্থানে অবস্থিত উর্বর বাগান।
- উপমা প্রদানের হরফ: (مَثَل) ‘মাছালু’ (মত)।
- উপমা প্রদানের উদ্দেশ্য: সর্বদা প্রদান করা।

**অর্থাৎ:** সর্বদা প্রদান করার দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও হকের উপর অটল থাকার জন্য দানকারীর উদাহরণ উঁচু স্থানে অবস্থিত উর্বর বাগানের মতো। উঁচু স্থানের উর্বর বাগান যেমন প্রবল বৃষ্টি ও কম বৃষ্টি সর্বাবস্থায় ফলমূল উৎপাদন করে তেমনিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দানকারীও সচ্ছল এবং অসচ্ছল সর্বাবস্থায় দান করে।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সচ্ছল এবং অভাব অনটন সর্বাবস্থায় দান করা একজন মুমিনের উপর কর্তব্য। সচ্ছল হলে সাধ্যানুযায়ী আর অভাবী হলে সক্ষমতানুযায়ী দান করবে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/৫৫)।

২। আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকার অধিকতম কার্যকরী পদক্ষেপ; কারণ নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ দুনিয়াবী কোন ধরণের লাভ ছাড়া ব্যয় করা সহজ বিষয় নয়।

(*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ৩/৫১)।

DO NOT COPY

﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢٦٦)﴾ [سورة البقرة: ٢٦٦].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** গায়রুল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য দান-সদকা করা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৬৬ | তোমাদের কেউ কি চায়, | তার জন্য থাকুক | এমন একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান, | |
| | أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ | أَنْ تَكُونَ لَهُ | جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ | |
| প্রবাহিত হয় | যার নিচ দিয়ে | নদীসমূহ | (এবং) যাতে থাকে তার জন্য | সকল ধরণের ফলমূল; |
| تَجْرِي | مِنْ تَحْتِهَا | الْأَنْهَارُ | لَهُ فِيهَا | مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ |
| আর সে বার্ধক্যে উপনীত হয় | এবং তার থাকে | দুর্বল বংশধর; | এমতাবস্থায় তাতে আঘাত হানে | |
| وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ | وَلَهُ | ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ | فَأَصَابَهَا | |
| অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড়, | ফলে (বাগানটি) জ্বলে যায়? | এভাবেই | আল্লাহ বর্ণনা করেন | |
| إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ | فَاحْتَرَقَتْ | كَذَلِكَ | يُبَيِّنُ اللَّهُ | |
| তোমাদের জন্য | নিদর্শনসমূহ; | যাতে তোমরা | চিন্তা করো। | |
| لَكُمُ | الْآيَاتِ | لَعَلَّكُمْ | تَتَفَكَّرُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৬৬) “এক ব্যক্তির এমন একটি খেজুর এবং আঙ্গুরের বাগান ছিলো, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহমান রয়েছে এবং যা ফলেমূলে পরিপূর্ণ। সে সারা জীবন এ বাগানের আয় দিয়ে সাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করেছে। অতঃপর যখন যে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছে এবং তার ছোটছোট দুর্বল এবং অসহায় সন্তান-সন্ততি রয়েছে, তখন অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় এসে তার বাগানটিকে ধ্বংস করে দিয়ে সে এবং তার অসহায় সন্তানদেরকে বিপদে ফেলে দিয়েছে”। হে লোকদেখানো দানকারী! এ ঘটনা তোমার ক্ষেত্রে ঘটুক, তুমি কি তা কখনও চাইবে? অবশ্যই চাইবে না। তাহলে মনে রেখো, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে রিয়া বা লোকদেখানো দান করে, রিয়া নামক ঘূর্ণিঝড় তাদের এ দানগুলোকে ধ্বংস করে দিবে, ফলে কিয়ামতের দিন কঠিন প্রয়োজনের সময় এ দান তাদের কোনো কাজে আসবে না। এভাবে আল্লাহ তায়ালা নিদর্শনসমূহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা গবেষণা করো। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৭৯) ।

DO NOT COPY

## অত্র আয়াতের সাথে পুর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পুর্বের আয়াতে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে তাদের উপমা দেওয়া হয়েছিলো। আর অত্র আয়াতে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বাদ দিয়ে লোকদেখানো দান করে তাদের উপমা পেশ করা হয়েছে।

## আয়াতে উল্লেখিত উপমার ব্যাখ্যা:

এখানে "যাকে উপমা দেওয়া হয়েছে" এবং "উপমা প্রদানের হরফ" উহ্য রেখে এক অবস্থাকে অন্য অবস্থার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। এ ধরণের উপমাকে "ইস্তিয়ারা তামসিলিয়্যাহ" বলে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/৫১) । বর্ণনা নিম্নরুপ:

- যাকে উপমা দেওয়া হয়েছে: লোকদেখানো দানকারী। (উহ্য রাখা হয়েছে)
- যার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে: বাগানের মালিকের প্রয়োজনের সময় তা ধ্বংস হওয়া।
- উপমা প্রদানের হরফ: (উহ্য রাখা হয়েছে) ।
- উপমা প্রদানের উদ্দেশ্য: প্রয়োজনের সময় উপকারে না আসা। (করীনা দ্বারা জানা গেছে)

**অর্থাৎ:** প্রয়োজনের সময় উপকারে না আসার দৃষ্টিকোণ থেকে লোকদেখানো দানকারীর উদাহরণ বাগানের মালিকের প্রয়োজনের সময় তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো। বিধ্বস্ত বাগান মালিকের বার্ধক্যকালে যেমন উপকার করতে পারে না, তেমনিভাবে লোক দেখানো দান উক্ত দানকারীকে কিয়ামতের দিন কঠিন প্রয়োজন মুহূর্তে কোন উপকার করতে পারবে না।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আল্লাহর আয়াতাবলী নিয়ে গবেষণা করা ওয়াজিব। বিশেষ করে যে আয়াতাবলী আক্বায়েদ, আহকাম, আদাব এবং আখলাককে ধারণ করে আছে। (*আইসার*, ১/২৫৯) ।

২। দান-সদকার ক্ষেত্রে দানকারীর দুইটি নিয়্যাত থাকতে হবে: (ক) আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং (খ) আত্মসুদ্ধি। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/৫৬) ।

৩। আল্লাহ তায়ালা অস্পষ্ট বিষয়কে উপমা দিয়ে স্পষ্ট করাকে পছন্দ করেন। এ জন্য আল্লাহর পথের একজন আদর্শ দায়ীর উচিৎ অস্পষ্ট বিষয়কে উপমা দিয়ে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

DO NOT COPY

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)﴾ [سورة البقرة: ٢٦٨].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** উত্তম সম্পদ দান করা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৬৭ | হে মুমিনগণ! | তোমরা ব্যয় করো | উৎকৃষ্ট বস্তু | তোমাদের অর্জিত সম্পদের |
| | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | أَنْفِقُوا | مِنْ طَيِّبَاتِ | مَا كَسَبْتُمْ |
| এবং আমি যা বের করি | তোমাদের জন্য | যমীন থেকে; | আর ইচ্ছা করো না | নিকৃষ্ট বস্তুর |
| وَمِمَّا أَخْرَجْنَا | لَكُمْ | مِنَ الْأَرْضِ | وَلَا تَيَمَّمُوا | الْخَبِيثَ |
| যা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। | | অথচ তোমরা তা গ্রহণ করো না | | চোখ বন্ধ করা ছাড়া। |
| مِنْهُ تُنْفِقُونَ | | وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ | | إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ |
| আর জেনে রেখো | নিশ্চয় আল্লাহ | অভাবমুক্ত, | প্রশংসিত। | |
| وَاعْلَمُوا | أَنَّ اللَّهَ | غَنِيٌّ | حَمِيدٌ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৬৮) হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের অর্জিত সম্পদ এবং আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে যে খনিজ পদার্থ, ফসল ইত্যাদি বের করি তা থেকে উত্তম বস্তু ফকীর-মিসকীনকে দান করো। সাবধান! এমন নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার ইচ্ছা করো না, যা তোমাদেরকে প্রদান করা হলে চক্ষু বন্ধ করা ছাড়া গ্রহণ করতে না। জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের দান-সদকা থেকে অমুখাপেক্ষি এবং প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী।

(*আইসার*, ১/২৬১, *আল-মোন্তাখাব*, ৬৪, *আল-মুয়স্সার*, ১/৪৫)।

**অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:**

পূর্বের (২৬১-২৬৬) আয়াতসমূহে দানকারীকে যে সকল গুণে গুণান্বিত হতে হবে (ইখলাস, আত্মশুদ্ধি, রিয়া পরিত্যাগ, দানের পরে খোটা না দেওয়া এবং দানের পরে কষ্ট না দেওয়া) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতে যে মাল দান করবে তার গুণ কেমন হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/৫৯)।

DO NOT COPY

### আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

বারা ইবনু আযিব (রা.) বলেন: আনসারী সাহাবী, যাদের খেজুর বাগান ছিলো, তাদের মধ্যে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে নিম্ন মানের খেজুর দান করার জন্য নিয়ে আসতেন, তাদের সম্পর্কে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(*লুবাব আল-নুকূল*, আল-সুয়ূতী, ৫৭)।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ইমাম জুহাইলী (র.) বলেন: যাকাত, সদকাতুল ফিতর এবং যে কোনো ধরণের নফল দান সদকার জন্য অর্জিত সম্পদের উত্তম বস্তু নির্বাচন করা ওয়াজিব। কারণ, দানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা হয়, যা উত্তম বস্তু দান করা ছাড়া সম্ভব নয়। তবে উত্তম হওয়ার সর্ব নিম্ন সীমা হলো মধ্যম মানের বস্তু। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/৬০)।
অপরদিকে, ইবনু আশুর (র.) বলেন: অত্র আয়াতে ‘আম্‌র’ বা আদেশ যাকাত ও সদকাতুল ফিত্‌র এর ক্ষেত্রে ‘ওয়াজিব’ এবং অন্যান্য দানের ক্ষেত্রে ‘মোস্তাহাব’ অর্থে এসেছে। অর্থাৎ: যাকাত ও সদকাতুল ফিত্‌র এর ক্ষেত্রে মাল অবশ্যই উত্তম হতে হবে। এবং অন্যান্য দানের ক্ষেত্রে মাল উত্তম হওয়াটা ভালো। (*আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ৩/৫৬)।

২। অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, পিতা সন্তানদের অর্জিত সম্পদ খেতে পারবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “তোমাদের সন্তান তোমাদের অর্জিত সম্পদ, সুতরাং তোমাদের সন্তানের সম্পদ থেকে স্বাচ্ছন্দে খেতে পারো” (*সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর*, ২২৮৮)।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/৬০)।

DO NOT COPY

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩)﴾ [سورة البقرة: ٢٦٨-٢٦٩].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে ইসলামী জ্ঞানই মানুষকে রক্ষা করে।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৬৮ | শয়তান | তোমাদেরকে ওয়াদা দেয় | দরিদ্রতার | | এবং তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় |
| | الشَّيْطَانُ | يَعِدُكُمُ | الْفَقْرَ | | وَيَأْمُرُكُمْ |
| অশ্লীল কাজের। | এবং আল্লাহ | তোমাদেরকে ওয়াদা করেন | | | তাঁর পক্ষ থেকে মাগফিরাত |
| بِالْفَحْشَاءِ | وَاللَّهُ | يَعِدُكُمْ | | | مَغْفِرَةً مِنْهُ |
| এবং অনুগ্রহের। | আর আল্লাহ | প্রাচুর্যময়, | সর্বজ্ঞ। | ২৬৯ | তিনি হিকমাত প্রদান করেন |
| وَفَضْلًا | وَاللَّهُ | وَاسِعٌ | عَلِيمٌ | | يُؤْتِي الْحِكْمَةَ |
| যাকে ইচ্ছা। | আর যাকে হিকমাত দেওয়া হয়, | | তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়। | | |
| مَنْ يَشَاءُ | وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ | | فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا | | |
| বস্তুতঃ উপদেশ গ্রহণ করে | কেবল জ্ঞানীরাই। | | | | |
| وَمَا يَذَّكَّرُ | إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ | | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৬৮) এ ধরণের কৃপণতা এবং নিম্নমানের মাল সদকা দেওয়ার মানুষিকতা মূলত শয়তানের কুমন্ত্রণায় হয়ে থাকে; কারণ শয়তান সর্বদা দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে মানুষকে দান করা থেকে বিরত রাখতে চায় এবং কৃপণতার প্রতি প্ররোচনা দিয়ে তাকে গোমরা বানাতে চায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দান-সদকার বিনিময়ে তোমাদের গুনারাশি ক্ষমা এবং সম্পদ বাড়িয়ে দেওয়ার ওয়াদা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সম্পদ দেওয়ার ব্যাপারে প্রাচুর্যময় এবং দানের ক্ষেত্রে তোমাদের অন্তর্নিহিত নিয়্যাতের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।

(২৬৯) দানের তাৎপর্য এবং প্রতিদানের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকলে মানুষ নিকৃষ্ট বস্তু দান করতে পারতো না, আর আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা সঠিক ও উপকারী জ্ঞান দান করেন। আর যাকে এ জ্ঞান প্রদান করা হয়, তাকে অনেক কল্যান প্রদান করা হয়।

(*তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, ১/৪৫, *আল-মুনীর*, ৩/৬৪)।

DO NOT COPY

### আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ 'শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ওয়াদা দেয়' অর্থাৎ: দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে দান থেকে বিরত রাখে'।

﴿الْفَحْشَاءِ﴾ 'অশ্লীলতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: কৃপণতা।

﴿الْحِكْمَةَ﴾ 'হিকমাত' জমহুর ওলামার মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সঠিক ও উপকারী জ্ঞান।

(*তাফসীল গরীব আল-কোরআন*, ২/২৬৮, *আল-মুনীর*, ৩/৬৩)।

### অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতে নিকৃষ্ট জিনিস দান না করে উত্তম বস্তু দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর অত্র আয়াতে মানুষ কেন নিকৃষ্ট বস্তু দান করতে চায় তার কারণ হিসেবে শয়তানের প্ররোচনাকে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট।

### আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। শয়তান দুইটি পন্থায় মানুষকে আল্লাহর পথে দান করা থেকে বিরত রাখে:

(ক) দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে।

(খ) মানুষের অন্তরে কৃপণতার বীজ রোপণ করে।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ তায়ালাও দুইটি পন্থায় মানুষকে দানের প্রতি উৎসাহিত করে:

(ক) দানের বিনিময়ে তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিয়ে।

(খ) দানের বিনিময়ে সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে।

২। যার মধ্যে অহী বা উপকারী জ্ঞান রয়েছে, শয়তান তাকে প্ররোচনার জালে আটকাতে পারে না। কারণ, সে তার জ্ঞান দিয়ে কুমন্ত্রনাকে বুঝতে পারে।

৩। জ্ঞানের মর্যাদা সম্পদের উপরে। এ জন্য একজন প্রকৃত জ্ঞানী কখনও সম্পদের বিনিময়ে কারো কাছে বিক্রি হয়ে যায় না।

(তাফসীর *আল-মুনীর*, ৩/৬৫)।

DO NOT COPY

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٢٧٠) إِنْ
تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١)﴾ [سورة البقرة: ٢٧٠-٢٧١].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** গোপন দানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৭০ | তোমরা যা কিছু ব্যয় (দান) করো | অথবা | যে কোনো মানত করো | নিশ্চয় আল্লাহ |
| | وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ | أَوْ | نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ | فَإِنَّ اللَّهَ |
| তা জানেন। | আর যালিমদের জন্য নেই | কোনো সাহায্যকারী। | ২৭১ | যদি প্রকাশ্যে |
| يَعْلَمُهُ | وَمَا لِلظَّالِمِينَ | مِنْ أَنْصَارٍ | | إِنْ تُبْدُوا |
| সদকা করো, | তবে তা উত্তম। | আর যদি গোপনে (সদকা) করো | এবং তা ফকিরকে দাও, | |
| الصَّدَقَاتِ | فَنِعِمَّا هِيَ | وَإِنْ تُخْفُوهَا | وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ | |
| তবে তা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম। | এবং তা তিনি তোমাদের থেকে মোচন করে দিবেন | | | |
| فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ | وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ | | | |
| তোমাদের কিছু কিছু পাপ। | বস্তুতঃ আল্লাহ | তোমাদের কর্ম সম্পর্কে খবর রাখেন। | | |
| مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ | وَاللَّهُ | بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৭০) তোমরা যা কিছু ব্যয় করো অথবা আল্লাহর পথে মান্নত করো, তোমরা এগুলো কোন নিয়্যাতে করছো তা আল্লাহ ভালোই জানেন, এবং সে অনুযায়ী তিনি তোমাদেরকে সওয়াব দিবেন। তবে যারা লোকদেখানো দান করে, অথবা দানের পরে খোটা দেয়, অথবা শয়তানের পথে ব্যয় করে তারা যালিম। জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না।

(২৭১) লোকদেখানোর ইচ্ছা না থাকার শর্তে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম, তবে রিয়া আসার ভয়ে গোপনে দান করা সর্বোত্তম। এবং এখলাসের সাথে দান করলে, সে দানে গুনাহ মোচন হয়। জেনে রেখো, তোমরা কোন নিয়্যাতে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে দান করছো আল্লাহ তায়ালা তা ভালোভাবেই জানেন।

(আইসার, ১/২৬৩, *আল-মোন্তাখাব*, ৬৪-৬৫, *আল-মুয়াস্সার*, ৪৬)।

DO NOT COPY

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ﴾ 'যে কোনো মান্নত করো' অত্র আয়াতাংশে মান্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: "শরিয়াতের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই মানুষ নিজের উপর যে কাজ বা দানকে আবশ্যক করে নেয়"। মান্নত অনেক প্রকার হয়ে থাকে, যেমন:

(ক) আল্লাহর আনুগত্যের মান্নত, যেমন: কোনো ব্যক্তি মানত করলো আমি সোমবার সিয়াম পালন করবো, অথবা আমি আগামী বছর হজ্জ করবো, অথবা আমি এত টাকা দান করবো ইত্যাদি। এ প্রকার মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব, পূর্ণ না করলে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে।

(খ) আল্লাহর সাথে নাফারমানী মূলক মান্নত, যেমন: কোনো ব্যক্তি মান্নত করলো আমি আজ রাতে মদ পান করবো, অথবা অমুকের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখবো না ইত্যাদি। এ প্রকার মান্নত পূর্ণ করা যাবে না, তবে তা অপূর্ণ রাখার অপরাধে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে।

(গ) মাকরুহ মান্নত, যেমন: কোনো ব্যক্তি মান্নত করলো আমি শনিবার জোহরের সুন্নাত সালাত আদায় করবো না। এ প্রকার মান্নত পূর্ণ করা অথবা না করা তার ইচ্ছার উপর থাকবে, পূর্ণ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে না, আর পূর্ণ না করলে কাফ্ফারা দিতে হবে।

(ইবনু বায (র.) এর পেইজ থেকে)।

﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ 'যালিমদের জন্য নেই' এ আয়াতাংশে যালেম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: লোকদেখানো দানকারী, অথবা দানের পরে খোটা ও কষ্ট প্রদানকারী, অথবা আল্লাহর অবাধ্যতায় বা শয়তানের পথে দানকারী। (*আল-মোন্তাখাব*, ১/৬৪)।

## অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে দানের দিকে আহবান করেছেন। আর অত্র আয়াতদ্বয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের দানের অভ্যন্তরিন সকল বিষয়ে জ্ঞান রাখেন এবং তদানুযায়ী সওয়াব দিবেন। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট। (*আইসার*, ১/২৬৩)।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

২৭০ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ হলে কতিপয় সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন প্রকার দান উত্তম প্রকাশ্যে নাকি গোপনে? এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা ২৭১ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন প্রকাশ্যে দান উত্তম আর গোপনে দান সর্বোত্তম।

(*আসাবাব আল-নুযুল*, ওয়াহেদী, ৯১)।

DO NOT COPY

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। অত্র আয়াতে দানশীলদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, কে কোন পথে কোন নিয়্যাতে দান করছে তা আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবে জানেন এবং তদানুযায়ী তিনি প্রতিদান দিবেন। কেউ যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে, তাহলে সে আল্লাহর কাছে ভালো প্রতিদান পাবে। আর কেউ যদি লোকদেখানো দান করে, অথবা দানের পরে খোটা ও কষ্ট দেয়, অথবা শয়তানের পথে দান করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিন যালিম হিসেবে উঠবে, তার দান-সদকা কোনো কাজে আসবে না। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/৬৮) ।

২। রিয়া বা লোকদেখানোর ইচ্ছা না থাকার শর্তে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম। তবে রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য গোপনে দান করা সর্বোত্তম। একজন মুমিনের দান গোপনে হওয়া উচিৎ; কারণ শয়তান সর্বদা বাজপাখীর মতো তাক করে থাকে, একটু সুযোগ পেলেই রিয়া ঢুকিয়ে দিয়ে দানটিকে বাতিল করে দেয়। ইমাম জুহাইলী (র.) প্রকাশ্যে এবং গোপনে দান করার মধ্যে সমন্বয় করেছেন এভাবে: (ক) ওয়াজিব দান, যেমন: যাকাত ও সদকাতুল ফিত্‌র এবং সমাজ কল্যান মুলক কাজে দান, যেমন: মসজিদ-মাদ্রাসা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে দান করা। এ প্রকার দান প্রকাশ্যে করা উত্তম। (খ) গরীব-মিসকিনদেরকে তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য দান করা। এ প্রকার দান গোপনে করা উত্তম; কারণ প্রকাশ্যে দান করলে তাদের ব্যক্তিত্ব ও সম্মানে আঘাত পাওয়া স্বাভাবিক, যা দান করে তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার শামিল (আল-মুনীর, ৩/৭১)।

৩। গোপন দানের বিশেষ কয়েকটি উপকারিতা হলো:

(ক) দানকারীর গুনাহ মোচন হয়। ২৭১ নং আয়াত এর দলীল।

(খ) কিয়ামতে আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দিবে। (*আল-মুজামুল আওসাত*, ৯৪৩) ।

(গ) কিয়ামতে আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। (*সহীহ আল-বুখারী*, ৬৬০) ।

(ঘ) আল্লাহর ভালোবাসা পাবে। (*সুনান আল-তিরমিযী*, ২৫৬৮) ।

DO NOT COPY

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢)﴾ [سورة البقرة: ٢٧٢].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** নফল দান-সদকার ক্ষাতসমূহ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৭২ | তোমার দায়িত্ব নয় | তাদেরকে হেদায়েত করার, | কিন্তু আল্লাহ | হেদায়েত করেন |
| | لَيْسَ عَلَيْكَ | هُدَاهُمْ | وَلَكِنَّ اللَّهَ | يَهْدِي |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যাকে চান। | আর তোমরা যা ব্যয় করবে | সম্পদ থেকে | তা নিজেদের উপকারের জন্যই। |
| مَنْ يَشَاءُ | وَمَا تُنْفِقُوا | مِنْ خَيْرٍ | فَلِأَنْفُسِكُمْ |
| তোমরা ব্যয় করো না | তালাশ করা ছাড়া | আল্লাহর সন্তুষ্টি, | আর তোমরা যা ব্যয় করবে |
| وَمَا تُنْفِقُونَ | إِلَّا ابْتِغَاءَ | وَجْهِ اللَّهِ | وَمَا تُنْفِقُوا |
| সম্পদ থেকে | তার পরিপূর্ণ সওয়াব তোমাদেরকে দেওয়া হবে, | তোমাদেরকে | যুলম করা হবে না। |
| مِنْ خَيْرٍ | يُوَفَّ إِلَيْكُمْ | وَأَنْتُمْ | لَا تُظْلَمُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৭২) হে আল্লাহর নবী, কাফেরদেরকে হেদায়েত প্রদানের দায়িত্ব তোমার নয়, তোমার দায়িত্ব শুধু হেদায়েতের বাণী পৌঁছানো। আল্লাহ তায়ালা যাকে চান হেদায়েত দেন এবং যাকে চান হেদায়েত থেকে দুরে রাখেন। আর তোমরা কাফেরদের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে পারো, তা তোমাদের নিজেদেরই উপকারে আসবে। তোমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করবে। তোমরা যে সম্পদ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করবে, তার পরিপূর্ণ সওয়াব তোমাদেরকে দেওয়া হবে, তোমাদের প্রতি কোন ধরণের অন্যায় করা হবে না।

(*আল-মুনীর*, ৩/৭৫-৭৬, *আল-মোন্তাখাব*, ৬৫)।

**আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:**

﴿خَيْرٍ﴾ 'উত্তম', সকল তাফসীরকারক একমত যে, 'উত্তম' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মালসম্পদ।

**অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:**

পূর্বের আয়াতসমূহে ব্যাপকভাবে সবাইকে নফল দান-সদকা প্রদানের জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর অত্র আয়াত সহ পরবতী আয়াতে অমুসলিমদেরকেও নফল দান-সদকা করা জায়েজ আছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (*আল-মুনীর*, ৩/৭৫)।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

সুনান আল-নাসাই তে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: সাহাবায়ে কেরাম তাদের স্বগোত্রীয় মুশরিকদেরকে নফল দান-সদকা করতে অপছন্দ করতো। অতঃপর এ বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম ছাড়া কাউকে দান-সদকা করতে নিষেধ করতেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন এ প্রকার দান ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে প্রদান করা যাবে।

(*লুবাব আল-নুকূল*, ৫৮) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, কাউকে হেদায়েত দেওয়া আল্লাহর পথের দায়ীর দায়িত্ব না, বরং তাদের দায়িত্ব হলো হেদায়েতের দিকে আহবান করা। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। এ ব্যাপারে কোরআনে অনেক আয়াত রয়েছে, যেমন: ইউনুস, ৪৩, আল-কাসাস, ৫৬, আল-জুখরুফ, ৪০, আল-বাকারা, ২১৩ ইত্যাদি।

২। নফল দান-সদকা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষকে প্রদান করা যাবে। অপরদিকে সকল আলেম এক মত পোষণ করেছেন যে, ওয়াজিব দান তথা যাকাত এবং সদকাতুল ফিত্‌র শুধু মুসলিমকে প্রদান করা যাবে। (*আল-মুনীর*, ৩/৮০) ।

৩। দান-সদকা সহ সকল নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য ইখলাস থাকা শর্ত। (আইসার, ২৬৭) ।

৪। নফল দান-সদকা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখার কারণ হলো:

(ক) আল্লাহ চান মুমিনরা তাঁর রঙ্গে রঞ্জিত হোক। তিনি যেমন সকল মানুষের প্রতি দয়া ও করুনা করেন, মুমিনদের দয়াও সবার জন্য উম্মুক্ত থাকুক।

(খ) ধর্মীয় গন্ডি পেড়িয়ে মুসলমানের ভালো বাসা সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক।

(গ) মুসলিমের অন্তরে যেনো গোড়ামীর বীজ না গজাতে পারে, যার মাধ্যমে সমাজে হিংসা, বিশৃঙ্খলা, ফিতনা এবং ধ্বংস ছড়িয়ে পরে।

(ঘ) "ইসলাম বৈশ্বিক ধর্ম, নির্দিষ্ট কোনো জাতি গোষ্ঠীর জন্য নয়" এ ম্যাসেজ দেওয়ার জন্য।

(*আল-মুনীর*, ৩/৭৫) ।

DO NOT COPY

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(٢٧٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤)﴾ [سورة البقرة: ٢٧٣-٢٧٤].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** নফল দান-সদকার ক্ষাতসমূহ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৭৩ | (সদকা) সেসব দরিদ্রের জন্য | যারা | এমনভাবে ব্যাপৃত আছে | আল্লাহর পথে যে, |
| | لِلْفُقَرَاءِ | الَّذِينَ | أُحْصِرُوا | فِي سَبِيلِ اللَّهِ |
| তারা সক্ষম নয় | সফর করতে | যমীনে। | অনবগত ব্যক্তি তাদেরকে মনে করে | ধনী |
| لَا يَسْتَطِيعُونَ | ضَرْبًا | فِي الْأَرْضِ | يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ | أَغْنِيَاءَ |

| | | |
|---|---|---|
| কারো কাছে না চাওয়ার কারণে। | তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে | তাদের লক্ষণ দেখে, |
| مِنَ التَّعَفُّفِ | تَعْرِفُهُمْ | بِسِيمَاهُمْ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তারা চায় না | মানুষের কাছে | নাছোড় হয়ে, | আর তোমরা যা ব্যয় করো | সম্পদ থেকে |
| لَا يَسْأَلُونَ | النَّاسَ | إِلْحَافًا | وَمَا تُنْفِقُوا | مِنْ خَيْرٍ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নিশ্চয় আল্লাহ | তা সম্পর্কে | সবিশেষ জ্ঞাত। | ২৭৪ | যারা | ব্যয় করে | তাদের সম্পদ |
| فَإِنَّ اللَّهَ | بِهِ | عَلِيمٌ | | الَّذِينَ | يُنْفِقُونَ | أَمْوَالَهُمْ |
| রাতে | ও দিনে, | গোপনে | ও প্রকাশ্যে। | তাদের জন্য | প্রতিদান রয়েছে | তাদের রবের কাছে। |
| بِاللَّيْلِ | وَالنَّهَارِ | سِرًّا | وَعَلَانِيَةً | فَلَهُمْ | أَجْرُهُمْ | عِنْدَ رَبِّهِمْ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| কোনো ভয় নাই | তাদের | এবং না তারা | চিন্তিত হবে। |
| وَلَا خَوْفٌ | عَلَيْهِمْ | وَلَا هُمْ | يَحْزَنُونَ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৭৩) সদকা দিতে হবে সে সব ফকিরদেরকে যারা আল্লাহর পথে জিহাদে বা দাওয়াতী কাজে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত আছে যে তারা রিযিক তালাশের জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারে না। কারো কাছে কিছু না চাওয়ার কারণে তার সম্পর্কে অনবগত ব্যক্তি মনে করে সে সদকার প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের লক্ষণ দেখে। একান্ত প্রয়োজনে কারো

DO NOT COPY

কাছে হাত পাততে বাধ্য হলেও তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না। আর তোমরা সম্পদ থেকে যা ব্যয় করো তা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত।

(২৭৪) যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাতে-দিনে, গোপনে-প্রকাশ্যে দান করে রবের কাছে তাদের জন্য মহা মূল্যবান প্রতিদান রয়েছে। তাদের জন্য আখিরাতে কোনো ভয় নাই এবং দুনিয়াতে তারা চিন্তিত হবে না। (*তাফসীর আল-মোয়াস্‌সার*, ১/৪৬) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ 'ফকীরদের জন্য', এ আয়াতাংশে ফকীর দ্বারা আহলুস সুফ্‌ফাকে বুঝানো হয়েছে। আহলুস সুফ্‌ফা বলা হয় চার শত মুহাজির সাহাবীকে যারা মাসজিদে নববীর বারান্দায় অবস্থান করে রাতে কোরআনের জ্ঞান চর্চা করতেন এবং দিনের বেলায় বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন। উল্লেখ্য যে, মদীনায় তাদের নিজস্ব কোনো ঘর-বাড়ি ছিল না। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ৩/৩৪০) ।

﴿بِسِيمَاهُمْ﴾ 'তাদের লক্ষণ দ্বারা' এ আয়াতাংশে 'লক্ষণ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ক্ষুধায় তাদের চেহারা ফেকাশে হয়ে যাওয়া এবং অর্থের অভাবে ঝির্ণশির্ণ কাপড় পড়া। (*তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, ২/২৭৩) ।

## আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

চার শত মুহাজির সাহাবী মাসজিদে নববীর বারান্দায় অবস্থান করে রাতে কোরআনের জ্ঞান চর্চা করতেন এবং দিনের বেলায় বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন, মদীনায় তাদের কোনো ঘর-বাড়ি ছিল না, যাদেরকে আহলুস সুফ্‌ফা বলা হয়, তাদের সম্পর্কে ২৭৩ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ হয়। (*তাফসীর আল-কুরতুবী*, ৩/৩৪০) ।

একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: ২৭৪ নাম্বার আয়াত আলী (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তার কাছে চার দিরহাম মাল ছিলো। তা থেকে এক দিরহাম রাতে, এক দিরহাম দিনে, এক দিরহাম গোপনে এবং এক দিরহাম প্রকাশ্যে দান করেন।

(*লুবাব আল-নুকুল*, ৫৮) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। সদকা প্রদানের সর্বোত্তম ক্ষাত হলো এমন নিঃস্ব ব্যক্তি যার মধ্যে পাঁচটি গুণ পাওয়া যাবে:

(ক) নিজেকে আল্লাহর পথে নিয়োজিত রাখা, যেমন: ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, আল্লাহর পথে দাওয়াত, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ইত্যাদি কাজে মনোনিবেশ করার কারণে নিজের জন্য রিযিক তালাশের সময়-সুযোগ পায় না। এদের ত্যাগের কারণে একটি সমাজ সুন্দর থাকে, তারা

DO NOT COPY

নিজের পরিবারের কাজে আত্মনিয়োগ করলে পরিবার সুন্দর হবে, কিন্তু সমাজটি নষ্ট হবে। এজন্য সদকা প্রদানের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব নিলে, সমাজ গঠনে তাদের অবদান প্রবাহমান থাকবে, যার মাধ্যমে সমাজ সুন্দর থাকবে। আহলে সুফ্‌ফা অনুরূপ কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন: হে আহলুস সুফ্‌ফা সুসংবাদ তোমাদের জন্য, পরবর্তীতে যারা তোমাদের এ ভূমিকা পালন করবে, তারা আমার সঙ্গী হবে"। (*আল-মুনীর*, ৩/৭৭) ।

(ক) অর্থোপার্জনে অক্ষম হওয়া, এ অক্ষমতা হতে পারে বিভিন্ন কারণে, যেমন: অসুস্থতা, বার্ধক্য, শত্রুর ভয় ইত্যাদি।

(গ) তায়াফ্‌ফুফ বা কারো কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকা।

(ঘ) দরিদ্রতার আলামত পরিলক্ষিত হওয়া, যেমন: ক্ষুধায় চেহারা ফেকাশে হয়ে যাওয়া, পড়নের কাপড় ঝীর্ণশীর্ণ থাকা ইত্যাদি।

(ঙ) নাছোড় হয়ে না চাওয়া।

২। দানের খুটিনাটি বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা জানেন, যেমন: কি পরিমান দান করেছে? বেশী নাকি কম? দান কি উদ্দেশ্যে করেছে? আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নাকি সুখ্যাতি অর্জনের জন্য? কি বস্তু দান করেছে? ভালো বস্তু নাকি খারাব বস্তু? এ জাতীয় সকল প্রশ্নের উত্তর আল্লাহর কাছে স্পষ্ট। (*আল-মুনীর*, ৩/৭৯) ।

৩। ২৭৪ নাম্বার আয়াতে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ তায়ালা দিনের পূর্বে রাত এবং প্রকাশ্যের পূর্বে গোপন উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্রকাশ্য দানের চেয়ে গোপনে দান করা উত্তম। (*তাফসীর ইবনু ইসাইমিন*) ।

৪। আল্লাহর পথে দান করার অন্যতম একটি পুরস্কার হলো: দানকারী আখিরাতে সে দুঃচিন্তা করবে না এবং দুনিয়াতে তার কোনো ভয় থাকবে না। (আল্লাহই ভালো জানেন)

DO NOT COPY

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥-٢٧٦].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** ব্যক্তি ও সমাজের উপর সূদের ক্ষতিকারক প্রভাব।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৭৫ | যারা | খায় | সূদ, | তারা উঠবে না (কিয়ামতে) | তবে এমন ব্যক্তির মতো | উঠবে |
| | الَّذِينَ | يَأْكُلُونَ | الرِّبَا | لَا يَقُومُونَ | إِلَّا كَمَا | يَقُومُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| যাকে শয়তান পাগল করে দেয় | স্পর্শ করে। | কারণ, তারা | বলে: | নিশ্চয় ক্রয়-বিক্রয় |
| الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ | مِنَ الْمَسِّ | ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ | قَالُوا | إِنَّمَا الْبَيْعُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সূদের মতো, | অথচ আল্লাহ হালাল করেছেন | ক্রয়-বিক্রয় | এবং হারাম করেছেন | সূদ। |
| مِثْلُ الرِّبَا | وَأَحَلَّ اللَّهُ | الْبَيْعَ | وَحَرَّمَ | الرِّبَا |

| | | |
|---|---|---|
| অতএব যার কাছে এসেছে | তার রবের উপদেশ | অতঃপর (সূদ ভক্ষণ থেকে) বিরত থেকেছে, |
| فَمَنْ جَاءَهُ | مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ | فَانْتَهَى |

| | |
|---|---|
| তাহলে (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে তা তার (জন্য ক্ষমা হবে), | এবং তার বিষয়টি |
| فَلَهُ مَا سَلَفَ | وَأَمْرُهُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। | যে পুনরায় (সূদের দিকে) ফিরে আসবে | তারা | জাহান্নামী, |
| إِلَى اللَّهِ | وَمَنْ عَادَ | فَأُولَئِكَ | أَصْحَابُ النَّارِ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| তারা | সেখানে | চিরকাল থাকবে। | ২৭৬ | আল্লাহ মুছে দেন | সূদ | এবং বৃদ্ধি করেন |
| هُمْ | فِيهَا | خَالِدُونَ | | يَمْحَقُ اللَّهُ | الرِّبَا | وَيُرْبِي |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সদকাকে, | আর আল্লাহ | ভালো বাসেন না | প্রত্যেক অতি কুফরকারী | পাপীকে। |
| الصَّدَقَاتِ | وَاللَّهُ | لَا يُحِبُّ | كُلَّ كَفَّارٍ | أَثِيمٍ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৭৫) যারা সূদ খায়, তারা কিয়ামতের দিন কবর থেকে এমন ব্যক্তির মতো উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে মাতাল বানিয়ে দিয়েছে। কারণ, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় সূদেরই মতো, অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। অতএব, আল্লাহর

DO NOT COPY

নির্দেশ পাওয়ার পর যারা সুদ থেকে বিরত থাকে, তাদের পূর্ববর্তী সুদ সংক্রান্ত গুনাহ ক্ষমাযোগ্য এবং তার ব্যাপরটি একান্তই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত, তিনি চাইলে ক্ষমা করবেন অথবা পাকড়াও করবেন। অপরদিকে যারা সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর পুনরায় সুদ ভক্ষণ করে, তারা জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

(২৭৬) জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা সুদকে মুছে দেন এবং দান-সদকাকে বাড়িয়ে দেন, কারণ সুদে বরকত নেই আর দানে বরকত আছে। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক অতি কুফরকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।

(*আল-তাফসীর আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৪৭) ।

## আয়াতের অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা:

﴿الرِّبَا﴾ 'সুদ' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ বিষয়ে ফকীহ এবং মুফাসসিরগণ বলেন: সুদ দুই প্রকার:

**(ক) 'রিবা আল-ফদল' বা অতিরিক্ত প্রদানের ভিত্তিতে সুদ,** একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমানের সাথে বেশী পরিমান পণ্য হাতে হাতে বিনিময় প্রদান করা হলে পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমানকে বলা হয় 'রিবা আল ফদল'। এর দুইটি রূপ রয়েছে:

**এক:** কর্যের ক্ষেত্রে রিবা আল-ফদল, যেমন: 'ক' 'খ'কে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে ছয় হাজার টাকা গ্রহণ করলো, অথবা, এক মণ চাল ঋণ দিয়ে দুই মণ চাল গ্রহণ করলো। এখানে অতিরিক্ত অংশ সুদ।

দুই: বেচাকেনার মধ্যে রিবা আল-ফদল, যেমন: এক ভরি স্বর্ণ দুই ভরি স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা। এ প্রকার লেনদেন সুদ হওয়ার দলীল হলো:

نَهَى النبي ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. [رواه مسلم: ٤١١٥].

অর্থাৎ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবনের বিনিময়ে লবন বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তবে সমান সমান হলে সমস্যা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি বেশকম করবে, সে সুদে পতিত হবে" [সহীহ মুসলিম, ৪১১৫]।

**(খ) 'রিবা আল-নাসিয়া' বিলম্ব করার ভিত্তিতে সুদ,** ঋণ অথবা মূল্য ফেরত দিতে বিলম্ব করার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করাকে রিবা আল-নাসিয়া বলে। এর দুইটি রূপ রয়েছে:

**এক:** কর্য বা ঋণের মধ্যে রিবা আল-নাসিয়া, যেমন: 'ক' এক মাসের জন্য 'খ' কে ১০০০ টাকা ঋণ দিল এই শর্তে যে এক মাস সময়ের বিনিময়ে তাকে ১০০০ এর সাথে অতিরিক্ত ১০০ টাকা দিতে হবে। এক মাস পূর্ণ হওয়ার পর ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে টাকা শোধ করতে না পারায় ঋণদাতা পুনরায় পরবতী মাসের জন্য আরো একশত টাকা যোগ করে ১২০০ টাকা ফিক্স করে দিলো। এভাবে যত মাস টাকা না দিতে পারবে তত মাসে টাকার পরিমান বাড়তে থাকবে। এখানে ১০০০ এর পরে অতিরিক্ত যত টাকা যোগ হবে তা সুদ হিসেবে পরিগণিত হবে।

**দুই:** বেচাকেনার মধ্যে রিবা আল-নাসিয়া, যেমন: ফ্লাট বিক্রয় করা হলো, যদি নগদ ক্যাশ হয় তাহলে তার দাম হবে ১০ লক্ষ টাকা আর বাকী ক্রয় করলে সময়ানুপাতে তার দাম বাড়বে। পাঁচ বছরে মূল্য প্রদান করলে তার দাম হবে ১৩ লক্ষ টাকা। এখানে অতিরিক্ত ৩ লক্ষ টাকা সুদ হিসেবে পরিগনিত হবে। এ প্রকার লেনদেন সুদ হওয়ার দলীল হলো:

قال النَّبِيّ ﷺ: قَالَ: (لاَ رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ) [صحيح البخاري].

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "রিবা আল-নাসিয়াই একমাত্র সুদ" [সহীহ বুখারী]। জাহেলিয়াত যুগে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ 'রিবা আল-নাসিয়া' সুদের বেশী প্রচলন ছিলো। বর্তমানেও সকল ব্যাংকে এ প্রকার সুদের প্রচলন রয়েছে। সকল ওলামায়ে কিরাম একমত যে, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত সকল প্রকার সুদ হারাম করেছেন।

(*আইসার*, ১/১৬৮, *আল-মুনীর*, ৩/৯৩-৯৪, *ইবনু বায এবং মাওজু পেইজ থেকে*) ।

﴿مَوْعِظَةٌ﴾ 'উপদেশ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: 'সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা'। (*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৬৮) ।

## অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পূর্বের আয়াতসমূহে আলোচনা করা হয়েছে দান-সদকা সম্পর্কে যা একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভ, বরকত অর্জন এবং ঈমানের পথে সুদৃঢ় থাকার জন্য করা হয়। অপরদিকে অত্র আয়াতসমূহে আলোচনা করা হয়েছে সুদ সম্পর্কে যাতে কোনো বরকত নেই আছে শুধু দুনিয়াবী অবৈধ বিনিময়। সুতরাং পূর্বের আয়াতসমূহের সাথে অত্র আয়াতসমূহের বিপরীত সম্পর্ক। (*আল-মুনীর*, ৩/৮৫) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ২৭৫ নাম্বার আয়াত থেকে ২৮১ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত সুদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
২। যে বেচাকেনায় ধোকা রয়েছে (দৃশ্যমান নয় এমন বস্তু), হারাম বস্তুর বেচাকেনা (মদ, শুকর ইত্যাদি) এবং হারাম সময়ের বেচাকেনা (জুমুয়ার আযানের পর) ছাড়া বাকী সকল ধরণের ক্রয়-বিক্রয়কে ইসলামে হালাল করা হয়েছে। অপরদিকে সুদী লেনদেনের ব্যাপারে কথা হলো: সুদ সংগঠিত হওয়ার তিনটি কারণ রয়েছে: (ক) একই জাতীয় জিনিষ হওয়া, (খ) অতিরিক্ত প্রদান করা এবং (গ) বিলম্বের মূল্য গ্রহণ করা, এই মূলনীতির আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রকারের লেনদেন হবে, তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে এবং সকল প্রকার সুদকে ইসলামে হারাম করা হয়েছে। (*আল-মুনীর*, ৯৬-৯৮) ।

৩। অত্র দুইটি আয়াতের আলোকে সুদ সুদখোরকে যে ক্ষতিগুলো করে:
- (ক) সুদখোর কবর থেকে উঠে মাতলামী করতে করতে হাশরের ময়দানে যাবে।
- (খ) সুদখোর চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।
- (গ) সুদের কারণে সুদখোর মাল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়।
- (ঘ) সুদখোর পাপিষ্ঠ কাফির, তাকে আল্লাহ ভালো বাসেন না।

DO NOT COPY

৪। সূদের প্রচন্ড ভয়াবহতার কারণে এর গুনাহ যে ব্যক্তি সূদ গ্রহণ করে শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং যে ব্যক্তি সূদ দেয়, যে লিখে এবং যারা সাক্ষী থাকে তারা সবাই সমান গুনাহের ভাগী হয় (*সহীহ মুসলিম*, ৪১৭৭)। এজন্য সূদী ব্যাংকে যারা চাকরী করে তাদের ব্যাপারে অত্র হাদীস ও আয়াতে সতর্ক বার্তা রয়েছে। ইবনু বায (রহ.) সহ অধিকাংশ ওলামাদের মতে, মুসলমানদের জন্য এ সকল ব্যাংকে চাকরী করা জায়েজ নেই। কারণ, এ সকল ব্যাংকে চাকরী করা সূদের মতো জঘন্য পাপের কাজে সহযোগিতা করার শামিল। (*ইবনু বায পেইজ থেকে*) ।
৫। অত্র আয়াত থেকে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, যারা সূদ খায় না, কিন্তু মনে-প্রানে বিশ্বাস করে ব্যাবসা ও সূদী লেনদেন একই জিনিস, তারাও সূদের শাস্তির আওতায় পড়বে। (আল্লাহই ভালো জানেন)

DO NOT COPY

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
(٢٧٩)﴾ [سورة البقرة: ٢٧٧-٢٧٩].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** চূড়ান্তভাবে সূদকে হারাম ঘোষণা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৭৭ | নিশ্চয় | যারা | ঈমান গ্রহণ করে, | সৎআমল করে, | সালাত কায়েম করে |
| | إِنَّ | الَّذِينَ | آمَنُوا | وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ |
| এবং যাকাত আদায় করে, | তাদের জন্য রয়েছে | তাদের প্রতিদান | তাদের রবের কাছে, | | |
| وَآتَوُا الزَّكَاةَ | لَهُمْ | أَجْرُهُمْ | عِنْدَ رَبِّهِمْ | | |
| তাদের কোনো ভয় নেই | এবং না তারা | চিন্তিত হবে। | ২৭৮ | হে ঈমানদারগণ! | |
| وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ | وَلَا هُمْ | يَحْزَنُونَ | | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | |
| তোমরা আল্লাহকে ভয় করো | এবং ছেড়ে দাও | সুদের যা বকেয়া আছে, | যদি তোমরা হও | | |
| اتَّقُوا اللَّهَ | وَذَرُوا | مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا | إِنْ كُنْتُمْ | | |
| মুমিন। | ২৭৯ | আর যদি | তোমরা (সূদ বর্জন) না করো, | তবে ঘোষণা আসবে (তোমাদের বিরুদ্ধে) | |
| مُؤْمِنِينَ | | فَإِنْ | لَمْ تَفْعَلُوا | فَأْذَنُوا | |
| যুদ্ধের | আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে; | আর যদি তাওবা করো, | তবে তোমাদের থাকবে | | |
| بِحَرْبٍ | مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ | وَإِنْ تُبْتُمْ | فَلَكُمْ | | |
| তোমাদের মূলধন, | তোমরা কাউকে যুলম করবে না | এবং তোমাদেরকেও যুলম করা হবে না। | | | |
| رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ | لَا تَظْلِمُونَ | وَلَا تُظْلَمُونَ | | | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৭৭) নিশ্চয় যারা ঈমান গ্রহণ করে, সৎআমল করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে মহাপুরস্কার রয়েছে। তারা আখিরাতে ভয় পাবে না এবং দুনিয়াতে চিন্তিত হবে না।

(২৭৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কথা ও কাজে সত্যিকারের ঈমানদার হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহকে ভয় করে সূদের বকেয়া ছেড়ে দাও।

(২৭৯) যদি সূদ না ছাড়ো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা আসবে। আর যদি তাওবা করে সূদ ছেড়ে দাও, তাহলে তোমাদের মূলধন

DONOT COPY

তোমাদেরই থাকবে। সুদ গ্রহণের মাধ্যমে তোমরা কারো প্রতি যুলম করবেনা, তাহলে তোমাদেরকেও যুলম করা হবে না। (*তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, ১/৪৭)।

## ২৭৮ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: একটি সূত্রে জানতে পেরেছি, ২৭৮ নাম্বার আয়াত সাকীফ এবং মুগীরা গোত্রদ্বয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বিস্তারিত ঘটনা হলো: মুগীরা গোত্র সাকীফ গোত্রের সাথে সুদী লেনদেন করতো। সুদ প্রথা পরিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত হওয়ার কথা শুনে উভয় গোত্র মক্কার গভর্ণর 'ইতাব ইবনু উসাইদ' এর কাছে আসলো। অতঃপর মুগীরা গোত্র বললো: সাকীফ গোত্রের কাছে আমাদের অনেক সম্পদ সুদে বিনিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখন কি করবো? আমাদের মধ্যে ফয়সালা করো। তখন তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এ বিষয়ের ফয়সালার জন্য চিঠি লিখে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ চিঠি পেয়ে ফয়সালার অপেক্ষা করছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন যে, যারা মাল সুদে বিনিয়োগ দিয়ে রেখেছে এমতাবস্থায় তাওবা করে সুদ থেকে ফিরে আসলে তারা শুধু মূলধন ফেরত পাবে, অতিরিক্ত অংশ পাবে না। আর সুদী লেনদেন থেকে ফিরে না আসলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা আসবে।

(*লুবাব আল-নুকূল*, ৫৯) ।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। সূদখোরদের সম্পর্কে আলোচনার পর মুমিনদের সম্পর্কে আলোচনা করে পুনরায় সূদের আলোচনায় ফিরে যাওয়া দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা কথা ও কাজে সত্যিকার মুমিন হয়ে থাকে তাহলে আর সূদে জড়াবে না। (*তাফসীর সা'দী*, ১১৬) ।

২। আল্লাহ তায়ালা মদের মতো সুদকেও চারটি ধাপে হারাম করেছেন:

**প্রথম ধাপ:** মুসলমানদেরকে সুদের প্রতি নিরুৎসাহিত করা: "তোমরা যে সম্পদ সুদের উপর দাও তা তো এ জন্যই দাও যেন তা অন্য মানুষের মালের সাথে মিলে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে তা মোটেই বাড়ে না.." [*সূরা রূম: ৩৯*] ।

**দ্বিতীয় ধাপ:** সুদের ব্যাপারে সতর্ক বার্তা: ইহুদীদের উপর সুদ হারাম ছিলো, তারা তা উপেক্ষা করে সুদের লেনদেন করার কারণে তাদের পরিণতি কি হয়েছিলো, তা বর্ণনার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সুদের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। "তাদেরকে নিষেধ করা সত্যেও সুদের লেনদেন করার কারণে তাদের উপর এমন কিছু বস্তুকে তাদের উপর হারাম করেছি, যা তাদের উপর হালাল ছিলো" [*সূরা নিসা*, ১৬১] ।

**তৃতীয় ধাপ:** চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ভক্ষণ করো না" [*সূরা আলে-ইমরান*, ১৩০] ।

**চতুর্থ ধাপ:** চূড়ান্তভাবে সকল প্রকার সুদকে হারাম ঘোষণা: "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, এবং সুদের লেনদেনে যা বাকী আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা আসল ঈমানদার হয়ে থাকো" [*সূরা আল-বাকারা*, ২৭৮] ।

DO NOT COPY

৩। সুদখোরদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনার পর ২৭৭ নাম্বার আয়াতে মুমিনদেরকে অভয় দেওয়া হয়েছে যে, যারা ঈমান এনেছে, সৎআমল করেছে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তাদের দুনিয়াতে ভয় নেই এবং আখিরাতেও চিন্তিত হবে না।

৪। আল্লাহ তায়ালা সুদকে কেন হারাম করেছেন?

ইসলাম হলো প্রচেষ্টা, কাজ, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি, বিদ্বেষ থেকে আত্মার পবিত্রতা, নিরাপত্তা, সততা এবং ন্যায়ের ধর্ম। ইসলাম কাজ ছাড়া লাভের অনুমতি দেয় না, এটি সর্বদা ধর্তব্য এবং উত্তম ঋণ এর প্রতি উৎসাহিত করে। ইসলাম গরীবের প্রয়োজনকে পুজি করে তাদেরকে শোষণ করা এবং শত্রুতা, ঘৃণা ও বিবাদের দিকে পরিচালিত করে এমন সর্বকিছুকে নিষিদ্ধ করে। অনুরূপভাবে এটি ক্রোধ, হিংসা এবং লোভকে নির্মূল করে। সুদের মধ্যে এমন কিছু ক্ষতি রয়েছে যা এ সমস্ত উচ্চ নীতিগুলোকে নষ্ট করে দেয়। সুদের ক্ষতি থেকে ইসলামের উল্লেখিত নীতিগুলোকে রক্ষা করার জন্যই মূলত সুদকে হারাম করা হয়েছে। ক্ষতিগুলো হলো:

(ক) সুদ মানুষকে কাজ ছাড়াই উপার্জন করতে অভ্যস্ত করে। সুদী ব্যবসা ঢালাওভাবে চলতে থাকলে বানিজ্য, শিল্প, কৃষি, মেডিসিন, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মেসি ইত্যাদি পেশা এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবী ভারসাম্যহীন হয়ে মানুষের জীবন চাকা থেমে যাবে।

(খ) সুদখোর অভাবীদের প্রয়োজনকে পুজি করে ব্যবসা করে। এটা এমন গর্হিত কাজ, যা শুধু ইসলাম নয়, বরং পৃথিবীর সকল ধর্মই তা নিষিদ্ধ করেছে।

(গ) সুদ ধনীদের প্রতি গরীবের অন্তরে ক্ষোভ ও হিংসার বীজ বপন করে এবং মানুষের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

(ঘ) সুদ মানুষের মনুষত্বকে ধ্বংশ করে দেয়। একজন অভাবীর প্রয়োজনে পাশে দাড়ানো, তাকে কর্যে হাসানা, অথবা সদকা, অথবা যাকাত দিয়ে সহযোগিতা করা মানবিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে, একটি ধনি চক্র সুদী লেনদেনের নামে গরীবের প্রয়োজনকে পুজি করে তাদের উপর অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে।

সুদী লেনদেনে দাতা, গ্রহীতা ও সমাজ সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজের দিকে তাকালে শত-শত নজীর পাওয়া যাবে যারা জমি চাষের জন্য অথবা নিজের ছোটোখাটো ব্যবসাটি চালু করার জন্য সুদী ব্যাংক থেকে ঋণ এনে সেই ঋণ শোধ করতে গিয়ে চাষের জমি সহ নিজের ভিটেবাড়ি বিক্রি করতে হয়েছে। এজন্য নিজেকে বাঁচাতে এবং সমাজকে ধংস থেকে রক্ষা করতে সুদকে বর্জন করা সকলের উপর জরুরী হয়ে পড়েছে। (*আল-মুনীর*, ৩/৯৭-১০০)।

৫। ২৭৯ নাম্বার আয়াত থেকে দুটি বিষয় বুঝা যায়:

(ক) সুদখোরের বিরুদ্ধে ইসলামী সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবে।

(খ) সুদী লেনদেন চালু অবস্থায় কেউ সুদ থেকে তাওবা করতে চাইলে তাকে নিম্নের কাজগুলো করতে হবে: (i) তাওবা করবে, (ii) সুদকে ঘৃণা করবে, (iii) সুদের দিকে আর ফিরে আসবে না মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে, (iv) বিনিয়োগে থাকা সম্পদের মূলধনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে না এবং (v) অতীতে যাদের থেকে সুদ গ্রহণ করেছে তাদের টাকা ফেরত দিবে। (*আল্লাহই ভালো জানেন*) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨١)﴾
[سورة البقرة: ٢٨٠-٢٨١].

**আলোচ্যবিষয়:** ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৮০ | আর যদি সে হয় | অভাবী, | তাহলে তাকে অবকাশ দাও | সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত। |
| | وَإِنْ كَانَ | ذُو عُسْرَةٍ | فَنَظِرَةٌ | إِلَى مَيْسَرَةٍ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| তবে সদকা করে দেওয়া | তোমাদের জন্য উত্তম, | যদি তোমরা উপলব্দি করো। | ২৮১ |
| وَأَنْ تَصَدَّقُوا | خَيْرٌ لَكُمْ | إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ | |

| | | |
|---|---|---|
| আর তোমরা ভয় করো | সেই দিনকে, | যেই দিনে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে |
| وَاتَّقُوا | يَوْمًا | تُرْجَعُونَ فِيهِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আল্লাহর কাছে, | অতঃপর | পুরোপুরি দেওয়া হবে | প্রত্যেককে | তাদের কৃতকর্মের ফল, |
| إِلَى اللَّهِ | ثُمَّ | تُوَفَّى | كُلُّ نَفْسٍ | مَا كَسَبَتْ |

| | | |
|---|---|---|
| আর তাদের প্রতি | কোনো যুলম করা হবে না। | |
| وَهُمْ | لَا يُظْلَمُونَ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৮০) আর যদি ঋণগ্রহীতা অভাবী হয়, তাহলে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দাও। তবে যদি তোমরা ঋণের কিছু অংশ অথবা পুরোটাই তাদেরকে সদকা করে দাও, তাহলে তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা যদি সদকার ফযিলত সম্পর্কে জানতে, তাহলে বুঝতে তা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কত উত্তম।

(২৮১) হে মানবজাতি, তোমরা কিয়ামতের দিনকে ভয় করো, যে দিন দুনিয়ার জীবনে সকল কৃতকর্মের ফল প্রদানের জন্য সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। তাদের প্রতি কোনো ধরণের যুলম করা হবে না। (*আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৪৭) ।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

ইমাম ক্বালবী (র.) বলেন: সূদ হারাম ঘোষণার পর সাকীফ গোত্র মুগীরা গোত্রকে বললো: সূদ দিতে হবে না, তোমরা আমাদেরকে মূলধণ ফেরত দাও। তখন মুগীরা গোত্র বললো: আমরা এখন অভাবে দিনাতিপাত করছি, আমাদেরকে একটু সুযোগ দাও, সচ্ছলতা আসলে তোমাদের ঋণ ফেরত দিবো। এতে সাকীফ গোত্র অস্বীকৃতি জানালে আল্লাহ তায়ালা ২৮০ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন ঋণ পরিশোধের জন্য তাদেরকে সুযোগ দাও।

DO NOT COPY

(*আসবাব আল-নুযুল, ওয়াহেদী*, ৯৬-৯৭) ।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। ঋণদাতা যদি জানে ঋণগ্রহীতা আসলেই ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম, অথবা হাকিম তার অক্ষমতার পক্ষে রায় দেয়, তাহলে অধিকাংশ ওলামার মতানুযায়ী স্বক্ষমতা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া ঋণদাতার উপর ওয়াজিব। কিন্তু, তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য অবকাশ দেওয়ার চেয়ে মাফ করে দেওয়া উত্তম। এর স্বপক্ষে দলীল হিসেবে ২৮০ নাম্বার আয়াতই যথেষ্ট। এছাড়াও ঋণ পরিশোধে অবকাশ দেওয়া, মাফ করে দেওয়া এবং সদকা করার ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে । (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/১০০-১০১) ।

২। ২৮০ নাম্বার আয়াতের শেষাংশ থেকে বুঝা যায় প্রতিটা আমলের হুকুম, ফযিলত এবং তার পরিণতি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকা প্রত্যেকের উপর আবশ্যক, যা মানুষকে ঐ কাজের প্রতি একাগ্রতা সৃষ্টি করে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা কোরআনের দশটি জায়গায় আমল বর্ণনার পর বলেছেন: "তোমরা যদি জানতে"।

৩। ২৮১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সূদের আলোচনার উপসংহার টেনেছেন এমন একটি মূল্যবান উপদেশ দিয়ে, যা কোন মানুষ লালন করলে দুনিয়ার লোভনীয় সবকিছু তার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। উপদেশের বাক্যগুলো হলো:

(ক) দুনিয়ার জীবন অচিরেই শেষ হয়ে যাবে।

(খ) আখিরাতের জীবন খুবই কাছে, যে জীবন শুরু হয়ে আর শেষ হবে না।

(গ) আখিরাতে দুনিয়ার প্রতিটি কর্মের বিচার হবে, তা চিরন্তন সত্য।

(ঘ) আখিরাতে প্রত্যেকে তার কর্ম অনুযায়ী ফল পাবে, কারো উপর যুলম করা হবে না।

সুতরাং প্রত্যেক মানুষের উচিৎ আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নির্দেশ পালন করা এবং নিষেধ বর্জন করা। বিশেষ করে, সূদের মতো মানবতা বিরোধী এবং ধ্বংসাত্মক কাজকে পরিহার করা। তাহলে সে আখিরাতে মহা পুরস্কারে ভূষিত হবে। ইনশাআল্লাহ।

DO NOT COPY

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(٢٨٢)﴾ **[سورة البقرة: ٢٨٢].**

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** নথিভুক্ত এবং সাক্ষী রাখার মাধ্যমে বাকী লেনদেন টিকসই করা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৮২ | হে মুমিনগণ! | যখন | তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন করবে | নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, |
| | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | إِذَا | تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ | إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তখন তা লিখে রাখবে। | আর যেন তা লিখে দেয় | তোমাদের মধ্যে | একজন লেখক | ন্যায়ভাবে |
| فَاكْتُبُوهُ | وَلْيَكْتُبْ | بَيْنَكُمْ | كَاتِبٌ | بِالْعَدْلِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| এবং যেন অস্বীকার না করে | কোনো লেখক | লিখে দিতে | যেভাবে | তাকে শিক্ষা দিয়েছেন |
| وَلَا يَأْبَ | كَاتِبٌ | أَنْ يَكْتُبَ | كَمَا | عَلَّمَهُ |

| | | |
|---|---|---|
| আল্লাহ তায়ালা। | সুতরাং সে (ঋণদাতা) যেন লিখে রাখে | এবং ঋণগ্রহীতা যেন স্বীকৃতি দেয়। |
| اللَّهُ | فَلْيَكْتُبْ | وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ |

| | | |
|---|---|---|
| সে যেন আল্লাহকে ভয় করে | তার রব হিসেবে | এবং (লিখতে) বিন্দুমাত্র কম-বেশী না করে। |
| وَلْيَتَّقِ اللَّهَ | رَبَّهُ | وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আর যদি | ঋণগ্রহীতা | নির্বোধ হয়, | অথবা | দুর্বল হয়, | অথবা | (যদি) স্বক্ষম না হয় |
| فَإِنْ كَانَ | الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ | سَفِيهًا | أَوْ | ضَعِيفًا | أَوْ | لَا يَسْتَطِيعُ |

| | | |
|---|---|---|
| লিখার বিষয়বস্তু বলতে, | তাহলে যেন তার অভিভাবক বিষয়বস্তু বলে দেয় | সততার সাথে। |
| أَنْ يُمِلَّ هُوَ | فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ | بِالْعَدْلِ |

DO NOT COPY

| | | | |
|---|---|---|---|
| আর দুইজন সাক্ষী রাখো | পুরুষদের মধ্য থেকে। | আর যদি পুরুষ না পাও, | তাহলে একজন পুরুষ |
| وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ | مِنْ رِجَالِكُمْ | فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ | فَرَجُلٌ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং দুইজন মহিলাকে | তোমাদের পছন্দসই | সাক্ষী বানাও; | যেন তাদের একজনে ভুলে গেলে |
| وَامْرَأَتَانِ | مِمَّنْ تَرْضَوْنَ | مِنَ الشُّهَدَاءِ | أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا |

| | | |
|---|---|---|
| তাদের একজন স্মরণ করিয়ে দেয় | অন্য জনকে। | আর যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে |
| فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا | الْأُخْرَىٰ | وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যখন | তাদেরকে (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হবে। | তোমরা অবহেলা করো না | তা লিখে রাখতে, |
| إِذَا | مَا دُعُوا | وَلَا تَسْأَمُوا | أَنْ تَكْتُبُوهُ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (লেনদেন) ছোট-খাট বিষয়ে হোক | অথবা | বড় বিষয়ে হোক | তার নির্ধারিত মেয়াদ সহ। |
| صَغِيرًا | أَوْ | كَبِيرًا | إِلَىٰ أَجَلِهِ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| এ লিখে রাখা | অধিক ইনসাফপূর্ণ | আল্লাহর কাছে, | অধিক দৃঢ়তর | সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য |
| ذَٰلِكُمْ | أَقْسَطُ | عِنْدَ اللَّهِ | وَأَقْوَمُ | لِلشَّهَادَةِ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং অধিক নিকটতর | তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার। | কিন্তু | যদি নগদ ব্যবসা হয় |
| وَأَدْنَىٰ | أَلَّا تَرْتَابُوا | إِلَّا | أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً |

| | | | |
|---|---|---|---|
| যা তোমরা হাতেহাতে লেনদেন করো, | তবে তোমাদের নেই | কোন পাপ | তা না লিখলে। |
| تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ | فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ | جُنَاحٌ | أَلَّا تَكْتُبُوهَا |

| | | |
|---|---|---|
| আর তোমরা সাক্ষী রাখো | যখন তোমরা বেচা-কেনা করো | এবং ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না |
| وَأَشْهِدُوا | إِذَا تَبَايَعْتُمْ | وَلَا يُضَارَّ |

| | | |
|---|---|---|
| কোন লেখক কে | এবং না কোন সাক্ষীকে। | আর যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করো, |
| كَاتِبٌ | وَلَا شَهِيدٌ | وَإِنْ تَفْعَلُوا |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তাহলে তা হবে | অনাচার | তোমাদের সাথে। | আর তোমরা ভয় করো | আল্লাহকে |
| فَإِنَّهُ | فُسُوقٌ | بِكُمْ | وَاتَّقُوا | اللَّهَ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। | আর আল্লাহ | সকল বিষয়ে | সম্যক জ্ঞানী। |
| وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ | وَاللَّهُ | بِكُلِّ شَيْءٍ | عَلِيمٌ |

DO NOT COPY

### আয়াতের ভাবার্থ:

(২৮২) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা পরস্পরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের বাকী লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে। আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে একজন লেখক তা সততার সাথে লিখে দেয়। আল্লাহ তায়ালা লিখা শিক্ষা দিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোনো লেখক যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে। সুতরাং ঋণদাতা যেন লিখে রাখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন এ বিষয়ে সহায়তাপুর্বক স্বীকৃতি প্রদান করে। আর লেখক যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখায় কম-বেশী না করে। আর যদি ঋণগ্রহীতা প্রতিবন্ধী হয়, অথবা রোগ বা বয়েসের কারণে দুর্বল হয়, অথবা চুক্তিনামা লিখার বিষয়বস্তু বুঝতে বা বলতে স্বক্ষম না হয়, তাহলে তার অভিভাবক সততার সাথে লিখার বিষয়বস্তু বলে দিবে এবং তার উপর স্বীকৃতি প্রদান করবে।

আর তোমরা মুসলিম, বালেগ এবং ন্যায়পরায়ন দেখে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখতে ভুলো না। যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা সাক্ষী রাখবে, যাতে একজনে ভুলে গেলে দ্বিতীয় জনে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। আর সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হলে তারা যেন সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার না করে। লেনদেন ছোট হোক বা বড় হোক তোমরা তার নির্ধারিত মেয়াদ লিখে রাখতে অবহেলা করিও না। লিখে রাখা আল্লাহর কাছে অধিক ইনসাফপূর্ণ, সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য অধিক দৃঢ়তর এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অধিকতর কার্যকর।

কিন্তু যদি নগদ ব্যবসা-বানিজ্য হয় যার আর্থিক লেনদেন হাতেহাতে হয়ে থাকে, তাহলে তা না লিখে রাখাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে এ জাতীয় কেনাবেচায় সাক্ষী রাখা উত্তম। সাবধান! ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা দ্বারা যেন সাক্ষী এবং লেখক কোন ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। অনুরপভাবে, সাক্ষী ও লেখক দ্বারাও যেন ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা কোন ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। যদি এক পক্ষ অপর পক্ষ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তা আল্লাহর অবাধ্যতার শামিল। আল্লাহর বিধান পালনের ব্যাপারে তাঁকে ভয় করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিবেন যা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যানকর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী।

(*আল-মোন্তাখাব*, ৬৮, *আল-মুয়াস্‌সার*, ১/৪৮) ।

### অত্র আয়াতের সাথে পুর্বের আয়াতের সম্পর্ক:

পুর্বের আয়াতসমুহে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের ফযিলত, তার পুরস্কার এবং সুদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতে করযে হাসানা প্রদানের গুরত্ব, নির্ধারিত সময়ের জন্য করযে হাসানা প্রদান ও তা টিকসহই করার পদ্ধতি এবং নগদ ব্যবসার

DO NOT COPY

পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের সম্পর্ক স্পষ্ট। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/১০৬) ।

## অত্র আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। অত্র আয়াতকে 'আয়াতুত দাইন' বা 'কর্যের আয়াত' বলা হয়, যা পবিত্র কোরআনুল কারীমের সবচেয়ে দীর্ঘ আয়াত। এ আয়াতে নিম্নোল্লেখিত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে:
(ক) বাকী অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লেনদেন করলে তা সবিস্তারে লিখে রাখা।
(খ) লেখক ন্যায়পরায়নতার সাথে লিখার কাজ সম্পন্ন করবে।
(গ) আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ লেখক যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে।
(ঘ) ঋণদাতা লিখে রাখার উদ্যেগ নিবে এবং ঋণগ্রহীতা স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক স্বীকৃতি দিবে।
(ঙ) ঋণগ্রহীতা প্রতিবন্ধী, অসুস্থ এবং চুক্তিপত্র বিষয়ে অজ্ঞ হলে তার অভিভাবক সততার সাথে তার পক্ষে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করবে।
(চ) চুক্তির ক্ষেত্রে দুইজন মুসলিম, বালিগ এবং ন্যায়পরায়ণ পুরুষকে সাক্ষী রাখবে, দুইজন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী রাখলেও চলবে।
(ছ) কাউকে সাক্ষী প্রদান অথবা সাক্ষী থাকার জন্য ডাকা হলে, তাতে অস্বীকার না করা।
(জ) বাকী অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী লেনদেন যতই ছোট হোক তা লিখে রাখতে অবহেলা না করা।
(ঝ) বাকী লেনদেন লিখে রাখার উপকারিতা হলো: (i) অধিক ন্যায়পরায়ণতার বহিঃপ্রকাশ, (ii) অধিক শক্তিশালী সাক্ষ্য এবং (iii) সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অধিকতর কার্যকর।
(ঞ) নগদ কেনাবেচার ক্ষেত্রে না লিখে রাখলে সমস্যা নেই, তবে সাক্ষী রাখা উত্তম।
(ট) লেখক এবং সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাদেরকে কোন ধরণের ক্ষতির চেষ্টা করা বা ক্ষতি করা আল্লাহর অবাধ্যতার শামিল।
(ঠ) আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর বিধান মান্য করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে। তাঁকে ভয় করলে, তিনি উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দিবেন।
২। জমহুর ওলামাদের মতে, বাকী লেনদেন লিখে রাখা এবং সাক্ষী রাখা মোস্তাহাব। যদিও তাবারী (র.) সহ কিছু আলেম এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। (তাফসীর আল-মুনীর, ৩/১১৮) ।
৩। লেখকের লেখা এবং সাক্ষীর সাক্ষ্য হতে হবে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে। সুতরাং লেখককে যা বলা হবে কেবল তাই সে লিখবে, সামান্যতম এদিক সেদিক করা গুনাহের কাজ। অনুরূপভাবে, সাক্ষীও সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে যা সে প্রত্যক্ষ করেছে কেবল তাই বলবে, একটু এদিক সেদিক করা অপরাধ। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/১২২) ।
৪। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, "মহিলা দ্বীনে ও জ্ঞানে পুরুষের অর্ধেক"। রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকেও অনুরূপ একটি বিখ্যাত হাদীস রয়েছে। (*সহীহ আল-বুখারী*, ১৪৬২) ।

DO NOT COPY

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)﴾ [سورة البقرة: ٢٨٣].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** ইসলামে বন্ধক রাখার বিধান।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| ২৮৩ | আর যদি | তোমরা থাকো | সফরে | এবং না পাও | কোন লেখক, | তাহলে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | وَإِنْ | كُنْتُمْ | عَلَى سَفَرٍ | وَلَمْ تَجِدُوا | كَاتِبًا | فَ |

| বন্ধকি | হাতে রাখা (বিধেয়)। | আর যদি | তোমরা একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে করো, |
|---|---|---|---|
| رِهَانٌ | مَقْبُوضَةٌ | فَإِنْ | أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا |

| তবে যাকে বিশ্বস্ত মনে করা হয়েছে সে যেন আদায় করে দেয় | স্বীয় আমানত | এবং ভয় করে |
|---|---|---|
| فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ | أَمَانَتَهُ | وَلْيَتَّقِ |

| তার রব আল্লাহ তায়ালাকে। | আর গোপন করো না | সাক্ষ্যকে | এবং যে তা গোপন করে, |
|---|---|---|---|
| اللَّهَ رَبَّهُ | وَلَا تَكْتُمُوا | الشَّهَادَةَ | وَمَنْ يَكْتُمْهَا |

| অবশ্যই সে (এমন লোক) | যার অন্তর পাপী। | আর আল্লাহ | তোমাদের আমল সম্পর্কে |
|---|---|---|---|
| فَإِنَّهُ | آثِمٌ قَلْبُهُ | وَاللَّهُ | بِمَا تَعْمَلُونَ |

| সবিশেষ অবহিত। | |
|---|---|
| عَلِيمٌ | |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৮৩) আর সফরকালীন সময়ে বাকী লেনদেন করতে চাইলে, এমতাবস্থায় কোনো লেখক না পাওয়া গেলে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা থেকে কিছু বন্ধক রেখে লেনদেন করতে পারবে। আর যদি তারা একে অপরকে বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে বন্ধক না রেখেও লেনদেন করা যেতে পারে। তবে যাকে বিশ্বাস করে লেনদেন করা হয়েছে, সে যেন বিশ্বাস ভঙ্গ না করে এবং আমানতের বস্তু ফেরত চাওয়া মাত্র আল্লাহকে ভয় করে তা ফেরত দিয়ে দেয়। আর তোমরা সাক্ষ্যকে গোপন করো না, যে সাক্ষ্য গোপন করে, সে পাপী। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (*আল-মোন্তাখাব*, ৬৮) ।

DO NOT COPY

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। অত্র আয়াতের আলোকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালার সমাধান:

(ক) সফর এবং মুকীম উভয় অবস্থাতে বন্ধক রেখে লেনদেন করা শরিয়াতে জায়েজ রাখা হয়েছে। সফরে বন্ধক রাখার ব্যাপারে অত্র আয়াতে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। আর মুকীম অবস্থায় বন্ধক রাখার ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী (র.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে: "রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মৃত্যুর সময় তার যুদ্ধের বর্মটি মদীনার এক ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিলো, যা তিনি পরিবারের জন্য ২০ সা খাবার ক্রয় করে মূল্য প্রদান না করতে পেরে বন্ধক রেখেছিলেন" (সুনান তিরমিযী, ১২১৪) ।

(খ) ঋণদাতার এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে বিশ্বস্তার সম্পর্ক থাকলে, ঋণদাতা চাইলে বন্ধক ও নথিপত্র রাখা ছাড়াও লেনদেন করতে পারবে।

(গ) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং সাক্ষ্য গোপন করা উভয়ই মহা পাপ।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৭৮) ।

২। বন্ধক সম্পর্কিত আধুনিক কিছু জিজ্ঞাসা ও সমাধান:

**প্রশ্ন-১:** বন্ধকের পদ্ধতি কি?

**উত্তর:** ক্রেতার কাছে টাকা না থাকাতে কোন পণ্য বিক্রেতার কাছে এ শর্তে সোপর্দ করা যে, সে মূল্য প্রদান করে সোপর্দকৃত পণ্যটি ফেরত নিবে। আর ঋণগ্রহণের ক্ষেত্রে, ঋণগ্রহীতা কর্তৃক কোন একটি পণ্য ঋণদাতার কাছে এই শর্তে জমা রাখা যে সে ঋণ পরিশোধ করে জমাকৃত পণ্যটি ফেরত নিবে। উল্লেখিত দুই অবস্থাতে "যে বন্ধক রেখেছে" সে যদি "যার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে" তাকে মূল্য বা ঋণ ফেরত দিতে সক্ষম না হয়, তাহলে উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে বন্ধককৃত বস্তু দিয়ে মূল্য অথবা ঋণ পরিশোধ করে নিবে। লক্ষ্যণীয় যে, বন্ধককৃত বস্তুর দাম যদি ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য অথবা গৃহীত ঋণের চেয়ে বেশী হয়, তাহলে অতিরিক্ত টাকা "যে বন্ধক রেখেছে" তাকে ফেরত দিবে। আর বন্ধককৃত পণ্যের দাম কম হলে বাকী টাকা পূর্ণ করে "যার কাছে জমা রাখা হয়েছে" তাকে প্রদান করতে হবে। *(আলুকা পেইজ থেকে)* ।

**প্রশ্ন-২:** বন্ধককৃত বস্তু থেকে কি কোন পক্ষ উপকার গ্রহণ করতে পারবে?

**উত্তর:** "যে বন্ধক রেখেছে" সে "যার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে" তার অনুমতিক্রমে বন্ধককৃত বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু "যার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে" সে কোন অবস্থাতে উপকার নিতে পারবে না; কারণ তা সুদ হয়ে যায়। *(ইসলাম সুয়ালজওয়াব পেইজ)* ।

**প্রশ্ন-৩:** কেউ জমি বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করে এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণদাতা উক্ত জমি চাষাবাদ করে উপকৃত হয়, যাকে প্রচলিত পরিভাষায় 'কট কবলা' বা 'জমি বন্ধক' বলা হয়। এটা কি শরিয়াতে জায়েজ আছে?

**উত্তর:** প্রচলিত 'কট কবলা' শরিয়াতে জায়েজ নেই। এর মাধ্যমে ঋণদাতা চাষাবাদ করে যে উপকার গ্রহণ করে তা সুদ হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ, সে বিলম্বের বিনিময় গ্রহণ করছে, যা স্পষ্ট সুদ। তবে বন্ধককৃত জমী চাষাবাদ করে উপকার না নেওয়ার শর্তে তা বন্ধক রাখা জায়েজ আছে। (ইবনু বায পেইজ থেকে) ।

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)﴾ [سورة البقرة: ٢٨٤].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** আল্লাহর ক্ষমতা।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৮৪ | কেবল আল্লাহরই জন্য | যা রয়েছে আসমানসমূহে | এবং যা রয়েছে যমীনে। | আর যদি |
| | لِلَّهِ | مَا فِي السَّمَاوَاتِ | وَمَا فِي الْأَرْضِ | وَإِنْ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রকাশ করো | যা রয়েছে | তোমাদের অন্তরে | বা | গোপন করো, | আল্লাহ তার হিসেব নিবেন। |
| تُبْدُوا | مَا | فِي أَنْفُسِكُمْ | أَوْ | تُخْفُوهُ | يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অতঃপর তিনি ক্ষমা করবেন | যাকে ইচ্ছা | এবং শাস্তি দিবেন | যাকে চান। | আর আল্লাহ |
| فَيَغْفِرُ | لِمَنْ يَشَاءُ | وَيُعَذِّبُ | مَنْ يَشَاءُ | وَاللَّهُ |

| | |
|---|---|
| সব কিছুর উপর | ক্ষমতাবান। |
| عَلَى كُلِّ شَيْءٍ | قَدِيرٌ |

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৮৪) তোমরা জেনে রেখো, আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই কেবল আল্লাহর। বস্তুত তোমাদের অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো, আল্লাহ তায়ালা তার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(*তাফসীর আল-মুয়াস্সার*, ১/৪৯)।

**অত্র আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:**

২৮২ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে “আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী” এবং ২৮৩ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে “আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী” সর্বশেষ ২৮৪ নাম্বার আয়াতে “আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান” এ কথা বলার মাধ্যমে আল্লাহর গুণের পরিপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/১২৭)।

**আয়াতের শিক্ষা ও আমল:**

১। অত্র আয়াত থেকে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় তা নিম্নে:

(ক) আসমান-যমীনের একক মালিক হলেন আল্লাহ তায়ালা।

(খ) সন্দেহ, শিরক, নেফাকী, আলেম-ওলামাদের প্রতি শত্রুতা, ইসলামের দুশমনদের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি থেকে মানুষ যা অন্তরে লুকিয়ে রাখে এবং যা প্রকাশ করে, সবকিছুরই হিসাব আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করে যথাযোগ্য পুরস্কার ও তিরস্কার প্রদান করবেন।

(গ) আল্লাহ তায়ালা হলেন স্থায়ী সুপার পাওয়ারের অধিকারী, তাকে কেউ হটাতে পারে না।

DO NOT COPY

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)﴾ [سورة البقرة: ٢٨٥-٢٨٦].

**আয়াতের আলোচ্যবিষয়:** সকল রাসূলের প্রতি সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন এবং ঈমান গ্রহণ।

**আয়াতের সরল অনুবাদ এবং শব্দার্থ:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৮৫ | রাসূল ঈমান এনেছে | তার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে | তার রবের পক্ষ থেকে | |
| | آمَنَ الرَّسُولُ | بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ | مِنْ رَبِّهِ | |
| এবং মুমিনগণও। | প্রত্যেকে | ঈমান এনেছে | আল্লাহর প্রতি, | তাঁর ফেরেশতাদের (প্রতি), |
| وَالْمُؤْمِنُونَ | كُلٌّ | آمَنَ | بِاللَّهِ | وَمَلَائِكَتِهِ |
| তাঁর কিতাবসমূহের (প্রতি) | এবং তাঁর রাসূলগণের (প্রতি)। | আমরা তারতম্য করি না | | |
| وَكُتُبِهِ | وَرُسُلِهِ | لَا نُفَرِّقُ | | |
| কারো মধ্যে | তাঁর রাসূলগণের মধ্য থেকে। | এবং তারা বলে: | শুনলাম ও মানলাম। | |
| بَيْنَ أَحَدٍ | مِنْ رُسُلِهِ | وَقَالُوا | سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا | |
| আপরনারই কাছে ক্ষমা চাই | হে আমাদের রব! | এবং আপনারই দিকে | প্রত্যাবর্তনস্থল। | |
| غُفْرَانَكَ | رَبَّنَا | وَإِلَيْكَ | الْمَصِيرُ | |
| ২৮৬ | আল্লাহ দায়িত্ব দেন না | কাউকে | তার সাধ্যের বাইরে, | ভালো অর্জনের (পুরস্কার) তার |
| | لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ | نَفْسًا | إِلَّا وُسْعَهَا | لَهَا مَا كَسَبَتْ |
| এবং খারাব অর্জনের (তিরস্কারও) তার। | হে রব! | আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না | যদি | |
| وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ | رَبَّنَا | لَا تُؤَاخِذْنَا | إِنْ | |
| আমরা ভুলে যাই | অথবা ভুল করি। | হে রব! | আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিবেন না | |
| نَسِينَا | أَوْ أَخْطَأْنَا | رَبَّنَا | وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا | |
| যেমন চাপিয়ে দিয়েছিলেন | আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। | হে রব! | আমাদেরকে চাপিয়ে দিবেন না | |
| كَمَا حَمَلْتَهُ | عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا | رَبَّنَا | وَلَا تُحَمِّلْنَا | |
| যা বহন করতে পারবো না। | আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করো | তুমি আমাদের অভিভাবক। | | |
| مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ | وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا | أَنْتَ مَوْلَانَا | | |
| অতএব, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো | কাফের সম্প্রদায়ের উপর। | | | |
| فَانْصُرْنَا | عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ | | | |

DO NOT COPY

**আয়াতের ভাবার্থ:**

(২৮৫) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং ঈমানদারগনও তার সাথে অনুরূপ ঈমান এনেছেন। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ এবং রাসূলগণের প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছেন। সকল নবী-রাসূলগণ সম্মান পাওয়া এবং তাদের প্রতি ঈমান আনার দৃষ্টিতে সমান, এ কথা স্বীকৃতি দিয়ে তারা বলে: আমরা সম্মান প্রদর্শন ও বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। এবং তারা তাদের অন্তরে বিদ্যমান ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষণা দেয় যে আমরা শুনলাম এবং মানলাম। এ ছাড়াও তারা বলে: হে আমাদের রব! আমরা আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

(২৮৬) আল্লাহ তায়ালা কাউকে সাধ্যের বাহিরে কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। সে ভালো কিছু করলে ভালো প্রতিদান পাবে এবং খারাপ কিছু করলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করে ফেলি, তাহলে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের উপর শরিয়াতকে কঠিন করবেন না, যেমনিভাবে ইহুদীদের উপর কঠিন করেছিলেন। হে আমাদের রব! আমাদেরকে চাপিয়ে দিবেন না এমন কিছু, যা বহণ করতে পারবো না। আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর সাহায্য করেন। (*আল-মোন্তাখাব*, ৬৯)।

**অত্র আয়াতদ্বয়ের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক:**

এ সূরার ভূমিকায় আলোচনা করা হয়েছে কোরআন, মোত্তাকী, কাফের এবং মোনাফেকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। এর পরে মূল আলোচনা ছিলো সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, তালাক, ওসিয়াত, মীরাস, লেনদেন ইত্যাদির বিধান সম্পর্কে। ২৮৫ এবং ২৮৬ নাম্বার আয়াত হলো এ সূরার উপসংহার, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুমিনদের ঈমান আনায়নের বিষয়সমূহ, কারো উপর সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো বিধান চাপিয়ে না দেওয়া, ভুলক্রমে কিছু করলে তা আমলে না নেওয়া এবং কাফেরের উপর মুমিনের বিজয়ের অঙ্গীকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/১৩২)।

**আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট:**

২৮৪ নাম্বার আয়াতাংশ "তোমরা অন্তরে যা গোপন রাখো এবং প্রকাশ করো, আল্লাহ তার হিসাব নিবেন" নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েন। তারা রাসূল (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজি পেশ করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "আপাতত তোমরা বলো: শুনলাম এবং মান্য করলাম"। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সাহাবাদের শুনা ও মানার উদ্দীপনা দেখে ২৮৬ নাম্বার আয়াতের একাংশ "আল্লাহ কারো উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না" অবতীর্ণ করে ২৮৪ নাম্বার আয়াতকে রহিত করে দিলেন। (*লুবাব আল-নুকুল*, ৫৯)।

## ২৮৫ এবং ২৮৬ নাম্বার আয়াতের ফযিলত:

সূরা বাকারা এর শেষের দুই আয়াতের ব্যাপারে অনেকগুলো ফযিলত রয়েছে। তার মধ্যে সহীহ হাদীসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফযিলত নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) এই আয়াত দুইটি রাতে কেউ তেলাওয়াত করলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সকল ধরণের বিপদ-আপদ থেকে সংরক্ষণ করেন। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ) [صحيح البخاري: ٥٠٠٩].

অর্থাৎ: "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারা এর শেষের দুইটি আয়াত তেলাওয়াত করবে, এই দুই আয়াতের তেলাওয়াতই তার নিরাপত্তা প্রধানে যথেষ্ট" [*সহীহ আল-বুখারী*: ৫০০৯]।

(খ) এ আয়াত দুইটি হলো আরশের ধনভাণ্ডার, যা পূর্ববর্তী কোনো নবী-রাসূলদেরকে প্রদান করা হয়নি। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(أُعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَلَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي) [مسند أحمد: ٢١٥٦٤].

অর্থাৎ: "আরশের নিচে থাকা ধনভাণ্ডার থেকে সূরা বাকারার শেষের আয়াতদ্বয় আমাকে দেওয়া হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি" [*মুসনাদে আহমাদ*, ২১৫৬৪]।

(গ) আসমানের একটি দরজা, যা অত্র আয়াত দুইটি অবতীর্ণের দিন একবারই খোলা হয়েছিলো, কিয়ামত পর্যন্ত আর দ্বিতীয় বার খোলা হবে না। [*সুনান আল-নাসাঈ*, ৯১২]।

## আয়াতের শিক্ষা ও আমল:

১। ঈমান অবিভাজ্য, এটাকে ভাগ করা যায় না। একজন ঈমানদারকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের পাশাপাশি তিনি যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন এবং যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, কোনো ধরণের তারতম্য করা ছাড়া সবকিছুর প্রতি সমানভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। যদিও ইহুদী-খৃষ্টানরা কিছু অংশ বিশ্বাস করে এবং কিছু অংশ অস্বীকার করে। ইহুদী-খৃষ্টানরা মোহাম্মদ (সা.) কে অস্বীকার করা সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের নবী মূসা এবং ঈসা (আ.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এটাও মুসলমানদের উদারতার আরেকটি দৃষ্টান্ত।

(*আইসার আল-তাফাসীর*, ১/২৮১)।

২। ঈমান 'অনুসরণ'কে আবশ্যক করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তার উপর আবশ্যক হলো: দুনিয়ার সবকিছুর উপরে তাঁদের আদেশ-নিষেধকে প্রাধান্য দিয়ে তা মেনে নেওয়া। যেমন: ৮৪ নাম্বার আয়াতে 'অন্তরে বিরাজমান ভালো-মন্দের হিসাব নেওয়া হবে' বলা হয়েছিলো, বিষয়টি সাহাবাদের কাছে কঠিন মনে হলে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে বললেন: প্রথমে মেনে নাও পরে আরজু পেশ করো। এরপর ৮৫ নাম্বার আয়াতে সাহাবারা বললেন 'আমরা শোনলাম এবং মানলাম'। তখন আল্লাহ তায়ালা ৮৬ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করার মাধ্যমে 'অন্তরে বিরাজমান ভালো-মন্দের হিসাব নেওয়া হবে' এ বিষয়টিকে রহিত করে দেন। (*আলতাহরীর ওয়া আল-তানভীর*, ৩/১৩৫)। অনুরূপভাবে নেশাজাতীয় দ্রব্য 'মদ' এবং অর্থনৈতিক লেনদেন 'সূদ' হারাম হওয়ার খবর রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শোনা মাত্রই সাহাবীরা বলেছিলেন: শোনলাম এবং মেনে নিলাম। যার হাতে মদের

DO NOT COPY

বোতল ছিলো ঘৃণাভরে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন এবং সুদের লেনদেন মুহূর্তেই বন্ধ করে দিলেন। এজন্য শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে একজন মুমিনের শ্লোগান হবে: "শোনলাম এবং মেনে নিলাম"। পক্ষান্তরে ইহুদীদের শ্লোগান হলো: "শোনলাম এবং অমান্য করলাম", [সূরা নিসা, ২৬]। (*তাফসীর আল-মুনীর*, ৩/১৩৬) ।

৩। ইসলামের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো: এর বিধানসমূহ সহজ এবং সাবলীল, যা সকলের জন্য পালন উপযোগী। শরিয়াতের বিধান কিভাবে সহজ করা যায় এবং কারো উপর যেন তা পালন করা কষ্টকর না হয় সেজন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) সর্বদা গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন: ২৮৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ যখন বলেছেন: "তোমরা অন্তরে যা গোপন করো আর যা প্রকাশ করো সবকিছুর হিসাব তিনি গ্রহণ করবেন", তখন সাহাবীগণ আপত্তি করেছিলো এটা তাদের জন্য কঠিন হবে। সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা ২৮৬ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে এ হুকুম রহিত করে জানিয়ে দিলেন: "আল্লাহ কারো উপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেন না"। এছাড়াও এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে, তার মধ্যে প্রশিদ্ধ একটি হাদীস হলো:

(يَسِّرُوا، وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا) [صحيح البخاري: ٦٩].

অর্থাৎ: "তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না এবং সুসংবাদ দাও, ভয় দেখাইও না" [সহীহ আল-বুখারী, ৬৯]। এজন্য ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হলো: ইসলামী সীমা রেখার ভিতর থেকে যতটা সহজ করা যায় তার জন্য চেষ্টা করা। কিন্তু কারো অতিরিক্ত গোড়ামী বা বাড়াবাড়ির কারণে তাদের উপর ফতোয়া কঠিন হতে পারে, যা ইহুদীদের ক্ষেত্রে ঘটেছিলো। যেমন: তাদের তাওবার পদ্ধতি ছিলো আত্মহুতি দেওয়া এবং কাপড়ে নাপাকী লাগলে, যেখানে নাপাকী লেগেছে সে অংশটুকু কেটে ফেলা। (তাফসীর আল-মুনীর, ৩/১৩৭-১৩৮) ।

৪। ২৮৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে কয়েকটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন:

(ক) ভুলে গিয়ে অথবা ভুলে কোনো পাপের কাজ হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া।
(খ) শরিয়াতের বিধান পালনে যেনো কষ্ট না হয় সে জন্য দোয়া করা।
(গ) আল্লাহর বিধান পালনে যেন অক্ষম না হয় সে জন্য দোয়া করা।
(ঘ) সকল ধরণের পাপ কাজের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।
(ঙ) ইসলামের শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

(আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর, ৩/১৩৯-১৪০) ।

৫। "ভালো অর্জনের পুরস্কার তার এবং খারাপ অর্জনের পুরস্কারও তারই" ২৮৬ নাম্বার আয়াতের এ অংশ দিয়ে ব্যক্তিগত দায়িত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দুনিয়া এবং আখিরাত, উভয় জগতেই যার আমল তারই জন্য হবে, কেউ কারো বোঝা বহণ করবে না। দুনিয়াতে ভালো আমল করলে আখিরাতে পুরস্কৃত হবে এবং দুনিয়াতে আমল খারাপ হলে সে আখিরাতে তিরস্কৃত হবে। কারো উপর কোনো ধরণের যুলম করা হবে না। খৃষ্টানরা বিশ্বাস

DO NOT COPY

করে, আদম (আ.) এর ভুলের বোঝা বহন করেছে তার সন্তানরা, তাদের এ ভুলের মূল্য দিয়েছেন ঈসা (আ.) শুলে আরোহণ করে তার আত্ম বিসর্জন দিয়ে। অত্র আয়াতের মাধ্যমে খৃষ্টানদের এ ভ্রান্ত এবং মনগড়া বিশ্বাসের যথার্থ জবাব দেওয়া হয়েছে।

৬। আয়াত দুইটির অন্যতম একটি আমল হলো: যে ব্যক্তি প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পুর্বে অত্র আয়াতদ্বয় তেলাওয়াত করবে, সে সারা রাত সকল ধরণের ক্ষতিকারক জিনিস থেকে সংরক্ষিত থাকবে। (আল্লাহই ভালো জানেন) ।

## সূরা বাকারা এর সারমর্ম:

**প্রথমত: আক্বীদা,** আক্বীদা বিষয়ে এ সূরাতে যা আলোচনা করা হয়েছে তা হলো:
(ক) সকল মানুষকে এক আল্লাহর এবাদতের দিকে আহবান করা হয়েছে।
(খ) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।
(গ) কোরাআন আল্লাহ তায়ালার অহী, তা প্রমানের পাশাপাশি ছোট একটি সূরার মতো সূরা রচনা করতে কোরআন অস্বীকারকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারা হয়েছে।
(ঘ) দ্বীনের মৌলিক বিষয় হলো: আল্লাহর একত্ববাদ, হাশর-নশর সত্য এবং এ বিষয়কে যারা অস্বীকার করবে তাদের সাথে গঠণতান্ত্রিক সংলাপে বসা।

**দ্বিতীয়ত: শরয়ী বিধান,** এ সূরাতে যে সকল শরয়ী বিধান এসেছে তা হলো:
(ক) হালাল খাবার ভক্ষণ করা।
(খ) কিসাসের প্রচলন এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার মাধ্যমে মানব জীবনের সংরক্ষণ করা।
(গ) ইসলামের রোকনসমূহ, যেমন: সালাত, সিয়াম, হজ্জ এবং যাকাতের বিধান বর্ণনা করা।
(ঘ) ইসলামী তাকাফুল বা ইসলামী সমাজ সংহতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করা।
(ঙ) মদ, জুয়া এবং সুদকে হারাম ঘোষণা করা।
(চ) এতিমদের অভিভাকত্ব গ্রহণ এবং তাদের সাথে একত্রে বসবাস করার বিধান।
(ছ) বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, তালাকপ্রাপ্তাদের ভরণপোষণ এবং শিশুদেরকে দুগ্ধপানের বিধান।
(জ) ওসিয়াতের বিধান।
(ঞ) সাময়িক লেনদেন নথীভুক্ত করা, সাক্ষ্য রাখা, বন্ধক রাখা এবং সাক্ষ্য গোপনের বিধান।
(ট) আমানত রক্ষার বিধান।
(ঠ) আল্লাহর কাছে দোয়ার পদ্ধতি এবং দোয়ার শব্দ চয়ন শিক্ষা।

(সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সূরা ফাতিহা এবং বাকারা এর তাফসীর লেখা

(সমাপ্ত)

করার তাওফীক দিয়েছেন)।

(১২/০৯/২০২২ [সোমবার])

DO NOT COPY

# তথ্যসূত্র


- আল-তাবারী, মোহাম্মদ ইবনু জারীর, (২০০৮), *জামি' আল-রায়ান ফি তা'ভীল আল-কোরআন*, বায়রুত: মোয়স্সাত আল-রিসালাহ।
- আল-আন্দালুসী, আবু হাইয়্যান, *তাফসীর আল-বাহ্র আল-মুহীত*, বায়রুত: দার আল-ফিক্র।
- আল-দামেশকী, আবুল ফিদা ইবনু কাসীর, (১৪১৯ হিজরী), *তাফসীর আল-কোরআল আল-আযীম*, বায়রুত: দার আল-কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ।
- আল-আলূসী, আবু আল-মা'য়ালী মাহমুদ, *রূহ আল-মা'য়ানী ফি তাফসীর আল-কোরআন আল-আযীম ওয়া আল-মাসানী*, বায়রুত: দার ইহইয়া আল-তুরাস আল-আরাবী।
- আল-যামাখশারী, আবু আল-কাসিম মাহমুদ, (১৪০৭), *আল-কাশশাফ আন হাক্বায়িক্ব গাওয়ামেজ আল-তানযীল*, বায়রুত: দার আল-কিতাব আল-আরাবী।
- আল-বায়দাভী, নাসির উদ্দীন, *আনওয়ার আল-তানযীল ওয়া আসরার আল-তাভীল*, বায়রুত: দার আল-ফিক্র।
- আল-ক্বুরতুবী, আবু আব্দিল্লাহ শামসুদ্দীন, (২০০৩), *আল-জামি' লি আহ্কাম আল-কোরআন*, রিয়াদ: দার 'আলাম আল-কিতাব।
- আল-রাযী, ফখরুদ্দীন, (২০০০), *আল-তাফসীর আল-কাবীর/ মাফতিহ আল-গাইব*, বায়রুত: দার আল-কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ।
- তানতাভী, মোহাম্মদ সাইয়্যেদ, (১৯৯৭), *আল-তাফসীর আল-ওয়াসীত লি আল-কোরআন আল-কারীম*, মিশর: দারু নাহযা মিশর।
- আল-জাযায়িরী, আবু বক্র, (২০০৩), *আইসার আল-তাফাসীর লি কালাম আল-আলিয়্য আল-কাবীর*, সৌদিআরব: আল-মাদীনা আল-মোনাওয়্যারা, মাকতবাত আল-উলুম ওয়া আল-হিকাম।
- সাইয়্যেদ কুতুব, *ফি জিলাল আল-কোরআন*,
- আল-আযহার ওলামা পরিষদ, (১৯৯৫), *আল-মোন্তাখাব ফি তাফসীর আল-কোরআন আল-কারীম*, মিশর: আল-মাজলিস আল-আ'লা লি আল-শু'উন আল-ইসলামিয়্যাহ।


DO NOT COPY

- তাফসীর শিক্ষক পরিষদ, (২০০৯), *আল-তাফসীর আল-মোয়াস্‌সার*, সৌদিআরব: মাজমা' মালিক ফাহাদ।
- আল-বাক্বায়ী, বুরহান উদ্দীন, (১৯৯৫), *নায্‌ম আল-দুরার ফি তানাসুব আল-আয়াত ওয়া আল-সুয়ার*, বায়রুত: দার আল-কুতুব আরাবিয়্যাহ।
- আল-সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন, (২০০৬), *লুবাব আল-নুকূল ফি আসবাব আল-নুযূল*, বায়রুত: আল-মাকতাবাহ আল-আসরিয়্যাহ।
- আল-ওয়াহিদী, আবু আল-হাসান, (১৪১১), *আসবাব আল-নুযূল*, বায়রুত: দার আল-কিতাব আল-আরাবী।
- আল-দিনূরী, ইবনু ক্বুতাইবা, (১৯৭৮), *গরীব আল-কোরআন*, বায়রুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।
- আল-কাওয়ারী, কামিলাহ, (২০০৮), *তাফসীর গরীব আল-কোরআন*, বায়রুত: দার ইবনু হাজম।
- আল-যুহাইলী, ওয়াহাবা বিন মোস্তফা, (১৪১৮), *আল-তাফসীর আল-মুনীর ফি আল-আক্বীদাহ ওয়া আল-শরীয়াহ ওয়া আল-মানহাজ*, দেমাস্ক: দার আল-ফিক্‌র আল-মোয়াসের।
- আল-তিউনিসী, ইবনু আশুর, (১৯৮৪), *আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর/ তাহরীর আল-মা'না আল-সাদীদ ওয়া তানভীর আল-আক্বল আল-জাদীদ মিন তাফসীর আল-কিতাব আল-মাজীদ*, তিউনিস: দার আল-তিউনিসিয়া।
- মোহাম্মাদ রশীদ রেদা, (১৯৯০), *তাফসীর আল-মানার, তাফসীর আল-কোরআন আল-হাকীম*, মিশর: আল-হাই'য়াহ আল-মিশরিয়্যাহ আল-আম্মাহ।
- আল-কোরআন আল-কারীম সরল অর্থানুবাদ, আল-বায়ান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- মাওলানা সালউদ্দীন ইউসুফ, অনুবাদ: শফীউর রহমান রিয়াজী এবং অন্যান্যরা, *তাফসীর আহসান আল-বায়ান।*
- হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমাদ, *কোরআন মাজীদ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, আল-কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স।
- মোহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীয বিন ওমার নাসীফ, (২০১৯), *বিতাকাত আল-তা'রীফ বিসুয়ার আল-মুসহাফ আল-শারীফ*, জিদ্দা: খাইরুকুম তাহফীজ আল-কোরআন।

# লেখক পরিচিতি

ড. মো: মাসুম বিল্লাহ আল-আযহারী, তার পূর্ণ নাম আবু ত্বহা মো: মাসুম বিল্লাহ। তার পিতার নাম মো: আবুল হোসাইন (রাহি.) এবং মাতার নাম রাবেয়া বেগম (রাহি.)। তিনি পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার ইচাদী গ্রামে ১৯৮৪ শালে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি নিজ এলাকাতেই সরকারী বৃত্তি সহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। এরপর ছারছীনা দারুস্সুন্নাত কামিল মাদ্রাসা, পিরোজপুর থেকে আলিম (উচ্চমাধ্যমিক) এবং ১৫তম বোর্ড স্ট্যান্ড সহ ফাযিল (স্নাতক) এ উত্তীর্ণ হন। অত:পর জামেয়া-ই কাসেমিয়া কামিল মাদ্রাসা, নরসিংদী, থেকে ১৩তম বোর্ড স্ট্যান্ড সহকারে কামিল (স্নাতকোত্তর) ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। অত:পর ড. আযহারী ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেন। মিশরের বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার ইউনিভার্সিটি থেকে ২০০৮ শালে ধর্মতত্ত্ব বিভাগে বি.এ. অনার্স এ এক্সিলেন্ট মার্ক পেয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর ২০১২ শালে মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে কোরআন-সুন্নাহ (তাফসীর) বিভাগে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অবশেষে ২০২৩ শালে সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত কিং আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিতাব-সুন্নাহ (তাফসীর) বিভাগে পি-এইচডি (ডক্টরেট) ডিগ্রী লাভ করেন।

DO NOT COPY